শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

বর্ষ

১ম সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি এল্
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪১৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় -২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ-

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৭৯। ১০ গোবিন্দ, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, মঙ্গলবার ; ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩। | ১ম সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের শেষ বক্তৃতা

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও ভক্তিবিনোদ-ধারা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গোড়ায়ই ভাগবতের এই শ্লোকটি পাওয়া যায়।

তেতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তা' জান্‌বার ইচ্ছা হ'বে যাঁর, তাঁর সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হচ্ছে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেমন ব'লেছেন—**'চৈতন্যবিমুখ নিজজনে জানি পর।'** দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সাধুর সঙ্গ করতে হ'বে। সাধুর সঙ্গ না ক'রলে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ হ'তে পারে না। নির্জন-ভজন-প্রয়াসিগণ মুখে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রেছেন, ব'লে থাকেন ; কিন্তু সাধুর সঙ্গ না করায় মনে মনে তাঁদের দুঃসঙ্গই হ'তে থাকে।

এবার প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বিশেষ যোগদান করেন নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন। যত dear & near ones—**সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হ'বে যদি তাঁরা চৈতন্য-বিমুখ হন। চৈতন্যবিমুখ কিনা, তা' জানবার উপায় প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসরতা কা'র কতটুকু আছে, তাই দেখে। প্রকৃত চৈতন্য-ভক্তের প্রতি মৎসর ব্যক্তি চৈতন্য-বিমুখ। আর চৈতন্যভক্তের মনোঽভীষ্টপূরণে আনুকূল্য-কারী ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় উন্মুখ।** প্রাকৃত সহজিয়াগণ চৈতন্যভক্তের বিদ্বেষ ক'রে চৈতন্যের প্রতি উন্মুখ মনে ক'রে থাকেন, এরূপ লোক যতই আত্মীয় ব'লে পরিচিত থাকুক না কেন, তা'দের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে। **তা'রা সব কৃমি-জাতীয় ; আত্মার পুষ্টিকর খাদ্যরূপে যা' কিছু গ্রহণ করা যা'বে, তাতে আত্মশরীর পুষ্ট না হ'য়ে কৃমির শরীর পুষ্ট হ'বে।** এজন্য চৈতন্য বিমুখ স্বজনাখ্য দস্যুগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হ'বে।

স্লুৎসে সাহেব তথাকথিত পরার্থী কর্ম্মিগণের ভ্রম প্রদর্শন ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন—'একটি লোক জলে ডুবে যাচ্ছে, Altruistic চিন্তা-স্রোত হ'চ্ছে সেই drowning man এর জুতা ও জামাকে বাঁচান'। পাশ্চাত্য দেশীয় ধর্ম্মেও মানুষের খোসার উপকার করাটাই বড় কথা। মানুষের উপকার করা মানে অনেকেই বোঝেন—মানুষের খোসার উপকার করা। জীবাত্মার উপর যে দেহ ও মনরূপ স্থুল সূক্ষ্ম দুইটি আবরণ আছে, মানব-

জাতি সেই ছু'টা আবরণ বা খোসার ক্ষণস্থায়ী ও বিশ্বাসঘাতক উপকারকেই উপকার মনে ক'রে থাকেন। স্থুলৎসে সাহেব বলেছেন – মানুষটা ডুবে যায় যাক্—মানুষের আত্মবৃত্তি অধঃপতিত হয় হোক, মানুষের দেহ ও মনের ভোগের যোগানদারী ক'রে তা'র জুতো ও জামাটাকে বাঁচানই জগতের তথাকথিত পরার্থিসম্প্রদায় মানুষের উপকার ব'লে মনে ক'রেছেন।

যাঁরা নিত্য কৃষ্ণকথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁরাই সৎ বা সাধু, আর যাঁরা জগদ্‌ভোগের অনিত্য কথা নিয়ে বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিলাসের কথা বাদ দিয়ে নির্বিশেষ বিচারের কথা নিয়েই দিন কাটান, তাঁরাই হ'লেন অসৎ বা অসাধু। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৪।২২) এই সুন্দর শ্লোকটি উদ্ধার ক'রেছেন—

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ স্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥

[এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অনন্তশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে; তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে।]

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যায় কর্মকাণ্ড। বিশ্বকে ভগবান্ এরূপ ক্ষমতা দেন নাই যে, বিশ্ব চিরকাল থাক্‌বে। কিন্তু বিশ্বের বৃত্তিগুলি ধ্বংস করবার ক্ষমতা Impersonalistদের নাই। বিশ্ব—সৎ, কিন্তু—অনিত্য। বিশ্বের অস্তিত্ব আছে। ইহার অস্তিত্বের যে বৃত্তি আছে, তাহা নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ ধ্বংস ক'রতে পারে না।

আমরা যেরূপভাবে বিশ্বদর্শন ক'রছি সেটাই হ'চ্ছে অসুবিধার কথা। **আমরা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'রবো—এইভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যে বিশ্বদর্শন, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ।** বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করুক, এই বিচার হ'তেই সংসারের উৎপত্তি। This is a befooling agency—মানবের বিবর্ত হ'চ্ছে এই বিশ্ব দেখে। আবার যদি আমাদের স্বরূপাবস্থা লাভ হয়, তা' হলে 'বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন'। বন তখন আমার ইন্দ্রিয় তর্পণের বন নহে—অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পণের বন। বননীয় বা ভজনীয় দ্বাদশ বন যাহা অপ্রাকৃত পঞ্চমুখ্য রস ও তৎপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণরসের আদর্শ, সেই দ্বাদশ অপ্রাকৃত রসাধার কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণকারী বনের উপলব্ধি হয়। অভিধেয় বিচারে যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি, তাহারই পীঠস্বরূপ নবদ্বীপ, আর অখিল রসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের ভোগ্য দ্বাদশরসের পীঠ বৃন্দাবন। অধোক্ষজদেব শ্রীযোগমায়াপুরপীঠে অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে তাঁহার চারিটি অস্ত্রের দ্বারা ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষচতুষ্টয় ছেদন ক'রে থাকেন।

* * * *

জগতের কর্মবীরত্বের পরিণাম নৈরাশ্য-জনক। এই জন্যই বিদ্যাপতি গেয়েছেন—'মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।' যিনি ব'লছেন—তিনি আপনার শুভানুধ্যায়ী, তিনিই আপনার সমস্ত নাশ ক'রবেন। জগৎটায় কেবল দুঃখের উপর দুঃখ, তার উপর দুঃখ।

মায়া হ'তে উদ্ভূত যে বিশ্ব, হে ভগবন্! তাহা তোমাতেই অবস্থিত। জগৎ তোমা ছাড়া নহে, কিন্তু তুমি জগৎ নহ। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার সেবক। জ্ঞেয় পদার্থ যদি সেব্যবস্তুতে দর্শন হয়, তবে তাহাই গোলোক-দর্শন। যেমন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেছেন—"যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" জগৎ আমার ভোগ্য, আমি ভোগী—ইহাই জগদ্দর্শন। কিন্তু ইহা জগন্নাথের অবস্থান-ক্ষেত্র—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥

যখন আমরা বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধতন প্রদেশ গোলোকে প্রবেশ ক'রতে পারব, তখনই গীতার "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো

জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"—শ্লোক বলার সার্থকতা হ'বে। এই বিশ্বে নিত্যতা, চেতনতা ও অবিমিশ্র আনন্দের অভাব আছে, কিন্তু তুমি নিত্যকাল অবস্থিত নিত্যপূর্ণ-চেতন ও পূর্ণানন্দ-স্বরূপ। তোমার আনন্দের প্রাপ্তি যদি ঘটে, তবে আমার আনন্দের প্রাপ্তি ঘটবে না কেন? আমি কি তোমা ছাড়া? জগৎ ভোগ করতে গিয়ে আমি কষ্ট পাব, কিন্তু গোলোক ভোগ করতে গিয়ে তোমার কষ্ট হ'বে না। জগৎ দর্শন করতে গিয়েই কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও অন্যাভিলাষ। আমাদের কেবল কার্য্য হ'চ্ছে দুঃসঙ্গটা ছেড়ে দেওয়া ও অকৃত্রিম সাধুতে পরিনিষ্ঠিত হওয়া। বিশ্ব-দর্শনে ভুল হ'ল কেন? তা'র কারণ হচ্ছে, সেখানে মেপে নেওয়ার কার্য্য আছে—'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া; আর গোলোকে 'অনয়ারাধিতঃ'। **ভক্তি-বিনোদ-আনুগত্য হ'চ্ছে 'অনয়ারাধিতঃ' আর অভক্তিবিনোদানুগত্যের কার্য্য হ'চ্ছে 'অনয়া মীয়তে'। যখন গুরুপাদপদ্মকে গদাধর পণ্ডিত ব'লে জ্ঞান হ'বে তখনই ব্রজে যাবার রাস্তা হ'ল।** আর যখন মনে হ'ল তিনি তা'নন, তখনই মুস্কিল। আজ শ্রীগদাধর ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট তিথি। **আজ ব্রজে যাওয়ার তিথি।**

বাস্তবিক সুধী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—মহাজনের অনুগমন ও অনুসরণ। আর নিজেরা মেপে নেবো—এই বিচারটি হ'চ্ছে বিশ্বদর্শনের বিচার। এতে সংসার লাভ হ'বে, ব্রজে যাওয়া যাবে না।

*　*　*　*

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কৃপায় পণ্ডিত শ্রীবল্লভ ভট্ট কিছু কিশোর গোপালের উপাসনার কথা শুনেছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তাঁর অনুগতাভিমানী লোকেরা বাল-গোপালের উপাসকের চিত্তবৃত্তি ও বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন।

*　*　*　*

ভারতব্যাপী প্রচার আরম্ভ ক'রে দিন। কা'কে রাম বলে, কা'কে সীতা বলে, কা'কে কৃষ্ণ বলে, কা'কে ভক্তি বলে, কা'কে প্রেম বলে—জগতের লোক এ সকল কথা কিছুই জানে না। তারা যা' জেনে রেখেছে, সব ভুল। এজন্য একদিন ঠাকুর মহাশয় গেয়েছিলেন—

জ্ঞান কর্ম করে লোক,　　নাহি জানে ভক্তিযোগ,
　　নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি,　　পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
　　প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ ॥

বাঙ্গালার লোক এখনও শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় ক'রতে পারছে না। নানা মনোধর্ম্মের কথায় মত্ত হয়ে র'য়েছে। চেতনের কথা পরিত্যাগ ক'রে চিজ্জড় সমন্বয়-বাদের প্রলাপ ব'ক্‌ছে।

*　*　*　*　*

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট কালও ২২ বৎসর হ'য়ে গেল। এই ২২ বৎসর কালের কার্য্য সমালোচনা **করা যাক, ২২ বৎসর কে কতটা হরিসেবায় অগ্রসর হয়েছেন, তার একটা হিসাব নিকাশ হওয়া দরকার।** এ বৎসর বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভার কার্য্যটা বিশেষভাবে আরম্ভ করা আবশ্যক। বিশ্বের সকল লোককে সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব করা প্রয়োজন। মিঃ স্থুল্‌ৎসে একটা কথা বুঝতে পেরেছেন যে, বৈষ্ণব 'হওয়া' বা 'করা' যায় না। বিশ্বের সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, সেই স্বরূপ উপলব্ধি ক'রতে হ'বে। এই স্বরূপোপলব্ধির বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাই বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার কার্য্য। এ জগতের লোক কেবল মাপছে। কেবল জাতীয়তা—প্রাদেশিকতা—অসৎ সাম্প্রদায়িকতা। এই মাপা-কাজটা ঘুচিয়ে দিয়ে কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্ব, বিগত বিশ্ব, বর্তমান বিশ্ব ও ভাবিবিশ্ব—সকলের মঙ্গল ক'রতে হ'বে শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা প্রচারের দ্বারা। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণীর পসরা নিয়ে পরিভ্রমণ ক'রতে হ'বে। দরকার হ'লে পৃথিবীর চতুর্দিকটাও ঘুরতে হ'বে। নির্জন ভজনের নাম ক'রে নিজের ও পরের হিংসা-কার্য্য বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা দরকার। **প্রত্যেক মানুষের দরজায় একবার ক'রে আঘাত করা দরকার।** তাঁরা যদি নিষ্কপট ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—কি ক'রে প্রকৃত হরি-ভজন হয়,

তখন তাঁদের ব'লতে হ'বে—একমাত্র ভক্তিবিনোদ-ধারায় শুদ্ধ হরিভজনের কথা অবস্থিত আছে। এই ভক্তিবিনোদধারাকে শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনের মধ্যে নিত্যকাল সঞ্জীবিত রাখ্তে হবে। সত্য-কথার কীর্ত্তন বন্ধ হ'লে আমরা ভক্তিবিনোদ-ধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাব।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা কি উচিত ?

"আহা! শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সাক্ষাৎ সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি, নিগম শাস্ত্রের ফলস্বরূপ। প্রথমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যাহা কথিত আছে, তাহাই করিবে—'মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ' (ভাঃ ১।১।৩)—এই বাক্যে কেবল ভাবুক বা রসিক ব্যতীত আর কেহই শ্রীমদ্ভাগবত-রস পানের অধিকারী নন (হে অনধিকারি!) এ ব্যবসায়টী সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রসপিপাসু হইলে রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। 'রসো বৈ সঃ' (তৈঃ আঃ ২।৭) এই বেদ বাক্যে রসই কৃষ্ণস্বরূপ। শরীর নির্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না।" —জৈবধর্ম ২৮শ অঃ

অপক্কাবস্থায় অপ্রাকৃত রসের আলোচনা করা কি উচিত ?

"যে সকল ব্যক্তি স্থূলদেহগত সুখকে বহুমানন করত চিন্ময় দেহগত এইসকল আনন্দ বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এ সকল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচন করিবেন না; কেন না, তাহা করিলে ঐ সকল বর্ণনকে মাংসচর্মগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া প্রাকৃত সহজিয়াভাবে অধঃ-পতন লাভ করিবেন।" —চৈঃ শিঃ ৭।৭

"শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার-লীলার গীত ও শ্রবণ উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্যভজন। এই ভজন-লীলা সর্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। 'আপন ভজন-কথা না কহিবে যথা তথা'—এই আচার্য্য-বাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রস-গান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। * * * গায়ক ও শ্রোতাদিগের এরূপ অপরাধ-ক্রিয়া আজকাল নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছে। জগতে অধিকাংশ মনুষ্য বিকৃত; তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছা-চার করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত শৃঙ্গার রসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না। * * সর্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত সেখানে নাম, প্রার্থনা এবং দাস্যরসের গান হওয়া উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণবমাত্র উপস্থিত, সেখানে রসগান শ্রবণ করুন এবং রসগান শ্রবণ সময়ে নিজ সিদ্ধস্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থ-লোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত)

পুরীধামে আবির্ভাব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ ২৫শে মাঘ) ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার পর পুরী শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে "নারায়ণ ছাতা"র সংলগ্ন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিকীর্তন-মুখরিত বাস-ভবনে শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্যকান্তি শিশুরূপে অবতীর্ণ হন। যাঁহারা সেই সময় শিশুকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শিশুর গাত্রে স্বাভাবিক উপবীত বিজড়িত দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথ-দেবের পরাশক্তি শ্রীবিমলাদেবীর নামানুসারে এই শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন—'শ্রীবিমলাপ্রসাদ'।

শিশুর রুচি

শিশুর আবির্ভাবের ছয়মাস পরে রথযাত্রা-মহোৎসব উপস্থিত হইল। সে বৎসর সেই রথ শ্রীজগন্নাথদেবেরই ইচ্ছায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাস গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের বাসস্থানের সম্মুখে তিন দিবসকাল রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থান করিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে তিনদিবসকাল শ্রীহরি-কীর্ত্তনোৎসব হইতে থাকিল। তন্মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড়-শায়িত ছয়মাসের শিশু শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণালিঙ্গন এবং শ্রীজগন্নাথের গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী মালা গ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিশুর মুখে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া শিশুর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করিলেন।

আবির্ভাবের পরে শিশু জননীর সহিত দশমাসকাল পুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলেন এবং তৎপরে পাল্কীর ডাকে স্থলপথে বঙ্গদেশের রাণাঘাটে উপনীত হইলেন। হরিকীর্ত্তনোৎসবের মধ্যেই শিশুর সমস্ত শৈশবকাল কাটিয়াছিল।

হরিনাম ও নৃসিংহ-মন্ত্র-গ্রহণ

শ্রীরামপুরে থাকাকালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুরী হইতে তুলসীর মালা আনাইয়া হাইস্কুলের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রকে হরিনাম ও শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্ররাজ প্রদান করেন। শ্রীরামপুরে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বালক Phonetic type এর মত একটি নূতন লেখন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহার নাম হইয়াছিল—বিকন্তি বা Bicanto. ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বালককে "শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত" গ্রন্থ পাঠ করান।

শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চ্চন

১৮৮১ সালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতা-রামবাগানে যখন 'ভক্তিভবন' নির্মাণ করেন, তখন গৃহের ভিত্তি খননকালে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে শ্রীকূর্ম্ম-মূর্ত্তি প্রকাশিত হন। ৮৷৯ বৎসরের বালককে ঠাকুর ভক্তি বিনোদ শ্রীকূর্মদেবের পূজার মন্ত্র ও অর্চ্চন-বিধি শিক্ষা দেন; বালক নিয়মিতভাবে কূর্ম্মদেবের পূজা ও তিলকাদি সদাচার গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ সালে ভক্তিভবনে 'বৈষ্ণব-ডিপোজিটারী' নামক একটি ভক্তি-গ্রন্থ-প্রচার-বিভাগ খোলা হয়। এই সময় হইতেই বালক মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ ও প্রুফসংশোধনাদি কার্য্যে সহায়তা করেন। এই সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা (২য় বর্ষ) পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে বালক ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত গৌরপার্ষদগণের আবির্ভাব-ভূমি কুলীনগ্রাম, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান দর্শন এবং তথায় নামতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র-বিচার শ্রবণ করেন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে প্রতিভা

যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখনই বালক গণিত ও

ফলিত-জ্যোতিষ আলোচনায় স্বাভাবিক প্রতিভা প্রদর্শন করেন। তারকেশ্বর লাইনের শিয়াখালা গ্রামের পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র চূড়ামণির নিকট গণিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই ঐ শাস্ত্রে অভূতপূর্ব প্রতিভা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আলোয়ার নিবাসী পণ্ডিত সুন্দর লাল নামক জনৈক জ্যোতিষীর নিকটও বালক জ্যোতির্বিদ্যায় অধিকার লাভ করেন।

"সিদ্ধান্ত সরস্বতী"

চূড়ামণি মহাশয় পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের প্রতিভায় বিশেষ মুগ্ধ হন। সেই শৈশবকাল হইতেই তাঁহার মহাভাগবত গুরুবর্গ তাঁহাকে "শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী" নামে অভিহিত করেন। ইংরাজী ১৯১৮ সালে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তিনি "পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী" নামে অভিহিত হন। তিনি বিশেষস্থলে "শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস" নামেও আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণব-সভা

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৯৯ চৈতন্যাব্দে কৃষ্ণসিংহের গলিতে (অধুনা বেথুন রো) স্বধামগত রামগোপাল বসুর ভবনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৪০০ চৈতন্যাব্দ প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৮৬ সালে শ্রীচৈতন্যদেবের চারিশত বার্ষিক আবির্ভাবোৎসব সম্পাদন করেন। মদনগোপাল গোস্বামী, নীলকান্ত গোস্বামী, বিপিনবিহারী গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই বিশ্ববৈষ্ণব-সভার বিভিন্ন বিভাগের সভ্য ছিলেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর বিশ্ববৈষ্ণব-সভার প্রতি রবিবারের সাপ্তাহিক অধিবেশনে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থ বহন করিয়া লইয়া যাইতেন এবং সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন।

অসৎসঙ্গ ও জড়বিদ্যায় অরুচি

সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার ছাত্রজীবনে কোন অসৎ প্রকৃতির বালকের সহিত কখনও মিশিতেন না। অসৎসঙ্গ ত্যাগে সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও অকপট সাধুসঙ্গের প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা তাঁহাতে আশৈশব লক্ষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনা ও ধর্মগ্রন্থ পাঠেই অধিক সময় কাটাইতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাঁহার আদৌ মনোযোগ ছিল না। বিশেষতঃ স্কুলের সময় ব্যতীত গৃহে স্কুল-পাঠ্য-পুস্তক স্পর্শ করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেন। 'ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী সরস্বতীর পাঠ্য পুস্তকের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

আগষ্ট য়্যাসেম্ব্‌লী

পাঠ্যাবস্থায়ই তিনি 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত', 'ভক্তি-ভবন-পঞ্জিকা' প্রভৃতি গণিত-জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং অপরাহ্নে কলিকাতার বিডন-উদ্যানে ছাত্রগণের সহিত নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক ও ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ-আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। ১৮৯১ সালে এই আলোচনা-সভার নাম হইয়াছিল—"আগষ্ট্‌ য়্যাসেম্ব্‌লী" (August Assembly). এই সভার সভ্যবৃন্দকে চিরকুমার ব্রত পালনের উৎকর্ষ সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত। তরুণ ও প্রাচীন সকল প্রকার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এই সভার আলোচনা শ্রবণে উপস্থিত হইতেন।

সংস্কৃত কলেজে

১৮৯২ সালে সরস্বতী ঠাকুর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া পাঠ্য পুস্তক পড়িবার পরিবর্তে কলেজ-লাইব্রেরীর প্রধান প্রধান পুস্তকসমূহ পড়িয়া ফেলিলেন। কলেজের অতিরিক্ত সময় বৈদিক পণ্ডিত পৃথ্বীধর শর্মার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতেন। পরে ১৮৯৮ সালে সারস্বত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনাকালে পৃথক্ ভাবে 'ভক্তিভবনে' পৃথ্বীধর শর্মার নিকট 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' অধ্যয়ন করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাঠ শেষ করিয়া ফেলেন। পৃথ্বীধর আজীবন সিদ্ধান্তকৌমুদী অধ্যয়নের পরামর্শ দেওয়ায় সরস্বতী ঠাকুর অধ্যাপকের সহিত মতভেদ করিয়া বলেন যে, তাঁহার জীবন হরি ভজনের জন্য, শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের 'ডুকৃঞ্' বা জড় সাহিত্যকাব্যের অনুস্বার-বিসর্গ

অভ্যাসের জন্য নহে। সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময়ই সরস্বতী ঠাকুর কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মঃ মঃ বাপুদেব শাস্ত্রীর ছাত্র ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যের সমর্থিত বিচারের প্রতিবাদ করেন।

সারস্বত চতুষ্পাঠী

ইংরাজী ১৮৯৭ সালে কলিকাতা 'ভক্তিভবনে' সারস্বত-চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। লালা হরগৌরীশঙ্কর, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-বি, সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত-ভূষণ, নিত্যানন্দবংশীয় পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, শরচ্চন্দ্র জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয় প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং কলেজের অনেক ছাত্র তাঁহার সারস্বত চতুষ্পাঠীতে গণিত-জ্যোতিষ অধ্যয়ন ও শিক্ষা লাভ করেন। সারস্বত চতুষ্পাঠী হইতে সরস্বতী ঠাকুর 'জ্যোতির্ব্বিদ', 'বৃহস্পতি' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জড়বিদ্যার্জ্জন পরিত্যাগ

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ প্রথমে বিদ্যাবিলাস ও দিগ্বিজয়াদি লীলা প্রদর্শন করিয়া পরে হরিকীর্তন-প্রচারের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৌরজন সরস্বতী ঠাকুরের চরিত্রেও সেই আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন,—"আমি যদি মনোযোগ-সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শিক্ষা করিতে থাকি, তাহা হইলে সংসারে প্রবেশের জন্য আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইবে, আর যদি লোকের নিকট মূর্খ অকর্ম্মণ্যরূপে প্রতিপন্ন হই, তাহা হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হইতে কেহ আর তাদৃশী প্ররোচনা করিবে না। এই বিচার করিয়া আমি সংস্কৃত-কলেজ পরিত্যাগ করিলাম ও হরিসেবাময় জীবন রক্ষাকল্পে শুল্কবিত্ত অর্জন করিবার অভিপ্রায়ে একটি সামান্য উপায় সংগ্রহের ইচ্ছা করিলাম।"

ত্রিপুরায়

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সরস্বতী ঠাকুর স্বাধীন-ত্রিপুরা ষ্টেটে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ত্রিপুরার রাজবর্গের জীবন-চরিত্র 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থ প্রকাশের সহকারী সম্পাদকতা করিতে লাগিলেন এবং রাজগ্রন্থাগারের যাবতীয় প্রধান প্রধান পুস্তক পাঠ করিবার অবসর পাইলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের স্বধাম গমনের পর (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ, ১১ই ডিসেম্বর) মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পর বৎসর সরস্বতী ঠাকুরের উপর যুবরাজ বাহাদুরের ও রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার ভার এবং তৎপরবর্ষে কলিকাতায় বিভিন্ন কার্য্য-পরিদর্শন-ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু সরস্বতী ঠাকুর ঐ সকল কার্য্য হইতেও অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুর সরস্বতী ঠাকুরকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ বেতনে পেন্‌সন্ প্রদান করেন। সরস্বতী ঠাকুর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই পেন্‌সন্ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভক্তিবিনোদ-সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণ

ইতঃপূর্বে ইংরাজী ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া কাশী, প্রয়াগ ও ফিরিবার পথে গয়ায় গমন করেন। কাশীতে মঃ মঃ রামমিশ্র শাস্ত্রীর সহিত রামানুজ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কথা আলাপ ও আলোচনা করেন। সেই সময় তাঁহাতে অদ্ভুত বৈরাগ্যময় জীবনের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৭ সাল হইতেই তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের বিধানানুসারে নিয়মিতভাবে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-পালন, স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন, ধরাপৃষ্ঠে পাত্রহীন ভোজন ও উপাধানাদি পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিতেন। ইংরাজী ১৮৯৯ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'নিবেদন' নামক সাপ্তাহিক পত্রে তিনি পারমার্থিক বিষয় আলোচনা ও প্রচার করিতে থাকেন। ১৯০০ সালে তাঁহার রচিত 'বঙ্গে সামাজিকতা' নামক সমাজ ও ধর্মনীতি-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়।

শ্রীগুরুদেবের দর্শন

ইংরাজী ১৮৯৭ সালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপের গোদ্রুম-দ্বীপে সরস্বতী নদীর তীরে 'আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ' নামক নিজ-ভজনকুঞ্জ স্থাপন করেন। তথায় ইংরাজী

১৮৯৮ সালের শীতকালে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ নামে প্রসিদ্ধ এক অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র অবধূত ভাগবত পরমহংসের দর্শন পাইয়া স্বভাবতঃই তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হন ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশানুসারে ১৯০০ অব্দের মাঘ মাসে শ্রীল গৌর-কিশোরের নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন।

"সাতাসন মঠ," "ভক্তিকুটী"

ইহার কিছুকাল পূর্বে ইংরাজী ১৯০০ সালের মার্চ মাসে ভক্তিবিনোদ ঠকুরের সহিত সরস্বতী ঠাকুর বালেশ্বর হইয়া রেমুণায় "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" দর্শন ও তৎপরে ভুবনেশ্বর হইয়া পুরী গিয়াছিলেন। এই সময় হইতে সরস্বতী ঠাকুরের পুরীর সহিত সম্পর্ক অধিক ঘনীভূত হইল। হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সম্মুখে একটি মঠ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে তদানীন্তন সাব্‌রেজিষ্ট্রার জগবন্ধু পট্টনায়ক প্রমুখ সজ্জনগণের আগ্রহে সুপ্রাচীন 'সাতাসন মঠে'র অন্যতম শ্রীগিরিধারী-আসনের সেবাভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী ১৯০২ সালে সমুদ্রোপকূলে হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'ভক্তিকুটী' নামক ভজন ভবন নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আত্মীয়-বিয়োগ-জনিত শোকের শান্তির জন্য ভক্তিকুটী ও সাতাসনের পূর্বাংশের পতিত জমিতে তাঁবুতে বাস করেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। * * এই সময় সরস্বতী ঠাকুর ভক্তিকুটীতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্মুখে নিয়মিতভাবে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" ব্যাখ্যা করিতেন।

মঞ্জুষার উপকরণ সংগ্রহ

তিনি পুরীতে বৈষ্ণব-মঞ্জুষার উপকরণ সংগ্রহ ও দ্বারে দ্বারে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা প্রচার করিতে-ছিলেন, তখন তাহাতে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হইল। সাতাসন-মঠের গিরিধারীর আসনের সেবার যে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেও নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইল; কিন্তু প্রহ্লাদের দ্বিতীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সরস্বতী নানাপ্রকার নির্য্যাতনে সহিষ্ণুতা ও দুর্ম্মুখগণের কুবাক্যের প্রতি বধিরতা প্রদর্শন করিলেন। তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সরস্বতীকে রামানুজাচার্য্যের তিরুনারায়ণপুরে নির্জ্জন বাসের ন্যায় শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়া হরিভজন করিতে বলেন।

মহাত্মা বংশীদাস

নবদ্বীপ-মণ্ডলে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা মহাত্মা বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সহিত পরিচিত হন। ইহার কিছুকাল পরে চরণদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে কাল্‌নার বিষ্ণুদাস প্রভৃতি বহুলোক লইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের উৎসবে যোগদান-পূর্বক নৃত্য-কীর্তন করিয়া যান। পরের বৎসর তিনি ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের নিকট বলিয়া যান যে, তিনি দলবল-সহ প্রতিবৎসর নবদ্বীপ পরিক্রমার সেবা করিবেন। কিন্তু ইংরাজী ১৯০৬ সালে তাঁহার স্বধাম-প্রাপ্তি হওয়ায় তিনি আর পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

পুরীতে প্রচার

পুরীতে থাকাকালে সরস্বতী ঠাকুরের সহিত পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের মঠাধীশ মধুসূদন তীর্থের বিশেষ পরিচয় ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি হইয়াছিল। সরস্বতী ঠাকুরকে তীর্থস্বামী বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সেই সময় সমাধি-মঠের শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাস, শ্রীদামোদর রামানুজ দাস, এমার মঠের শ্রীরঘুনন্দন রামানুজ দাস, জমায়েৎ সম্প্রদায়ের পাপড়িয়া মঠের জগন্নাথ দাস, স্বর্গদ্বারের ছাতার ওঁকারজপী বৃদ্ধতাপস, মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র, বড় হরিশবাবু উকিল (হরিশচন্দ্র বসু), গঙ্গামাতা মঠের শ্রীবিহারী দাস পূজারী, রাধাকান্ত মঠের অধিকারী নরোত্তম দাস, অনন্তচরণ মহান্তি প্রভৃতি সজ্জনগণের সহিত সরস্বতী ঠাকুরের পরিচয় ও প্রায়ই ধর্মপ্রসঙ্গ হইত।

শ্রীসম্প্রদায়ের তথ্যালোচনা

বঙ্গদেশে সরস্বতী ঠাকুরই সর্বপ্রথমে শ্রীরামানুজাচার্য্য ও তৎসম্প্রদায় সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার সহিত গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন। ইংরাজী ১৮৯৮ সাল হইতে তিনি "সজ্জনতোষণী" পত্রিকায় শ্রীনাথমুনি, শ্রীযামুনাচার্য্য

প্রভৃতি আচার্য্যগণের চরিত্র ও শিক্ষা প্রকাশ করিতে থাকেন। ইতঃপূর্বে তিনি পণ্ডিত সুন্দরেশ্বর শ্রৌতির নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের চারিটি ভাষার পুস্তকাদি আনাইয়া রামানুজ ও মধ্ব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি সমালোচনা করেন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দিগ্বিজয়

১৯০৩ সালের ২রা জানুয়ারী রায়বাহাদুর রাজেন্দ্র-চন্দ্র শাস্ত্রী পি, আর, এস্ মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাঁহার ভবনেই বাপুদেব শাস্ত্রীর একজন প্রতিষ্ঠাশালী ছাত্র এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পৃথিবী-বিখ্যাত কোন মনীষীর গণিতজ্যোতিষ-শিক্ষার আচার্য্যের সহিত বর্ষ-প্রবেশ লইয়া অয়নাংশ-সম্বন্ধের বিচারে উক্ত পণ্ডিতকে সরস্বতী ঠাকুর এরূপভাবে পরাজিত করেন যে, অধ্যাপক পরাজিত হইয়া বিচার-সভায় বিষ্ঠামূত্র বিসর্জন করিয়া ফেলেন।

তীর্থ ভ্রমণ

১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে সরস্বতী ঠাকুর সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থানে গমন করেন ও ডিসেম্বর মাসে পুরীতে গমন করিয়া ১৯০৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ ভারতের তীর্থ-পর্য্যটনার্থ বহির্গত হন। সিংহাচল, রাজমাহেন্দ্রি, মাদ্রাজ, পেরেম্বেদুর, তিরুপতি, কাঞ্জি-ভেরাম, কুম্ভকোণম্, শ্রীরঙ্গম্, মাদুরা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া কলিকাতা ও তৎপরে শ্রীমায়াপুরে আগমন করেন। পেরেম্বেদুরে এক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডিস্বামীর নিকট হইতে সরস্বতী ঠাকুর বৈদিক ত্রিদণ্ড-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধির সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

শ্রীমায়াপুরে বাস ও শতকোটি-মহামন্ত্র-গ্রহণব্রত

শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিয়া ১৯০৫ সাল হইতে তিনি শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করেন এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুগমনে প্রত্যহ অপতিতভাবে তিন লক্ষ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শতকোটি-মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-ব্রত উদ্‌যাপন করেন। ১৯০৬ সালে জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ একঅপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়া সরস্বতী ঠাকুরের প্রথম দীক্ষিত শিষ্য হন। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সরস্বতী ঠাকুর শ্রীমায়াপুরের চন্দ্রশেখর-ভবনে একটি ভজন-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতট-বিচারে তথায় নিরন্তর ভগবদ্‌ভজন করিতে থাকেন।

'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব'

ইংরাজী ১৯১১ সালে বৈষ্ণব-জগতে এক মহাদুর্দিন উপস্থিত হয়। তথাকথিত স্মার্ত-সম্প্রদায় শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে বিশেষভাবে আক্রমণ করেন। আচার্য্যসন্তান-নামধারিগণও তখন স্মার্ত-সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ লাভের আশায় তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন শয্যাশায়ী থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারই মনোঽভীষ্টানুসারে সরস্বতী ঠাকুর মেদিনীপুরের 'বালিঘাই' নামক স্থানে অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও বৃন্দাবনের পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অনুরোধক্রমে 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা কর্মজড়-স্মার্ত-সম্প্রদায়ের সকল যুক্তি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপে 'গৌরমন্ত্রে'র সভা

নবদ্বীপ সহরের 'বড় আখড়া'য় গৌরমন্ত্র-সম্বন্ধে একটি সভায় সরস্বতী ঠাকুর অথর্ববেদান্তর্গত শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ এবং অন্যান্য শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে গৌরমন্ত্রের নিত্যত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

কাশিমবাজার-সম্মিলনী

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ কাশীমবাজার-সম্মীলনীতে গমন, তথায় বক্তৃতা ও নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা কীর্তনের পরিবর্ত্তে তথাকথিত প্রচারকগণের বিষয় চেষ্টা ও লোকরঞ্জন-স্পৃহা-দর্শনে তাহাতে অসহযোগের আদর্শ স্থাপন কল্পে চারিদিবসকাল উপবাসান্তে শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

গৌরজন-লীলাক্ষেত্র-ভ্রমণ ও প্রচার

ইংরাজী ১৯১২ সালের ৪ঠা নভেম্বর সরস্বতী ঠাকুর কতিপয় ভক্তসহ শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, ঝামটপুর,

আঁকাইহাট, চাখন্দি, দাঁইহাট প্রভৃতি গৌর-পার্ষদ-লীলাস্থান পর্যটন ও তথায় শুদ্ধভক্তিধর্মের কথা পুনঃ প্রচার করেন।

'ভাগবত-যন্ত্র' ও 'অনুভাষ্য'

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা কালীঘাটের ৪নং সানগরলেনে ভাগবত-যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া স্বরচিত অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সহ গীতা, উৎকল-কবি গোবিন্দ দাসের 'গৌরকৃষ্ণোদয়' মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন। ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে ভাগবত-যন্ত্র শ্রীব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতেও গ্রন্থ প্রচার করেন। ১৪ই জুন (১৯১৫) শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য' রচনা সমাপ্ত করেন।

'সজ্জনতোষণী' সম্পাদন

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' মাসিক পত্রিকা সরস্বতী ঠাকুরের সম্পাদকতায় পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরে ভাগবত-যন্ত্র স্থানান্তরিত করিয়া 'সজ্জনতোষণী' ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচার করিতে থাকেন।

গৌরকিশোর প্রভুর তিরোভাব

১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর উত্থান-একাদশী তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর 'সংস্কার-দীপিকা'র বিধানানুসারে স্বহস্তে প্রাচীন কুলিয়া নবদ্বীপ সহরের নূতন চড়ায় নিজ গুরুদেবের সমাধি প্রদান করেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণলীলা এবং শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠা

পরিব্রাজকবেষে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে নিত্যসিদ্ধ বিদ্বৎ-সন্ন্যাসী হইয়াও সরস্বতী ঠাকুর দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন ও গুরুবর্গের পরমহংস বেষের অসমোর্দ্ধত্ব জ্ঞাপনের জন্য ইংরাজী ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ গৌরজন্মবাসরে শ্রীমায়াপুরে বৈদিক বিচারে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্যভবনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ স্থাপন ও শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রীচৈতন্যমঠই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রমুখ বিশ্বব্যাপী শাখামঠ সমূহের আকর মঠ। মার্চ্চ মাসের শেষভাগে কৃষ্ণনগর টাউনহলে সাহিত্য সভায় 'বৈষ্ণব-দর্শন' সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং মে মাসে দৌলতপুর প্রভৃতিস্থানে হরিকথা প্রচার করেন।

শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ভ্রমণ

২রা জুন সরস্বতী ঠাকুর ২৩ জন ভক্তের সহিত কলিকাতা হইতে পুরী যাত্রা করেন এবং সাউরি, কুয়ামারা প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন ও বালেশ্বর-হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় 'শিক্ষাষ্টক' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পুরীর পথে চলিতে চলিতে শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-ভাবে বিভাবিত হন। বালেশ্বরের স্থানীয় সব্‌ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি প্রভৃতি সজ্জনগণ সরস্বতী ঠাকুরকে অভিনন্দিত করেন। কটকের দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্রের বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার এবং পুরীতে ভক্তিকুটীতে অবস্থানপূর্ব্বক পুরুষোত্তম পরিক্রমা ও বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন। ১৯০৭ সালে পুরীর ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর ও তাৎকালিক ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অটল বিহারী মৈত্র সরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। ১৯১৮ সালের জুন মাসে রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের 'শশিভবনে'র প্রাঙ্গণে একটি বিরাট্ সভায় সরস্বতী ঠাকুর "সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পুরীর শ্রীমন্দিরের শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ-সম্বন্ধে সরস্বতী ঠাকুর একটি শ্লোকাত্মক স্তব রচনা করিয়াছিলেন।

প্রতীপের জিহ্বা স্তম্ভন

১৯১৮ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে অতত্ত্বজ্ঞ পাষণ্ডসম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ এক ব্যক্তি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিরুদ্ধে ২৯টি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ঐ সকল প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তিমূলক প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া ভক্তিবিদ্বেষি-জিহ্বা স্তম্ভন করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রশ্ন ও উত্তর পরে 'প্রতীপের প্রশ্নের প্রত্যুত্তররূপে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভক্তিবিনোদ আসন ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

কলিকাতায় বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে 'শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন' স্থাপন করেন এবং তথা হইতে যশোহর ও খুলনার বিভিন্নস্থানে পর্য্যটন করিয়া হরিকথা প্রচার ও ১৯১৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ সংস্থাপন করেন। ২৭শে জুন গোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮ই আগষ্ট হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভক্তিবিনোদ-আসনে সর্ব্বপ্রথম চার সপ্তাহব্যাপী হরিকীর্ত্তনোৎসব প্রবর্ত্তন করেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বিজয়

৬ঠা অক্টোবর মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব তিথিতে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে হরিকথা-প্রচারার্থ বহির্গত হন। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে কুমিল্লায় কাশিমবাজার মহারাজের সম্মিলনীতে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ ৭টি প্রশ্ন প্রেরণ করিয়া বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের পার্থক্য সর্ব্বসাধারণে প্রচার করেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের ঠিক ছয় বৎসর পরে ১৯২০ সালের ২৩শে জুন মাতাঠাকুরাণী শ্রীভগবতীদেবী নিত্যধাম প্রাপ্ত হন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রকাশ

১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত ও তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত হন।

বৈষ্ণব মঞ্জুষা

সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুজ্ঞা ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধক্রমে একটি সার্ব্বভৌম বৈষ্ণব-বিশ্বকোষ সঙ্কলনের চেষ্টা করিতেছিলেন এবং তজ্জন্য ১৯০০ সাল হইতে পুরুষোত্তম, দক্ষিণ ভারত ও গৌড়মণ্ডলের বিভিন্নস্থানে স্বয়ং পর্য্যটন করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে কাশিমবাজারের মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিশেষ আগ্রহে কাশিমবাজারে পদার্পণ করিয়া বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সঙ্কলনের বিশেষত্ব জ্ঞাপন ও উক্তকার্য্য সম্পাদনের আনুকূল্যের জন্য মহারাজের নিকট আবেদন করেন। মহারাজ মঞ্জুষার কার্য্যের জন্য মাসিক নির্দ্দিষ্ট সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সমগ্র আনুকূল্য প্রদান করিতে পারেন নাই। কাশিমবাজার হইতে সপার্ষদ সরস্বতী ঠাকুর সৈদাবাদ, নোয়াল্লিশ পাড়া, খেতুরী প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণের লীলাস্থান দর্শন ও তথায় হরিকথা প্রচার করেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-দান

১৯২০ সালের ১লা নভেম্বর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, বি-এ মহোদয় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস লাভ করিয়া বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সর্বপ্রথম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ নামে পরিচিত হন।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

১৯২১ সালের ১৪ই মার্চ্চ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে পুনরায় পুরীতে গমন করিয়া সরস্বতী ঠাকুর হরিকথা প্রচার করেন। সেই সময় 'আচার ও আচার্য্য' নামক একটি পুস্তক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থস্বামীর মীমাংসার সহিত প্রকাশিত হওয়ায় ধর্ম্মব্যবসায়ী ও লৌকিক গুরু-গোস্বামী উপাধিধারী সম্প্রদায়ের চিন্তাস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করে। (ক্রমশঃ)

বর্ষারম্ভে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জিউ এবং তন্নিজজন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিপাদের একান্ত অনুগ্রহে আমরা দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের মুখপত্র 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করতঃ অধুনা শ্রীপত্রিকার ত্রয়োদশ বর্ষ প্রবেশ কালেও শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে তাঁহার সেবাধিকার লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী-বহনকারিণী বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, রসাভাস দোষদুষ্ট কোন বাক্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তন্নিজ জনগণের প্রীতিপ্রদ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিগমকল্পতরুর প্রপক্ব ফল—সর্ববেদবেদান্তেতিহাসপুরাণাদি শাস্ত্রসারস্বরূপ দ্বাদশস্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থরাজকেই অমলপ্রমাণ-শিরোমণিরূপে সমাদর করিয়াছেন। শ্রীগুরুমুখামৃতদ্রব-সংযুত সেই ভাগবতকথামৃতই 'শ্রীচৈতন্যবাণী' সেবকগণের সেবার একমাত্র উপায়ন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'তোমার গৌড়ীয়' (চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১২৫) শব্দ ব্যবহার দ্বারা সকল গৌড়ীয়বৈষ্ণবকেই শ্রীদামোদর স্বরূপের অধীন বলিয়া জানাইয়াছেন, গৌরপার্ষদপ্রবর সেই শ্রীস্বরূপ গোস্বামি প্রভু বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা সকল॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১৩১-১৩৩

সুতরাং শ্রৌতপথানুসরণে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণ—আচার-প্রচার-পরায়ণ শ্রীগৌরপ্রিয়জন-চরণানুসরণব্যতীত কৃষ্ণকীর্তনযোগ্যতা লভ্য হয় না, তাহা না হইলে আত্মহিত-সহ পরহিত-সম্পাদনসামর্থ্যার্জ্জনও সুদূর পরাহত হইয়া থাকে। তাই শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ অস্মদীয় গুরুপাদ-পদ্ম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ও তন্নিজজনগণের অহৈতুকীকরুণাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়া। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাই আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণীবিনোদন সামর্থ্য দিয়া **"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥"** —এই শ্রীমুখের আজ্ঞা পালন করিবার সৌভাগ্য দিতে পারেন। তাঁহাদের আনুগত্যে তাঁহাদেরই শ্রীমুখনিঃসৃতা বাণীর সুষ্ঠু শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাই শ্রীচৈতন্যবাণীর স্বারসিকীসেবায় অধিকার লাভ হয়। সেই সেবায় আমরা কি পরিমাণ যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া কি পরিমাণে তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিয়াছি বা পারিতেছি, তাহা জানি না, তথাপি শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে তাঁহার সেবাধিকার প্রার্থী, যেহেতু অবরোহপন্থী আমরা, আরোহপন্থা বা অশ্রৌতপন্থায় তাঁহার সেবাধিকার কখনই মিলিতে পারে না।

শ্রীভগবান্‌ও 'শ্রুতেক্ষিতপথঃ'-"আদৌ গুরুমুখাৎ শ্রুতঃ পশ্চাদীক্ষিতঃ সাক্ষাৎকৃতশ্চ পন্থা যস্য সঃ" অর্থাৎ গুরুমুখে ভগবৎকথা শ্রবণান্তর জীব ভগবৎসেবা-প্রাপ্তিপথের সন্ধান পান। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজজনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মেই সর্বদা বিশ্রাম করিয়া থাকেন। সুতরাং সাধু-গুরু-কৃপা ব্যতীত ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায়ই নাই। (ভাঃ ৩।৯।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

'শ্রীচৈতন্যবাণী' গৌরাব্দ ৪৭৪, বঙ্গাব্দ ১৩৬৭, খৃষ্টাব্দ ১৯৬১ সালে যথাক্রমে ৩০ গোবিন্দ, ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ 'দোলপূর্ণিমা' শুভবাসরে শ্রীগৌরাবির্ভাব-সংখ্যারূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক বর্ত্তমান ৪৮৬ গৌরাব্দ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ১০ গোবিন্দ, ১৫ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারে তাঁহার দ্বাদশ সম্বৎসর পূর্ণ করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণু-

প্রিয়াদেবী, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীস্বরূপ রূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শুভাবির্ভাব উৎসব এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ৯৯তম বর্ষপূর্ত্তি ও শততম বর্ষের শুভারম্ভে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মযাজিগণ '১৩' সংখ্যাকে অত্যন্ত অশুভ বলিয়া জানিলেও, পরমারাধ্য পতিতপাবন অনন্তকল্যাণগুণবারিধি জগদ্গুরু শ্রীশ্রীবার্ষভানব দয়িত কৃষ্ণ-প্রিয়তম আচার্য্যবর্য্যের শততম প্রকটাব্দ বলিয়া ইঁহাকে আমরা পরম শুভদায়ক বলিয়াই অভিনন্দিত করিতেছি। এই বৎসর আমরা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকায় সম্বৎসর ব্যাপিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমাশংসনের সৌভাগ্য লাভ করিবার শুভ সঙ্কল্প পোষণ করিতেছি। ইহাই আমাদের পরমলাভ—"অয়ং হি পরমলাভঃ"। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ-ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥
গুরুমুখপদ্ম-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥"

শ্রীগুরুকৃপা-জলেই তাপত্রয়বিষানল নির্ব্বাপিত হয়, এই বিষাগ্নিতেই মাদৃশ বদ্ধজীবের হৃদয় দিবানিশি দগ্ধীভূত হইতেছে। কৃপাম্বুধি পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেবের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণচ্ছায়া ব্যতীত কৃষ্ণবহির্ম্মুখতানলসন্তপ্ত জীবের জ্বালা জুড়াইবার আর দ্বিতীয় কোন আশ্রয়স্থান নাই। করুণাবারিধি শ্রীরূপানুপবর্য গুরুদেব অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া তচ্চরণে পতিত শরণার্থী জীবকে কৃষ্ণভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহন করিবার সুযোগ দান করত শ্রীরূপানুগ চিন্তাস্রোতঃ বা শ্রীভক্তিবিনোদধারা অনুগমনের সৌভাগ্য দান করেন। শ্রীগুরুকৃপায়ই ব্রজনববুবদ্দ শ্রীরাধামাধবের স্বারসিকী সেবাপ্রাপ্তির আশা পূর্ণ হয়—বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ স্বরূপ ভারতাজিরে সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম-লাভের পরম সার্থকতা সম্পাদন করা যায়।

শ্রীচৈতন্যবাণীর ১মবর্ষ ১ম সংখ্যার ১ম পৃষ্ঠায় পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর স্বামিপাদ তল্লিখিত মঙ্গলাচরণে 'গৌড়ীয় গোষ্ঠীতে শ্রীহরিদয়িত কথাকীর্তন-কারিণী' বলিয়া 'শ্রীচৈতন্যবাণী'কে যে 'স্বাগত' জানাইয়াছেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যচরণও শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনযজ্ঞ প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু, তদীয় প্রেমস্বরূপ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভু এবং তদভিন্ন বিগ্রহ অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁবিষ্ণুপাদ অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে সপরিকরে পুনঃপুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক তচ্চরণে যে সংকীর্তন-যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবার এবং তৎসংরক্ষণ ও সমৃদ্ধকরণার্থও পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমরাও আজ দ্বাদশ-বৎসরান্তে তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-চরণে সেইরূপ স্বাগত ও প্রার্থনাই পুনঃপুনঃ নিবেদন করিতেছি। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রার্থনাটি পুনারুল্লেখ করিয়া আমরাও তৎসহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে তাঁহারই লেখনীপ্রসূতা ভাষায় জানাইতেছি—

"প্রভুপাদ প্রসন্ন হউন, আমাদের ন্যায় অযোগ্য সেবকাভাসগণকে নিজ মনোঽভীষ্ট সেবায় নিয়োজিত করিয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীরূপে আমাদের হৃদয়ে নিত্যবিরাজিত ও এই পত্রিকায় শব্দরূপে প্রকটিত হইয়া নিজ অসমোর্দ্ধা দয়ার খ্যাতি সফল করুন। তাঁহার প্রকটলীলার শেষ উপদেশ অনুসারে সকলে মিলিয়া মিশিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী (আচারে ও) প্রচারে যেন সমর্থ হই। তাঁহারই স্নেহাশীর্বাদ স্মরণ করিয়া আমরা অদ্য তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রপূরণের অন্যতম প্রযত্নরূপে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহী হইয়াছি। শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাই এই সেবাচেষ্টার একমাত্র সম্বল।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহাদের পরম প্রিয়তম নিজজনের প্রার্থনা যে অক্ষরে অক্ষরে শুনিয়াছেন বা শুনিতেছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যবাণীর গত দ্বাদশবর্ষের পাঠকবৃন্দের কাহারও অবিদিত নাই। "ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার। তাঁহার প্রার্থনা শুনেন শ্রীনন্দকুমার॥" পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী-পাদপদ্মে সর্বতো-

ভাবে শরণাগত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তাঁহারা তাঁহার সকল মনোঽভীষ্টই ক্রমশঃ পূরণ করিয়াছেন ও করিবেন, ইহা সুনিশ্চিত।

শ্রীচৈতন্যবাণীর ১ম সংখ্যায়ই তাঁহার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানে ও শ্রীধাম বৃন্দাবনে অভ্রভেদী শ্রীমন্দির, বিশাল নাট্যমন্দির ও শতশত সেবকের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মিত এবং তথায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জিউর অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ও সপ্তাহব্যাপী মহাসঙ্কীর্তন-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ বিঘোষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নদীয়ার সদর কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠেও মহাসমারোহে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও রথযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবার (তদবধি প্রত্যব্দই হইয়া থাকে) কথা, দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের নিজস্ব নবভবনে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ মহোৎসব ও ৮৬এ রাসবিহারী এভিনিউএ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা, হায়দ্রাবাদে পূর্ণোদ্যমে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার, আর্য্যাবর্ত-পরিক্রমার বিপুল আয়োজনাদি পরমানন্দজনক সংবাদে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের অজস্র করুণাধারা বর্ষিত হইবার নিদর্শন স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীপত্রিকার ২য় বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত পরম পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের —"হায়দ্রাবাদ মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অষ্টদিবসব্যাপী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন, তথায় ভারতপর্য্যটক মার্কিণ সাংস্কৃতিক মিশনের অধ্যাপকবৃন্দ ও স্থানীয় অধ্যাপক এবং বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট অনর্গল হরিকথালাপ, দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ পরিক্রমার বিপুল আয়োজন, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট যশড়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রাচীন সেবাপ্রাপ্তি এবং তথায় দিবসপঞ্চকব্যাপী বিরাট্-মহোৎসব, দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থপর্য্যটন, পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে বিপুলোদ্যমে প্রচার, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ ও শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উত্তরপ্রদেশের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরের শুভাগমন ও তৎসহ ভগবৎপ্রসঙ্গ, 'গৌড়ীয়' সম্পাদকসঙ্ঘপতি পূজনীয় গোস্বামি মহারাজ, 'শ্রীচৈতন্য বাণী' সম্পাদকসঙ্ঘপতি ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও পরমপূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের নির্যাণে বিরহবিহ্বলতা, পাণিহাটী রাঘব ভবন, বর্ধমান, হায়লাকান্দী, উদালা, বারিপাদা, হায়দ্রাবাদ, ধানবাদ, পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়, বসিপাঠানা, লুধিয়ানা, জগদ্ধ্রী, আম্বালা, জালন্ধর, হোসিয়ারপুর, দিল্লী, দেরাদুন, সাহারাণপুর, হাজারীবাগ, তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, বোলপুর, খড়দহ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সময়ে অদম্য উৎসাহে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার, শ্রীধাম মায়াপুরে পূজ্যপাদ বৈখানস মহারাজের বিরহ-মহোৎসব সম্পাদন, কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় ও সংকীর্তন-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী উৎসব, কলিকাতা মঠে প্রত্যব্দ শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও পুষ্যাভিষেক উপলক্ষে ১০ দিবসব্যাপী কৃষ্ণকীর্তনোৎসব সম্পাদন, শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, আসামপ্রদেশস্থ তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী ও সরভোগ মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকটতিথি উপলক্ষে এবং প্রত্যব্দ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবোপলক্ষে বিরাট্ মহোৎসব-সম্পাদন, প্রতি তিন বৎসর অন্তর ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা, জলন্ধর বার্ষিক সম্মেলনে অভিভাষণ প্রদান, ঝুলনযাত্রাকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী সম্পাদন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্পিরিচুয়াল সামিট কনফারেন্সে ভাষণ দান, পূজনীয় শ্রীপাদ কেশব মহারাজের বিরহসভার সভাপতিত্ব ও অভিভাষণ প্রদান, তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে নবমন্দির প্রতিষ্ঠা, গোয়ালপাড়ায় (আসাম) নূতন প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সাভার প্রভৃতি আসামের বহু গ্রামে, জম্মু ও কাশ্মীর শৈলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার, শ্রীপুরুষোত্তম ধাম পরিক্রমা, শ্রীধাম মায়াপুর প্রবেশ দ্বারে সরস্বতী ও ভাগীরথী সঙ্গমস্থলে শ্রীশ্রীক্ষেত্রপাল শিবপ্রতিষ্ঠা, চণ্ডীগড়ে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নূতন শাখা স্থাপন, তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধামাধব জিউর সেবা প্রতিষ্ঠা মহোৎসব ও শ্রীমঠে টেলিফোনের ব্যবস্থা, চণ্ডীগড় মঠে হরিয়ানার

মাননীয় রাজ্যপালের সহিত হরিকথালাপ, পাঞ্জাব গোবিন্দগড়ে অখিল ভারতীয় শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন-মহাসম্মিলনে অভিভাষণ দান, চণ্ডীগড় মঠে মাননীয় শ্রীযুক্ত বি, পি বাগচী মহাশয়ের সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গ, দুই শতাধিক ভক্ত নরনারী সহ ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সম্পাদন, গৌহাটী মঠের নবনির্মিত মন্দিরে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নানন্দ জিউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ এবং নবমন্দির ও বিজয়বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদন, হায়দ্রাবাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে নব মন্দির ও সেবকখণ্ড নির্মাণ প্রভৃতি" শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ ও প্রচার প্রচেষ্টা আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহার অপূর্ব সদ্যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা, ভাষণ ও হরিকথা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যান। তাঁহার চরিত্রে আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার সতীর্থ প্রীতি। প্রতিউৎসবে তাঁহাদিগকে আনাইয়া তাঁহাদিগের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন, তাঁহাদের পরিচর্যার সুব্যবস্থা এবং তাঁহাদিগকে ভাষণাদি দ্বারে হরিকথা শুনাইবার সুযোগ প্রদান দ্বারা তর্পণ-বিধান সতীর্থ সকলেরই প্রীতিপ্রদ। তাঁহার শান্ত সৌম্য মধুর কমনীয় মুর্ত্তি, দৈন্যপূর্ণ বিনয়-নম্র বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার আদর্শ-স্থানীয়। নিজ শিষ্যগণের প্রতিও তাঁহার কঠোর ব্যবহার নাই, অপূর্ব্ব শিষ্য-বাৎসল্য। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অসুস্থাভিনয়ে সুপ্রসিদ্ধলব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণের বারম্বার বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত, উচ্চৈঃস্বরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাষণদান ও হরিকথালাপাদি সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান সত্ত্বেও তাঁহাকে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গবাণীর কীর্তনে আত্মহারা হইতে দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। তাই প্রতিক্ষণই মনে হয়, পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদই তাঁহার শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত বাণী প্রচার-প্রমত্ত প্রিয়জনকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিতেছেন ও অতঃপরও করিবেন। তাঁহার উপর শ্রীল প্রভুপাদের অজস্র আশীর্বাদ যে সর্বক্ষণই বর্ষিত হইতেছে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তিনি সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন।

বর্ত্তমান বর্ষে পরমারাধ্য শ্রীলপ্রভুপাদের জন্ম-শতবার্ষিকীতে তাঁহার (শ্রীল আচার্য্যদেবের) শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মহিমাকীর্তন-প্রচার প্রসার সম্পর্কিত পরিকল্পনার অবধি নাই। শতসহস্রমুখী সেবা-পরিকল্পনা তাঁহার। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নিতান্ত নগণ্য অযোগ্য সেবক আমরা, তাঁহার পরিকল্পনানুযায়ী কোন সেবা করিবার কিছুমাত্র যোগ্যতাই ত' খুঁজিয়া পাইতেছি না! তাঁহার মনোঽভীষ্টানুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমাশংসন সম্পর্কে ভাষণ দান বা প্রবন্ধ নিবন্ধাদি প্রচার বিষয়ক কোন একটি সেবা সম্পাদনেরও সামর্থ্য আমাদের নাই। কয়েকটি কথা গোছাইয়া বলিতে বা লিখিতে পারি না। "আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঁউ ক্ষোভ। তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥"—এই মহাজন বাক্যানুসরণে কোন সেবা-চেষ্টা করিতে গেলেও নিষ্কপট সেবোন্মুখতার অভাব-জন্য সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়; অধোক্ষজ বস্তু অক্ষজ জ্ঞান-গম্য হইবেন কেন? পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্বক তাঁহার অতি নিকৃষ্ট দাসানুদাস মাদৃশ জীবাধমের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কৃত প্রাক্তন ও অধুনাতন সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া যদি কখনও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবার অধিকার দেন, তাহা হইলেই তাঁহার এ অযোগ্য দীনাতিদীন সেবকাধম গুরুপাদপদ্মের কিঞ্চিৎ সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য—ধন্যাতিধন্য—কৃতকৃতার্থ হইতে এবং সেই গুরুপ্রেষ্ঠ শ্রীল আচার্য্যদেবেরও মনোঽভীষ্ট পুরণে যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে। নতুবা আধ্যক্ষিকতার দ্বারা সেই অধোক্ষজ—অতিমর্ত্য—অতীন্দ্রিয়—অপ্রাকৃত গোলোকান্তর্ভূত বস্তুর মাহাত্ম্য কোনক্রমেই উপলব্ধ হইবার নহে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণে লিখিতেছেন—

"গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ॥"

কিন্তু সেই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত তাঁহাদের স্মরণও ত' প্রাকৃত মনোদ্বারে সম্ভব হইতে পারে না? তাই সর্ব্বাগ্রে অদোষদরশী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি—প্রসীদ ময়ি গুরুদেব, প্রসীদ ময়ি মাধব, প্রসীদ পরমেশ্বর। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেই তৎপ্রেমবশ্য শ্রীহরি অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন, তাঁহাদের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তনে অধিকার দিবেন, ইহাই একমাত্র আশা ও ভরসা। এই আশা বক্ষে ধারণ করিয়াই আজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্মশতবার্ষিকীর শুভারম্ভের জয়গান করিতেছি।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ন্ স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলি ঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা ঃ- নদীয়া

১৮ নারায়ণ, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ ;
২৩ পৌষ, ১৩৭৯ ; ৭ জানুয়ারী, ১৯৭৩

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে আগামী ২২ গোবিন্দ, ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ রবিবার হইতে ২৮ গোবিন্দ, ৩রা চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ **১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমণ** এবং ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ রবিবার **শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস,** শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন, নামসংকীর্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, বক্তৃতা এবং পরদিবস ৫ই চৈত্র ১৯ মার্চ সোমবার বিশেষ ভোগরাগ ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক সবান্ধব উপরিউক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন। দৈবানুরোধে উৎসব-পঞ্জী পরিবর্তনীয়।

বর্ষারম্ভে আচার্য্যের আশীর্বাণী

শ্রীচৈতন্যবাণী আজ ত্রয়োদশ বর্ষে উপনীত হইলেন। আমরা তাঁহার শুভ প্রাকট্যের জয়গান করি।

বর্তমান রজস্তমোগুণপ্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট জনগণের মধ্যে নির্গুণা প্রেমময়ী সুকল্যাণকারিণী বাণীর প্রাকট্য সজ্জনহৃদয়ে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোর সঞ্চার এবং নিরাশার মধ্যেও যেন আশার সঞ্চার করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের উপদেশ বিতরণ করিয়া থাকেন। সর্ব্ব শাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্যই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তি। উহাই শ্রীচৈতন্যবাণীর সিদ্ধান্ত ও প্রাণ। শ্রীচৈতন্যবাণীর ত্রয়োদশবর্ষারম্ভে ঐ বাণীর মূর্ত বিগ্রহ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরেরও শতবার্ষিকীর প্রারম্ভ। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট লীলায় শ্রীচৈতন্যবাণী রূপেই আমাদিগের নিকট প্রকট রহিয়াছেন এবং কৃপোপদেশ বিতরণ করিতেছেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ তথা) শ্রীচৈতন্যবাণী অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই পরতমতত্ত্ব রূপে জানাইয়াছেন। জীবমাত্রই তাঁহার তটস্থা শক্তির অংশ। জড় বা মায়াও তাঁহারই ছায়া-শক্তির অভিব্যক্তি। (শ্রীচৈতন্যের তথা) শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বরূপ শক্তির পরিণতিই যাবতীয় চিজ্জগৎ। সুতরাং চিৎ, জড় ও তটস্থা শক্তি পরিণত যাবতীয় বস্তুই শ্রীভগবানের সম্পত্তি। তিনিই একমাত্র ভোক্তা, সকলই তাঁহার ভোগ্য। অতএব পূর্ণের সেবায় প্রত্যেক বস্তু যথাযোগ্য রূপে নিয়োজিত হইলেই প্রত্যেকের তত্ত্বতঃ স্ব-ধর্ম পালিত হইবে। উহা স্বাভাবিক হওয়ায় কাহারও অহিতকর হইতে পারে না। মধ্য পথে কেহ কোন বস্তু ভোগ করিতে গেলেই প্রতিক্রিয়াজনিত ক্লেশ লাভ হইবে। পক্ষান্তরে ইহার অর্থ এই নয় যে, জীব জড়ের ধর্ম অবলম্বন করুক। শ্রীভগবান্ হইতে প্রাপ্ত নিজ নিজ সত্তা, ইন্দ্রিয়সমূহ ও পাঞ্চ-ভৌতিক দেহাদি সকলই পূর্ণের সেবার অনুকূলে নিয়োজিত করাই শ্রীভগবানের প্রতি যাবতীয় শক্তি ও শক্তির পরিণতির শুদ্ধ কর্তব্য পালন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লক্ষণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণসুখেতর ব্যাপারে লিপ্ত হওয়াই ব্যভিচার এবং স্ব স্ব অনধিকার চর্চ্চা।

সকল জীবের স্বার্থ ও পরমার্থই শ্রীকৃষ্ণভজন। উক্ত ভজন পূর্ব্বকৃত কর্মবশে অবস্থিত যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে থাকিয়া সম্পাদন করা যায়। কিন্তু কোন প্রাকৃত বর্ণ বা আশ্রমে অভিনিবিষ্ট হইলে নির্গুণ শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভ বা শুদ্ধ সেবা হইবে না। উহার ফলে পুনঃ পুনঃ কর্ম ফলে আবদ্ধ হইতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যবাণী সকল মনুষ্যকেই তজ্জন্য প্রাকৃত গুণময় কর্ম্মফল জনিত উপাধিতে অনাসক্ত থাকিয়া নিজ নিজ দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ও আত্মার কারণ শ্রীগোবিন্দভজনের নিমিত্ত প্রোৎসাহিত করেন, ভৌগোলিক মাটির সীমা স্থির করতঃ প্রাদেশিকতা অথবা স্বাদেশিকতা, অজ্ঞানজ ত্রিগুণভাবোত্থ কোন বর্ণজ কিম্বা আশ্রমজনিত কর্ত্তব্যে মাত্র আবদ্ধ থাকিতে পরামর্শ দেন না। পূর্ণ নির্গুণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই মনুষ্যের লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত। উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছিবার নিমিত্ত নিজ নিজ গুণত্রয় বিভাবিত চিত্তের উপযোগী অথচ নির্গুণ শ্রীহরির সেবানুকূল পন্থাই প্রথমে স্বীকার্য্য। সাধক ক্রমশঃ শুদ্ধ ভক্তের সেবা, সঙ্গ ও কৃপা বলে অনন্য শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতে রুচি লাভ করিলে সমস্ত গুণময় ও লৌকিক বাধা বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমভক্তিতে অধিরূঢ় হইতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী 'শুদ্ধভক্তের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তি লাভের অন্য কোন সুনিশ্চিত পন্থা জগতে নাই' বলিয়া প্রচার করেন। তজ্জন্য ভক্ত ও ভগবৎ সেবাই যুগপৎ সাধকের কৃত্য। উভয় তত্ত্বই নিত্যারাধ্য। সাধু ভক্ত বৈকুণ্ঠ বস্তু। বৈকুণ্ঠবস্তুই বদ্ধ জীবকে কৃপা পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে লইতে পারেন। শ্রীবিষ্ণু, বৈষ্ণব ও বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠ বস্তু। শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবাও বৈকুণ্ঠবৃত্তি। সুতরাং বৈকুণ্ঠই বৈকুণ্ঠপ্রাপক।

অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব জীবদুঃখে কাতর হইয়া এই ভূলোকে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর রূপে ইং ১৮৭৪ সালে প্রকট হইয়া "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্মহি, ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ" নীতি অনুসরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি নিজে জীবনে কখনও অসৎ সঙ্গ করেন নাই অথবা তৎকালীন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আপাত-জনহিতকর কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত করেন নাই, কিম্বা জড়-প্রতিষ্ঠার আশায় কাহাকেও কর্ম্মাদির উপদেশ করেন নাই। তিনি কোটি সৎকর্ম্মাপেক্ষা, শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গ ও সেবাই নিঃশ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র নিশ্চিত উপায় জানিয়া সাধু সঙ্গের মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত পৃথিবীর নানাস্থানে শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপনে, মঠ মন্দির নির্মাণে ও সাধুসঙ্গের মাধ্যমে 'শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ প্রদানে বদ্ধ জীবকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন।

বর্তমান হিংসা-প্লাবিত পৃথিবীতে শ্রীভগবৎপ্রেমের বার্ত্তা বহনকারী শ্রীচৈতন্যবাণীর সুপ্রসার অত্যাবশ্যক ও পরমহিতকর। আমরা স্বপরমঙ্গলকামী সজ্জনদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণী নিয়মিত অধ্যয়ন ও অনুধাবনের জন্য অনুরোধ করি। শ্রীচৈতন্যবাণী ও তাঁহার সেবকগণ জয়যুক্ত হউন।

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শতবার্ষিকী শুভারম্ভানুষ্ঠান

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির (B. S. S. Centenary Committeeর) উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকীর শুভারম্ভানুষ্ঠান গত ১০ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার কলিকাতা ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সুসম্পন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীব্যাসপূজা এবং মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং স্থানীয় ও বহিরাগত ভক্তবৃন্দ ক্রমানুযায়ী শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চায় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। উক্ত দিবস সান্ধ্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ সুশোভিত রমণীয় সিংহাসনে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার শতদীপ-আরতি দ্বারা শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী এবং কলেজ স্কোয়ারস্থ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিশেষ সভার আয়োজন হয়। উক্ত দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী সভার অধিবেশনে কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅনিল কুমার সিংহ, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিলকুমার হাজরা, মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রদ্যোতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ যথাক্রমে সভাপতিরূপে বৃত হন এবং শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় য়্যাড্‌ভোকেট ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার প্রথম ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রী নিতাই দাস রায় ব্যারিষ্টার বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের আচার্য্য পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ কতিপয় ত্রিদণ্ডিযতি ও ভক্তবৃন্দ সহ অন্তিম অধিবেশনে আসিয়া যোগ দেন। 'সদ্ধর্ম্মের মূলভিত্তি', 'ঈশ্বর, জীব ও জগৎ', 'সঙ্কীর্ণতাবাদ ও শুদ্ধপ্রীতি', 'সুসামঞ্জস্য ও শান্তি লাভের উপায়' প্রভৃতি বিভিন্নবিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও অবদান-বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে আচার্য্যগণ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

[শতবার্ষিকী শুভানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ পত্রিকার পরবর্ত্তিসংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতি'র উদ্যোগে বর্ষব্যাপী ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও অবদান-বৈশিষ্ট্যের কথা বিপুলভাবে প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত সমিতি শ্রীল প্রভুপাদের পূত চরিতামৃত ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র পুস্তিকা সমিতির কার্য্যালয় ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড (কলিকাতা-২৬) হইতে প্রকাশ করিয়াছেন।]

গৌহাটী মঠে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, তেজপুর ও গোয়ালপাড়ায় বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে আসাম প্রদেশস্থ তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে (২৩ মাঘ হইতে ২৫ মাঘ) ও গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (২৭ মাঘ হইতে ২৯ মাঘ) বার্ষিক উৎসব এবং গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (২ ফাল্গুন হইতে ৬ ফাল্গুন) নবমন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব বিরাটভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। [বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে]

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থানঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬, ফোন ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান:—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্ কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা .৬২

(২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১.৫০

(৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) — ঐ — " ১.০০

(৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — " .৫০

(৫) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— " .৬২

(৬) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — " ১.০০

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ :—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — " ৫.০০

(৯) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — " ১.০০

(১০) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—
ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — " ১.৫০

(১১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮৭ ; বঙ্গাব্দ—১৩৭৯-৮০

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-নির্ণয় পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, আগামী ৪ চৈত্র (১৩৭৯), ১৮ মার্চ্চ (১৯৭৩) তারিখে প্রকাশিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—.৫০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত—.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি-উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫৯০০)

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৩শ বর্ষ

২য় সংখ্যা

চৈত্র ১৩৭৯

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা-২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড্, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪১৭৭০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা ২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৭৯। ১১বিষ্ণু, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, বৃহস্পতিবার ; ২৯ মার্চ, ১৯৭৩। { ২য় সংখ্যা

গৌড়পুর

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

পাণিনি মুনি স্বীয় লিখনীর মধ্যে গৌড়পুরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনি মুনির অভ্যুদয়কাল বহুপূর্বে। কেহ কেহ বলেন, প্রায় তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল, যেখানে ব্রাহ্মণগণের পূর্ব পুরুষগণ উদিত হইয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানের অধিবাসী। পাণিনির উল্লিখিত এই গৌড়রাজেন্দ্রপুর কোথায়, অনুসন্ধান করিতে হইলে আমরা কিংবদন্তীমূলে জানিতে পারি যে, কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটে যাইবার লঘু রেলপথে আমঘাটা নামক রেল ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্বুবর্ণবিহার নামক স্থানে অতি পূর্বকালে গৌড়দেশের রাজধানী ছিল। এই স্থান বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারকালে 'স্বুবর্ণবিহার' নামে কথিত হয়। এই স্থান হইতে মালদহ জেলার নিকটবর্ত্তী কর্ণস্বুবর্ণ এবং ঢাকা জেলার স্বুবর্ণগ্রাম—এই ত্রিকোণাবস্থিত ভূখণ্ড গৌড়ের প্রাদেশিক রাজধানীত্রয় বলিয়া মাধ্যমিক যুগে বর্ণিত হইয়াছে। স্বুবর্ণবিহারে কিছুদিন পালরাজগণ বাস করেন। বর্তমানকালে উহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবস্থিত। ইঁহারাই মগধে কিছুদিন রাজ্য বিস্তার করেন। শূররাজগণের রাজ্যকালে গৌড়ের রাজধানী শোরডাঙ্গা বর্তমানকালে শরডাঙ্গা প্রভৃতি নামে কথিত হয়। এই শোরডাঙ্গার নামান্তর শবরক্ষেত্র। কালাপাহাড়ের অত্যাচারে শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত হইয়া শবরক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। পরে কালপ্রভাবে গাঙ্গতটবাসী উপাধ্যায়-বংশে স্বপ্নাদেশক্রমে তাঁহারাই জগন্নাথের সেবা করিয়া থাকেন। এই শোরডাঙ্গা বা শবরক্ষেত্রের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্যেনডাঙ্গা। কেহ কেহ বলেন, শ্যেনবংশীয় নৃপতিগণ শ্যেনপক্ষীর চিহ্নকে রাজকীয় চিহ্ন স্বীকার করায় তাঁহাদের 'শ্যেন' উপাধি। পরবর্ত্তিকালে 'সেন' বা 'সেনা' পারস্য শব্দ ফৌজ-বাচক হইয়াছে। এখন ঐ 'শ্যেনডাঙ্গা' শোণডাঙ্গা বলিয়া পরিচিত। এই গৌড়দেশেই স্বুবর্ণবিহার, শূরডাঙ্গা, শ্যেনডাঙ্গা ও শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি স্থানে এক সময়ে গৌড়-রাজেন্দ্রপুর প্রকটিত ছিল। কালপ্রভাবে যবন সেনাপতির আক্রমণে এই সকল স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাও আজ প্রায় সওয়া সাত শত বৎসরের কথা। যদিও প্রাচীন গৌড়পুর কালজলধির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, তথাপি সেই সেই স্থানে ক্ষাত্রবৃত্তিসম্পন্ন জনগণের পূর্বাধিকার লুপ্ত হইলেও ব্রহ্মবৃত্তির প্রাকট্যক্রমে পূর্বগৌরব ন্যূনাধিক সংরক্ষিত হইতেছিল। ভাগীরথীর বিভিন্ন

কালীয়া গতি ও তাহার সহিত সরস্বতীর ভিন্ন ভিন্ন স্রোত প্রাচীন স্থানগুলিকে ন্যূনাধিক স্ব স্ব গর্ভজাত করিলেও প্রকৃত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের হাত একেবারে এড়াইয়া যায় নাই। শ্রীমায়াপুরের কতক অংশ কিছুদিন পূর্বে 'বেল-পুকুরিয়া' নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠগুলি কিছুদিন পূর্বে 'রামজীবনপুর,' 'কোরিয়াট,' 'তারণবাস,' 'বামনপুকুর' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। নদীয়ার রাজবংশের পূর্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সকল কথার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বীরপুরুষগণের বিক্রম নিত্যকাল স্থায়ী না হইলেও ব্রহ্মবৃত্ত বিদ্বজ্জনগণের স্মৃতিসমূহ বহুকাল শব্দরূপে জাজ্জ্বল্যমান থাকিয়া অস্তিত্ব বিধান করে। এই প্রাচীন স্থানসমূহ একদিন বিদ্বজ্জন-বেষ্টিত নাগরিকগণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। **শ্রীগীতগোবিন্দ লেখক কবি জয়দেব এই শ্রীমায়াপুরে শ্যেনবংশীয়গণের রাজসভার উজ্জ্বল রত্নরূপে একদিন বিরাজমান ছিলেন।** পরবর্তিকালে হৈতুক ন্যায় মিথিলা হইতে গাঙ্গতটোপকণ্ঠে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপেই স্থানান্তরিত হয়। এখানেই আর ছয়টি মোক্ষদায়িকা পুরীর বিদ্যার্থিসম্প্রদায় কয়েক শতাব্দী ধরিয়া শুভাগমনপূর্বক নব্যন্যায়ে দীক্ষিত হইতেন। কিন্তু আজ সেই পূর্বগৌরবের কথা বিস্মৃতির অতল জলধিতে প্রোথিত হইয়া সাধারণের অবিদিত ব্যাপার-বিশেষে পরিণত হইয়াছে।

সহৃদয় গৌড়ীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনাদের সেই বিদ্বৎ-স্মৃতির পুনরুদ্দীপনকল্পে পুনরায় গৌড়নরেন্দ্রপুরে বিদ্যা-পীঠের উদ্বোধন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আসুন, ভাই সকল, সকলে মিলিয়া সমবেত যত্নের সহিত আমাদের পরম আদরের বাণীর বিবিধ-বিলাস-রঙ্গমঞ্চ পুনঃস্থাপন করি। ইহাতে পঞ্চগৌড়ের অধিবাসীর কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। মাগধ জৈনগণ সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কতই না যত্ন করিয়াছেন, কীকটদেশীয় বৌদ্ধগণ নালন্দ-বিদ্যাগার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আজও বিদ্বৎসমাজের সুপ্তবিদ্বদ্‌বৃত্তির উদ্বোধন করিতেছেন।

গৌড়ীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের কি একবারও সেই সকল বিদ্যাবিলাসের স্মৃতি হৃদয়পটে জাগে না? এমন কি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালে এবং তাঁহার পূর্ববর্ত্তী কাণভট্টের ন্যায়শাস্ত্রে প্রতিভা তোমাদের কি মনে পড়ে না? বহুদিন ধরিয়াই কি তোমরা ব্রহ্মবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া ইতর চেষ্টায় যাবতীয় উদ্যম নিহিত করিবে? দেখ, ভগবদিচ্ছায় সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতমা মায়াপুরী কালপ্রভাবে অবিদ্যাতিমিরে আবৃত হওয়ায় লোকে তাঁহার কোন সন্ধান পাইতেছিলেন না, কিন্তু প্রকৃত স্বদেশবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন, স্বদেশবাসীর পরম মঙ্গল কামনায় যে হিতকথা-প্রচার মূলে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত পারমার্থিক ধর্মের আনুষ্ঠানিক বিস্তৃতির যত্ন করিয়াছিলেন, সেই অঙ্কুরের এখন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে। কালে এই বৃক্ষসমূহের পুষ্পফলাদিতে গৌড়ীয়ের নিবৃত্ত ক্ষুধার পুনঃসঞ্জীবন হইতে পারিবে।

গৌড়ীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের নিকট আমাদের এই বিনয় আহ্বান, তোমরা আমাদিগকে যে যাহা পার, সেইরূপ সহায়তা করিয়া পূর্বগৌরবের পুনঃস্থাপনকল্পে বিদ্যাপীঠের পুনরুদ্ধার কর। আমরা এ বিষয়ে তোমাদের সহানুভূতি একমাত্র সম্বল মনে করি। এই কার্য্যে তোমাদের যশঃসৌরভ ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং তৎফলে তোমরাও সমধিক পুরস্কৃত হইবে। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্ত-শাক্তগণ, তোমরা প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক নহ, তজ্জন্য তোমাদের নিকট আবেদন এই যে, পরতত্ত্বের বিদ্যার বেদী যাহাতে দিন দিন সমুজ্জ্বলিত হয়, তজ্জন্য তোমরা চেষ্টা কর। তোমাদিগকে কখনই শৌকরীবিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার দুর্গন্ধ ক্লেশ দিতে পারিবে না।

—সাঃ গৌঃ ৬।৩৩।১

অন্তর্দ্বীপ

নবদ্বীপের অন্তর্গত (অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপাত্মক) নয়টি দ্বীপের অন্যতম অন্তর্দ্বীপ। ইহার চলিত নাম ছিল—আতোপুর। এই গ্রাম মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়া-পুর। ঐ গ্রামের দক্ষিণপূর্ব কোণে এই গ্রামখানি ছিল। কালক্রমে জলঙ্গী (বা সরস্বতী) ধারার বিক্রমে ও অন্যান্য

কারণে গ্রামখানির কথা এক্ষণে স্থানীয় কেহই অবগত নহেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ব্রহ্মা গোবৎস-হরণ-অপরাধে দুঃখিত হইয়া এই আতোপুর গ্রামে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে তপস্যা করেন। শ্রীমহাপ্রভু সাক্ষাৎকার হইয়া ব্রহ্মার অন্তরের কথা শুনিয়াছিলেন এবং প্রকটকালে ব্রহ্মা নীচ-কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া হরিদাসমূর্ত্তিতে শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিয়া নিজাহঙ্কার প্রশমন করিবেন প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মার অন্তরের কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামের নাম আতোপুর। ইহাই প্রাচীন আখ্যায়িকা শ্রীভক্তিরত্নাকর-লেখক সেই গ্রন্থে, নবদ্বীপ-পরিক্রমা-গ্রন্থে ও নবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা-নামক কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীঘনশ্যাম দাস বা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই অন্তর্দ্বীপকে গঙ্গার পূর্বপারের একটি দ্বীপ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই অন্তর্দ্বীপের মধ্যেই শ্রীমায়াপুর গ্রাম। আতোপুর গ্রাম হইতে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়। অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত গ্রাম-সমূহের মধ্যে সুবর্ণবিহার ও মায়াপুরের উল্লেখ আছে। সেকালে জলঙ্গীনদী আতোপুর মায়াপুর গ্রামের ও সুবর্ণ-বিহারের মধ্যে প্রবাহিতা ছিল না। অন্তর্দ্বীপের ভূমি-গুলি আজও দ্বীপের মাঠ বলিয়া খ্যাত আছে। দ্বীপের মাঠের জমি ও বাহিরের দ্বীপের মাঠের জমির নির্দেশ আজও কৃষকদিগের মুখে শুনা যায়। বাহিরের দ্বীপের মাঠের জমির স্বতন্ত্রতা-জন্য ভিতর দ্বীপের মাঠ বা সাধু-ভাষায় অন্তর্দ্বীপের মাঠ প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে মূল নবদ্বীপ বা প্রাচীন নিজ নবদ্বীপ অন্তর্দ্বীপেরই মধ্যে। শ্রীমায়াপুরই নবদ্বীপের নামান্তর ছিল। আজকাল মায়াপুরের প্রকৃত সীমা কএকটি কারণে লঘুতা লাভ করিয়াছে। বল্লালদীঘি নামক নিম্ন ভূখণ্ডের পাহাড় প্রদেশ তন্নাম লাভ করায় এবং মায়াপুরের যে অংশে সেনবংশীয় রাজাগণের গৃহ ছিল, ঐ অংশ বামনপুকুর গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঐ ঐ পল্লী মায়াপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মায়াপুর গ্রাম (আয়তনে) ক্ষুদ্রতা লাভ করিয়াছে। আরও বর্ত্তমান বাঙ্গোড় বা পরে যাহাকে জলকর দমদমা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, ঐ স্থানে গঙ্গাধারা প্রবল হওয়ায় কিছুকালের জন্য বর্ত্তমান মায়াপুর বল্লালদীঘি ও বামনপুকুর গঙ্গার পূর্বপারে ও টোটা, শ্রীনাথপুর, ভারুই ডাঙ্গা, গঙ্গানগর, রুদ্রপাড়া, নিদয়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ গঙ্গার পশ্চিমপারে পড়িয়াছিল। এই ধারার প্রবলতা কালে দীঘি ও মায়াপুরের অনেক অংশ গঙ্গাগর্ভগত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা পুনরায় মায়াপুরের সহিত সমপার্শ্বাবস্থিত হইয়াছে। * * * * ভক্তিরত্নাকর ও শ্রীধাম পরিক্রমায় রুদ্রপাড়া, ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম মায়াপুরের পারে কথিত হইয়াছে। ধাম পরিক্রমায় বামনপুকুর গ্রামের নামোল্লেখ এবং সীমান্তদ্বীপান্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বিল্বপুষ্করিণীকে রুদ্রপাড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীমহাপ্রভুর সময় ও অব্যবহিত পরে মায়াপুর ও কুলি-য়ার মধ্যে গঙ্গা প্রবহমানা ছিলেন। চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, চৈতন্যচরিত মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থই এ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ। * * * * **শিবের ডোবা প্রভৃতি বিল সকলই প্রাচীন গঙ্গাধারার নিদর্শন।** গাদিগাছা ও মায়াপুর আতোপুরের মধ্যে খড়িয়া না থাকায় এই সকল গ্রামে মহাপ্রভু সর্বদা যাতায়াত করিতেন। * * *।

'নদীয়ার একান্তে নগর শিমুলিয়া' এই চৈতন্য-ভাগবতোক্তি হইতে মায়াপুরের সীমা জানা যায়। 'কায়স্থ-কৌস্তভ' নামক ১২৫১ সালের মুদ্রিত গ্রন্থে (বল্লাল) সেন রাজগণের প্রাসাদ মায়াপুর রাজধানীতে ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উহা ৭১ বৎসর পূর্বের কথা। আবার হাণ্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিস্টিকাল একাউণ্ট্ গ্রন্থে চাকলা শলিমাবাদের অধীন বৈরা বয়ড়া পরগণা নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি শ্রুত হইয়াছেন যে, বর্ধমান জিলার সীমার নিকটে মায়াপুর নগরে হোসেন সাহ গৌড় নরপতির গুরুর সমাধি আছে। এই সকল হইতে জানা যায় যে, বর্তমান মায়াপুরে যে টুকু ভূমি আছে, উহা পূর্ব্বের শ্রীমায়াপুর হইতে অনেক কম। বল্লালদীঘি নামক গ্রামের নাম সেকালে হয় নাই। বামনপুকুরের নাম ভক্তিরত্নাকরে নাই, তথাপি পরিক্রমা-পদ্ধতিতে দেখা যায় মাত্র। বস্তুতঃ ঐগুলি মায়াপুরেরই অন্তর্গত। * * * কুইন কুইনিয়াল রেজিষ্টারে শ্রীশ্রীমায়াপুর শব্দ গ্রামের নামে উল্লেখ আছে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নামের পূর্বে 'শ্রী' থাকায় ইহার অন্য গ্রাম অপেক্ষা পার্থক্য আছে। * * *

—সঃ তোঃ ১৮।৯ম সং

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

ধামতত্ত্ব

শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে অপৃথকৃতত্ত্ব; তন্মধ্যে এই মায়াপুর সর্ব্বোপরি। ব্রজে যেরূপ শ্রীগোকুল, শ্রীনবদ্বীপে সেইরূপ শ্রীমায়াপুর—মায়াপুর শ্রীনবদ্বীপধামের মহাযোগপীঠ। 'ছন্নঃ কলৌ' (ভাঃ ৭।৯।৩৮) এই ন্যায়-ক্রমে ভগবানের পূর্ণাবতার যেরূপ প্রচ্ছন্ন, তাঁহার ধাম শ্রীনবদ্বীপও সেইরূপ প্রচ্ছন্ন ধাম। কলিকালে শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় আর তীর্থ নাই। এই ধামের চিন্ময়ত্ব যাঁহার জ্ঞান-গোচর হয়, তিনিই যথার্থ ব্রজবাসের অধিকারী। ব্রজই বল, বা নবদ্বীপই বল, বহির্মুখ চক্ষে উভয়ই প্রপঞ্চময়। ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের চিন্ময়চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহারাই ধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন।

নবদ্বীপধামের স্বরূপ

'গোলোক', 'বৃন্দাবন' ও 'শ্বেতদ্বীপ'—পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয়লীলা, বৃন্দাবনে পার-কীয় লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোকে, বৃন্দাবনে ও শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ। শ্রীনবদ্বীপবাসি-গণ পরম সৌভাগ্যবান্—তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ। অনেক পুণ্যপুঞ্জক্রমে শ্রীনবদ্বীপধাম লাভ হয়। শ্রীবৃন্দাবনে কোন রস অপ্রকাশ ছিল, তাহা শ্রীনবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছে। সেই রসের অধিকারী হইলেই তাহার অনুভব হইবে।

শ্রীনবদ্বীপধামের আয়তন কি ?

শ্রীনবদ্বীপধামের ষোলক্রোশ পরিধি। ধামটি অষ্টদল পদ্মের আকার—অষ্টদলে অষ্টদ্বীপ ও মধ্যভাগে কর্ণিকার। সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই আটটি দ্বীপে অষ্টদল; অন্তর্দ্বীপ মধ্যভাগে; অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থল শ্রীমায়া-পুর। এই নবদ্বীপধামে বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুরে সাধন করিলে জীব অচিরে প্রেমসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীমায়া-পুরের মধ্যভাগে মহাযোগপীঠরূপ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের মন্দির। সেই যোগপীঠে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যলীলা ভাগ্যবান্‌গণ দর্শন করেন।

জৈব ধর্ম—১৪শ অঃ

শ্রীমায়াপুর

ভাগীরথী পূর্ব্বতীরে হয় মায়াপুর।
মায়াপুরে নিত্য আছেন আমার ঠাকুর॥
লোকদৃষ্ট্যে সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্বম্ভর।
ছাড়ি' নবদ্বীপ ফিরে দেশ দেশান্তর॥
বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ মোর নবদ্বীপ ধাম।
ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম॥
দৈনন্দিন লীলা তাঁর দেখে ভক্তগণ।
তুমিও দেখহ জীব গৌরাঙ্গনর্ত্তন॥
মায়াপুর অন্তে অন্তর্দ্বীপ শোভা পায়।
গৌরাঙ্গ দর্শন ব্রহ্মা পাইল যথায়॥"

—'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য'

ঈশোদ্যান

মায়াপর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা ল'য়ে ভক্তজন॥
বনশোভা হেরি রাধাকৃষ্ণ পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে॥
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌরগুণগান॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা পায়।
হিরণ্যহীরকনীল পীতমণি ভায়॥
বহির্ম্মুখজন মায়ামুগ্ধ আঁখি দ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে॥
দেখে মাত্র কণ্টক আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনীবন্যার বেগে সদা লণ্ডভণ্ড॥

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ'

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১১শ পৃষ্ঠার পর]

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার ও মঠ স্থাপন

তৎপরে সরস্বতী ঠাকুর ধানবাদ, কাট্‌রাসগড়, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন। ঢাকায় একমাস-কাল "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ত্রিশপ্রকার ব্যাখ্যা এবং ১৯২১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা, ৩১ শে অক্টোবর তথায় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ও মহোৎসব সম্পাদন করেন। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে হরিকথা প্রচার করিয়া নবদ্বীপমণ্ডলে চাঁপাহাটীতে গৌর-গদাধরের লুপ্ত সেবা উদ্ধার, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাবভূমি মোদদ্রুম-দ্বীপে ছত্র-প্রতিষ্ঠা এবং কলিকাতা ও তাহার পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

"হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" অর্থাৎ উৎকল হইতে সমগ্র পৃথিবীতে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইবে,—এই ব্যাস-বাণীর আরাধনার জন্য সরস্বতী ঠাকুর ইংরাজী ১৯২২ সালের ৯ই জুন তারিখে ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌর বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভুর অনুগমনে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা, পুরুষোত্তম-পরিক্রমা ও অনবসরকালে আলালনাথে গমন করেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট তিথি উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব প্রবর্তন করেন। পুরী হইতে নিজ অনুগত প্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়া কটক, বারিপদা, কুয়ামারা, উদালা, কপ্তিপদা ও নীলগিরি প্রভৃতি স্থানে চৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

"গৌড়ীয়"

ইংরাজী ১৯২২ সালের ১৯শে আগষ্ট ভাগবত প্রেস হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের মুখপত্র সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" প্রথম প্রচার করেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে

২৮শে সেপ্টেম্বর সরস্বতী ঠাকুর ব্রজমণ্ডলে শুদ্ধভক্তি-কথার প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে মথুরা, বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ডাদিস্থানে ভক্তগণসহ গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে লালাবাবুর মন্দিরে বিদ্বন্মণ্ডলি-মণ্ডিত সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরে ঊর্জব্রতকালে ঢাকায় শুভবিজয় করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের যথার্থ স্বরূপ বিচার করেন। ইহার পরেই কুলিয়ায় অপরাধ-ভঞ্জন-পাট প্রকাশ ও সাঁওতাল পরগণায় হরিকথা প্রচার করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্দির

১৯২৩ সালের ২রা মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্মোৎসব হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। সরস্বতী ঠাকুরের পরিকল্পনানুসারে এই মন্দিরের মধ্যবর্তী মূল প্রকোষ্ঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ এবং চতুষ্কোণে শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও চতুঃসনের সহিত যথাক্রমে শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্কের আসন রচিত হইতে থাকে।

পুরীতে

পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে প্রচারের পরে পুনরায় সরস্বতী ঠাকুর পুরুষোত্তম মঠের উৎসবোপলক্ষে পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-লীলার অনুগমনে রথাগ্রে নৃত্য এবং উপস্থিত বহু শ্রোতার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সে বৎসর মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, ভদ্রকের শশীমোহন গোস্বামী প্রভৃতি অনেকে হরিকথা শ্রবণ করেন। ময়ূরভঞ্জ ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রচারক-বৃন্দের দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন এবং বর্দ্ধমানের আমলাজোড়াগ্রামে ও বরিশালের বানরিপাড়ায় স্বয়ং সপার্ষদে গমন করিয়া হরিকথা প্রচার করেন।

'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রচার

১৯২৩ সালে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবের পূর্বে কলিকাতায় গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ স্থাপন করিয়া তথা হইতে 'গৌরকিশোরান্বয়', 'স্বানন্দকুঞ্জানুবাদ,' 'অনন্ত, গোপাল তথ্য' ও 'সিন্ধুবৈভব' বিবৃতির সহিত খণ্ডে খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করেন।

শ্রীব্যাসপূজার প্রথম প্রবর্তন

১৯২৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাবের পঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্তি তিথি সমাগত হইলে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ব্যাসপূজার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। তদুপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি অতিমর্ত্য অমূল্য রত্নরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত'

ইংরাজী ১৯২৪ সালে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সময় ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ হইতে সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রথম সংস্করণ সম্পাদন করেন।

ত্রিদণ্ডিমঠ ও সারস্বত আসন

১৯২৪ সালের ৭ই জুলাই ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডিমঠ-প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রচার ও শ্রীগৌড়ীয় মঠে সারস্বত আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া সরস্বতী ঠাকুর ভক্তগণের অধ্যাপনা ও ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর বিপুল প্রচার করেন। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ময়ূরভঞ্জের রাউৎ রায় সাহেব, জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, নেপালের হিজ্ এক্সেলেন্সী জেনারেল পুণ্য সমসের রাণা জংবাহাদুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুরের বাণী শ্রবণ করেন।

মাধ্বগৌড়ীয় সিদ্ধান্ত বিচার

অক্টোবর মাসে পঞ্চমবার ঢাকায় পদার্পণ করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মাধ্ব-সম্প্রদায়, মধ্ব ও পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, মধ্ব ও বর্ণাশ্রমধর্ম এবং মাধ্বগৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে

১৬ই ডিসেম্বর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বন্মণ্ডলি-মণ্ডিত সভায় 'ধর্মজগতে বৈষ্ণবদর্শনের স্থান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী এম্-এ প্রমুখ শ্রোতৃ-মণ্ডলী-দ্বারা অভিনন্দিত হন। অতঃপর কাশীতে শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত স্থানের অনুসন্ধান ও প্রয়াগে দশাশ্ব-মেধ ঘাটে রূপশিক্ষার স্থান নির্দ্দেশপূর্বক শ্রীচৈতন্যপদাঙ্ক-পূত আড়াইল গ্রামে গমন করিয়া হরিকথা প্রচার করেন।

গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা

১৯২৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী গৌড়মণ্ডলে মহাপ্রভুর পার্ষদগণের বিভিন্ন লীলা-স্থান বহু ভক্তসঙ্গে পরিক্রমা করিতে করিতে গৌরপার্ষদগণের সেবাময় ভাবে বিভাবিত হইয়া তত্তৎস্থানে পুনঃ শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করেন। সেই বৎসর নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় কোলদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে হস্তীপৃষ্ঠোপরিস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এবং তদনু-গমনকারী সপার্ষদ সরস্বতী ঠাকুর ও পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের প্রতি মাৎসর্য্যদগ্ধ ধর্মব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিভূস্বরূপে দুর্ব্বৃত্তগণ কোলদ্বীপের পোড়ামা-তলায় শত শত ইষ্টকবৃষ্টি করিতে থাকে। এই সময়ের (২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩১ তারিখের) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কুলিয়া-নবদ্বীপবাসী কোন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়া-ছিলেন—"প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে অবধূত নিত্যানন্দের প্রতি তদানীন্তন নবদ্বীপের কোতোয়াল জগাই ও মাধাই নামক দুর্ব্বৃত্তদ্বয় যে কার্য্য করিয়াছিল, আজও সেই লীলার পুনরভিনয় দর্শন করিলাম।"

মদনমোহন মালব্য

ইংরাজী ১৯২৫ সালের ১৭ই এপ্রিল পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুরের নিকট ভাগবতবাণী ও 'আগমপ্রামাণ্য' হইতে দৈব-বর্ণাশ্রমধর্মের বিচার শ্রবণ করেন। তৎপরে প্রচারক-বর্গকে শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্যে প্রেরণ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ জন্মোৎসব ও ভাগবতজনানন্দ মঠ

১৯২৬ সালে শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব ও তিনদিবসকাল নামযজ্ঞের প্রবর্তন করেন। এপ্রিল মাসে চিরুলিয়ায় 'ভাগবতজনানন্দ মঠ' প্রতিষ্ঠা, মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার, নিজ অনুগত ত্রিদণ্ডী পরিব্রাজকগণকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম-ভারতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ প্রেরণ, ভারতের সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিসঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা এবং প্রবলভাবে হরিকথা বিস্তারকার্য্য আরম্ভ করন।

ভারত-ভ্রমণ ও প্রচার

ইংরাজী ১৯২৬ সালের নবেম্বর মাসের প্রথমভাগে সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার, পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত আলোচনা, বিচার ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই সময়ে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সরস্বতী ঠাকুরকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্য-মুকুটমণি বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। শ্রীনাথদ্বারের মহান্ত মহারাজ, বোম্বাই-এর গোকুলনাথ গোস্বামী মহারাজ, উড়ুপীর মধ্বাচার্য্যমঠের মঠাধীশ, সলিমাবাদের গাদির মঠাধীশ প্রমুখ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত অভিনন্দন প্রদান করেন।

পরমহংসমঠ ও পরবিদ্যাপীঠ

এই সময়ে সরস্বতী ঠাকুর নৈমিষারণ্যে পরমহংস মঠ, তৎপরে শ্রীমায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন এবং শ্রীচৈতন্যমঠে নবনির্ম্মিত উনত্রিংশৎ চূড়ার মন্দিরে আচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

হারমনিষ্ট্

১৯২৭ সালের ১৫ই জুন হইতে ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী—এই তিন ভাষায় 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার পুনঃ প্রকাশ করেন। 'সজ্জনতোষণী'র ইংরাজী নাম হয়—'The Harmonist.' ১৯২৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর মানভূম জেলার ডুমুরকোন্দায় **'শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ'** প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারত-ভ্রমণে

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে কাশী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর, গলতাপর্বত, সলিমাবাদ, পুষ্কর, আজমীঢ়, দ্বারকা, সুদামাপুরী, গির্ণার পর্ব্বত, প্রভাস, অবন্তী, মথুরামণ্ডল, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র এবং নৈমিষারণ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

১৯২৮ সাল হইতে গৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে ও কলিকাতার বিভিন্ন সাধারণ স্থানে বক্তৃতার মধ্য দিয়া সর্ব্বসাধারণে হরিকথা প্রচার করাইতে থাকেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ সংস্করণ সম্পাদন করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯২৮) বাগবাজারে গঙ্গার তীরে **গৌড়ীয়মঠের মন্দিরের ভিত্তি** সংস্থাপন করেন। ৭ই অক্টোবর সরস্বতী ঠাকুর আসাম প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ বহু ভক্তের সহিত গমন করেন ও তৎপরে **শিলংশৈলে** রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রমুখ সজ্জনগণের নিকট শ্রীচৈতন্যের অসমোর্দ্ধ্বত্ব বিচার ও শিলংএর কএকটি সাধারণ-সভায় হরিকথা কীর্তন করেন।

কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যগ্রহণে

৪ঠা নবেম্বর কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে মাথুরবিরহ-কাতর গোপীগণের ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের বিপ্রলম্ভ-ভাবের সেবা অনুসরণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন ও লক্ষ লক্ষ লোককে গৌর-নাম শ্রবণ করান। সেই সময়ে কুরুক্ষেত্র **শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে** শ্রীগৌরবিগ্রহ-প্রকাশ ও **ভাগবত-প্রদর্শনী** উন্মোচন করেন।

একায়ন মঠ প্রতিষ্ঠা

৩০শে ডিসেম্বর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিলে সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার নিকট বিস্তৃতভাবে দৈববর্ণাশ্রমধর্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগরে **একায়ন মঠ** স্থাপন করিয়া শ্রুতির একায়ন স্কন্ধ ও বহ্বয়ন শাখা সম্বন্ধে মৌলিক বিচার জগতে প্রবর্তন করেন। ১৪ই জানুয়ারী (১৯২৯) সরস্বতী ঠাকুর আমেরিকার যুক্ত

প্রদেশের ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের **অধ্যাপক** মিঃ এলবার্ট-ই **সাদার্স** নামক মনীষীর নিকট বৈষ্ণবধর্ম যে বৃহত্তর ও পূর্ণতম খৃষ্টধর্ম (Extended and perfect Christianity) তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী নূতন দিল্লীতে **দিল্লী গৌড়ীয় মঠ** স্থাপন করিয়া ভারতের রাজধানীর অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের কথা-প্রচারের অভূতপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করেন।

কৃষ্ণনগর টাউন হলে বক্তৃতা

৩০শে মার্চ (১৯২৯) কৃষ্ণনগর রামগোপাল-টাউন-হলে 'শ্রীনাম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯২৯ সালের মে মাসে নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের চন্দনযাত্রা প্রবর্ত্তন এবং আলালনাথ-মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করেন। ১১ই আগষ্ট কলিকাতা **এল্‌বার্ট হলে 'গৌড়ীয়দর্শন'** সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

শ্রীচৈতন্যদেব ভারতের যে যে স্থান পদাঙ্কপূত করিয়াছিলেন,—এইরূপ ১০৮টি স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপনের ইচ্ছায় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর সরস্বতী ঠাকুর কানাইর নাটশালা ও ১৫ই অক্টোবর মন্দারে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন পূর্ব্বক রাজমহল, ভাগলপুর, নালন্দা, রাজগিরি প্রভৃতি স্থানে ভক্তগণ সহ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে করিতে কাশীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীসনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যা করেন।

ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্রাজক রূপে প্রচার

কাশী, ফয়জাবাদ, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, করৌণা, মিশ্রিক, সীতাপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা সরস্বতী ঠাকুর অভিনন্দিত হন এবং বহু সত্যানুসন্ধিৎসুকে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বার-য্যাট্ ল মিঃ এ, পি, সেন, অধ্যাপক ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়; ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর এ, এন সেন গুপ্ত প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সরস্বতী ঠাকুরের বাণী শ্রবণ করেন।

'শ্রীমায়াপুর' ডাকঘর

১৯২৯ সালের ১লা জুন হইতে শ্রীমায়াপুরে পোষ্ট অফিস উন্মুক্ত হয় এবং ১লা নভেম্বর হইতে শ্রীমায়াপুর ডাকঘর স্থায়ী ডাকঘরে পরিণত হয়। এই সময় সরস্বতী ঠাকুর নিজ অনুগত ভক্তের দ্বারা শ্রীমায়াপুরে ভক্তি-বিনোদের বাঞ্ছিত ঈশোদ্যান ও শ্রীচৈতন্য মঠের চূড়ায় তড়িদালোক প্রকাশ করেন।

মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৯৩০ সালের ৮ই জানুয়ারী মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সরস্বতী ঠাকুরের নিকট বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, বিভিন্ন আচার্য্যের অভ্যুদয়কাল, পঞ্চরাত্র, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও বিচার শ্রবণ করেন। জানুয়ারী মাসের মধ্য ভাগে প্রয়াগে পূর্ণ কুম্ভ মেলা উপস্থিত হইলে তথায় শ্রীরূপ-শিক্ষা প্রচারার্থ শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারকগণকে নিয়োগ করেন এবং কুম্ভমেলা-ক্ষেত্রে ত্রিবেণী-সঙ্গমে শ্রীরূপানুগগণের প্রাণধন শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রকাশ করেন। শ্রীরূপানুগবরের কৃপায় কুম্ভমেলায় সমাগত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তির সন্ধান পাইয়া কৃতকৃতার্থ হন।

শ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ-প্রদর্শনী

৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুরে এক অভূতপূর্ব্ব 'শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী' নামক ভাগবত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞানাচার্য্য ডক্টর স্যার পি, সি, রায় এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্য মঠে **শ্রীব্যাসপূজা** অনুষ্ঠিত ও **আচার্য্য-পাদপীঠ** প্রতিষ্ঠিত হন।

৪ঠা মে মিঃ ই, এইচ, নেপার সরস্বতী ঠাকুরের নিকট ভারতীয় পারমার্থিক দর্শনের কথা শ্রবণ করেন। ২৫শে মে গৌরপদাঙ্কিত তীর্থ **ছত্রভোগে** গমন করিয়া বহু সত্যানুসন্ধিৎসুকে কৃপা করেন। জুলাই মাসে কটক সচ্চিদানন্দ মঠে শুভ বিজয় করিয়া কটকের শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও জনসাধারণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২২শে আগষ্ট এলাহাবাদ পৌঁছিয়া অবসর প্রাপ্ত সেসন

জজ মনোমোহন সান্যাল মহাশয়ের ভবনে সপার্ষদে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন ও সান্যাল মহাশয়কে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে আকৃষ্ট এবং অধ্যাপক ডক্টর পি, কে আচার্য্য-প্রমুখ স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেক পরিপ্রশ্নের মীমাংসা করেন।

পারমার্থিক সম্মিলনী

১৯৩০ সালের ৫ই অক্টোবর কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড হইতে **বাগবাজারের নব-নির্ম্মিত গৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও ভক্তগণ সহ প্রবেশ** করিয়া তথায় শ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ-উৎসব-সম্পাদন, পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন ও একটি পারমার্থিক সম্মিলনী আহ্বান করেন। গৌড়ীয় মঠের নূতন মন্দির নির্ম্মাণকারী শ্রেষ্ঠ্যার্য্য **শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ১৯শে নভেম্বর নিত্যধামে গমন** করেন।

২৫শে ডিসেম্বর যাজপুর, ২৬শে কূর্ম্মক্ষেত্র, ২৭শে সিংহাচল, ২৯শে কভূর ও ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলগিরিতে **শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন** ও তত্তৎ প্রদেশে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করেন। স্যর পি, এস্ শিবস্বামী আয়ার কে, সি, এস্, আই; ডক্টর ইউ রাম রাও; পি, এন, সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যবাণীতে আকৃষ্ট হন।

ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

১৯৩১ সালের ৩রা এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট উদ্‌ঘাটন ও তদুপলক্ষে আহূত বিরাট্ সভায় 'অপরা ও পরাবিদ্যা' সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ৩রা মে তারিখে দার্জ্জিলিংএ শুভবিজয় করিয়া তৎ প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। ২৮শে জুন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ **শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাটের (চাবদহ) সেবা গ্রহণ** এবং তথায় এক বিরাট্ সভায় অভিভাষণ প্রদান করেন। ১২ই জুলাই **আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয়নাথ প্রকাশ** ও ১৭ই জুলাই ময়ূরভঞ্জের মহারাজের আনুকূল্য সংগৃহীত ভূমিতে **শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন,** তৎপরে কটক শুভবিজয় করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। কতিপয় প্রচারককে সিমলা শৈলে প্রেরণ করিয়া তথায় হরিকথা প্রচার করান। ৩০শে জুলাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর কালিদাস নাগ প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিকট গৌড়ীয় মঠে হরিকথা কীর্তন করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর মাননীয় জাষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট শ্রীগৌড়ীয় মঠে হরিকথা শ্রবণ করেন।

কলিকাতায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের উৎসবকালে কলিকাতা নগরীতে বিরাট্ 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী' প্রকাশ করেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু এম-এ এম্-এল্-সি মহাশয়, ১৬ই সেপ্টেম্বর রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন, ইউনিভার্সিটি-ল-কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন মজুমদার, ১৮ই সেপ্টেম্বর পৃথিবী-পর্য্যটক জার্ম্মাণ-মনীষী Dr Magnus Hirsch feld, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ষ্টেলা ক্রেম্‌রিস্ প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি গৌড়ীয় মঠে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুরের বাণী শ্রবণ করেন। গৌড়ীয় মঠের বিশেষ বিশেষ উৎসবে সরস্বতী ঠাকুর অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল কর্ণেল দ্বারকাপ্রসাদ গোয়েল আই-এম্-এস্ এবং ৯ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকান পৃথিবী-পর্য্যটক এ, জারট্রুড্ জেকব সাহেবের নিকট অপ্রাকৃত শব্দতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হরিকথা কীর্তন করেন। ১১ই অক্টোবর প্রয়াগে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মঃ মঃ ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা, এলাহাবাদ ডিভিশ-ন্যাল কমিশনার মিঃ বিনায়ক নন্দশঙ্কর মেটা আই-সি-এস্ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সরস্বতী ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহাদের পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

হিন্দী 'ভাগবত' পত্র

১৬ই অক্টোবর কাশীবাসী সজ্জনবৃন্দের দ্বারা অভ্যর্থিত

হইয়া কাশী নরেশের মিণ্ট্ প্যালেসে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা কীর্তন করেন। ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর তারিখে ডেপুটি একাউন্টেন্ট্ জেনারেল অব্ বেঙ্গল সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণব-দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও লীলা সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিয়াছিলেন। নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগে সিমলা-শৈলে ভজ্জি রাজ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ প্রচারক প্রেরণ করেন। ৩১শে অক্টোবর লক্ষ্ণৌ সহরে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে ৯ই নভেম্বর অমাবস্যা-তিথিতে নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের মুখপত্র রূপে **'ভাগবত' নামক হিন্দী পাক্ষিক পত্রিকার প্রচার** প্রবর্ত্তন করেন। ১৪ই নভেম্বর ভারতের মহামান্য বড়লাট লর্ড উইলিংডন এর নিকট নিউ-দিল্লীতে প্রচারকের দ্বারা গৌড়ীয় মঠের প্রচার-বার্তা প্রেরণ করেন। ১৭ই নভেম্বর দিল্লী গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব প্রবর্তন করিয়া তথায় অভিজাত সম্প্রদায় ও সর্বসাধারণের নিকট শ্রীচৈতন্যকথা, প্রচার-নয়াদিল্লীর **'গুরুদ্বার বাঙ্গালা সাহেব হলে'** 'ভক্তি' সম্বন্ধে এক অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৯শে নভেম্বর মজঃফর-নগরে অনারেব্ল কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের সদস্য রায় বাহাদুর লালা জগদীশ প্রসাদের উদ্যান-ভবনে একটি বিরাট্ সভায় অভিভাষণ প্রদান করিয়া ৩০শে নভেম্বর শ্রীশুকদেবের ভাগবত কীর্তনস্থলী **'শুকরতলে'** সপার্ষদে গমন পূর্ব্বক শ্রীমদ্ ভাগবত কীর্তন করেন।

৬ই ডিসেম্বর **দিল্লী গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা** করেন। ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের সৌধ নির্ম্মাণকারী স্বধামগত শ্রেষ্ঠ্যার্য্য **শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের প্রথম বার্ষিক মহোৎসবে** 'ভক্তপূজা' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। মাননীয় জাষ্টিস্ স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১০ই ডিসেম্বর স্যার মন্মথ নাথ শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিয়া শ্রীসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বাণীশ্রবণ, ধামদর্শন ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী সরস্বতী ঠাকুর ২০ জন ভক্তের সহিত মাদ্রাজে পৌছিলে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ টি, এস্ রামস্বামী আয়ার; অনারেব্ল মিঃ টি রজন্; মিঃ এস্. ভি রামস্বামী মুদালিয়ার; অনারেব্ল দেওয়ান বাহাদুর জি, নারায়ণস্বামী চেট্টিয়ার সি-আই-ই; মিঃ টি, পুনুরুল্লা পিল্লাই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বেসিন-ব্রিজ ষ্টেসন হইতে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া নর্থ গোপাল পুরম্ পল্লীস্থ তদানীন্তন গৌড়ীয় মঠে লইয়া যান ও ঠাকুরকে অভিনন্দন প্রদান করেন। এই সময় অনারেব্ল মিঃ দেওয়ান বাহাদুর কুমার স্বামী রেড্ডিয়ার আচার্য্য-চরণে বিশেষ শ্রদ্ধা-জ্ঞাপক একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৪ই জানুয়ারী মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর সুন্দরম্ চেট্টিয়ার মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সরস্বতী ঠাকুরের নিকট পরিপ্রশ্ন সহকারে অনেক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। ২৩শে জানুয়ারী তারিখে **মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা** ও রয়াপেট্টা-পল্লীতে **নূতন শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন** করেন। ২৪শে জানুয়ারী
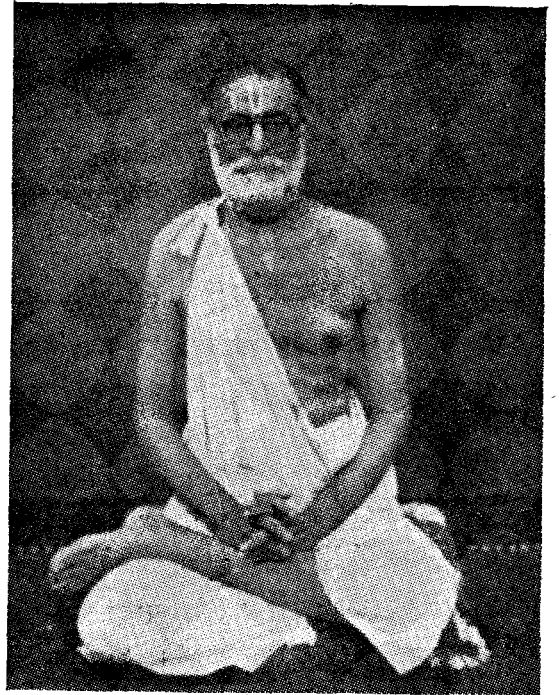
প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

একটি বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া স্যর পি এস শিবস্বামী আয়ার প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় আকৃষ্ট করেন। ২৭শে জানুয়ারী মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর স্যর জর্জ্জ ফ্রিডারিক ষ্টেন্‌লি মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে **শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-হলের ভিত্তি স্থাপন** করেন। ২৯শে জানুয়ারী **মাদ্রাজ সিটি কর্পোরেশন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে একটি পৌর অভিনন্দন প্রদান করেন।** এতদুপলক্ষে কর্পোরেশনের রিপন বিল্ডিং এ সরস্বতী ঠাকুর একটি প্রত্যভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

৩০শে পশ্চিম গোদাবরী জেলার ইলোর-নগরে বিপুল সংকীর্তন-বাহিনীর মধ্যে তদ্দেশবাসী সজ্জনগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হন এবং জনার্দন-প্রার্থনা-সমাজের অভিনন্দন পত্রের প্রত্যভিভাষণ প্রদান ও তদ্দেশবাসী বহু সজ্জনকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে **মাদ্রাজ হইতে একটি অভিভাষণ রচনা করিয়া কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে প্রেরণ** করেন।

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের দিবস **শ্রীঅদ্বৈত-ভবনের নূতন মন্দিরের ভিত্তি** স্থাপন, 'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রবেশিকা পরীক্ষা ও 'সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য' পরীক্ষা গ্রহণ এবং শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন। ৩১1 এপ্রিল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের পারিতোষিক বিতরণী সভায় 'Altruism ও Extended Altruism' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বক্তৃতা

[বিগত ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী বুধবার হইতে ৭ মাঘ, ২১ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভায় কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়ের উপর যে আলোক সম্পাত করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল]

(১) প্রথম অধিবেশন

বক্তব্য বিষয়—: বিজ্ঞানের প্রগতি ও শান্তি

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের **মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅনিল কুমার সিংহ সভাপতির অভিভাষণে বলেন**—"শ্রীমঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ মাধব মহারাজের বক্তৃতা শোন্‌বার আগ্রহ নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম। পূর্ব্বে রাসবিহারী এভিনিউ মঠে তাঁর বক্তৃতা শুনে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আজ বক্তৃতা সংক্ষেপে শেষ করলেন। আজকের বিষয়ের উপর মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ ও অন্যান্য মহারাজগণ সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেছেন। তাঁরা জড়বিজ্ঞান ও চিদ্-বিজ্ঞানের পার্থক্যও আমাদিগকে বুঝিয়েছেন। আজকের যুগে জড়বিজ্ঞানের প্রগতি এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে তার অপব্যবহার হ'লে দুই এক দিনের মধ্যে মানুষের সভ্যতা ধ্বংস হ'য়ে যেতে পারে। এই যান্ত্রিক সমুন্নতির যুগে আমরা ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত কোনও শান্তি পাচ্ছি কি? বিজ্ঞানের দৌলতে আমরা চন্দ্রে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছি, কিন্তু এর দ্বারা বিশ্বে শান্তি আসে নাই বা ভবিষ্যতেও আসবে কিনা জানি না। জড়-বিজ্ঞানের দানকে control করতে না

পারলে সমস্ত বিশ্ব ধ্বংস হ'য়ে যাবে। এখানে চিদ্-বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তার আবশ্যকতা আমরা অনুভব ক'রে থাকি। চিদ্বৈজ্ঞানিকগণ অধ্যাত্ম-বিচারের দ্বারা মানুষের মধ্যে পরস্পর হৃদয়ের বিনিময় ও প্রীতি সংস্থাপিত করতে পারেন। মানুষে মানুষে সম্প্রীতিই প্রকৃত শান্তি এনে দিবে। এই প্রীতি বা ভালবাসা তখনই আসবে যখন আমরা একই পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকলকে দেখতে শিখবো।"

প্রধান অতিথি **শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন,**—"আজকের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে যে বহুক্ষণ আলোচনা হ'লো তাঁর ব্যাখ্যা করাও আমার পক্ষে কঠিন। যেটুকু বুঝলাম সেটুকু এই —জড় বিজ্ঞানের প্রগতি শান্তি আনতে পারে না। Science এর কল্যাণে বা অকল্যাণে যে সকল বস্তু তৈরী হচ্ছে তাতে আমাদের উপকার হচ্ছে, কি অপকার হচ্ছে? Science এর প্রগতিতে চন্দ্রে যাতায়াত হচ্ছে, এটা কম কথা নয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে Vietnam এ (ভিয়েৎ-নামে) লক্ষ লক্ষ টন বোমা পড়ছে। Science-এর দৌলতে আমাদের অনেক উপকার হচ্ছে, কিন্তু এতে কি শান্তি পাচ্ছি? স্বামীজী বল্‌লেন এ সব চেষ্টার দ্বারা আমাদের তাৎকালিক কিছু অশান্তি কমতে পারে কিন্তু শান্তি হয় না। বেশী খিদে পেলে আহারেতে তৃপ্তি হয়, উহা বেদনার উপশম মাত্র। উক্ত প্রকারের বেদনার উপশমকে আমরা জগতে শান্তি বলে মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাকে শান্তি বলে না। শান্তি পেতে হলে চিদ্বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে, এ ছাড়া উপায় নাই। শান্তি-অশান্তি মনের ব্যাপার। জড়বিজ্ঞানের প্রেরণায় জড়বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হ'য়ে আমরা অশান্তি লাভ করি। চিদ্বৈজ্ঞানিকগণ অর্থাৎ সাধুগণ আমাদিগকে চিদ্বস্তুর বা ভগবানের কথা বলেন। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু ভগবানের সঙ্গেতেই আমরা চিত্তে শান্তি লাভ করে থাকি। দেখুন মঠে আসার পূর্ব্বে সাংসারিক কত প্রকার অশান্তিতে মন ভারাক্রান্ত ছিল। কিন্তু এখানে আসার পর সাধুমুখে ভগবানের কথা শুনে মন কত হাল্কা হলো, কত শান্তি পাওয়া গেল।"

(২) দ্বিতীয় অধিবেশন

বক্তব্য বিষয়— **শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা**

কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় **বিচারপতি শ্রীঅজিতকুমার সরকার সভাপতির অভিভাষণে বলেন**—"জগতের লোক পার্থিব সমস্ত কর্ত্তব্য ক'রে অবকাশ সময়ে ভগবানে মনোনিবেশের যত্ন করেন, ভগবানকে ডেকে থাকেন। ভগবানের রূপ আছে বলেই আমরা তাঁর আরাধনা এবং তাঁতে হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করতে পারি। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষ কোনও না কোনও ভাবে রূপকে মানছেন। বিগ্রহ ছাড়া আমরা এক পাও অগ্রসর হ'তে পারি না। বিগ্রহ আর পুতুলে পার্থক্য আছে। মানুষ যেটা গড়ে সেটা পুতুল। বিগ্রহ মানুষ তৈরী করে না, বিগ্রহ সদ্গুরু বা শুদ্ধভক্তের মাধ্যমে জগতে প্রকাশিত হন। সেই ভগবদ্বিগ্রহের আরাধনা ছাড়া কিছুতেই আমরা শান্তি পেতে পারি না, ভালবাসা বা প্রেম কি বস্তু তাও অনুভব করতে পারি না।"

প্রধান অতিথি অধ্যাপক **শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী তাঁহার** অভিভাষণে বলেন—"ভারতবর্ষে শ্রীমূর্ত্তিপূজার বিশেষ প্রচলন। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তন্মধ্যে অধিকাংশই নাস্তিক। যাঁরা ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁরা মৌখিক করেন, কিন্তু সেইভাবে বিশ্বাস করে চলেন না। ধর্ম করতে গেলে কিছু আচরণ আবশ্যক। পৃথিবীতে অনেক ধর্মের প্রচার আছে। আমাদের বৈদিক ধর্মকে অন্যতম বলা হয়। সমস্ত ধর্মেতেই সেই সেই ধর্মের অন্তর্গত যাঁরা তাঁরা কিছু কিছু আচরণ করেন এবং শাস্ত্রীয় বিধান কিছু কিছু মেনে চলেন। পৃথিবীর অন্য ধর্মমতা-বলম্বীগণ হয়ত ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। তাঁরা বলেন ভগবান আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ আসেন না, তাঁর পুত্র আসেন, কিংবা দূত আসেন। আবার কোনও সম্প্রদায় বলেন কেউ আসেন না। সুতরাং ঐ সব বিচারে ভগবানের সঙ্গে জীবের বিশেষ সৌহৃদ্য সম্ভব নয়। 'ভগবান আসেন না' তার যুক্তি দিতে গিয়ে তাঁরা এরূপ বলেন—যেমন যাঁর অনেক ভৃত্য আছে, যিনি ধনী, তিনি নিজে আসবেন কেন, তাঁর ভৃত্যকে পাঠান, তদ্রূপ আমাদের ভগবান অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী,

সুতরাং তিনি নিজে আসেন না, ভৃত্যের দ্বারা সব কিছু করান'। ভগবান্‌কে যদি সাধারণ কার্য্যের জন্য জগতে আসতে হয়, তা হ'লে তাঁর ভগবত্তা থাকে না। এখানে বক্তব্য এই অসুর-সংহার বা ধর্মসংস্থাপনাদি কার্য্য ভগবদবতারের মূল কারণ নহে, ভক্তই মুল কারণ, ভক্ত বিপদে পড়লে বা ভক্তের বিরহ-দুঃখ অপনোদনের জন্য ভগবান্ আসেন। ভক্তবাৎসল্য ভগবানের একটি বিশেষ গুণ। জগতেও দেখবেন সর্বময় কর্তা বাদশাহ যদি দেখেন তাঁর পুত্র জলে ডুবে যাচ্ছে তখন কালবিলম্ব না ক'রে তিনি নিজেই ঝাপিয়ে পড়েন তাকে উদ্ধারের জন্য, তখন ভৃত্যের অপেক্ষা করেন না। অন্য ধর্মাবলম্বীগণ বলেন ভগবান আছেন এই পর্য্যন্ত, কিন্তু আমরা বলি ভগবান্ আছেন ত' বটেনই, তিনি আসেন, তিনি ভালবাসেন, তিনি ভালবাসা গ্রহণ করেন। তিনি যখন আসেন, তখন তিনি অরূপ নহেন, তিনি প্রাকৃত রূপাতীত হ'য়েও অপ্রাকৃত রূপবিশিষ্ট। এত সুন্দর রূপ আর কোথাও নাই। গোবিন্দের রূপ দর্শন হ'লে পুনঃ সংসারে আসবার প্রবৃত্তি থাকে না।

"স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ)

ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি (বিগ্রহ) আছে কিনা এই প্রশ্ন ভারতে অস্বাভাবিক। আধ্যাত্মিক চিন্তা-স্রোত হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে আমাদের এই দুর্দশা হ'য়েছে। অবিশ্বাস ও কপটতা আমাদিগকে ভগবত্তত্ত্ববোধ হ'তে বঞ্চিত করে।"

(৩) তৃতীয় অধিবেশন

বক্তব্য বিষয়ঃ—জীবতত্ত্ব

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার **শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী** সভাপতির অভিভাষণে বলেনঃ—"আজকে এই অনুষ্ঠানে এসে আমি খুব আনন্দ লাভ করেছি। আমাকে এমন এক পদবীতে রাখা হয়েছে যেখানে বহু রকম প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আমার মিশবার সুযোগ হ'য়ে থাকে। ছোট বেলা হ'তে আমার স্বভাব কোথাও কিছু হ'লে, ধর্মের কথা হ'লে, আমার জানবার ইচ্ছা ও শোনবার ইচ্ছা হয়। আজকে এখানে এসে 'জীবতত্ত্ব' সম্বন্ধে আমি অনেক নতুন কথা শুনলাম, মনে হলো অনেক কিছু জানলাম, শিখলাম তবে কাজে কতটা লাগাতে পারবো জানি না। সকল ধর্মের ব্যক্তিগণই ভগবান্‌কে ডেকে থাকেন। এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা বিশেষভাবে ডাকেন। ভগবানের সম্বন্ধে সর্বজীবে যদি আমাদের প্রীতি হয় তবেই ডাকার সার্থকতা বুঝতে পারবো।'

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"স্বতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ও বিরোধী বিষয়ের সম্যক ধারণার অভাব হ'তেই আমাদের অসুবিধা হ'য়ে থাকে। দেহেতে আমি বুদ্ধি এবং দেহ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিতে আমার বুদ্ধি স্বতত্ত্বের ভ্রম হ'তে উদ্ভূত। বস্তুতঃ জীব অণুচেতন, বিভুচেতন ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত, তাঁরই শক্ত্যংশ। ভগবান্‌কে ভুলেই জীবের অশেষ দুর্গতি। ভগবদ্প্রীতিই জীবের সাধ্য, তার সাধন ভক্তি। সেটি কি প্রকার—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।" (ভঃ রঃ সিঃ)। সর্বপ্রকার অভিলাষশূন্য হ'য়ে, জ্ঞান ও কর্ম চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, অনুকূলতার সহিত কৃষ্ণের অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচটী মুখ্য সাধন-ভক্তির কথা। বলেছেন—"সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন।" এই পাঁচটীর মধ্যে নামসংকীর্তন সর্বোত্তম। এই সব ভক্তির অঙ্গ সাধন করলেই আমাদের কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ ব্যাধির নিরাময় হবে। শুধু কথার দ্বারা ফল হবে না, সাধন করলেই আমরা মঙ্গললাভ করতে পারবো।"

(৪) চতুর্থ অধিবেশন

বক্তব্য বিষয়ঃ— **সাধ্য ও সাধন**

কলিকাতা মুখ্য ধর্মাধিকরণের মাননীয় **বিচারপতি শ্রীসলিলকুমার হাজরা** সভাপতির অভিভাষণে

বলেন,—"সাধ্য ও সাধন ছোট্ট দুট কথা, কিন্তু এর তাৎপর্য্য গভীর। সাধনার দ্বারা প্রাপ্য বস্তুকে সাধ্য বলে। সাধনা অর্থ আরাধনা। প্রাণীর মধ্যে মানুষ জন্ম শ্রেষ্ঠ, কারণ মানুষের বিবেক ও বিচার আছে। বহু কষ্টের পর আমরা দুর্ল্লভ ও শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। মানুষে সত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ রয়েছে। আমরা লাভ করে থাকি। সাধুসঙ্গক্রমেই ভগবানে ভক্তি আসে। জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী গুরুতে প্রণিপাতের দ্বারাই আমরা ভগবজ্‌জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারি। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" —গীতা। চিত্তই আমাদের বন্ধনের কারণ আবার চিত্তই মুক্তির কারণ। চিত্ত বিষয়ে আকৃষ্ট
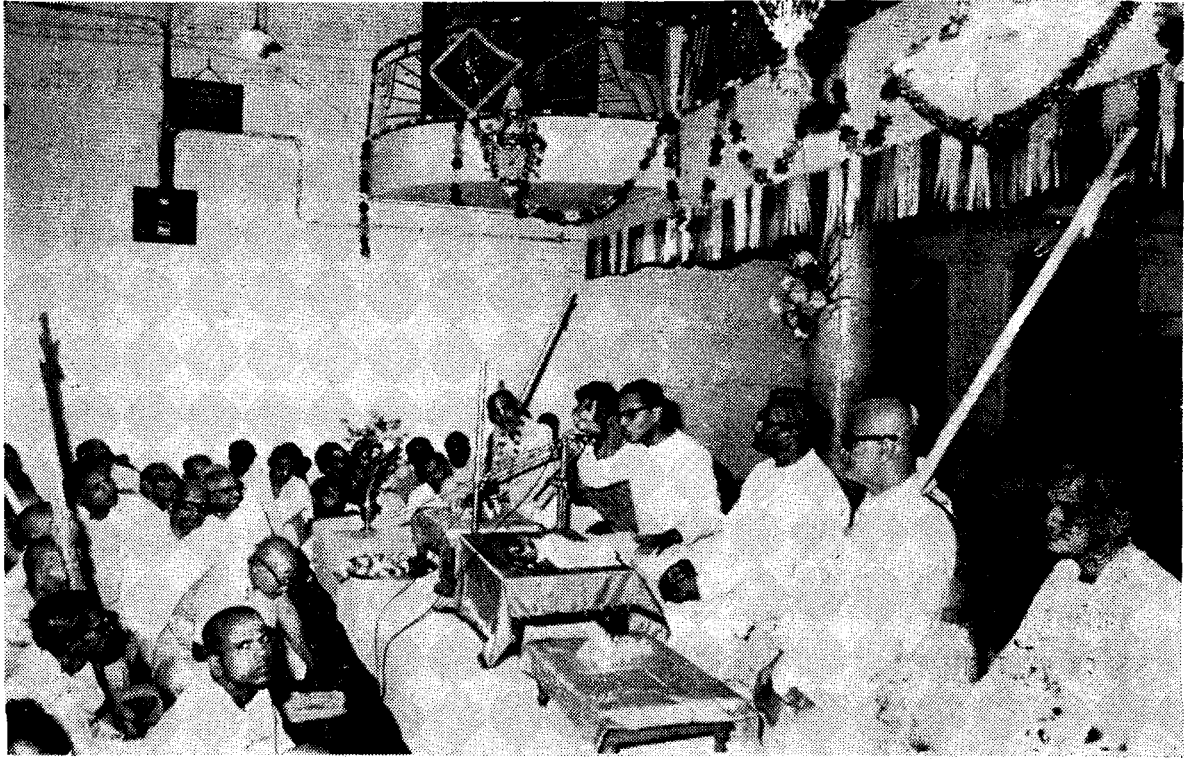
কলিকাতা মঠের বার্ষিক ধর্মসভার অন্তিম অধিবেশন
মঞ্চোপরি দক্ষিণ হ'তে শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ মাধব মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ (ভাষণরত)

রজস্তমোগুণে ভোগের ইচ্ছা প্রবল হয়, সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হ'লেই আমাদের সদসদ্ বিবেকের উদয় হয়, সংসার অনিত্য মনে হয় এবং নিত্যের অনুসন্ধান-স্পৃহা জাগে। কি করলে দুঃখ নিবৃত্ত হবে, চির আনন্দ লাভ করবো এরূপ প্রচেষ্টা হ'তেই পরিশেষে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উদয় হয়। উক্ত জিজ্ঞাসা হ'তেই ক্রমশঃ ভগবত্তত্ত্ববিদ্ সাধুর সঙ্গ হ'লে বন্ধন, পরমাত্মাতে আকৃষ্ট হ'লে মুক্তি। সাধুগণের প্রাণ ও চিত্ত ভগবানেতে নিবিষ্ট রয়েছে এবং তাঁরা ভগবানের কথাবার্তাতেই সুখ লাভ করে থাকেন।" "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।"—গীতা। এজন্য প্রকৃত সাধুসঙ্গের দ্বারাই আমরা ভগবানেতে প্রীতি লাভ করে থাকি।

প্রীতি পাঁচ প্রকারে হ'তে পারে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়নে আমরা এ সব বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে জানতে পারবো।"

(৫) পঞ্চম অধিবেশন

বক্তব্য বিষয় :—যুগধর্ম **শ্রীনামসংকীর্তন**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের **মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—যাঁদের সাধন-ভজন আছে, উপলব্ধি আছে, তাঁদের নিকট হ'তে শুনলে যে ফল হবে, আমাদের নিকট হ'তে শুনলে সে ফল হ'তে পারে না। তথাপি এরূপ পরিস্থিতির মধ্যে যখন এসে গেছি তখন গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গাপূজার মত কিছু কথা বলবো। কলিযুগকে পাপযুগ ব'লে ঘৃণা করা চলবে না, কারণ এ যুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হ'য়ে পাপী তাপী সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রেম বিলিয়েছেন। এরূপ প্রেমধর্মের বিরাট বিকাশ কখনও দেখা যায় না। জড়বাদের মধ্যে আমরা ডুবে থাকলেও কি যেন একটা অজানা আকর্ষণ আমাদিগকে টেনে ভগবানের দিকে নিয়ে যায়, ইহা কারও অস্বীকার করার উপায় নাই। ভগবদ্প্রীতির আকর্ষণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সেই ভগবদ্প্রীতি লাভের শ্রেষ্ঠ সাধন তাঁর নামকীর্তন। ভগবানের নাম ছোট্ট একটি শব্দ, কিন্তু তাঁর মধ্যে অদ্ভুত শক্তি রয়েছে। শুধু নাম উচ্চারণের দ্বারাই সব হবে, অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই।"

চতুর্থ অধিবেশনের বিজ্ঞাপিত প্রধান অতিথি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের **অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ** পঞ্চম অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"এতক্ষণ আমরা খুব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনতে পেলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু মিলনের ধর্ম, প্রেমের ধর্ম প্রচার ক'রে গেছেন। সুতরাং নতুন ক'রে বলার কিছু নাই, কিন্তু পালন করার কথা আছে। এত ঘাত-প্রতিঘাতেও ভারতীয় সভ্যতা আজও অটুট আছে, কারণ ভারতে সর্বদা মিলনের কথা বা প্রেমের কথা সমাদৃত হয়ে এসেছে। সেই প্রেম শ্রীচৈতন্যদেবে মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব মানুষকে বর্ণ হিসাবে পৃথক দেখেন নাই, সকলকেই কাছে টেনে নিয়েছিলেন। যে 'গণতন্ত্র' গণতন্ত্র' ব'লে আমরা চীৎকার করি পাঁচশত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেব তা' দেখিয়ে গেছেন। গণতন্ত্র হচ্ছে ধর্মের কথা। ধর্ম এমনি জিনিষ যেটা পরিবর্তন এনে দিতে পারে। কিন্তু দুর্দ্দৈব এই, আমরা ধর্মকে নিজেদের জীবনে আচরণে আন্‌তে পার্‌ছি না। যদিও দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূর করার আবশ্যকতা আছে, তথাপি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতির দ্বারাই সুখ হ'তে পারে না। আমেরিকাতে বিপুল আর্থিক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু শান্তি নাই। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনাও দরকার। সেই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন এনেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর বাণী বৈপ্লবিক বাণী। সেই বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আমি এখানে এসেছি

অধ্যাপক **শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"যুগধর্ম শ্রীনামসংকীর্তন" সম্বন্ধে আপনারা অনেক সারগর্ভ কথা শুনলেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন ধর্ম প্রসঙ্গে পুনরুক্তিদোষ কতকটা মার্জনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বল্লেন—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

আয়নাতে ধূলোবালি জমা হ'লে যেমন তাতে প্রতিফলন হয় না, আমাদের চিত্তরূপ দর্পণ ইতর কামনার দ্বারা মলিন হলে ভগবানকে আমরা দেখতে পাই না। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের দ্বারা চিত্ত মার্জ্জিত, ত্রিতাপ জ্বালার নিবৃত্তি, শ্রেয়ঃ লাভ, ব্রহ্ম বিদ্যার স্ফূর্তি, আনন্দের সমুদ্র উদ্বেলিত, প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদন এবং সর্ব আত্মা আনন্দ ধারায় সিক্ত হবে। কিন্তু কি ভাবে হরিকীর্তন করলে ফল হবে, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। 'বৈষ্ণব হৈতে বড় ছিল সাধ, তৃণাদপি শ্লোকেতে পরে গেল বাদ॥" আমাদের মধ্যে অভিমান, সহিষ্ণুতার অভাব থাকায় এবং অমানী ও মানদ ভাব না থাকায় হরিকীর্তন ক'রেও সুফল লাভ করতে পারি না।

কলিযুগের দোষের কথা শুনলেন, কিন্তু গুণের কথাও শুনতে হবে। আমরা ভাগ্যবান্ যেহেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু এই যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে নাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্তন ক'রেছেন। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতা-যুগে যজ্ঞ, দ্বাপর যুগে অর্চ্চনের দ্বারা যা লভ্য হ'তো তদ্‌সমুদয় কলিযুগে কেবল হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই লভ্য হবে।

'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥'
—ভাগবত

'কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণ॥
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥"
—ভাগবত

কলি দোষের নিধি হ'লেও একটী মহৎ গুণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারা জীব অনায়াসে বন্ধন মুক্ত হ'য়ে ভগবান্‌কে লাভ করতে পারে।"

গৌহাটি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধানয়নানন্দ জিউর বিজয়বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ও সেবানিয়ামকত্বে গত ২ ফাল্গুন (১৩৭৯), ১৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) বুধবার হইতে ৬ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত দিবসপঞ্চকব্যাপী আসাম প্রদেশান্তর্গত গৌহাটীস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের নবনির্মিত সুরম্য শ্রীমন্দির ও শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধানয়নানন্দ জিউর বিজয় বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, তথা মূল বিগ্রহগণের নবমন্দিরে শুভপ্রবেশ-মহোৎসব পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত বিধানমতে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাধু সজ্জন এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

২ ফাল্গুন হইতে ৬ ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠে শ্রীমন্দিরপার্শ্বস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন হইয়াছে। এই পঞ্চ দিবসীয় ধর্মসভার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন যথাক্রমে—শ্রী বি, বড়ুয়া উপায়ুক্ত (ডেপুটী কমিশনার, কামরূপ), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীরজনীকান্ত শর্মা (গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং শ্রীদিবাকর গোস্বামী (আসামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাধিকার) মহোদয়গণ। সভায় আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যথাক্রমে—'সুখের স্বরূপ এবং 'সন্ধান' 'ভাগবতধর্ম সার্বজনীন', 'ঈশ্বর আরাধনায় চিত্তশুদ্ধ হয়,' 'সাধুসঙ্গের মহিমা' ও 'ভুবনমঙ্গল হরিনাম'। বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা দিয়াছেন—স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সৌধ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীমান্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্ সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, সহসম্পাদক, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ (পাঞ্জাব), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি

মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ (প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ হরেকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী (হেড্ ক্যাসিয়ার, ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক বর পটা), শ্রীমদ্ উদ্ধব দাসাধিকারী প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহই সভাপতির ভাষণ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ হিন্দীতে এবং শ্রীমদ্ভক্তি-সৌধ আশ্রম মহারাজ মাঘীপূর্ণিমা-শ্রীলনরোত্তমাবির্ভাব দিবস ইংরাজীতে ভাষণ দেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী

২ ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় ১০ টা পর্য্যন্ত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার অধিবাস-কৃত্য সম্পাদিত হয়। কলসাধিবাসন ও কারু-শালা-কৃত্যাদি অধিবাস-কৃত্য সম্পাদনব্যাপারে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের সঙ্কলিত শাস্ত্রীয় বিধান অনুসরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠা-কৃত্যেও তাঁহারই প্রদত্ত শাস্ত্রীয় বিধি অনুসরণ করা হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, তেজপুর গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ ও অন্যান্য ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া নব মন্দিরালিন্দে কলসাধিবাসন-কৃত্য এবং শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পুরাতন ঠাকুর ঘরের এক পার্শ্বে কারুশালা কল্পনা করিয়া তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধানয়নানন্দজিউ বিজয়বিগ্রহত্রয়ের অধিবাসবাসরীয় কারুশালাকৃত্যাদি সম্পাদন করেন।

৩ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ত্রয়োদশী মহাপুণ্যবাসরে প্রাতে শুভক্ষণে মাঙ্গলিক বাদ্য ও জয়ধ্বনিসহ মহা সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং সর্বাগ্রে পরমারাধ্য গুরু-পাদপদ্মের আলেখ্যার্চ্চা নবমন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া যান। বিশাল সিংহাসন-খানি গত রাত্রেই শুভ-ক্ষণে সংকীর্ত্তনমধ্যে মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিষ্ঠ ভক্তগণের সহায়তায় ক্রমশঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরাধারাণী ও শ্রীনয়-নানন্দ জিউকে মুহুর্মুহুঃ বিপুল জয়ধ্বনিসহ নাম-সংকীর্ত্তনমধ্যে নব-মন্দিরাভ্যন্তরে শুভবিজয় করাইয়া সিংহাসনে স্থাপন করেন। এদিকে মন্দিরালিন্দে বিজয়বিগ্রহত্রয়ের এবং তৎসহ শ্রীশালগ্রাম ও গিরিধারী জিউর মহাভিষেকের আয়োজন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পূর্বোক্ত পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীল বৈখানস মহারাজের প্রদত্ত বিধি অনুসারে যথাশাস্ত্র পূজা, বসুধারাসম্পাত এবং সর্বৌষধি, মহৌষধি প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ অষ্টোত্তরশত ঘট ব্রহ্মপুত্র নদ ও গঙ্গাদি পরম পবিত্র তীর্থোদকে

শ্রীবিগ্রহত্রয়ের মহাভিষেক সম্পাদন করিলে শ্রীবিগ্রহত্রয়কে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া বস্ত্রাভরণমণ্ডিত করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুযায়ী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ অভিষেককালে মন্ত্রাদি-বিষয়ে তন্ত্রধারকতা এবং শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহগণের ও তৎসহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহাপূজা, ভোগনিবেদন ও অষ্টোত্তরশত প্রদীপাবলী, শঙ্খ, বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা মহানীরাজন সম্পাদন করেন; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজও মন্দিরালিন্দে যথাবিধি হোম কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরালিন্দের চতুর্দিকে গীতা-ভাগবত-উপনিষদব্রহ্মসূত্র এই প্রস্থানত্রয় এবং সর্বশাস্ত্রের সারনির্য্যাসস্বরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পারায়ণ করা হইয়াছে।

শ্রীবিগ্রহের অভিষেক আরম্ভের পূর্ব্বেই শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্দিরের শ্রীসুদর্শনচক্র-কলস-ধ্বজ-দণ্ডাদি প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন পূর্বক তৎসমুদয়সহ বার চতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া ঐ সকলকে শ্রীমন্দিরের চূড়ায় যথাবিধি স্থাপন করান। সকাল হইতে বেলা প্রায় ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন চলিয়াছিল। ভোগারাত্রিকের পরই প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। অন্নকার প্রসাদ বৈচিত্র্য পুরী, ভাজা, চাট্নী, দধি, মোহনভোগ, লাড্ডু, বুঁদে প্রভৃতি। সমস্তই সযত্নে পবিত্রভাবে মঠে ভোগার্থ প্রস্তুত করান' হইয়াছিল। সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীকে ঐ সকাল প্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। হরি-হরিধ্বনিসহ অগণিত নরনারীর দলে দলে মহাপ্রসাদ সেবন এক অপূর্ব দর্শন— পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ইহা এক অভাবনীয় লীলা।

শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীনারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় মহোদয় পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ব্যবস্থাপিত ট্যাক্সি-যোগে ৪ঠা ফাল্গুন শ্রীকামাখ্যা মন্দির ও ৫ই ফাল্গুন শিলং সহর দর্শন করিয়া আসেন।

৬ই ফাল্গুন পূর্বাহ্নে উঁহারা এবং শ্রীমঠের আরও কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মঠসেবক পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত শ্রীমঠের জমিদাতা ও নানাভাবে আনুকূল্যবিধানকারী স্বধামগত গিরিজা কুমার দাস মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। গিরিজা বাবুর পরমা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী এখনও জীবিতা আছেন। তিনি সোল্লাসে তাঁহার সুযোগ্য ধার্মিক পুত্র সুনীলকুমার দাস তদীয় সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ও পুত্রাদিসহ সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব সস্ত্রীক ও সপুত্রক স্বধামগত গিরিজা বাবুর অনেক মহত্ত্বের কথা উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও সজ্জন সমীপে সহর্ষে কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। সুনীলবাবুর মাতৃদেবী এক রাজকন্যা। তাহাতে আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্তা। সুতরাং তাঁহার সম্ভ্রান্তবংশ্য ও ভক্তজনোচিত মহদ্গুণ অবশ্যই স্বভাবসিদ্ধ সম্পদ। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ভাবাবেগের সহিত ভক্তমহিমা কীর্তনের পর শ্রীমদ্ সন্ত মহারাজ তাঁহার সুললিত কণ্ঠে 'ভজহুঁ রে মন' এই শ্রীগোবিন্দ দাসের পদটি মধুর সুরে কীর্তন করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার আর এক পুত্রের গৃহেও পদার্পণ পূর্বক মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মঠের সান্নিধ্যেই তাঁহাদের গৃহ অবস্থিত।

ঐ দিবস (৬ই ফাল্গুন) বেলা ৩ ঘটিকার সময় পূর্ব্ব ঘোষণানুসারে নব-মন্দিরে নব-প্রতিষ্ঠিত বিজয়বিগ্রহত্রয় এবং পরমারাধ্য জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা, নানা বিচিত্র বস্ত্রাভরণমণ্ডিত-সুসজ্জিত সুরম্য রথারোহণে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমণে বহির্গত হন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীমঠের নামাঙ্কিত বিজয় পতাকা, তৎপশ্চাৎ গোয়ালপাড়া হইতে আগত একদল ঢোল, সানাই বাদ্যকার, তৎপশ্চাৎ এক বৃহৎ ব্যাণ্ড পার্টি, তৎপশ্চাৎ শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরাদি বাদ্যসহ উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তনরত শ্রীমঠের বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, তৎপশ্চাৎ অগণিত নরনারী রথরজ্জু আকর্ষণ করিতে করিতে শ্রীভগবানের রথ লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণ ত্রিদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক সংকীর্ত্তন দলের পুরোভাগেই অবস্থান করিতেছিলেন। বহু নরনারী হস্তে

বিচিত্র বর্ণের পতাকা ধারণ করিয়া চলিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বভাব চপল বালকগণের নর্ত্তনভঙ্গী অতীব হর্ষোদ্দীপক। নারীগণের শঙ্খধ্বনিসহ জয়কার, পুরুষগণের মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি এবং বিভিন্ন বাদ্যধ্বনিসহ সংকীর্ত্তন কোলাহল মিশ্রিত হইয়া অদ্য গৌহাটী সহরের গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। রথ ফ্যান্সীবাজার, পানবাজারের প্রধান প্রধান পথ ঘুরিয়া প্রায় ৫॥ ঘটিকায় পল্টন বাজারস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রথোপরিস্থ শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিধি ভোগরাগ এবং আরাত্রিক বিহিত হয়। যাত্রাকালেও রথোপরি এইরূপ ভোগারাত্রিক বিহিত হইয়াছিল। আরাত্রিকের পর শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চাকে এবং বলিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ ক্রমশঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরাধারাণী ও শ্রীনয়নানন্দ জিউকে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া সিংহাসনে স্থাপন করেন। অতঃপর পুনরায় যথাবিধি শ্রীবিগ্রহগণের সন্ধ্যারাত্রিকাদি বিহিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-নিরাপত্তাপর্য্যবেক্ষণার্থ রথোপরিই উপবেশন করিয়াছিলেন। রথ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠে 'নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এল ঘরে' প্রভৃতি পদ গান করিয়া রথানুগমনকারী নরনারী সকলেরই হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উৎস প্রবাহিত করিয়াছিলেন। অদ্যকার সভায় তাঁহার বক্তৃতা ও কীর্ত্তন উভয়ই শ্রোতৃবৃন্দের অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আর একটি আনন্দপ্রদ বিষয় ছিল গোয়ালপাড়ার ঢোল সানাই বাদ্য। তাহারা সাজিয়া গুজিয়া সারা পথ বিচিত্র ভঙ্গী সংকারে নাচিয়া নাচিয়া বাজাইয়া সকলকেই আনন্দ দান করিয়াছে। উৎসবের ৫দিনও ইহারাই নহবত বাজাইয়াছে। এইরূপে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নানন্দ জিউর অহৈতুকী কৃপায় উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে। ইহাই আমাদের সকলেরই পরম আনন্দের বিষয়। শ্রীমন্দিরের সূক্ষ্ম কার্য্য এখনও অনেক বাকী থাকিলেও মহোপদেশক শ্রীমান মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী একমাত্র গুরুকৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টায়, অদম্য উৎসাহে, অসীম সাহসিকতার সহিত এই উৎসবটির শুভারম্ভ ঘোষণা করিয়াছিলেন। আজ তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হওয়ায় তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্বাদভাজন হইলেন।

শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ, বিজয়বিগ্রহপ্রকাশ এবং মহোৎসব-ব্যাপারে অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন—স্বধাম গত গিরিজা কুমার দাস ও তদীয় ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী, শ্রীরামকুমার হিমৎসিংকা, শ্রীভগবতীপ্রসাদ হিমৎ সিংকা, শ্রীকাশীনাথ সিন্ধী, শ্রীজোয়ালাপ্রসাদ শিকারিয়া শ্রীগঙ্গাধর শিকারিয়া, শ্রীবাসুদেব শিকারিয়া, শ্রীকেশবদেব বাউরী, শ্রীকুমুদরঞ্জন সাহা, শ্রীরাধেশ্যামজী, শ্রীতীর্থবাসী পাল, শ্রীএন্, কে সুর, স্বধামগত শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দেব, ডাঃ বীরব্রতের সহধর্ম্মিণী, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস, শ্রীলক্ষেশ্বর ভরালী, শ্রীমন্দিরের designer (নকশাকারক) শ্রীগোপালচন্দ্র দে ও উপদেষ্টা ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমনোরঞ্জন গুহনিয়োগী, মন্দিরনির্ম্মাণ কার্য্যের পর্য্যবেক্ষক শ্রীভবেশ চন্দ্র নিয়োগী প্রমুখ সজ্জনগণ।

উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, শ্রীঅনন্ত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীপতিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরমানাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ শ্রীমন্দির-নির্মাণ-সেবানুকূল্য সংগ্রহ ব্যাপারে এবং মহোৎসবের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেবা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজীর অদম্য উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং বিশেষ যত্নাগ্রহেই এত শীঘ্র এই অভ্রভেদী সুরম্য মন্দির নির্মাণ-কার্য্য এবং প্রতিষ্ঠোৎসবাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

এই দিবসপঞ্চকব্যাপী মহোৎসবে আসাম ও বঙ্গদেশের বহুস্থান হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত স্ত্রীপুত্রসহ এবং একাকীও যোগদান করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবমুখে হরিকথা শ্রবণ ও তাঁহাদিগের আনুগত্যে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। তেজপুর হইতে পুলক বলিয়া একজন ভক্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহার অযাচিত সেবাচেষ্টায় ত্রিদণ্ডিপাদগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন।

আমরা স্থানাভাবে অনেক ভক্তের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না বলিয়া কেহ যেন মনঃ ক্ষুণ্ণ না হন। সর্বান্তর্য্যামী ভগবান্ কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য, ভক্তবৎসল, তিনি তাঁহার ভক্তজন-সেবায় অবশ্যই প্রীত হইবেন।

গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

এবং কৃষ্ণাইতে সভা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশে ও উপস্থিতিতে আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া সহরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব বিগত ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী হইতে ২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সান্ধ্য ধর্মসভার অধিবেশনে গোয়ালপাড়া মহকুমার জ্যেষ্ঠ অতিরিক্ত সহায়ক আয়ুক্ত শ্রীনন্দমোহন বর্মণ, গোয়ালপাড়া জেলার যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ নাথ ও গোয়ালপাড়া মহকুমার স্কুলসমূহের উপ পরিদর্শক শ্রীভবেন্দ্রকুমার বরুয়া যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ডাঃ শ্রী অন্নদাচরণ দাস ধর্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হন। 'শ্রীভাগবত-ধর্ম', 'যুগধর্ম শ্রীহরিনামসংকীর্তন', 'শ্রীবিগ্রহসেবার উপকারিতা' নির্দ্ধারিত বক্তব্য-বিষয়সমূহের উপর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ তাঁহার প্রাত্যহিক অভিভাষণে প্রচুর আলোক সম্পাত করেন। উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস, হেড কেসিয়ার, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, বরপেটা, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। ২৮ মাঘ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া বিরাট সংকীর্তন শোভাযাত্রাসহ নগর পরিক্রমা করেন। একটি ঢুলিয়া পার্টি, দুইটি ব্যাণ্ডপার্টি, তিনটি সংকীর্তনপার্টি ও স্থানীয় আসামদেশীয় দুইটী নামকীর্ত্তনপার্টি থাকায় শোভাযাত্রাটি অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ২৯শে মাঘ মহামহোৎসবে অগণিত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া ধন্য হন। দেপালচুং, বড়দামাল, আগিয়া, বালিজানা প্রভৃতি গ্রামবাসী গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনগণ এবং স্থানীয় অসমীয়া, বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী ধর্মপ্রাণ সজ্জনগণ উৎসবে প্রচুর আনুকূল্য করেন। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার নাথ, শ্রীকিরণচন্দ্র নাথ, শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীমধুসূদন বৈশ্য, শ্রীহরিশচন্দ্র দাস প্রভৃতি সজ্জনগণের সহায়তায় ও মঠের সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাঁহাদের এই সেবার উৎকর্ষতা দিন দিন বৃদ্ধি হউক, ইহাই করুণাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা।

দক্ষিণ গোয়ালপাড়া জেলা হিন্দু ধর্মীয় পরিষদ

দক্ষিণ গোয়ালপাড়া জেলা হিন্দুধর্মীয় পরিষদের উদ্যোগে গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাই সহরে বিগত ৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পাঁচটী বিরাট ধর্মসভা হয়। সভায় কত্রক সহস্র নরনারী যোগ দেন। পরিষদের সভ্যবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সভার অন্তিম অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে কৃষ্ণাইতে উপস্থিত হইলে পরিষদের সভ্যবৃন্দ এবং স্থানীয় রাভা, কাছারী প্রভৃতি জাতির ব্যক্তিগণ তাহাদের জাতীয় কৃষ্টি অনুযায়ী বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির অভিভাষণে বলেন—'সনাতন ধর্ম নিত্য, সুতরাং কেহই ইহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। ভগবান্ নিত্য, জীব নিত্য এবং পরস্পরের সম্বন্ধও নিত্য। জীবের স্বরূপে ভগবদ্ভক্তি নিত্যসিদ্ধ। উহাকেই সনাতন ধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম বলে। সনাতন ধর্ম ব্যাপক। বর্ণাশ্রম ধর্ম উক্ত আত্মধর্মে পৌঁছিবার সোপান মাত্র ইত্যাদি কথা তিনি শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তিসহ সকলকে বুঝাইয়া প্রোৎসাহিত করেন।" রামকৃষ্ণ মিশনের গৌহাটী শাখার স্বামীজী, ডিব্রুগড় বিশ্ব হিন্দুপরিষদের স্বামীজী, কোচ জাতীয় সমিতির সেক্রেটারী প্রভৃতি বহু ব্যক্তি বক্তৃতা করেন।

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শতবার্ষিকী শুভারম্ভানুষ্ঠান

[বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যালীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকীর শুভারম্ভানুষ্ঠান উপলক্ষে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থিত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে গত ১০ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার শতদীপ আরতি দ্বারা শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করিতেছেন।

শতবার্ষিকীর শুভারম্ভানুষ্ঠান

স্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড কলিকাতা—২৬

বক্তব্য বিষয়—সদ্ধর্মের মূলভিত্তি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ** তাঁহার উদ্বোধন ভাষণে বলেন—"আজ আমাদের গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসবের শুভারম্ভ। তাঁর আশ্রিত আচার্য্যগণ মিলিত হ'য়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বর্ষব্যাপী শ্রীল প্রভুপাদের অবদান ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার বিপুল আয়োজন করেছেন। উক্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতিও গঠিত হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাশক্তিবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিশ্বের সর্বত্র প্রচার ক'রে গেছেন। তাঁর অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে ও বীর্য্যবতী বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে বহু জ্ঞানী ওগুণী ব ক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আজ বিশ্বের সর্বত্র যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচারিত হচ্ছে তার মূলে রয়েছেন আমাদের গুরুদেব। ইনি কেবল আমাদের গুরু নহেন, ইনি জগদ্‌গুরু। আজ তিনি প্রকট নেই, সাক্ষাৎভাবে তাঁর সেবা করতে পারছি না। তাঁর নিজজনগণ অনেকে রয়েছেন। আমি তাঁদের চরণে প্রণত হ'য়ে কৃপা প্রার্থনা করছি, তাঁরা শক্তি দিন যাতে শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট সেবায় আমার সবকিছু সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করতে পারি।"

সভাপতি মাননীয় **বিচারপতি শ্রীঅনিলকুমার সিংহ** বলেন—"আজ হ'তে ৯৯ বৎসর পূর্বে বিশ্বব্যাপী

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠাদির প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ধরাধামে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। শৈশবে তাঁর শ্রীচরণ দর্শনের ও তাঁর শ্রীমুখে হরিকথা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর মহিমা কীর্ত্তনের শক্তি আমার নাই। তবে এটুকু বলতে পারি তিনি বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে বিরাট আলোড়ন এনে দিয়েছিলেন। আজ তাঁরই চেষ্টার ফলে ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্মের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করছি। আমার বিশেষ সৌভাগ্য সেই মহাপুরুষের আশ্রিত সন্ন্যাসী শিষ্যের নিকট আজ হরিকথা শুনতে পেলাম। আজকের বক্তব্য বিষয় Basis of True Religion শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বাণীকে অনুসরণ করে বলবো কৃষ্ণনামসংকীর্তন। 'হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়। নামসংকীর্তন কলৌ পরম উপায়।'—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অভিন্নরূপে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অবতীর্ণ হ'য়ে জগতে কৃষ্ণকীর্তন প্রচার করেছেন। আজ থেকে এক বৎসরব্যাপী এই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের পূজা চলবে।"

প্রধান অতিথি **শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়** বলেন—"শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর আজ থেকে ৯৯ বৎসর পূর্বে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে অবতীর্ণ হন। আবির্ভাবের পর শিশুর দেহে অলৌকিক চিহ্ন দেখা যায় এবং তাঁর জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনাও ঘটে। তাঁর চিন্তা-ধারা, জীবন ধারা সমস্তই অদ্ভুত। সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকলেও তাঁর মধ্যে অসাধারণ ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর চরিত্রে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' ভাব থাকায় অসাধুগণ তাঁর সান্নিধ্যে আসতে ভয় পেতেন। তিনি ধর্মের নামে কপটতা ও অসৎবৃত্তিকে কঠোরভাবে গর্হণ করেছেন। তিনি সাধুসঙ্গের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। প্রকৃত সাধুসঙ্গের দ্বারাই আমরা ভগবানের নিকট এগিয়ে যেতে পারি।"
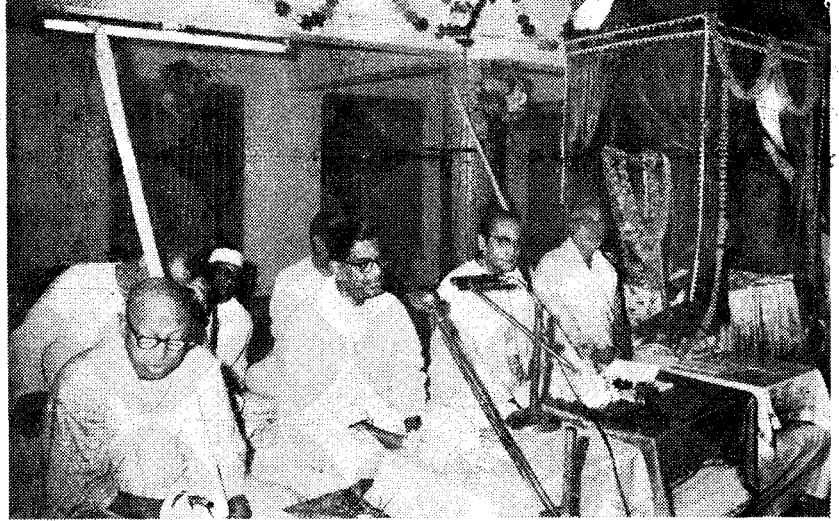
শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শতবার্ষিকী শুভারম্ভানুষ্ঠানোপলক্ষে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে মঞ্চোপরি বামদিক হইতে—শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীঅনিল কুমার সিংহ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ ও তৎপার্শ্বে সুশোভিত সিংহাসনে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা।

শ্রীমঠে দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি মাননীয় বিচারপতি **শ্রীসলিলকুমার হাজরা** বলেন,—"ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, পুরাণ, নিয়মনকর্তা, অণু হ'তেও অণু, সকলের ধাতা, অচিন্ত্য, সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং প্রকৃতির অতীত। "কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ। সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥" —গীতা। শ্রীকৃষ্ণ যখন কৃপা ক'রে অর্জ্জুনকে দিব্য নেত্র দিয়েছিলেন তখনই অর্জ্জুন সেই ঐশ্বরিক রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অপরাপ্রকৃতি হ'তে জড়জগৎ এবং পরাপ্রকৃতি হ'তে জীব। "ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ

খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন ঈশ্বর বিভু, জীব অণু (শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা-শক্তির অংশ)। ঈশ্বর আকর্ষক এজন্য তিনি কৃষ্ণ, জীব আকৃষ্ট। এই আকর্ষক ও আকৃষ্টের যে সম্বন্ধ আকর্ষণ তাকেই ভক্তি বলে। শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় মূর্তির আরাধনা বৈষ্ণবগণ শুদ্ধাভক্তির দ্বারা ক'রে থাকেন।"

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে সভার তৃতীয় অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি **শ্রীপ্রদ্যোত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"ধর্মের সার কথা হচ্ছে শুদ্ধপ্রীতি (pure love)। ভগবদ্‌সম্বন্ধে সর্ব্ব জীবে প্রীতি। শুদ্ধপ্রীতির পরিবর্তে সঙ্কীর্ণ-প্রীতি বা সঙ্কীর্ণতার দ্বারা দেশে ও বিশ্বে মানব-

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে সভার চতুর্থ অধিবেশনে বাম দিক হ'তে মঞ্চোপরিঃ শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, বিচারপতি শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদার, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ (ভাষণরত)।

জাতির গুরুতর অনিষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে। প্রীতি না থাকলে কোনও জাতিই উন্নতি করতে পারে না। ভারতের সংবিধান কারও ধর্ম্মানুশীলনে বাধা দেয় না। Secular state এর অর্থ ধর্মহীন নহে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রে প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশ্বাসানুযায়ী ধর্মানুশীলন করতে পারবেন।"

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হ'লে সভার চতুর্থ অধিবেশনে **অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"যে মহাপুরুষের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এখানে সভার আয়োজন হয়েছে তাঁর পিতৃদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। সেই সম্বন্ধ স্মরণ ক'রে আমি অসুস্থ শরীর নিয়েও এখানে আসতে উৎসাহান্বিত হ'য়েছি। আজকের বক্তব্য বিষয় 'How to get proper adjustment and peace'। 'ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্য' এটা বুঝতে পারলেই আমরা সামঞ্জস্য ও শান্তি লাভ করতে পারবো। সামাজিক, পারিবারিক বহু কিছু বাধা-বিপত্তি আছে, সবটা মানিয়ে চলতে পারলেই শান্তি পাওয়া যায়। complain ক'রে কোন লাভ হবে না, জগৎ দুঃখ-দারিদ্র্যে ভরা। যদি আমরা নিষ্কপটে 'গৌর' ব'লে ডাকতে পারি দেখবেন সমস্ত অশান্তি তৎক্ষণাৎ দূর হ'য়ে যাবে।"

অদ্যকার প্রধান অতিথি মাননীয় **বিচারপতি**

শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদার তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"আমরা যে সকল মহাপুরুষগণের নিকট মহৎ প্রেরণা লাভ করে থাকি তার অন্যতম শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠাদির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, তাঁকে পুনঃ পুনঃ আমি প্রণাম জানাচ্ছি। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে দিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম সর্বসাধারণে বিলিয়েছেন এবং সরলভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, যেজন্য আজও তাঁর প্রভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি। জগতের দিক দিয়ে নয়, রাষ্ট্রের দিক দিয়ে নয়, যখন বৈদান্তিক মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে আমরা এক পরমপুরুষের দিকে এগিয়ে যাব, তাঁর নাম কীর্তন করবো, তখনই প্রকৃত সামঞ্জস্য দেখতে পেয়ে আমরা শান্তি লাভ করতে পারবো।"
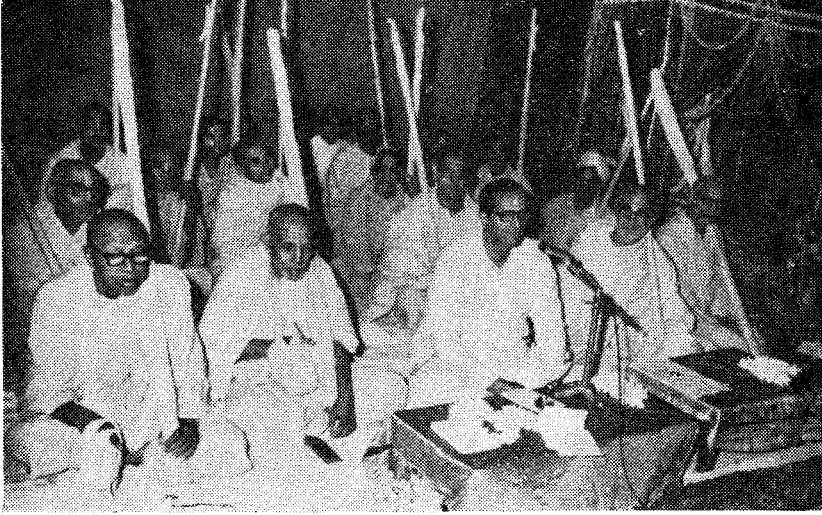
কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে সভার চতুর্থ অধিবেশন ঃ
মঞ্চোপরি প্রথম সারিতে বাম দিক হইতে—শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ, শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, বিচারপতি শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদার (ভাষণরত), শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও শ্রীমদ্ মধুসূদন মহারাজ
পশ্চাতেঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ এবং অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sre Chaitanya Bani'.

1.	Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2.	Periodicity of its publication :	Monthly.
3 & 4.	Printer's and Publisher's name : Nationality Address :	Sri Mangalniloy Brahmachary. Indian. Sree Chaitanya Gaudiya Math 35 Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5.	Editor's name : Nationality : Address :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj Indian Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6.	Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. **Mangalniloy Brahmachary**
Signature of Publisher.

Dated 29. 3. 1973

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬ ফোন ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ·৬২

(২) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১·৫০

(৩) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) — ঐ — " ১·০০

(৪) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— " ·৫০

(৫) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— " ·৬২

(৬) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — " ১·০০

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ :—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — " ৫·০০

(৯) ভক্ত-ধ্রুব —শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — " ১·০০

(১০) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—
ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — " ১·৫০

(১১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... ... যন্ত্রস্থ

(১২) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) ২৫

(১১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জ

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮৭; বঙ্গাব্দ—১৩৭৯-৮০

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-নির্ণয় পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, আগামী ৪ চৈত্র (১৩৭৯), ১৮ মার্চ্চ (১৯৭৩) তারিখে প্রকাশিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—·৫০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত—·২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি-উক্ত ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীমঠের ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন: ৪৬-৫৯০০)

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৩শ বর্ষ

৩য় সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৮০

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি এল্
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা-২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড্, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪১৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) ঃ—
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় -২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৮০। | ৩য় সংখ্যা
১১ মধুসূদন, ৪৮৭ গৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, শনিবার; ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৩

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[১৩শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ২৯শ পৃষ্ঠার পর]

মাদ্রাজ, উতকামণ্ড, মহীশূর ও কভূরে

২৩শে মে পুনরায় মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য পণ্ডিতগণের নিকট গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন। ২৫শে মে পুডুকোট কলেজের অধ্যাপক মিঃ কে, পঞ্চপাগেসন প্রমুখ ব্যক্তিগণের পরিপ্রশ্নের মীমাংসা করেন। ২৯শে মে কোয়িমবেটোরের অধিবাসী ও প্রবাসিগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া তথায় ও মেট্টুপেলেইয়াম্ নগরে ভবানী নদীর তীরে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ঐদিবসই উতকামণ্ড শৈলে 'রঙ্গবিলাস' ভবনে উপস্থিত হন এবং তথায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল সঙ্কলিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক ইংরাজী গ্রন্থ সংশোধন, 'ব্রহ্মসংহিতা'র ইংরাজী অনুবাদ পরিদর্শন, 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে'র গৌড়ীয় ভাষ্য ও 'রায় রামানন্দ' নামক ইংরাজী চরিতগ্রন্থ সমাপন করেন।

উতকামণ্ডেও হায়দ্রাবাদের মহামান্য নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যর কিষণপ্রসাদ জি-সি-আই-ই; হায়দ্রাবাদের রাজা ধনরাজ গিরজী; স্যর পি, এস্ শিবস্বামী আয়ার এবং অনারেব্‌ল দেওয়ান বাহাদুর পি, মুনিস্বামী নাইডু প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বাণী তদনুগত প্রচারকগণের মুখে শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৭ই জুন মহামান্য মহীশূরাধিপতি স্যর শ্রীকৃষ্ণরাজা ওয়াধিয়ার জি-সি-এস্-আই, জি-বি-ই বাহাদুরের বিশেষ আহ্বানে সরস্বতী ঠাকুর সপার্ষদে মহীশূর গমন করিয়া রাজ-অতিথি রূপে রাম-মন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক মহীশূর-রাজ্যে অবিশ্রান্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৯শে জুন কৃষ্ণরাজ-সাগর ও শ্রীরঙ্গপত্তন দর্শন করেন। ২০শে জুন প্রাতঃকালে মহারাজার সংস্কৃতকলেজ পরিদর্শনকালে অধ্যাপকগণ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে অভিনন্দন প্রদান করেন এবং অপরাহ্ণে সরস্বতী ঠাকুর মহীশূর মহারাজের নিকট তাঁহার প্রাসাদে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কীর্ত্তন ও মহারাজের পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উতকামণ্ড হইতে মহীশূরে আগমনের পথে সরস্বতী ঠাকুর নঞ্জনগড়ে লিঙ্গাইৎগণের শ্রীকণ্ঠেশ্বরের মন্দির ও মাধ্বমঠ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। তৎপর ব্যাঙ্গালোরে হরিকথা প্রচার করিয়া অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরীতীরস্থ গৌর-রামানন্দ-মিলনক্ষেত্র **কভূরে রামানন্দগৌড়ীয় মঠে ৫ই জুলাই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা,** পুষ্করের স্নানযোগে সমুপস্থিত লক্ষ লক্ষ যাত্রিগণকে গৌরনাম-শ্রবণের সুযোগ প্রদান এবং

তথায় সমবেত শিক্ষিতমণ্ডলীর নিকট আস্তিকতার ক্রম-সোপান ও সাধ্য-পরাকাষ্ঠা সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৬ই আগষ্ট স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠে সরস্বতী ঠাকুরের নিকট 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' সম্বন্ধে অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় মঠের উৎসবকালে ২৮শে আগষ্ট 'Relative worlds' বা 'পরতন্ত্র জগদ্দ্বয়' সম্বন্ধে গৌড়ীয় মঠের সারস্বত শ্রবণসদনে সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীলগৌরকিশোর-সমাধি স্থানান্তরিত

শ্রীলগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের কুলিয়ার নূতন চড়ার সমাধি-মন্দির গঙ্গাগর্ভগতপ্রায় হইতে থাকিলে সরস্বতী ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে ২১শে আগষ্ট (১৯৩২) তারিখে সেই সমাধি অটুটভাবে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে সংস্থাপিত হন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নির্দ্দেশমত আসাম ধুবড়ী হইতে অসমিয়া ভাষায় 'কীর্তন' নামক পারমার্থিক মাসিক পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে 'পুরুষার্থ-বিনির্ণয়' সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট টি, সি, রায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের বাণী শ্রবণ করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর শ্রীগৌড়ীয় মঠে 'বেদান্ত' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ঐ তিনটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীসরস্বতী ঠাকুর **শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর সমাধিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করেন।**

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

৯ই অক্টোবর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে অগণিত ভক্ত-সঙ্গে চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেক লীলা-স্থানে স্বয়ং গমন করিয়া হরিকথা কীর্তন ও বিভিন্ন দেশবাসী যাত্রিগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ স্বয়ং এবং নিজ অনুগত প্রচারকগণের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন ও করান। শ্রীরাধা-কুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গমতীর্থে ব্রজবাসী ও পণ্ডিতগণের একটি বিরাট্ সভায় শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উপদেশামৃত' ব্যাখ্যা করেন। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পর ৪ঠা নভেম্বর **হরিদ্বার মায়াপুরে গমন করিয়া শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠের ভিত্তি স্থাপন করেন।** শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের সমক্ষে তাঁহার অনুরোধ মতে **২১শে নভেম্বর যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যর উইলিয়ম ম্যাল্‌কম্ হেইলি শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৪শে নবেম্বর** সরস্বতী ঠাকুর **কাশীর সনাতন গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন।** ২৭শে নবেম্বর স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী রাজাবাহাদুরের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বিতীয় বার্ষিক ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর-কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সুধীন্দুকুমার দাস, পুরীরাধাকান্ত মঠের শ্রীবিশ্বম্ভর ব্যাকরণতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী প্রভৃতি শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া ঠাকুরের নিকট বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের তথ্য শ্রবণ করেন।

ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

২১শে ডিসেম্বর সরস্বতী ঠাকুর ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন করিবার জন্য তথায় শুভবিজয় করিয়া প্রায় মাসাধিককাল (৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৩ পর্য্যন্ত) বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৯৩৩ সালের ৬ই জানুয়ারী ঢাকা পুরাণা পল্টনের মাঠে একটি অভূত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন এবং তদুপলক্ষে বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিত সভায় "প্রদর্শকের অভিভাষণ" নামক একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়া শিক্ষিত ও সাধারণ ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোতে ও তথাকথিত ধর্ম্মের ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে আগত হাওড়ার নরসিংহ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণদাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদান-প্রসঙ্গে 'একদণ্ড' ও 'ত্রিদণ্ড' সন্ন্যাস-সম্বন্ধে অনেক তথ্য কীর্তন করেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমায়াপুরে শুভবিজয় করিয়া তথায় শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব, ব্যাসপূজা প্রভৃতি সম্পাদন এবং শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পর য়ুরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের সঙ্কল্প করেন।

শ্রীগৌরজন্মোৎসবের দিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্ন্যাল মহাশয় সঙ্কলিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক ইংরাজী-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

য়ুরোপে প্রচারক প্রেরণ

১৮ই মার্চ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এল্-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে য়ুরোপ-যাত্রী প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীসম্বিদানন্দ দাস এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রীকে বিদায় অভিনন্দন প্রদানার্থ আহূত সভায় সরস্বতী ঠাকুর প্রচারক-ত্রয়কে 'আমার কথা' শীর্ষক উপদেশ প্রদান করেন। এই সময় শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মাদ্রাজের **'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন হল' উদ্‌ঘাটন** করেন। তথা হইতে বোম্বাই পৌছিয়া নেপাল-প্রবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সঞ্জীব কুমার চৌধুরী এম্-এ মহাশয়ের তিনটি পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। লণ্ডনের প্রচারের ফলে মে মাসের প্রথমভাগে লণ্ডনে '৩৯ নং ড্রেটন গার্ডেন্‌স্ কেন্‌সিংটন, এস্ ডব্লিউ, ১০' এই ঠিকানায় গৌড়ীয় মঠের একটি প্রচার-কার্য্যালয় স্থাপিত হয়।

বোম্বাই, কৃষ্ণনগর ও লণ্ডনে প্রচার

এই সময় সরস্বতী ঠাকুর বোম্বাই বাবুল নাথ রোডে জম্বুভিলাতে 'গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়' প্রতিষ্ঠা এবং বোম্বাইতে অবস্থান করিয়া বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করেন। ২০শে মে দাদাভাই নারজীর কোন বিশিষ্ট আত্মীয়ের প্রশ্নে 'অস্পৃশ্যতা ও মন্দির প্রবেশ' আন্দোলনের সমস্যা ভঞ্জন করেন। ৩১শে মে লণ্ডনে মার্কুইস্ অব্ লুদিয়ান্ ও লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের প্রশ্নের উত্তর লণ্ডনে প্রেরিত প্রতিনিধির দ্বারা প্রদান করেন। ১৫ই জুন মাননীয় লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে ব্রেড্‌ফোর্ড স্কোয়ারে "Society for study of Religion" কর্ত্তৃক আহূত সভায় প্রেরিত প্রচারকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করান। ১৬ই জুন তারিখে কৃষ্ণনগর টাউন-হলে 'শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। উক্ত টাউন হলে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপতি নাথ মিত্র ও রায় বাহাদুর দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়দ্বয়ের সভাপতিত্বে ভক্তিবিনোদ স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। ২০শে জুন তারিখে লণ্ডন গৌড়ীয় মঠে ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসবে দি অনারেব্‌ল জাষ্টিস্ বিষ্ট্রো প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভক্তিবিনোদ-বাণী শ্রবণ করেন। ৩রা জুলাই লর্ড আরউইনের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও মিঃ আর, এ, বাট্‌লার; ৪ঠা জুলাই মার্কুইস্ অব্ লুদিয়ান্; ১২ই জুলাই 'টাইম্‌স্' এর সম্পাদক মিঃ ব্রাউন ও ১লা আগষ্ট স্যর ষ্ট্যান্‌লি জেক্‌সন্ সরস্বতী ঠাকুরের নিকট বিভিন্ন পত্রে গৌড়ীয় মিসনের উৎকৃষ্ট কার্য্যের কথা ব্যক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ৩রা জুলাই প্রভুপাদ **ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠের নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রকাশ** এবং হরিকথা-কীর্তনোৎসব সম্পাদন করেন। ৫ই জুলাই লণ্ডনে লর্ড ও লেডি আর্‌উইন এবং পার্লামেণ্ট মহাসভা-সম্পর্কীয় জয়েণ্ট্ সিলেক্ট্ কমিটির প্রতিনিধিবর্গের নিকট য়ুরোপে গৌড়ীয় মিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লণ্ডনের প্রচারকের দ্বারা প্রচার করান। ২০শে জুলাই ভারত-সচিব স্যর সামুয়েল হোড় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় গৌড়ীয় মঠের প্রতিনিধি প্রচারককে লণ্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে মহামান্য ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ্ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর সহিত পরিচয়, সম্মান-প্রদর্শন ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের অবসর দিয়াছিলেন। ১৪ই জুলাই ব্রিটিশ প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ খৃষ্টানগণের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক আর্ক্‌বিশপ অব্ কেন্‌টারবারির নিকট প্রচারকের দ্বারা গৌড়ীয়-মঠের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করান। আগষ্ট মাসে কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগোপলক্ষ্যে দ্বিতীয়বার কুরুক্ষেত্রে গৌড়ীয়-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হয়। গৌড়ীয় মঠের উৎসবের সময় নগরসংকীর্ত্তনবাহিনী লইয়া কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে নাম প্রচার করেন। ১২ই আগষ্ট শ্রীগৌড়ীয় মঠে 'মানবের পরম ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতায় সভাপতিরূপে অভি-ভাষণ প্রদান করেন। ২০শে আগষ্ট তারিখে সারস্বত-শ্রবণসদনে 'শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য'; ২৭শে আগষ্ট "The Vedanta its Morphology and Ontology" সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে **'লীলা ও সুরধুনী'** মোটরলঞ্চ সহযোগে নবদ্বীপের

বিভিন্ন স্থানে সংকীর্ত্তনমণ্ডলিসহ সপার্ষদে গমন করিয়া শ্রীনাম বিতরণ ও হরিকথা কীর্তন করেন। ৭ই ও ৮ই অক্টোবর অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্র-মণ্ডলীর নিকট দুইটি বিরাট্ সভায় 'নামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

২৭শে অক্টোবর পাটনা শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করেন। ২৯শে অক্টোবর রায় বাহাদুর অমরেন্দ্র নাথ দাস; ৩রা নভেম্বর বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর ডিভিসনের গভর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র চন্দ; ব্যারিষ্টার পি, আর দাস; য়্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ; ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু ব্যক্তি সরস্বতী ঠাকুরের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৪ই নবেম্বর তারিখে সরস্বতী ঠাকুরের পরিকল্পিত পাটনা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ অনারেব্ল স্যর কামেশ্বর সিং কে, সি, এস্, আই বাহাদুর উদ্ঘাটন করেন; তদুপলক্ষে বিহার ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া এই অভূতপূর্ব সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

১৯শে নবেম্বর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের সভাপতিত্বে শ্রেষ্ঠ্যার্য্য জগবন্ধু ভক্তি-রঞ্জনের তৃতীয় বার্ষিকী স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। নবেম্বর মাসের শেষভাগে সরস্বতী ঠাকুরের সম্পাদিত **'ভক্তি-সন্দর্ভ'** সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। ২৪শে নবেম্বর নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীনৃসিংহ পল্লীর নিকটবর্ত্তী তেতিয়া পল্লী পরিদর্শন করিয়া শ্রীসরস্বতী ঠাকুর তথায় হরিকথা কীর্তন এবং ২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর একায়ন মঠে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পাদন করেন। মেদিনীপুর জেলার অমর্ষিগ্রামেও সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায় এই সময় শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচারিত হয়।

জার্ম্মেণীতে প্রচারক প্রেরণ

২৪শে ও ২৫শে নবেম্বর 'East Bourn Theosophical Society'তে, ১০ই ডিসেম্বর জার্ম্মেণীর মিউনিচে ডিউট্সি একাডেমিতে, ১২ই ডিসেম্বর বার্লিন সহরে হাম্বল্ড্ হাউসে, ১৪ই ডিসেম্বর ক্যানিংস্বার্গে, ১৬ই হইতে ১৮ই ডিসেম্বর ফ্রান্সের ইন্ষ্টিটিউট ডি গ্লিলিরেসন্ ইণ্ডিয়ানিতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের আয়োজন হয়। ২০শে ডিসেম্বর লণ্ডন গৌড়ীয় মঠ "৩ গ্লষ্টার হাউস্ কর্ণওয়াল গার্ডেন্স্, এস্ ডব্লিউ ৭" ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়।

এই সময় করাচীতে শ্রীচৈতন্য-কথা প্রচারিত হয়। ২৪শে ডিসেম্বর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিকল্পনা অনুসারে কাশীধামে মিছির পোকরা পল্লীতে সরস্বতী ঠাকুরের অনুগত ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ পান্নালাল আই-সি-এস্ মহোদয় পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিপুরাধীশ

ইংরাজী ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ পঞ্চশ্রীক মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম মাণিক্য বাহাদুর নিজ পাত্রমিত্রবর্গসহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া আচার্য্য-সমীপে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও একটি বিরাট্ সভায় গৌড়ীয় মঠের প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী হেতমপুরের কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী বি-এ ও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রভৃতি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপদেশ লাভ করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সরস্বতী ঠাকুরের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি তিথি উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা ও **'সরস্বতী জয়শ্রী'** গ্রন্থের বৈভবপর্ব্ব প্রকাশের উদ্যোগ এবং লর্ড জেট্ল্যাণ্ডের সভা-পতিত্বে লণ্ডনের পার্ক্লেনস্থ গ্রস্ভেনর হাউসে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে একটি অধিবেশন হয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী মোদদ্রুমদ্বীপে **শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে নূতন শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন** করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্বে শ্রীমায়াপুরে গমন করিয়া পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব সম্পাদন, শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা, নবনির্ম্মিত শ্রীগৌরকিশোর সমাধি মন্দিরের দ্বারোদঘাটন, ভক্তিবিজয় ভবনে হরিকথা কীর্তন, তিনজন ভক্তকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান ও নবদ্বীপ-

ধাম প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রভৃতি শ্রীধাম মায়াপুরের বিভিন্নস্থান দর্শন করিয়া সরস্বতী ঠাকুরের নিকট বহুতথ্য শ্রবণ করেন।

চাঁচুরি পুরুলিয়ায়

৫ই মার্চ্চ সরস্বতী ঠাকুর বহু ভক্তসহ গৌড়ীয় মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্মভূমি যশোহর চাঁচুরি পুরুলিয়া গ্রামে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন ও তথায় পাঁচদিবসকাল অনুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করেন।

যোগপীঠের নূতন মন্দির

১৮ই মার্চ্চ **যোগপীঠের প্রস্তাবিত শ্রীমন্দির ও শ্রীধাম** মায়াপুরে **শ্রীমুরারিগুপ্ত ভবনের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন** করেন। ২রা এপ্রিল তারিখে শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত **ছত্রভোগে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ** প্রতিষ্ঠা করেন। ছত্রভোগ গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ সরস্বতী ঠাকুরকে একটি অভিনন্দন প্রদান করিলে আচার্য্য তাঁহার প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। ৮ই এপ্রিল অনুগত প্রচারককে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করেন। ২০শে এপ্রিল কলিকাতা হইতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রা করেন।

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিসন সোসাইটী

২৪শে এপ্রিল ওয়েষ্ট্‌মিনিষ্টার ক্যাক্‌স্‌টন্ হলে একটি সাধারণ সভায় লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-মিসন-সোসাইটীর উদ্বোধন হয়। ৬ই মে শ্রীগৌড়ীয় মঠে একটি বিরাট্ সভায় প্রত্নতাত্ত্বিক রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ন্যায়নিধি এম্‌ এল্-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পুরীতে

১৪ই মে পুরীর সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দ মহাপাত্র কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ; ১৮ই মে প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ২০শে মে এমার মঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস ও শ্রীযুক্ত হনুমান্ খুঁটিয়া; ২১শে মে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি ও শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম মহান্তি; ২৩শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুনাকর; ২৪শে মে শ্রীযুক্ত রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট রায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুর; ২রা জুন বোধনা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়; ৭ই জুন রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্তন করেন।

অধোক্ষজ বিষ্ণুমুর্ত্তির আবির্ভাব

শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ-মন্দিরের ভিত্তি খননকালে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জুন বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পূজিত গৃহদেবতা অধোক্ষজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশিত হন। ২৭শে জুন **আলালনাথ-ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগোপীনাথ জিউ প্রকাশ** ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এই সময় 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়।

১২ই জুলাই শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীগৌরকিশোর-সমাধি-মন্দিরে **শ্রীলগৌরকিশোর প্রভুর অর্চাবিগ্রহ** সঙ্কীর্তন-মুখে প্রকাশ করেন। ১৩ই আগষ্ট স্বনামধন্য ও, এন্ মুখার্জী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট হরিকথা কীর্তন করেন।

পাটনাগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

১৪ই আগষ্ট পাটনা-গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গৌড়ীয় মঠের উৎসবকালে প্রতিবৎসরের ন্যায় সঙ্কীর্তনমণ্ডলিসহ কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীনাম বিতরণ করেন।

'সরস্বতী জয়শ্রী' ও নবপর্য্যায়ের 'হারমণিষ্ট' পাক্ষিক পত্র

১লা সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী দিবস **'সরস্বতী**

জয়শ্রী' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাসিক 'হারমণিষ্ট' পত্রিকা নবপর্য্যায়ে পাক্ষিক পত্রিকা রূপে পরিণত করিয়া প্রচার আরম্ভ করেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র এম্-এ, ডি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'রাধাষ্টমী' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব কালে সরস্বতী ঠাকুর অগণিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

মথুরায় কার্ত্তিকব্রত

১৭ই অক্টোবর হইতে মাসাধিককাল মথুরায় বহু ভক্তের সহিত কার্তিকব্রত পালন এবং অষ্টকালীয় লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্তনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ২৯শে অক্টোবর মথুরায় সাতঘরা পল্লীতে **শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গোপাল-দর্শন-স্থান আবিষ্কার** করেন। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে জার্মেণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিধি-প্রচারক প্রেরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কীর্তন করান। ১লা নভেম্বর ব্রজমণ্ডলে চন্দ্রসরোবর পরাসৌলি, গৌরীতীর্থ ও পৈঠগ্রাম প্রভৃতি দর্শন ও তত্তৎ স্থানের লীলার উদ্দীপনে উদ্দীপ্ত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৭ই নবেম্বর নিজ অন্তেবাসী ব্রহ্মচারীকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন।

২৯শে নবেম্বর নিউদিল্লীস্থ রাজেন্দ্র ভবনে 'মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য', 'শ্রীচৈতন্যের দয়া ও উপদেশ' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এন্ চ্যাটার্জী; ডাঃ জে, কে সেন প্রভৃতি ব্যক্তি-গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

তেলেগুভাষায় 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'

৬ই ডিসেম্বর রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে চতুর্থ বার্ষিক ভক্তিরঞ্জন স্মৃতি-সভার অধি-বেশন হয়। এই সময় সরস্বতী ঠাকুরের চরণাশ্রিত অন্ধ্র-দেশবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাথম্ বি এ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে তেলেগুভাষায় 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' প্রকাশ করেন এবং ইংরাজী ভাষায় 'জৈবধর্ম্ম' প্রকাশিত হইতে থাকে।

শ্রীমায়াপুরে বঙ্গের গভর্ণর

১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর স্যর জন এণ্ডারসন গৌরজন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া সরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীধাম মায়াপুরের তথ্য শ্রবণ ও একটি অভিভাষণ প্রদান করেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী সরস্বতী ঠাকুরের একষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিপূজা আচার্য্যের প্রকটস্থান শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে চটকপর্ব্বতে অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে মাননীয় পুরীরাজ গজপতি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেব বাহাদুরের সভা-পতিত্বে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তৎপর-দিবস শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের অনুগমনে সকলে পুরুষোত্তম পরিক্রমা করেন এবং তদুপলক্ষে সরস্বতী ঠাকুর একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগ-পীঠের শ্রীমন্দির বৈদ্যুতিক আলোকে বিভূষিত করেন। ৪ঠা মার্চ শ্রীধাম মায়াপুরে স্যর বি, এল্ মিত্র শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করেন।

ত্রিপুরাধীশকর্তৃক মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

২০শে মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্মযাত্রার দিন স্বাধীন ত্রিপুরাধি-পতি ধর্ম্মধুরন্ধর স্যর শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া গৌর-জন্মভিটায় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

২৪শে মার্চ্চ বহু ভক্তসঙ্গে খুলনার দেড়ুলিগ্রামে শুভ-বিজয় করিয়া গৌড়ীয়াচার্য্য কএকটি মহতী সভায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৩১শে মার্চ্চ শ্রীগৌড়ীয় মঠে **বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর** স্যর বিজয় চাঁদ মহাতাব্ আগমন করিয়া আচার্য্যের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে হরিকীর্তন ও শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ

৮ই এপ্রিল ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নারিন্দা পল্লীস্থ প্রস্তাবিত **নূতন মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন** করেন। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনবৃন্দ আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান করেন।

১২ই এপ্রিল ময়মন্সিংহ **শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ** এবং তথায় ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত

মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্যের প্রদত্ত 'শশীলজে' অবস্থান করিয়া বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গয়াগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা

১৯শে এপ্রিল গয়ায় গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থানসমূহ দর্শ , বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট অনুক্ষণ হরিকথা কীর্তন এবং ২২শে এপ্রিল **গয়া গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা** করেন। ৩০শে এপ্রিল তারিখে ব্রহ্মদেশে কতিপয় প্রচারককে প্রেরণ করিয়া ব্রহ্মদেশের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার করেন। ৩১শে মে বহু ভক্তের সহিত দার্জ্জিলিং শৈলে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়া স্বয়ং অনুক্ষণ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্তন এবং স্যর যদুনাথ সরকার ও কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যথাক্রমে ৯ই ও ১০ই জুন ভক্তগণ-দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করান। ৯ই জুন ইণ্ডিয়ান ব্রড্‌কাষ্টিং সারভিস্ কেন্দ্র হইতে রেডিও-যোগে শ্রীচৈতন্যের বাণী বিস্তার করেন। ২৮শে জুন কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে কুচবিহারের মহারাণী শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী, মহারাজকুমারী ইলা দেবী, মহারাজ-কুমারী গায়ত্রী দেবী, মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিতেন্দ্র-নারায়ণ বাহাদুর, ফরাসী বিদুষী ম্যাক্সিমিয়ানি পোটার্স (পি এইচ ডি) আচার্য্য-সমীপে হরিকথা ও বৈষ্ণবদর্শনের কথা শ্রবণ করেন। ৮ই জুলাই তারিখে **প্রোক্‌টার রোড্‌স্থ বোম্বাই গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা** এবং 'Peoples Jinnah Hall'-এ একটি বিরাট্ সভায় 'পঞ্চরাত্র ও ভাগবত' সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। এই সময় লণ্ডনে প্রেরিত আচার্য্যের অনুকম্পিত শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ দাস এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ বৈষ্ণব-ইতিহাস ও সাহিত্য-গবেষণায় লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট' উপাধি প্রাপ্ত হন। জুলাই মাসের শেষ-ভাগ হইতে আগষ্ট মাসের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত আচার্য্য নবদ্বীপমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া হরিকথা প্রচার করেন।

রেডিওযোগে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব আরম্ভ হইলে প্রতি রবিবারে নগর-সঙ্কীর্ত্তন এবং জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী ও ভক্তিবিনোদাবির্ভাবোৎসব সম্বন্ধে রেডিওযোগে বক্তৃতা হয়। বলদেব-জন্মোৎসব হইতে আচার্য্যবর্য্য প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয় মঠে **ষোলদিন ভাগবত ব্যাখ্যা** করিয়াছিলেন। উৎসবকালে কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচীন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে 'সংসার ও ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'বিরাগ ও ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল।

১৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার পৌরবাসিগণ লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ এবং তৎসহ ভারতবর্ষে আগত জার্মাণ ভক্তদ্বয়কে অভ্যর্থনা ও মানপত্র প্রদান করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর ভাদ্র-পূর্ণিমা-দিবস আচার্য্যবর্য্যের বিবৃতি-সমন্বিত **১২শ স্কন্ধ ভাগবত সম্পূর্ণভাবে** প্রকাশিত হয় এবং আচার্য্য শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রকাশ সমাপ্তি সম্বন্ধে গৌড়ীয় মঠে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ১লা হইতে ৭ই অক্টোবর আচার্য্যদেব নয়াদিল্লীতে গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্তন করেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে নিয়মসেবা ও ব্রজধাম-প্রচারিণী সভা

৮ই অক্টোবর হইতে মাসাধিককাল শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপনছলে প্রত্যহ উপনিষৎ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা ও অষ্টকাল লীলা শ্রবণ-কীর্তনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এই সময় শ্রীব্রজমণ্ডলের সেবোন্নতির জন্য শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী সভার উদ্বোধন করেন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ ও ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

৪ঠা নবেম্বর শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, ৬ই নবেম্বর ব্রজস্বানন্দসুখদ কুঞ্জে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাবসেবা ও পুষ্পসমাধি স্থাপন, ৭ই নবেম্বর শেষশায়ী হইয়া দিল্লীতে গমনপূর্বক ১০ই নবেম্বর দিল্লীতে হরিকথা কীর্ত্তন ও সাধারণ উৎসব সম্পাদন, ১১ই নবেম্বর গয়ায় উপস্থিত হইয়া ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত গয়াবাসী ও প্রবাসি-

গণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার কথা কীর্তন এবং ১৩ই নবেম্বর **গয়া মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা** করেন। এই সময় ব্রহ্মদেশে বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচারিত হয়। ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ত্রিপুরাধীশ পঞ্চশ্রীক স্যর বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ধর্মধুরন্ধর মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রেষ্ঠ্যার্য্য জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের পঞ্চমবার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। সভাভঙ্গের পর আচার্য্য কালিফোর্ণিয়ার ডক্টর হেন্‌রি হ্যাণ্ড্ ও মিঃ এস্ ভি রোসেটো; ব্যারিষ্টার মিঃ এস্, এন্, রুদ্র; অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত ললিত মোহন বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট অধোক্ষজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। ২৭শে ডিসেম্বর হইতে পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠে হরিকথা কীর্তন এবং ৩০শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যের শ্রীরূপ-শিক্ষার বাণী কীর্ত্তন করেন।

প্রয়াগে প্রদর্শনী

১৯৩৬ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে প্রয়াগে পার-মার্থিক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ও বিদ্বন্মণ্ডলি মণ্ডিত বিরাট্ সভার সভাপতিত্ব সূত্রে ইংরাজী ভাষায় একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ১১ই জানুয়ারী হইতে পূর্ণ দুইমাস কাল শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে ও শ্রীচৈতন্য মঠে ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্তন করেন।

কৃষ্ণানুশীলনাগার ও দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘ

আচার্য্যের দ্বিষষ্টিতম আবির্ভাব তিথি-দিবস ১২ই ফেব্রুয়ারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট বা অনু-কূল কৃষ্ণানুশীলনাগার ও দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। **শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাস-পূজার অনুষ্ঠান** হয়। লণ্ডনেও লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটির চেয়ারম্যান দি রাইট্ অনারেবল্ স্যর সাদিলালের সভাপতিত্বে আচার্য্য-তিথি-সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। আচার্য্যপ্রবর নবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বে ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে নবদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপে তত্তদ্দ্বীপের বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহগণের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ ও ১লা মার্চ্চ **সুবর্ণবিহারে সুবর্ণবিহারী মঠ ও** তথায় **শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ,** ৫ই মার্চ্চ **বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা** এবং ৭ই মার্চ্চ **রুদ্রদ্বীপে শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ ও তথায় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ** করেন। ৮ই মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্মতিথিতে আচার্য্যের নির্দ্দেশ ক্রমে ব্রহ্মদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর বামো প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহায়তায় ২৯ নং ক্রকিং ষ্ট্রীটে **রেঙ্গুণ গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়** প্রকাশিত হয়। ঐ দিন লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠে ডক্টর পাঢ়ি মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের একটি বক্তৃতা-সভা হয়। ১৫ই মার্চ্চ আসামে **সরভোগ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ** করেন। সরভোগবাসী সজ্জনবৃন্দ আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান ও বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করেন। ২৭শে মার্চ্চ কটকে গমন করিয়া নূতন উড়িষ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

উৎকলে শতাহ-ব্যাপী কীর্তনোৎসব

২৯শে মার্চ্চ হইতে **পুরীতে চটক পর্ব্বতে** অবস্থান করিয়া তথায় সাধুনিবাস ও **শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দির** প্রকাশ এবং বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্তনমুখে উৎকলে শতাহব্যাপী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ৪ঠা মে আলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে গমন করিয়া তথায় নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী তিথি পালন ও হরি-কীর্তনোৎসব সম্পাদন করেন। ৩০শে মে পুরীতে প্রচারক ব্রহ্মচারীকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন।

৭ই জুন ঢাকায় শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া বহু বিশিষ্ট শ্রোতার সমক্ষে হরিকথা কীর্তন ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণকে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে দীক্ষিত করেন।

বালিয়াটি, গোক্রম, দার্জ্জিলিং ও বগুড়ায়

৯ই জুন বালিয়াটি গ্রামে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের অভিনন্দন গ্রহণ ও সভায় প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। ১০ই জুন তারিখে **বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্-ঘাটন ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা** করেন। ১৩ই ও ১৪ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ঢাকা বারলাইব্রেরীতে অনুকম্পিত জার্মাণ ভক্ত ও ত্রিদণ্ডি-

সন্ন্যাসী প্রচারকের দ্বারা হরিকথা প্রচার করান। ১৯শে জুন তারিখে গোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বাবিংশতিতম বিরহ-তিথিতে 'দুঃসঙ্গবর্জ্জন' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান ও সঙ্কীর্তন-মহোৎসব সম্পাদন করেন। ঐ দিবস সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোককে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' শ্রবণের সুযোগ দিবার জন্য তথায় 'সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী' প্রকাশ করেন। ২৭শে জুন দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠালয়ে শুভবিজয় করিয়া তথায় স্বয়ং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্তন ও অনুকম্পিত প্রচারকগণের দ্বারা হরিকথা কীর্ত্তন করান। ১৯শে জুলাই **দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ** ও তদুপলক্ষে সমাগত বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্তন করেন। ২৪শে জুলাই বগুড়ার সজ্জনবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে তথায় পদার্পণ করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন এবং স্থানীয় হিন্দুসভায় তত্রত্য অধিবাসিগণ আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান করিলে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কৃপাবর্ষিত উত্তরবঙ্গে শ্রীচৈতন্যবাণী-পুনঃপ্রচারের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে পুরুষোত্তম-ব্রত

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বলদেবাবির্ভাব ও জন্মাষ্টমীতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া পুরুষোত্তম মাসে (স্মার্ত্তগণের মলমাসে) মথুরামণ্ডলে পুরুষোত্তম-ব্রতোৎসব পালনের আদর্শ-প্রদর্শনার্থ ১২ই আগষ্ট (১৯৩৬) কলিকাতা হইতে মথুরা যাত্রা করেন। প্রভুপাদ মথুরা ক্যাণ্টনমেণ্টে 'শিবালয়' নামক ভবনে অবস্থান পূর্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন ও মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে 'মধুমঙ্গলকুঞ্জে' শুভবিজয় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ **গোবর্দ্ধনে একটি ভজনস্থান প্রকাশ** করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বার্ষিক উৎসবে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতিকে বিলাতে প্রচারার্থ প্রেরণ

১৬ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য্য এম্-বি মহাশয়ের নিকট প্রায় একঘণ্টাকাল অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ২৩শে অক্টোবর তারিখে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে বিলাতে ও মার্কিণদেশে প্রচারের ভার প্রদান করিয়া লণ্ডনে প্রেরণের প্রাক্কালে গোমতী, গণ্ডকী ও গোবর্দ্ধন-শিলার্চ্চার অর্চ্চনোপদেশ এবং সারস্বতশ্রবণসদনে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। **২৪শে অক্টোবর তারিখে পুরী যাত্রা করেন।** ১লা নভেম্বর শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রভুপাদের পরমপ্রিয় ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ নির্য্যাণ লাভ** করেন।

অপ্রকটলীলার পূর্ব্বাভাস ও আশীর্ব্বাণী

শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে গিরিগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে শ্রীমধ্ব-জন্মোৎসব ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথিত মন্ত্রের দ্বারা গোবর্দ্ধন পূজোৎসব ও নিজ-প্রভু শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব সম্পাদন করেন। প্রত্যহ তাঁহার হরিকথা-মন্দাকিনী-ধারায় ভক্ত ও সজ্জনগণ স্নাত হইবার পরম সুযোগ প্রাপ্ত হন। শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানকালে সর্ব্বদাই শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে সাবধান করিয়া বলিতেন—"আপনারা নিষ্কপটে হরিভজন করিয়া নি'ন, আর অধিক দিন নাই।" বিশেষতঃ তিনি অনুক্ষণই শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের এই কএকটি বাক্য উচ্চারণ করিতেন—

"প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্।"

অর্থাৎ হে গোবর্দ্ধন, তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

"নিজ নিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্।"

অর্থাৎ হে গোবর্দ্ধন, আমাকে তোমার নিজের নিকটে (কুণ্ডতটে) বাসস্থান দান কর।

শ্রীল প্রভুপাদ **৭ই ডিসেম্বর প্রাতে পুরুষোত্তম-মঠ হইতে গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন** করিয়া সর্বক্ষণ সমবেত ভক্তগণ সমীপে অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তিম-বাণী

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের কএক দিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতঃ-

কালে সমবেত ভক্তগণের নিকট নিম্নলিখিত উপদেশাবলী কীর্তন করিয়াছিলেন—

"আমি বহু লোককে উদ্বেগ দিয়েছি, অকৈতব সত্য-কথা ব'লতে বাধ্য হ'য়েছি ব'লে, নিষ্কপটে হরিভজন ক'রতে ব'লেছি ব'লে অনেক লোক হয়ত' আমাকে শত্রুও মনে ক'রেছেন। অন্যাভিলাষ ও কপটতা ছে'ড়ে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হ'বার জন্যই আমি অনেক লোককে নানাপ্রকার উদ্বেগ দিয়েছি। একথা তাঁরা কোনও না কোনও দিন বুঝ্‌তে পারবেন।

সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাক্‌বেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোন রূপে জীবন-নির্ব্বাহ ক'রে চ'লবেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ ক'রছে না দে'খে নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজভজন, নিজসর্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কীর্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'রবেন।

আমাদের এই জরদ্গব-তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে আহুতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রছি। আমরা কোনপ্রকার কর্মবীরত্ব বা ধর্ম-বীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্বস্ব। ভক্তিবিনোদ ধারা কখনও রুদ্ধ হবে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি র'য়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃপুনঃ।
শ্রীমদ্ রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

* * * *

সংসারে থাকাকালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর কর্‌বার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত হ'বার পর আমরা কি বস্তু লাভ ক'রব, আমাদের নিত্যজীবন কি হবে, এখানে থাকা-কালেই তার পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এখানে যত রকম ধরণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে—যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট ক'রবে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝ্‌তে পারা যায়। কৃষ্ণের কথা আপাত বড়ই startling (হঠাৎ বিস্ময়জনক) ও perplexing (হতবুদ্ধিকর বা জটিল)। যে আগন্তুক ব্যাপার সমূহ আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান ক'রছে, তাহা eliminate কর্‌বার (অপসারিত করিবার বা সরাইবার) জন্য মনুষ্যনামধারী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ন্যূনাধিক struggle ক'র্‌ছে (চেষ্টা করিতেছে বা উদ্যম প্রয়োগ করিতেছে)। দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে সেই নিত্য প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এ জগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ-চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হ'ক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্‌লেই সর্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করুন।"

অপ্রকটলীলা আবিষ্কারদিবসে প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজকে শ্রীল

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ' ও শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুকে শিক্ষাষ্টকের 'তুহুঁ দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী' সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে বলেন। * * * শ্রীমদ্‌ভক্তিসুধাকর প্রভুর সেবায় প্রভুপাদ তঁাহার সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাটনার শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ প্রভুকে সেবায় উৎসাহ প্রদানের কথাও প্রভুপাদ জ্ঞাপন করেন। অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকায় শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভুকে ডাকিয়া বলেন যে, তিনি শ্রীমায়াপুরের সেবার জন্য অনেক করিয়াছেন, সুতরাং তিনি ধন্য। বৈকালে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে বলেন, "আপনি কাজের লোক, 'মিশন' দেখিবেন। Love (প্রেম) ও Rupture (বিরোধ) একতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হওয়া ভাল। রূপ-রঘুনাথের বিচার ঠাকুর নরোত্তম নিয়াছিলেন, সেই বিচারানুসারে চলা ভাল।" শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে বলেন,—"আপনারা যাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত আছেন এবং যাঁহারা না আছেন, সকলেই আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। স্মরণ রাখিবেন,—ভাগবত ও ভগবানের সেবা প্রচারই আমাদের একমাত্র কৃত্য ও ধর্ম।"

নিত্যলীলায় প্রবেশ

শ্রীল প্রভুপাদ ১৬ই পৌষ (১৩৪৩) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-চতুর্থী তিথির শেষভাগে নিশান্তে প্রায় ৫-৩০ মিনিটে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথম যাম-সেবায় অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করেন। যে নিশান্ত-লীলায় শ্রীরাধা-মাধবের গাঢ় সমাশ্লেষ অর্থাৎ যে কালে যে-স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত নিত্যলীলার প্রাকট্য, তথায়ই শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুবর প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিচরণানাং নিত্যলীলাপ্রবেশমুদ্দিশ্য

বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

কিমিদং শ্রুতিমূলমাগতং হৃদয়ান্তস্তলঘাতিবজ্রবৎ।
প্রভুপাদসুপুণ্যবিগ্রহঃ প্রকটং লোকদৃশা ন লক্ষ্যতে॥

কিময়ং হতদৈবদারুণপরিহাসঃ খলু মর্মদারণঃ।
জনদুষ্কৃতিপুঞ্জ দুঃসহপরিপাকঃ কিময়ং ভবেন্ন বা॥

অয়ি গৌড়নভঃপ্রভাকর ধৃতসত্যোজ্জ্বলদীপ্তিভাস্বর।
বদ কুত্র গতস্ত্বদাশ্রিতাংশ্চিরদুঃখে তিমিরে বিহায় নঃ॥

ন চ সত্যমিদং ন বর্ত্তসে ন হি কালঃ কলয়েদ্ ভবাদৃশম্।
অপি চেহ ন দৃশ্যসে স্ফুটং ভণ তথ্যং প্রভুবর্য্য যদ্ ভবেৎ॥

ত্বয়ি ভক্তিধুরা প্রতিষ্ঠিতা ত্বদধীনাঃ খলু সৎপ্রবৃত্তয়ঃ।
ত্বয়ি সজ্জনসংঘপালনং সর্ব্বমেতদ্ বিবশং বিনা ত্বয়া॥

তব পুণ্যমুখাম্বুজক্ষরদুপদেশামৃতজীবিনঃ সদা।
ইহ সাধুজনাঃ সমাসতে দয়য়া তেষু সমাগমং কুরু॥

অয়ি বৈষ্ণবরাজসংসদঃ পতিবর্য্য ত্বমনন্যসংশ্রয়াম্।
নিরবদ্যগুণৈশ্চ তাং সতীং পরিহায়াদ্য গতঃ কথং পুনঃ॥

জগদদ্য প্রপূরিতং মহাভয়নাস্তিক্যতমোভিরাকুলম্।
অয়ি সাত্বতশুদ্ধদীধিতীর্দধদাচার্য্যরবে ক্ক বর্ত্তসে॥

হরিনামসুধৈব জীবনং কলিহালাহললুপ্তচেতসাম্।
ইতি নিশ্চিতধীঃ সদা ভবান্ করুণাসিন্ধুরিতঃ কুতো গতঃ॥

ম্রিয়তে তব ভক্তচাতকৈরধুনৈবাগতয়া পিপাসয়া।
ইহ বিষ্ণুপদং প্রকাশয়ন্নয়ি দেবাম্বুদ দেহি দর্শনম্॥

কলিতং কলিকল্মষৈর্জগদ্দলিতং মর্ম সতাং দুরাত্মভিঃ।
স্খলিতং নিজধর্ম্মতো নৃণাময়ি দেব ক্ক পুনস্ত্বয়া গতম্॥

দশতীহ পরীক্ষিতং যথা জনবৃন্দং ননু পাপতক্ষকঃ।
অয়ি ভাগবতামৃতপ্রদ শুকদেব ক্ক পুনর্গতো ভবান্॥

ভবতা ভবতাপশান্তয়ে বহুধা ভক্তগণৈর্বিচেষ্টিতম্।
অয়ি সম্প্রতি সাম্প্রতং ন তদ্যদকাণ্ডে প্রভুবর্য্য গম্যতে॥

অপনেতুমশেষজীবকে ভবতা মায়িকদাস্যবন্ধনম্।
বিজিতং গরুড়ানুকারিণা খলু বৈকুণ্ঠসুধাং প্রবর্ষতা॥

প্রিয়গৌরহরেশ্চ মানসচিরবাঞ্ছা ভবতা প্রপূরিতা।
ভুবি নাম প্রচার্য্য তস্য তদধুনা নামগুরো ক্ক গম্যতে॥

য ইহাক্ষরলব্ধয়ে নৃণাং পরবিদ্যাপ্রদপীঠ এষ তে।
স কথং রহিতস্ত্বয়া ভবেৎ পরবিদ্যাগুরুবর্য্য তদ্ বদ॥

ভুবি গৌরপুরোজ্জ্বলপ্রভাং ভবতা প্রাপয়তা নৃণাং দৃশম্।
অয়ি ভক্তিবিনোদ-বৈভব স্বয়মদ্য ক্ক গতঃ পুনঃ প্রভো॥

ভুবনে জয়তি শ্রিয়োজ্জ্বলস্তব গৌড়ীয়মঠঃ সদাশ্রয়ঃ।
অয়ি গৌড়জনৈকনায়ক স্বয়মেব ক্ক পুনর্গতস্ততঃ॥

অথবা নিজদেব এব কিমনুভুয়োত্তমপার্ষদস্য তে।
বিরহং চিরমর্ত্যবাসজং স্বপদং ত্বামনয়ত্ত্বরান্বিতঃ॥

ব্রজ ভো বৃষভানুনন্দিনী-দয়িতাত্মনিজনাথমন্দিরম্।
কুরু দেব জনে ত্বদাশ্রিতে করুণাং দীনতমে নমোঽস্তু তে॥

'গৌড়ীয়'-সেবকগণের প্রতি প্রভুপাদের অপ্রকটকালীন আশীর্বাণী

গত ৪ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫০ ; ১৬ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৩—বৃহস্পতিবার নিশান্ত; ইংরাজীমতে—১লা জানুয়ারী, ১৯৩৭ শুক্রবার গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনাম্বয়বর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীস্বরূপ রূপানুগবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথম যামসেবায় অর্থাৎ নিশান্ত লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের পরম গুরুদেব ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও নিশান্ত-লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরের নিশান্ত-লীলায় প্রবেশের তাৎপর্য্য মর্মী ভক্তগণের হৃদয়ে তৎকৃপায় পরিস্ফুট। তথাপি ইঙ্গিতে এখানে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তিত হইল। নিশান্ত-লীলায় অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত গাঢ় সমাশ্লিষ্টাবস্থা—"গাঢ়ালিঙ্গননির্ভেদমাপ্তৌ"। জয়দেব সরস্বতী গীতগোবিন্দে "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" শ্লোকে 'নক্তং' এর পর যে অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাই নিশান্ত-লীলায় রাধাগোবিন্দের সম্মিলিতাবস্থা। এখানেই শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত নিত্যলীলা। সেই লীলায়ই শ্রীগৌরনিজজন শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভু প্রবেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপ-রূপের অভিন্নবিগ্রহ গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্করের সংগোপনে আজ যে কেবল গৌড়ীয়ের প্রচার-গগন অন্ধকার হইল, তাহা নহে, সমগ্র বিশ্বে অকৈতব ভাগবতসূর্য্যের আলোক বোধহয় লোকলোচনে পুনরায় আচ্ছাদিত হইবার সূচনা হইল। কিন্তু আচার্য্যভাস্কর যে অতুলনীয় অধোক্ষজ-সেবা-প্রেরণা, হরিসেবায় যে নিত্য-নবনবায়মান উৎসাহ, সর্বোপরি যে নৃলোক-দুর্ল্লভ অনবদ্য আচার ও প্রচারের আদর্শ তাঁহার নিষ্কপট অনুগামিজনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারা যে উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিতই হইবে, ইহা ব্যতীত অন্য কোনকথা ঘুণাক্ষরেও হৃদয়ে উপস্থিত হয় না। তিনি তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্বে যে আশীর্বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বাণী-কীর্ত্তন-সেবার মধ্যেই অনুক্ষণ তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গ ও শক্তি-সঞ্চার আমরা লাভ করিতে পারিব এবং নির্ভীক-কণ্ঠে, নিরপেক্ষ হৃদয়ে ও অকপট সেবানুগত্যময় চরিত্রবলে আমাদের প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী জগতে আচার-মুখে প্রচার করিয়া তাঁহার কৃপাশীর্বাদ আরও প্রচুর পরিমাণে বরণ করিয়া লইতে পারিব। ইহাই আমাদের কোটিকণ্টকরুদ্ধ শুদ্ধভক্তিমার্গ-বিচরণের একমাত্র আলোক-স্তম্ভ।

যদিও আজ গৌড়ীয়ের লেখনী আশ্রয়হীনা, যদিও ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক স্বরূপরূপানুগবরের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে আমরা গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ পরীক্ষা করাইতে পারিব না, গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ সাগ্রহে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া প্রভুপাদ আমাদিগের প্রতি প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ ও অন্তরের গভীরতম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা যদিও সাক্ষাদ্ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না, তথাপি তিনি তাঁহারই অন্তরের সিদ্ধান্তে ও অভীষ্টে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ভক্তিবিনোদ-বাণীর কৃপাস্নাত ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎএর দাস্যে যে আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমরা আশ্রয়হীন হই নাই, তাঁহার নিত্য আশীর্বাদ ও কৃপাশক্তিসঞ্চার হইতে বঞ্চিত হই নাই।

* * * *

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিত্যলীলায় প্রবেশের পর শ্রীল প্রভুপাদ 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা সম্পাদন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

"সজ্জনতোষণী'র যে উদ্দেশ্য ছিল এখনও তাহাই থাকিবে। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় এই পত্রিকা পূর্বের ন্যায় হরিকথা-দ্বারা সকল সজ্জনের সন্তোষ বিধান করিবেন। * * * কেহ বা বিষয়িগণের মতানুগমনে শুদ্ধভক্তির বিলোপ সাধন করিয়া ভক্তিমার্গের উন্নতি হইল মনে করেন, কেহ বা প্রাকৃত সম্প্রদায়-বিশেষের সুবিধা লক্ষ্য করিয়া শুদ্ধভক্তি সৌন্দর্য্য খর্ব করিয়া ফেলেন।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'কল্যাণকল্পতরু'তে গাহিয়াছেন,—

ভক্তিবাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব॥

ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী বিন্দুমাত্রও ভক্তির বিরুদ্ধ কথার সমর্থন বা সমন্বয় করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্যরূপে আমরা অনুক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যসরস্বতী শ্রীভক্তিবিনোদের বৈভব অর্থাৎ মূল আশ্রয়-বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মেরই বিস্তৃতি—অভিন্ন-বার্ষভানবী ভক্তিবিনোদই গৌরবাণীরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছেন। সেই বাণী-বিনোদ-গৌরের সেবাই গুর্বানুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা, শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে গোপী-গোপীনাথের সেবা।

ভক্তিপ্রদীপালোক বিনোদ-বাণী-গৌরের কুঞ্জের পথ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের ন্যায় অনাদি বহির্ম্মুখের কর্ণ-প্রাঙ্গণে গৌর-সরস্বতীর "শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-দাস্যে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"—এই আদেশ-বাণী প্রকট করিয়াছেন। আমরা যেন একতানে ও একপ্রাণে সেই বাণীকুঞ্জের কৃষ্ণাভিন্ন গৌর গুণধামের সঙ্কীর্ত্তনে অপ্রাকৃত রুচিবিশিষ্ট হইতে পারি, স্বরূপরূপানুগবর আচার্য্যের শ্রীচরণানুগ নিখিল বৈষ্ণব-চরণে আমরা আজ এই আশীর্ব্বাদই প্রার্থনা করিতেছি।

*   *   *   *

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

১। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্'ই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য। ('পত্রাবলী' ৩য় খঃ ৩৮ পৃঃ)

২। বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত সব তাঁর ভোগ্য। (ঐ ৫৮)

৩। হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী। (ঐ ৭৬)

৪। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটি প্রধান কার্য্য। (ঐ ৮৮)

৫। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। (ঐ ৮৯)

৬। শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। (২য় খণ্ড ৩)

৭। যাহারা পাঁচমিশাল ধর্ম যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না। (ঐ ১৩)

৮। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নাম-হট্টের প্রচারের দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। (ঐ ৫১)

৯। সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও এক তাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন। (ঐ ৫৩)

১০। যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ। (ঐ ২য় খণ্ড ৮২)

১১। আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী-অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত। (ঐ ১০৪)

১২। পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ। (ঐ ১০৬)

১৩। মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবন-নীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ঋষি-নীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবতধর্ম্ম অবলম্বন করিব। (১ম খঃ ২৭)

১৪। মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম। (ঐ ৪৬)

১৫। মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু, তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্গুরু। (ঐ ৫৮)

১৬। যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য

জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণীই শ্রবণ করিব।

(বক্তৃতা—২২শে আষাঢ়, ১৩৩৩)

১৭। শ্রেয়োবস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত।

(বক্তৃতা—২রা কার্ত্তিক, ১৩৩৩)

১৮। রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই। (সঃ তোঃ ১৯।১০।৩৮০)

১৯। বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'রতে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়, অনন্তকাল 'নরকে' যেতে হয়—আমি অনন্তকালের তরে contract (চুক্তি) ক'রে সেরূপ নরকে যেতে চাই। জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত ক'রব—আমি এতদূর দাম্ভিক!

(বক্তৃতা—২৫শে আষাঢ়, ১৩৩৪)

২০। নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র কান ছাড়া।

(বক্তৃতা—১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪)

২১। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ ক'রবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। ঐ

২২। তোষামোদকারী গুরু বা প্রচারক নহে।

(ঐ ১২ই চৈত্র, ১৩৩৪)

২৩। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়।

(বক্তৃতা—১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪)

২৪। সরলতার অপর নামই বৈষ্ণবতা, পরমহংস বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। (ঐ)

২৫। জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচা'তে পার, তা' হ'লে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে। (ঐ)

২৬। গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশরীর-পুষ্টির জন্য দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাকুক।

(১২ই চৈত্র, ৩৪)

২৭। গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ পাই পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজন্য ক্লেশপর) ইন্দ্রিয়-তর্পণ বন্ধ ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়। (ঐ)

২৮। যাহাদের আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি সর্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। (পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা)

২৯। কেবল আচার রহিত প্রচার কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত।

(বক্তৃতা ২৩ অক্টোবর, ১৯৩৬)

৩০। ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই। কেবল দুই একটি টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে,পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে। (পত্রাবলী ৩য় খঃ ৭০)

৩১। শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত-লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবার উপকরণরূপ শতমুখী সূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

(গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ভূমিকা)

৩২। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃহব্রতধর্ম কম পড়ে। (পত্রাবলী ৩য় খঃ ৭৪)

৩৩। কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি।

(ঐ ৮৩)

৩৪। আমরা কিছু জগতে কাঠ পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।

(বক্তৃতা—৮ই নবেম্বর, ১৯৩৬)

৩৫। আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহ ধারণের সার্থকতা। (ঐ)

৩৬। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। (ঐ)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকরাঙ্কিত 'গৌড়ীয়'-প্রবন্ধে তাঁহার মনোঽভীষ্ট ও আশীর্বাণী

'গৌড়ীয়'পত্র আজ পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিল। গোলোকের অপূর্ব সৌন্দর্য্যের কীর্তন আজ চতুর্দ্দশবর্ষ ধরিয়া রামসেবায় লক্ষ্মণের ব্রতপালন উদ্‌যাপন করিয়াছেন। পঞ্চদশবর্ষীয় গৌড়ীয়তরুর শুভফলাস্বাদনে পাঠকগণ ও শ্রোতৃবর্গ সমূহ-নিত্যানন্দ লাভ করুন। মার্কিণ দেশেও যাহাতে গৌড়ীয়ের বিচার বিস্তৃতি লাভ করে, তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা প্রার্থী হওয়াই প্রার্থনা। তাঁহার কৃপায় ইউরোপে বিশেষতঃ লণ্ডনে গৌড়ীয় কথা আলোচিত হইতেছে। মার্কিণ দেশ কেন আর বাকি থাকে।

ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনার গভীর মর্ম ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচারিত গীতিগুলি ও পরমার্থসাহিত্য বঙ্গদেশ, উৎকলে ও অসমীয়-ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত হউক। তামিলভাষায় 'শরণাগতি', আন্ধ্র-ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' প্রচারফলে তত্তদ্দেশবাসী নিশ্চয়ই পরমার্থপথের সন্ধান পাইতে পারিবেন।

গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডিমহোদয়গণ গৌড়ীয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। সকল আশ্রমের গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্যসেবায় দৃঢ়তা লাভ করুন। "পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥" এই কথা সমগ্র মানবজাতির নিরপেক্ষ ধর্মের নিদর্শন হউন্। জৈবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত বিশ্বের সকল সুধীগণের আরাধ্য বস্তু হউক। তাঁহারা নিরপেক্ষ ধর্মের বিজয়পতাকা বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, হরিনাম, শ্রীভাগবতগ্রন্থ একই বস্তু জানুন। সেবন, কীর্ত্তন—ভাগবত শ্রবণকীর্ত্তন ও বিচারণপর স্মৃতি গৌড়ীয়গণের ও বিশ্ববাসীর অনুশীলনীয়া হউন্। শ্রীরূপানুগগণের পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান শ্রীচৈতন্য-সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত হউক্। কুজ্ঝটিকার ন্যায় ছলবিচার-সমূহ আপনা হইতেই ভাগবতার্ককিরণ লাভে মানব-হৃদয় হইতে বিদূরিত হইবে।

শ্রীভাগবত-পরম্পরা

[পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সেবক-সম্প্রদায় প্রভুদত্ত এই শুদ্ধ ব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-আম্নায় স্বীকার করিয়া থাকেন।]

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি।
নারদ হইতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাস-দাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ-গতি॥
নৃহরি মাধব বংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে॥
তাঁহা হ'তে দয়ানিধি, তাঁ'র দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভাল মতে॥
জয়ধর্ম-দাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তাঁ'হ'তে ব্রহ্মণ্য তীর্থ সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁ'র দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাস-দাস,
তাঁহা হ'তে মাধবেন্দ্রপুরী॥
মাধবেন্দ্র পুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বর পুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্‌গুরু গৌর মহাপ্রভু॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
শ্রীগোস্বামী-রূপ-সনাতন॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ হন,
তাঁ'র প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম-সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥
ইঁহারা পরমহংস, গৌরাঙ্গের নিজবংশ,
তাঁদের চরণে মম গতি।
আমি সেবা-উদাসীন, নামেতে ত্রিদণ্ডী দীন,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতের 'গৌড়ীয় ভাষ্য' রচনার মঙ্গলাচরণ-রূপে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই শ্রীগুরুবন্দনাটি প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যারম্ভে ঐ শেষের চারি লাইন ছিল এইরূপ :—]

"এইসব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে যার কাম।
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্য সেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম ॥"

আমরা এই অনুভাষ্যোল্লিখিত শেষোক্ত চারি লাইন নিম্নলিখিত ভাবে কীর্তন করিয়া থাকি—

"শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্য সেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম।
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥ "

শ্রীল প্রভুপাদের রচিত ও সম্পাদিত কতিপয় গ্রন্থ ও সাহিত্য

প্রহ্লাদচরিত্র—(৫ অধ্যায়ে বাঙ্গালা পদ্যে রচিত)—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। ভাস্করাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায় বাসনাভাষ্য, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতিসহ; পাশ্চাত্যগণিত রবিচন্দ্রসায়নস্পষ্ট, লঘুজাতক, ভট্টোৎপল টীকা ও বঙ্গানুবাদ; লঘুপারাশরীয় বা উড়ুদায় প্রদীপ, ভৈরবদত্ত টীকা, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি-সহ; রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত জ্যোতিষতত্ত্ব বঙ্গানুবাদ-সহ; পাশ্চাত্যমতে কুযস্পষ্ট সাধক সমগ্র ভৌম সিদ্ধান্ত; আর্য্যভট্টের সমগ্র আর্য্যসিদ্ধান্ত; পরমাদীশ্বর কৃত ভট্টদীপিকা টীকা, দিনকৌমুদী, চমৎকার চিন্তামণি, জ্যোতিষতত্ত্ব সংহিতা ('বৃহস্পতি' ও 'জ্যোতির্ব্বিদ'-মাসিক পত্রে প্রকাশিত)—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত।

সংস্কৃত ভক্তমাল—(সজ্জনতোষণী ৮।৪ সংখ্যা সমালোচনা) ১৮৯৭। শ্রীমন্নাথমুনি—(সজ্জনতোষণী ১০।৩ সংখ্যা হইতে প্রকাশিত) ১৮৯৯। নিবেদন (সাপ্তাহিক পত্র) পারমার্থিক অংশ ১৮৯৯ খৃঃ হইতে লিখিত। যামুনাচার্য্য —(সজ্জনতোষণী ১০।৫০ সংখ্যা হইতে প্রকাশিত) ১৮৯৯। শ্রীরামানুজাচার্য্য—(সজ্জনতোষণী ১১।৮ সংখ্যা হইতে প্রকাশিত) ১৮৯৯। বঙ্গে সামাজিকতা—(সমাজ ও ধর্ম সম্প্রদায়ের সমালোচনা-গ্রন্থ) ১৯০০। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত—১৯১১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্য—১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে গ্রন্থ-রচনারম্ভ ও ১৯১৫ সালের ১৪ই জুন সমাপ্ত। উপদেশামৃতের অনুবৃত্তি—১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট সমাপ্ত। গৌরকৃষ্ণোদয়—উৎকল-কবিকৃত গৌরচরিত-মহাকাব্য সম্পাদন; ১৯১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদিত—১৯১৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (পকেট সংস্করণ) —১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত। সঙ্গীত মাধব-মহাকাব্য —(সজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষে প্রকাশিত) ১৯১৫, জুলাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সজ্জনতোষণী পত্রিকা (১৮শ বর্ষ) সম্পাদন ও তাহাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ (১৯১৫-১৬)—

পূর্বভাষ, প্রাণীর প্রতি দয়া, মধ্বমুনি-চরিত, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভক্তিগ্রন্থ, ঠাকুরের স্মৃতি-সমিতি, দিব্যসূরি বা আল্‌বর, জয়তীর্থ, গোদাদেবী, পাঞ্চরাত্রিক অধিকার, প্রাপ্তি স্বীকার, বৈষ্ণব-স্মৃতি, শ্রীপত্রিকার কথা, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, কুলশেখর, সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ,

অভক্তিমার্গ, বিষ্ণুচিত্ত, প্রতিকূল মতবাদ, কৃষ্ণদাস বাবাজী, তোষণীর কথা, গুরুস্বরূপ, প্রবোধানন্দ, ভক্তিমার্গ, সমালোচনা, তোষণীপ্রসঙ্গ, অর্থ ও অনর্থ; বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত; গোহিতে পূর্ব্বাদেশ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, অন্তর্দ্বীপ, প্রকট-পূর্ণিমা, চৈতন্যাব্দ, উপকুর্বাণ, বর্ষশেষ।

সজ্জনতোষণী ১৯শ বর্ষের প্রবন্ধাবলী ও পুস্তিকা (১৯১৬-১৭)।

নববর্ষ, আসনের কথা, সাময়িক প্রসঙ্গ, আচার্য্য-সন্তান, বিদেশে গৌরকথা, সমালোচনা, আমার প্রভুর কথা (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের চরিত), বৈষ্ণবের বিষয়, গুরুস্বরূপে পুনঃ প্রশ্ন, বৈষ্ণব-বংশ, বিরহ-মহোৎসব, শ্রীপত্রিকার উক্তি, প্রাকৃতরস-শত-দূষণী (প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালী শত প্রকারে নিরাস, পদ্যগ্রন্থ), দুইটি উল্লেখ, গানের অধিকারী কে? সদাচার, অমায়া, প্রার্থনারস-বিবৃতি (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র বিস্তৃত ব্যাখ্যা), প্রতিবন্ধক, ভাই সহজিয়া, বর্ষশেষ।

সজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী (১৯১৭-১৮)—

নববর্ষ, সমালোচনা, সাময়িক প্রসঙ্গ, সজ্জন—কৃপালু, শক্তি-পরিণত জগৎ, সজ্জন—অকৃতদ্রোহ, প্রার্থনা-রস-বিবৃতি, সজ্জন—সত্যসার, প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে, নাগরী মঙ্গল্য, সজ্জন—সম, সজ্জন—নির্দোষ, সজ্জন—বদান্য, ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে, সজ্জন—মৃদু, সজ্জন—অকিঞ্চন, সজ্জন—শুচি, বৈষ্ণব দর্শন (কৃষ্ণনগর টাউনহলের সাহিত্য-সভায় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বক্তৃতা), বর্ষশেষ।

সজ্জনতোষণী ২১শ বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী (১৯১৮-১৯)—

নববর্ষ, সজ্জন—সর্ব্বোপকারক, সজ্জন—শান্ত, শ্রীগৌর কি বস্তু? সজ্জন—কৃষ্ণৈকশরণ, সজ্জন—অকাম, সজ্জন—নিরীহ, সজ্জন—স্থির, সজ্জন—বিজিত ষড়্গুণ, শ্রীমূর্ত্তি ও মায়াবাদ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা, সজ্জন—মিতভুক্, ভক্তিসিদ্ধান্ত, সজ্জন—অপ্রমত্ত।

সজ্জনতোষণী ২২শ বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী (১৯১৯-২০)—

বর্ষোদ্ঘাত, সজ্জন—মানদ, সজ্জন—অমানী, সজ্জন—গম্ভীর, সজ্জন—করুণ, সজ্জন—মৈত্র, কাল-সজ্ঞায় নাম, শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ, কর্ম্মীর কাণাকড়ি, গুরুদাস, দশা, দীক্ষিত।

সজ্জনতোষণী ২৩শ বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী (১৯২০-২১)—

হায়নোদ্ঘাত, ঐকান্তিক ব্যভিচারী, নির্জ্জনে অনর্থ, "মন তুমি কিসের বৈষ্ণব"?—(সঙ্গীত), সজ্জন—কবি, চাতুর্মাস্য, পঞ্চোপাসনা, বৈষ্ণব ও ইতর স্মৃতি, সংস্কার-সন্দর্ভ, সজ্জন—দক্ষ, বৈষ্ণব-মর্য্যাদা, সজ্জন—মৌনী, যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা, অপ্রাকৃত।

শিক্ষাষ্টকের লঘু বিবরণ—১৯২১।

সজ্জনতোষণী ২৪শ বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী (১৯২১-২২)—

নববর্ষ, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, মেকি ও আসল, সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, হরিনাম-মহামন্ত্র, সগুণোপাসনা, নিষিদ্ধাচার।

বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি—(বৈষ্ণব পরিভাষার অভিধান) ১ম সংখ্যা—১৯২২, জানুয়ারী; ২য় সংখ্যা—১৯২২, মে; ৩য় সংখ্যা—১৯২৩, মে; ৪র্থ সংখ্যা—১৯২৫, মার্চ।

শ্রীমদ্ভাগবত—গৌরকিশোরান্বয় স্বানন্দকুঞ্জানুবাদ, অনন্তগোপাল-তথ্য ও সিন্ধু-বৈভব-বিবৃতির সহিত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবের পূর্বে খণ্ডে খণ্ডে প্রচারারম্ভ ও ১৯৩৫ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর ভাদ্র পূর্ণিমায় সমাপ্ত।

প্রতিসম্ভাষণ—২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪।

শ্রীচৈতন্যভাগবত (প্রথম সংস্করণ)—১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সময় সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ—গৌড়ীয়-ভাষ্যের সহিত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে সমাপ্ত।

ভক্তিসন্দর্ভ—(গৌড়ীয়-ভাষ্যসহ) ১৯২৪, ডিসেম্বর হইতে মুদ্রণারম্ভ ও ১৯৩৩, নভেম্বর মাসে সমাপ্ত।

প্রমেয়রত্নাবলী—('গৌড়ীয়-ভাষ্য') ১৯২৫, এপ্রিল।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক—(শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী) অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও গৌড়ীয়-ভাষ্যের সহিত সম্পাদন—১৯২৬।

শ্রীব্যাস-পূজায় অভিভাষণ—১৯২৬, ফেব্রুয়ারী।

বেদান্ততত্ত্বসার—(শ্রীরামানুজাচার্য্য-প্রণীত বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থ) বঙ্গানুবাদসহ সম্পাদন—১৯২৬, এপ্রিল।

মণিমঞ্জরী—১৯২৬, নভেম্বর সম্পাদন।

শ্রীভাগবতের পুনরাবৃত্তি—২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত সদাচার-স্মৃতিঃ (বঙ্গানুবাদ ও পরিশিষ্ট সহ প্রকাশ) ১৯২৭, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা—১৯২৭, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী।

সজ্জনতোষণী পত্রিকা বা হারমনিষ্ট—ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশ। ১৫ই জুন, ১৯২৭।

শ্রীচৈতন্যভাগবত—(ইংরাজী অনুবাদ) ১৯২৭।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—(বিশ হাজার প্রকাশ) ১৯২৭।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ সম্পাদন—১৯২৮।

প্রতিনিবেদন—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮।

বিজ্ঞপ্তি—২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—(শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বিরচিত) ১৯২৯, সম্পাদন।

ব্যাসপূজায় প্রত্যভিভাষণ—১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০।

হরিভক্তিকল্পলতিকা (২য় সংস্করণ) বঙ্গানুবাদ সহ, ১৯৩১ ফেব্রুয়ারী।

বার্ষিক অভিভাষণ—২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২।

My Guru Puja—(মাদ্রাজে লিখিত) ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২।

Rai Ramananda—(ইংরাজীতে) ২৯শে মে, ১৯৩২।

Sree Brahma Samhita—(fifth chapter, ইংরাজী ভাষায় অনূদিত) ১৯৩২।

Relative Worlds—২৮শে আগষ্ট, ১৯৩২।

পরতন্ত্র জগদ্দ্বয়—২৮শে আগষ্ট, ১৯৩২।

পুরুষার্থ-বিনির্ণয়—৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩২।

A few words on Vedanta—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২।

The Vedanta—Its Morphology and Ontology—২৭শে আগষ্ট, ১৯৩৩।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রে প্রভুপাদের লিখিত কতিপয় প্রবন্ধঃ—

১ম বর্ষ (১৯২২-২৩)—শ্রীকৃষ্ণজন্ম, মধুরলিপি, লোক-বিচার, পরমার্থ, পুরাণ-সংবাদ, নীতিভেদ, রুচিভেদ, শ্রীজীব গোস্বামী, গৌড়ীয়ে প্রীতি, দুর্গাপূজা, শারদীয়া বাহন, যে-দিকে বাতাস, মরুতে সেচন, স্মার্ত্তের কাণ্ড, বিচার-আদালত, সেবাপর নাম, ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু-গীতি, শ্রীমধ্ব-জন্মতিথি, বর্ণাশ্রম, অপ্রকট-তিথি, ব্রজে বানর, সামাজিক ভেদ, চ্যুতগোত্র, নৃমাত্রাধিকার, ভৃতক শ্রোতা, বৈষ্ণব ও অভৃতক, দীক্ষাবিধান, আসুরিক প্রবৃত্তি, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, সদাচারস্মৃতি, পঞ্চরাত্র, নিগম ও আগম, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বৈষ্ণবদর্শন, বর্ণান্তর, পরিচয়ে প্রশ্ন, অসত্যে আদর, অযোগ্য সন্তান, অশূদ্র দীক্ষা, পূজা-ধিকার, অনাত্মজ্ঞান, নিজ-পরিচয়, বংশ-প্রণালী, গৌর-ভজন, ধান্য ও শ্যামা, তৃতীয় জন্ম, অবৈধ সাধন, বৈজ-ব্রাহ্মণ, প্রচারে ভ্রান্তি, ভাগবত-শ্রবণ, মঠ কি? আছে অধিকার, শ্রীধর স্বামী, ব্যবহার, কমিনা, শক্তিসঞ্চার, বর্ষপরীক্ষা, একজাতি, ইহলোক, পরলোক।

২য় বর্ষ (১৯২৩-২৪)—বর্ষপ্রবেশ, ব্রহ্মণ্যদেব, গুরুব্রুব, কীর্ত্তনে বিজ্ঞান, আবির্ভাব তিথি, মঠের উৎসব, দীক্ষিত, গোস্বামিপাদ, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি, গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী, শ্রীবিগ্রহ, জাবালা-কথা, স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব, সামাজিক অহিত, প্রকৃত ভোক্তা কে? গৌড়ীয়ের বেষ, প্রতিসম্ভাষণ, সূত্র-বিদ্বেষ, সাময়িক প্রসঙ্গ (৪২-৪৪, ৪৯-৫০ সংখ্যা আংশিক)।

৩য় বর্ষ (১৯২৪-২৫)—গৌড়ীয় হসপাতাল, সাময়িক প্রসঙ্গ (৭ম সংখ্যা), ভাগবত বিবৃতি, শ্রীকুল-শেখর, মেয়েলি-হিন্দুয়ানী।

৪র্থ বর্ষ (১৯২৫-২৬)—মধুর লিপি, শ্রীব্যাসপূজায় অভিভাষণ, প্রাপ্তপত্র (রহস্য), অশ্রৌত দর্শন, বেদান্ত-তত্ত্বসারের উপোদ্ঘাত।

৫ম বর্ষ (১৯২৬-২৭)—পত্রাবলী, দর্শনে ভ্রান্তি (৩৮ সং), বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-ব্যবস্থা (৪১ সং), আলোচকের আলোচনা, ন্যাকাবোকার স্বরূপ।

৬ষ্ঠ বর্ষ (১৯২৭-২৮)—মান-দান ও হানি, প্রতি-নিবেদন, পরমার্থ, গৌড়পুর, আসল ও নকল, অহৈতুক ধামসেবক, সর্বপ্রধান বিবেচনার বিষয়, ভাই কুতার্কিক, কৃষ্ণভক্ত নির্বোধ নহেন, প্রাচীন কুলিয়ায় সহর নবদ্বীপ, কপটতা দরিদ্রতার মূল, একশ্চন্দ্র,পুণ্যারণ্য, গোড়ায় গলদ, নীলাচলে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ।

৭ম বর্ষ (১৯২৮-২৯)—সাময়িক প্রসঙ্গ (১ম সং), বিরক্ত জঘন্য নহে, আমি এই নই আমি সেই, ব্যবসাদারের কপটতা, হংসজাতির ইতিহাস, পত্রাবলী, মন্ত্র-সংস্কার, ভোগ ও ভক্তি, সুনীতি ও দুর্নীতি, কৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীধাম-বিচার, একায়নশ্রুতি ও তদ্-বিধান, প্রতীচ্যে কার্ষ্ণ-সম্প্রদায়, বিজ্ঞপ্তি, **পঞ্চরাত্র**, নীলাচলে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ, তীর্থ পাণ্ঢরপুর, মাণিক্যভাস্কর, বৈষ্ণব-স্মৃতি, মহান্ত-গুরুতত্ত্ব (৪২ সংখ্যা), বোষ্টম পার্লামেণ্ট, অলৌকিক ভক্তচরিত্র (৪৮ সংখ্যা)।

৮ম বর্ষ (১৯২৯-৩০)—শ্রীধাম মায়াপুর কোথায়? গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ, সাত্বত ও অসাত্বত, ভারত ও পরমার্থ, পরমার্থের স্বরূপ, পত্রাবলী, ব্যাসপূজায় প্রত্যভিভাষণ,প্রাচীন কুলিয়ায় দ্বারভেট, শিক্ষক ও শিক্ষিত, বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেম, আত্মহারা পাঠক, আশ্রমের বেষ।

৯ম বর্ষ (১৯৩০-৩১)—শ্রীভক্তিমার্গ, পারমার্থিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ, ভবরোগীর হাসপাতাল, জগবন্ধুর কৃষ্ণানুশীলন, পত্রাবলী।

১০ম বর্ষ (১৯৩১-৩২)—গৌড়ীয়-মহিমা, পত্রাবলী, সৎশিক্ষার্থীর বিবেচ্য, নিম্বভাস্কর, অজ্ঞ ও বিজ্ঞের নর্মকথা, বৈষ্ণব-বংশ, বার্ষিক অভিভাষণ (ব্যাস-পূজায় মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত), কনফুঁচোর বিচার, পত্র।

১১শ বর্ষ (১৯৩২-৩৩)—একাদশ-প্রারম্ভিকা, পত্রাবলী (১), বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মাধুকর ভৈক্ষ্য, প্রদর্শকের অভিভাষণ, পত্রাবলী (২), দৃষ্টিবৈক্লব্য (২৮ সং), আমার কথা, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী (৩৫ সংখ্যা), কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা, কৃষ্ণে মতিরস্তু।

১২শ বর্ষ (১৯৩৩-৩৪)—কৃপাশীর্ব্বাদ।

১৩শ বর্ষ (১৯৩৪-৩৫)—স্ব পর-মঙ্গল, বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ, ভোগবাদ ও ভক্তি।

১৪শ বর্ষ (১৯৩৫-৩৬)—নববর্ষ, পত্রাবলী, বড় আমি ও ভাল আমি, তদ্বন, বাস্তববস্তু।

১৫শ বর্ষ (১৯৩৬-৩৭) —হায়নোদ্ঘাত, পত্র।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত আরও প্রবন্ধ, পত্র, আত্মচরিত, দিনপঞ্জী, ব্যাখ্যা, বিবৃতি, গ্রন্থ ও সাহিত্য, গৌড়ীয় কার্য্যালয়ে সংরক্ষিত আছে; 'নদীয়া-প্রকাশ' ও 'হার্মনিষ্ট' পত্রে লিখিত শ্রীল প্রভুপাদের বহু প্রবন্ধ আছে। উহার তালিকা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) ব্যাসপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' তাঁহার 'আলো ও কালো' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। 'গৌড়ীয়ের' আরও কতিপয় প্রবন্ধের নাম উদ্ধৃত হয় নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ (২য় সংস্করণ), ব্রহ্মসংহিতা (২য় সংস্করণ), ব্রহ্মসংহিতা ইংরাজী অনুবাদ, প্রেমবিবর্ত্ত (৪র্থ সংস্করণ), ভজন-রহস্য (৩য় সংস্করণ), অর্চ্চন-পদ্ধতি (৩য় সংস্করণ), অর্চ্চন-কণ (২য় সংস্করণ), জৈবধর্ম (৫ম সংস্করণ), জৈবধর্মের ইংরাজী অনুবাদ, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (৪র্থ সংস্করণ), শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (ইংরাজী ও তেলেগুভাষায় প্রকাশ), গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্য ও শ্রীভক্তিবিনোদকৃত ভাষ্যাদি সহিত ৩য় সংস্করণ), গীতা (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত ভাষ্য ও ভক্তিবিনোদ-ভাষা-ভাষ্যাদির সহিত (৩য় সংস্করণ), ঈশোপনিষৎ (২য় সংস্করণ), শ্রীনবদ্বীপ ধাম (-মাহাত্ম্য৩য় সংস্করণ), তত্ত্বমুক্তাবলী (২য় সংস্করণ), তত্ত্ববিবেক (২য় সংস্করণ), তত্ত্বসূত্র (দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ), হরিনাম-চিন্তামণি (৪র্থ সংস্করণ), সৎক্রিয়া-সার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা (৩য় সংস্করণ), Life & Precepts of Sree Chaitanya Mahaprabhu (4th Edition), The Bhagabat : Its Philosophy and Theology (3rd Edition), শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য (৪র্থ সংস্করণ), শরণাগতি (১৩শ সংস্করণ), শরণাগতি (ইংরাজী ও তামিল ভাষায়), কল্যাণকল্পতরু (৮ম সংস্করণ), ঐ ওড়িয়া অক্ষরে প্রকাশ, গীতাবলী (৭ম সংস্করণ), ঐ ওড়িয়া

অক্ষরে প্রকাশ, গীতমালা (৪র্থ সংস্করণ), শিক্ষাষ্টকের সম্মোদন-ভাষ্য (৩য় সংস্করণ) ইত্যাদি।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কলিত কতিপয় গ্রন্থ

১। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর 'বৃহদ্ভাগবতামৃত', ২। শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর 'সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত', ৩। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর 'ভাগবত সন্দর্ভ' বা 'ষট্-সন্দর্ভ' ও ৪। 'সর্ব্বসম্বাদিনী', ৫। 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিবৃতি' ৬। শ্রীল রূপ গোস্বামি প্রভুর 'স্তবমালা' (অন্বয় ও অনুবাদ সহ), ৭। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর 'স্তবাবলী' (অন্বয় ও অনুবাদ-সহ), ৮। শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর 'পদ্যাবলী,' ৯। শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যগণের সমগ্র গ্রন্থের অন্ততঃ মূলের মুদ্রণ, ১০। বৈষ্ণবস্মৃতিকল্পদ্রুম অথবা অষ্টোত্তরশততত্ত্ব, ১১। বেদান্তকল্পদ্রুম, ১২। Sree Rupa Goswami (in English), ১৩। পারমার্থিক ভারত, ১৪। প্রধান প্রধান কএকখানি উপনিষদ্ (বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্য ও গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সহ), ১৫। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের শ্রীল সনাতন ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর এবং শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থপাদের টীকা ও স্বরচিত বিবৃতি সহ, ১৬। Hints on the Study of Bhagavatam, ১৭। শ্রীমদ্ ভাগবতার্কমরীচিমালার নূতন সংস্করণ—পরিশিষ্ট ও অন্বয়ানুবাদ-সহ, ১৮। 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার ২৪শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। উহার ১১শ ও ১২শ সংখ্যা সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা ছিল। ১৯। শ্রীহরিভক্তিবিলাসসার, ২০। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ, শ্রীল শিবানন্দ-পুত্র শ্রীচৈতন্যদাসকৃত টীকা ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত 'সারঙ্গরঙ্গদা' নাম্নী টীকা এবং অন্বয় সহ, ২১। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকাশিত 'স্বনিয়মদ্বাদশকম্', ২২। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র বিবৃতি, ২৩। 'বেদান্ত স্যমন্তক' ও 'সিদ্ধান্তরত্ন' বা 'ভাষ্যপীঠক', ২৪। 'শ্রীমধ্ববিজয়'—অন্বয় ও অনুবাদ সহ, ২৫। শ্রীমধ্বকৃত 'মহাভারত তাৎপর্য্যাদি' কতিপয় গ্রন্থ (অনুবাদ সহ), ২৬। 'শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা'—শ্রীরামানুজ ও শ্রীধরের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা-সহ, ২৭। 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা', ২৮। 'শ্রীমন্মহাভারত'—শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত লক্ষাভরণ বা লক্ষালঙ্কার-টীকা সহ, ২৯। 'যুক্তিমল্লিকা' সম্পূর্ণ (বাকী ৪টি সৌরভ অনুবাদ-সহ), ৩০। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত শ্রীআম্নায়সূত্রের শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও প্রকরণভাষ্য-সহ (অপ্রকাশিত), ৩১। 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'—সংস্কৃত টীকা সহ।

শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত যন্ত্রস্থ গ্রন্থ

১। 'ভক্তিরত্নাকর', ২। 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা' ৫ম খণ্ড (আংশিক মুদ্রিত), ৩। ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমধ্বকৃত'অণুভাষ্যম্', ৪। 'সরস্বতী জয়শ্রী' (শ্রীপর্ব্ব)।

প্রভুপাদের সম্পাদিত ও প্রবর্ত্তিত সাময়িক পত্র

১। **'সজ্জনতোষণী'** বা 'The Harmonist'—ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গাব্দ ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮১ খৃষ্টাব্দ, এপ্রিল) যশোহরের নড়াইল হইতে এই পারমার্থিক পত্রিকা প্রবর্ত্তন ও সম্পাদন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর উক্ত পত্রিকার ১৮শ খণ্ড বঙ্গাব্দ ১৩২২, চৈত্র; ইংরাজী ১৯১৫, মার্চ্চ হইতে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পুনঃ সম্পাদন করিতে থাকেন। ২৫শ খণ্ড হইতে উক্ত পত্রিকা 'Harmonist' নামে পরিচিত হইয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৯৩৪, ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে হারমনিষ্ট পাক্ষিক পত্ররূপে পরিণত হয়।

২। **'গৌড়ীয়'**—বঙ্গাব্দ ১৩২৯, ২রা ভাদ্র, খৃষ্টাব্দ ১৯২২, ১৯শে আগষ্ট কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্রিকা-রূপে গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত।

৩। **'দৈনিক-নদীয়া প্রকাশ'**—বঙ্গাব্দ ১৩৩৩, ফাল্গুন, খৃষ্টাব্দ ১৯২৬ মার্চ্চ মাসে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে নদীয়ার অধীশ্বর সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের কথা প্রচারের জন্য নদীয়া-প্রকাশ-পত্র প্রবর্ত্তন করেন। ইহা প্রথমে ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হইত, পরে বঙ্গাব্দ ১৩৩৪,

১৫ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৯০৮, ২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে 'নদীয়া প্রকাশ' দৈনিক পত্ররূপে প্রকাশিত।

৪। **'ভাগবত'**—শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২২শে কার্ত্তিক; ইংরাজী ১৯৩১, ৮ই নবেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় এই পত্র হিন্দী ভাষায় প্রবর্ত্তন করেন।

৫। **'কীর্তন'**—বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ভাদ্র; ইংরাজী ১৯৩২, সেপ্টেম্বর মাসে অসমীয়া ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে শ্রীল প্রভুপাদ এই পারমার্থিক মাসিক পত্র প্রবর্তন করেন।

৬। **'পরমার্থী'**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উৎকল ভাষায় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২রা জ্যৈষ্ঠ; ১৯৩২, ১৬ই মে তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ এই পাক্ষিকপত্র প্রবর্ত্তন করেন; ইহা প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়।

উপরিউক্ত পারমাথিক সাময়িক পত্র ব্যতীত শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার অধ্যাপক-লীলাবিলাসকালে নিম্নলিখিত পত্রিকা সম্পাদন ও প্রচার করেন—

১। **'বৃহস্পতি' or 'Scientific Indian'**—বঙ্গাব্দ ১৩০৩, কার্ত্তিক; ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ, অক্টোবর মাসে গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ-বিষয়ক উক্ত মাসিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।

২। **'জ্যোতির্ব্বিদ্'**—বঙ্গাব্দ ১৩০৮ সালের বৈশাখ, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ-বিষয়ক উক্ত মাসিকপত্র ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩। **'নিবেদন' or 'Sign Board'**—সাপ্তাহিক পত্র, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচারিত।

প্রভুপাদের কীর্তনাঙ্গ মুদ্রাযন্ত্র বা 'বৃহৎমৃদঙ্গ'

১। **'ভাগবত-যন্ত্র'** (কৃষ্ণনগর)—১৯১৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীল প্রভুপাদ কালীঘাট ৪নং সা-নগর লেনে 'ভাগবত-যন্ত্র' স্থাপন করেন। ১৯শে মে তারিখে তাহাতে প্রথম পারমার্থিক সাহিত্য প্রচারের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১২ই সেপ্টেম্বর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য ও প্রভুপাদের অনুভাষ্যের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মুদ্রিত হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীভাগবত-যন্ত্র শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে ভাগবত যন্ত্র স্থানান্তরিত হইয়া 'ভাগবত প্রেস' নামে পরিচিত হয়।

২। **'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'** (কলিকাতা)—বঙ্গাব্দ ১৩৩০ শ্রাবণ, ইংরাজী ১৯২৩ আগষ্ট মাসে কলিকাতা ২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোডে শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র ও গৌড়ীয় গ্রন্থাবলী প্রচারের জন্য 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' স্থাপন করেন। পরে ১লা জুন, ১৯৩৫, ইহা বাগবাজার-গৌড়ীয় মঠের নিকট স্থানান্তরিত হয়।

৩। **'নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয়'** (শ্রীধাম মায়াপুর)—বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ আষাঢ়, ইংরাজী ১৯২৮ জুন, 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রণ ও পারমার্থিক গ্রন্থাবলী প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে এই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়।

৪। **'পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'** (কটক)—ইংরাজী ১৯৩৬ জানুয়ারী, বঙ্গাব্দ ১৩৪২ মাঘ, উৎকল ভাষায় পাক্ষিকপত্র 'পরমার্থী' ও অন্যান্য পারমার্থিক সাহিত্য উৎকল ভাষায় প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ এই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। গঞ্জামের অন্তর্গত বহরমপুরের কবিরাজ সজ্জনবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা এই মুদ্রাযন্ত্রটি দান করিয়া প্রচারের আনুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত অপ্রকাশিত পত্রসমূহ 'পত্রাবলী' ১ম—৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত ও সেবা-সম্বর্দ্ধিত শুদ্ধভক্তিমঠ ও মঠালয় ও হরিসেবা প্রতিষ্ঠান-সমূহ

১। **শ্রীচৈতন্য মঠ (মূলমঠ)**

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, এইস্থানে আচার্য্য-পাদপীঠ, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীবিনোদ-প্রাণ জিউ এবং সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্যবিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত। দৈনিক

পারমার্থিক মুখপত্র 'নদীয়'-প্রকাশ' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত।

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ

পোঃ বাগবাজার, কলিকাত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে স্থাপিত ও ১৯৩০ অব্দে বাগবাজারের নূতন মঠালয়ে স্থানান্তরিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদানন্দজীউর নিত্য সেবা। 'হারমনিষ্ট' বা 'সজ্জনতোষণী' নামক ইংরাজী পাক্ষিক ও 'গৌড়ীয়' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত।

৩। শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান। শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌর নারায়ণ, শ্রীরাধামাধব, পঞ্চতত্ত্ব ও যোগপীঠের অভ্যন্তর (ভূগর্ভ) হইতে প্রকাশিত শ্রীঅধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তির নিত্যসেবা বর্ত্তমান।

৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর বৈষ্ণবসভা ও সেবা।

৫। শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীধাম মায়াপুর; শ্রীগৌরলীলার সঙ্কীর্ত্তন রাসস্থলী। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের নিত্যসেবা।

৬। কাজির সমাধিপাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া); শ্রীগৌরকৃপাপ্রাপ্ত চাঁদ-কাজির সমাধি।

৭। শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট

শ্রীধাম মায়াপুর; শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীসীতারামের সেবা।

৮। পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ; শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ সমূহ; সপ্রস্থান চতুষ্টয় বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার আসন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ স্থাপিত।

৯। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া; ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। পারমার্থিক শিক্ষার অনুকূলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হয়।

১০। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার বা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত; শ্রীধাম মায়াপুর।

১১। জয়দেব-গৌড়ীয় মঠালয়

শ্রীনাথপুর (নদীয়া); গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেবের স্থান।

১২। স্বানন্দসুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া); নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ভজন-স্থান। শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা।

১৩। সুবর্ণবিহার গৌড়ীয় মঠ

গৌড়পুর (নদীয়া); ইহা রুক্মবর্ণ সপার্ষদ গৌরসুন্দরের নৃত্য-কীর্ত্তন-ক্ষেত্র।

১৪। শ্রীকুঞ্জ কুটীর

কৃষ্ণনগর, নদীয়া; আচার্য্যের ভজন-স্থান।

১৫। তেতিয়া কুঞ্জকানন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

১৬। শ্রীভাগবত-আসন

কৃষ্ণনগর (নদীয়া); ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আচার্য্যের কীর্ত্তন-প্রচারাঙ্গ ভাগবত-মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত।

১৭। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্ধমান); গৌরপার্ষদ দ্বিজ-বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

১৮। শ্রীমোদদ্রুম-ছত্র

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্ধমান), শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব স্থান। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-সেবা; ১৯২১ খৃঃ।

১৯। শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয় মঠালয়

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান); শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থান।

২০। শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

২১। শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি (নদীয়া); ১৯২৯ সালে প্রকাশিত।

২২। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া); ১৯৩১ সালে পুনঃ সেবা-প্রকাশ। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের সমাধি বর্ত্তমান।

২৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ

ঢাকা, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউর নিত্যসেবা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রচার-কেন্দ্র।

২৪। শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা; শ্রীগোপাল বিগ্রহের নিত্য সেব ।

২৫। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি (ঢাকা); শ্রীগদাই গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা।

২৬। শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ।

২৭। আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান); শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউর নিত্য সেবা।

২৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত; ডুমুরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা (মানভূম)।

২৯॥ শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠ

১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত; চিঙ্গলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর (মেদিনীপুর)। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীবিনোদনাথ জিউর নিত্য সেবা।

৩০। অমর্ষিগৌড়ীয় মঠ

পোঃ অমর্ষি (মেদিনীপুর)।

৩১। ব্রাহ্মণ পাড়া-প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণ পাড়া, পোঃ মাজু (হাওড়া); ষড়্‌ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা।

৩২। দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠ।

আগষ্টভিলা, দার্জিলিং; ১৯৩৬ অব্দে প্রকাশিত। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য সেবা বর্তমান।

৩৩। রাণাঘাট গৌড়ীয় মঠাসন

৩৪। পুঁড়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ

পুঁড়া (চব্বিশ পরগণা)।

৩৫। গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

গোয়ালপাড়া (আসাম); অসমিয়া ভাষায় 'কীর্তন' নামক মাসিক পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হয়।

৩৬। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)।

৩৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটক পর্ব্বত, পুরী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থান 'ভক্তিকুটি'তে প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটক পর্বতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, শ্রীব্যাস, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউর সেবা বর্তমান।

৩৮। ভক্তিকুটি

স্বর্গদ্বার, পুরী—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজন-স্থান।

৩৯। ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। পোঃ ভুবনেশ্বর (পুরী)। আচার্য্যের ভজন-স্থান ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের নিত্য সেবা।

৪০। শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ

আলবর নাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী); শ্রীগৌড়ীয়া-নাথ ও শ্রীশ্রীগোপী-গোপীনাথের নিত্যসেব বর্ত্তমান।

৪১। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ ওড়িয়া বাজার (কটক); ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। এই স্থানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউর নিত্যসেবা। উৎকল ভাষায় শুদ্ধভক্তি সাহিত্য ও 'পরমার্থী' নামক পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়।

৪২। বালেশ্বর-গৌড়ীয়মঠ-পীঠ

৪৩। শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী ; গৌর-রামানন্দ-মিলন-স্থানে আচার্য্য কর্ত্তৃক ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের নিত্যসেবা।

৪৪। মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ ; ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। কৃষ্ণকীর্ত্তন হল ও সুবৃহৎ মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। এই স্থান হইতে ইংরাজী ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রচার হয়।

৪৫। পাটনা-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ বাঁকীপুর, কদমকুয়া ; শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদ-গোবিন্দানন্দ জিউর নিত্য সেবা এবং বিহারের প্রচার কেন্দ্র।

৪৬। দানাপুর গৌড়ীয় মঠালয়

৪৭। গয়া গৌড়ীয় মঠ

রম্ণা রোড, গয়া ; ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৪৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

৪২ ফরিদপুরা, বেনারস-সিটী ; ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদ-বিনোদ-জিউর নিত্যসেবা ও পারমার্থিক হিন্দী সাহিত্য-প্রচার-কেন্দ্র।

৪৯। শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ

এলাহাবাদ ; ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী প্রকাশিত। গৌরপদাঙ্কিত রূপশিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা ও শ্রীরূপমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক আচার্য্যের শ্রীরূপশিক্ষা-প্রচারের কেন্দ্র।

৫০। শ্রীপরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার (নৈমিষারণ্য), সীতাপুর ; এখানে ভাগবত-পাঠশালা এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীবিনোদ-বিলাস জিউর সেবা বর্ত্তমান। এখান হইতে হিন্দী ভাষায় পাক্ষিক পারমার্থিক 'ভাগবত' পত্র প্রকাশিত হয়।

৫১। ভাগবত-পাঠশালা

নৈমিষারণ্য, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৫২। শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল ; শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরামের নিত্যসেবা। ১৯২৭, ২১শে নবেম্বর।

৫৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার, সাহারাণপুর ; ইউ, পি।

৫৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা ; শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জিউর নিত্যসেবা। ১৯২৬, ১৫ই নবেম্বর।

৫৫। শ্রীমথুরা-গৌড়ীয় মঠালয়

বিশ্রাম ঘাট, মথুরা।

৫৬। শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ

শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর পুষ্পসমাধি।

৫৭। শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ

আচার্য্যের স্বভজন-স্থান ; ভাবসেবা ও ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের পুষ্প সমাধি-সেবা।

৫৮। শ্রীরাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

শ্রীরাধাকুণ্ড।

৫৯। শ্রীসঙ্কেতবিহারী মঠ

বর্ষাণা পোঃ, মথুরা।

৬০। শ্রীনন্দগ্রাম গৌড়ীয় মঠালয়

নন্দগ্রাম, মথুরা।

৬১। বর্ষাণা-গৌড়ীয় মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা।

৬২। শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ

শেষশায়ী, পোঃ হোডোল্, জেলা গুর্গাঁও, পাঞ্জাব, গৌরপদাঙ্কিত স্থানে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা।

৬৩। দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩ হনুমান্ রোড্, নিউদিল্লী ; ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা ও পাঞ্জাব প্রদেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থানঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬ ফোন ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈত গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থানঃ শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা** — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ·৬২

(২) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)** — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১·৫০

(৩) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** — ঐ — „ ১·০০

(৪) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— „ ·৫০

(৫) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— „ ·৬২

(৬) **শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত**—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — „ ১·০০

(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ :—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — „ ৫·০০

(৯) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — „ ১·০০

(১০) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**—
ডাঃ এস, এন্ ঘোষ প্রণীত — „ ১·৫০

(১১) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... ... যন্ত্রস্থ

(১২) **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) ২৫

(১১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮৭ ; বঙ্গাব্দ—১৩৭৯-৮০

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-নির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, আগামী ৪ চৈত্র (১৩৭৯), ১৮ মার্চ্চ (১৯৭৩) তারিখে প্রকাশিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। **ভিক্ষা—·৫০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত—·২৫ পয়সা।**

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি-উক্ত ঠিকানায় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীমঠের ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।
(ফোন : ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৩শ বর্ষ

৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।
৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা-২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড্, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় -২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন : –

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০। ১২ ত্রিবিক্রম, ৪৮৭ গৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার; ২৯ মে, ১৯৭৩ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি মঠ, মঠালয় ও হরিসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ

[১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৬৬শ পৃষ্ঠার পর]

৬৪। বোম্বে গৌড়ীয় মঠ

কল্যাণদাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড্, বোম্বে ৭। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৬৫। লণ্ডন গৌড়ীয় মঠালয়

৩। গ্লস্টার হাউস্, কর্ণওয়াল গার্ডেনস্, এস্, ডব্লিউ-৭, লণ্ডন; টেলি—'গৌড়ীয়' লণ্ডন। ১৯৩৩ অব্দে প্রকাশিত।

৬৬। রেঙ্গুন গৌড়ীয় মঠালয়

২২৪ লুইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ। ১৯৩৬ অব্দে প্রকাশিত।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১। মন্দার—শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

২৭শে আশ্বিন, ১৩৩৬; ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৯ খৃঃ প্রকাশিত।

২। কানাই নাটশালা—শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

২৯শে আশ্বিন, ১৩৩৬; ১৫ই অক্টোবর, ১৯২৯ খৃঃ প্রকাশিত।

৩। যাজপুর—শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

৯ই পৌষ, ১৩৩৭; ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩০ খৃঃ প্রকাশিত।

৪। কুর্ম্মক্ষেত্র—শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১০ই পৌষ, ১৩৩৭; ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩০ খৃঃ প্রকাশিত।

৫। সিংহাচল—শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১১ই পৌষ, ১৩৩৭; ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩০ খৃঃ প্রকাশিত।

৬। কভুর—শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১৩ই পৌষ, ১৩৩৭; ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩০ খৃঃ প্রকাশিত।

৭। মঙ্গলগিরি—শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১৫ই পৌষ, ১৩৩৭; ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩০ খৃঃ প্রকাশিত।

৮। ছত্রভোগ—শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১৯শে চৈত্র, ১৩৪০; ২রা এপ্রিল ১৯৩৪ খৃঃ প্রকাশিত।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত কতিপয় প্রচার-প্রতিষ্ঠান, সভা, সম্মিলনী ও সঙ্ঘ

১। শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন

১৯১৮ সালের নবেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রকাশিত।

২। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা

শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি-গোস্বামিবর্গের প্রতিষ্ঠিত উক্ত সভা শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী পুনঃ কলিকাতায় প্রকাশিত।

৩। শ্রীসারস্বত আসন

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত।

৪। গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘ

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট স্থাপিত।

৫। নিখিল-বৈষ্ণব-সম্মিলনী

১৯২৭, ১৮ই মার্চ্চ গৌরপূর্ণিমায় শ্রীধাম মায়াপুরে আহূত।

৬। পারমার্থিক আলোচনা সম্মিলনী

১৯৩০, খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর হইতে ৯ দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আহূত।

৭। লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটী

১৯৩৪ অব্দের ২৪শে এপ্রিল ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে য়ুরোপে প্রচারানুকূল্যে লণ্ডনে স্থাপিত।

৮। শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রকাশিত।

৯। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমায়াপুরে প্রকাশিত।

১০। দৈব-বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমায়াপুরে প্রকাশিত।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত পারমার্থিক প্রদর্শনী সমূহ

১। কুরুক্ষেত্র-গৌড়ীয়-প্রদর্শনী

৪ঠা নভেম্বর, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উদ্‌ঘাটিত।

২। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে উদ্‌ঘাটিত।

৩। কলিকাতা—শ্রীগৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক-প্রদর্শনী

৫ই নভেম্বর, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে উদ্‌ঘাটিত।

৪। কলিকাতা—শ্রীগৌড়ীয়মঠে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উদ্‌ঘাটিত।

৫। ঢাকা—সৎশিক্ষা প্রদর্শনী

৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উদ্‌ঘাটিত।

৬। কুরুক্ষেত্র—গৌড়ীয়-প্রদর্শনী

২১শে আগষ্ট, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উদ্‌ঘাটিত।

৭। পাটনা—পারমার্থিক-প্রদর্শনী

১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উদ্‌ঘাটিত।

৮। কাশী—পারমার্থিক-প্রদর্শনী

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উদ্‌ঘাটিত।

৯। প্রয়াগ-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে উদ্‌ঘাটিত।

১০। কুরুক্ষেত্র-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

১৯শে জুন, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে উদ্‌ঘাটিত।

সমবেদনা

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-বার্ত্তা জানিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে মহানুভব ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সমবেদনা-সূচক অসংখ্য পত্র ও টেলিগ্রামাদি প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নে মাত্র কয়েকটি প্রকাশিত হইল।

Private Secretary's Office

Viceroy's Camp
India

4th January, 1937

Dear Sir,

His Excellency is sorry to hear of the disappearance of Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, President-Acharyya of the Gaudiya Math and has asked me to send you his condolences.

Yours faithfully
Sd/- C. B. Duke
Assistant Private Secretary
to the Viceroy.

Private Secretary to the Governor of Bengal
Government House, Calcutta
The 1st January, 1937

Dear Sir,

His Excellency has heard with deep regret of the disappearance of the President-Acharyya of the Gaudiya Math, whose acquaintance he was very pleased to make during his visit to Mayapur in January 1935, and desires me to convey to you and to other disciples of the Math his sympathy in your great loss.

Yours faithfully
Sd/- L. G. Pinnell

Private Secretary to the Government of Bengal
Government House, Calcutta
2-1-37

Dear Sir,

You will have received by now a message of condolence from His Excellency upon the great loss you have sustained in the demise of your President Acharyya. I did not personally have the pleasure of knowing him but had heard of His Excellency's visit which was before my time. If there is anything further which I can do you will doubtless let me know.

Yours Sincerely
Sd/- L. G. Pinnell

Hon'ble Sir Frank Noyce, K.C.S.I., C.B.E.

I should first of all express my very deep sympathy with you on the very great loss you have sustained at the sudden departure of your revered President, the Founder of this Mission. I am quite sure that you will be inspired by him in carrying on the good work entrusted to you. 3-1-37

Dear Sir,

I deeply regret to hear that the President of the Math Acharyya Srimad Saraswati Goswami passed away yesterday morning at 5-30 P.M.

Yours faithfully
2.1.37. Sd/- L.H. Colson
Commissioner, Police, Calcutta

স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয়ের টেলিগ্রাম—

Deeply concerned hearing Siddhanta Sara-Swati's passing to join Bhaktivinode Thakur.
4-I-37

We are really shocked and extremely sorry to read in to-day's paper the sad news of the unexpected passing on of His Divine Grace Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj of Sree Gaudiya Math. Kindly accept our sincerest sympathy at your great loss and convey it to our other friends of the Math.

Yours Sincerely,
2.1.37. Sd/- S. Banerjee I.C.S.
(Secretary of Board of Revenue)

I learnt with a heavy heart the sad news of the passing away of Astottara Sata Sree Chidvilas Sreela Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Not to speak of the Sree Gaudiya Math alone, India has lost in him an erudite scholar of the highest order and one of her greatest religious thinkers. Pray, allow me to offer sincere condolence in this of your darkest bereavement.

With kindest regard
Yours sincerely
Sd/- H. K. Mitter

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর লিখিয়াছেন—

বিজয় মঞ্জিল,
২নং জজকোর্ট রোড, আলিপুর, কলিকাতা,
৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৭

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ,

* * পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লোকান্তর-গমনে যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আপনি ও মঠের সভ্যগণ আমার আন্তরিক সমবেদনা জানিবেন ইতি—

ভবদীয়—শ্রীবিজয় চান্দ মহতব।

গত ১০ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৫-১৫ মিনিটে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ অধিবেশনে কাউন্সিলারগণের উপস্থিততে মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সমস্ত কার্য্যাবলী স্থগিত রাখিয়া সর্ব্বাগ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের অপ্রকটে নিম্নলিখিত শ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করেন।—

On behalf of the Corporation of Calcutta I rise to condole the passing away of His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the President Acharyya of the Gaudiya Math of Calcutta and the Great leader of the Gaudiya movement throughout the world. This melancholy event happened on the first day of this New Year. Born in 1874 he dedicated his whole life to religious pursuits and dissemination of the cultural wealth of this great and ancient land of ours. An intellectual giant he elicited admiration of all by his unique scholarship, high and varied attainments, original thinking and wonderful exposition of many difficult branches of knowledge. With invaluable contributions he enriched many journals. He was the author of some devotional literature of repute. He was one of the most powerful and brightest exponents of the cult of vaishnavism, his utterances and writings displaying a deep study of Comparative philosophy and theology. Catholicity of his views, soundness of his teachings and above all his dynamic personality and the irresistible force of the pure and simple life, had attracted thousands of followers to his message of love and service to the Absolute as propagated by Sri Krishna-Chaitanya. He was the founder and the guiding spirit of the Sree Chaitanya Math at Sree Mayapur (Nadia) and the Gaudiya Math of Calcutta. The Gaudiya movement to which his contribution is no small has received a set back at the passing away of such a great soul. His departure has created a void in the spiritual horizon of India, which is difficult to be filled up.

With these few words I move the following resolution which, I am sure, conveys your own sentiments :—

(1) That the Corporation of Calcutta places on record its deep sense of sorrow at the sad demise of His Divine Grace paramahansa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Founder-President of the Calcutta Gaudiya Math, on the 1st January last at the age of 64.

(2) That this House conveys its sympathy to the members of the Gaudiya Math in Calcutta.

All the Councillors present with the Mayor and the Deputy Mayor inside the Corporation Council Chamber stood up as a sign of unanimous support of the resolution and all bowed down their heads in respect to pay their homage to the great spiritual leader of India.

৩রা জানুয়ারী (১৯৩৭) 'Advance' পত্র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন,—

The passing away of His Divine Grace Paramahansa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Founder-President of the Calcutta Gaudiya Math removes a great religious personality from India. The Gaudiya Math which is comparatively of a recent origin, being established in 1920, has acquired a great reputation as a religious centre for the Vaishnavas. It has even a branch in London, the Marques of Zetland being the first President of the London Gaudiya Mission Society. There are branches in Delhi, Allahabad and Madras which together with the Central Math in Calcutta provide a powerful asylum for the cult of true Vaishnavism and as such have thus been the Centre of world's interest in recent years.

৮ই জানুয়ারী তারিখের "Star of India" পত্র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন;—

On the passing away of the great leader of the Gaudiya movement and President-Acharyya of the Gaudiya Math, the leading personalities of India and abroad expressed their deepest regret and sympathy to the members of the Gaudiya Mission appreciating that the world has lost in him a real religious inspirator and pioneer of true devotion, a competent interpreter and exponent of the genuine Hindu Philosophy and Religion. The purely spiritual activities of the Gaudiya Math under his guidance have won the sympathy and admiration as the most important work for the spiritual understanding between the East and West and for the revival of Hindu Culture on the basis of the Common devotional service of God. These activities received the unrestricted appreciation by all interested in the matter-

---

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বাণী

"নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম"

এখন বিচার্য্য এই যে, কর্মবিচারে যে 'নিত্য' ও 'নৈমিত্তিক' শব্দ দুইটির ব্যবহার হয়, তাহা কি প্রকার? শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলে কর্ম্ম সম্বন্ধে ঐ দুইটি শব্দ পারমার্থিকভাবে ব্যবহৃত হয় না কেবল ব্যবহারিক বা ঔপচারিকভাবে ব্যবহৃত হয়। 'নিত্য ধর্ম্ম', 'নিত্যকর্ম্ম', 'নিত্য তত্ত্ব' ও 'নিত্য সত্য' প্রভৃতি শব্দগুলি কেবল জীবের বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই ব্যবহৃত হইতে পারে না। তবে যে উপায়-বিচারের কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া "নিত্য" শব্দ প্রয়োগ করা হয়, সে কেবল সংসারে নিত্যতত্ত্বের দূর উদ্দেশক বলিয়া ঔপচারিকভাবে কর্মকে নিত্য বলা যায়। কর্ম কখনই নিত্য নয়। কর্ম যখন কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ করে, তখনই কর্ম ও জ্ঞান ঔপচারিকভাবে নিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাকে "নিত্য কর্ম" বলিলে এই মাত্র বুঝায় যে, শারীরিক ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ করিবার যে পন্থা করা হইয়াছে, তাহা নিত্য সাধক বলিয়া নিত্য, বস্তুতঃ নিত্য নয়। ইহার নাম উপচার।

বস্তুতঃ বিচার করিলে জীবের পক্ষে কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র নিত্য কর্ম। ইহার তাত্ত্বিক নাম বিশুদ্ধ চিদনুশীলন। সেই কার্য্য সাধিবার জন্য যে জড়ীয় কার্য্য অবলম্বন করা যায়, তাহা নিত্য কর্মের সহায়, অতএব নিত্য বলিয়া যে অভিধান হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই। তাত্ত্বিকভাবে দেখিলে তাহাকে "নিত্য" না বলিয়া "নৈমিত্তিক" বলাই ভাল। কর্ম ব্যাপারে যে নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগ, তাহা ব্যবহারিক মাত্র, তাত্ত্বিক নয়। বস্তু-বিচার করিলে শুদ্ধ চিদনুশীলনই কেবল জীবের নিত্য ধর্ম হয়, আর যত প্রকার ধর্ম, সকলই নৈমিত্তিক। বর্ণাশ্রম ধর্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য ও তপস্যা সমুদায়ই নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত, তবে ঐ সকল ধর্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ হওয়ায় মায়ামুগ্ধ অবস্থাই এক 'নিমিত্ত'। সেই নিমিত্তজনিত ঐ সকল ধর্ম, ধর্ম হইয়াছে, অতএব তাত্ত্বিক বিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম ও তাঁহার কর্ম-ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ—এ সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম। এই সমস্ত কর্ম ধর্মশাস্ত্রে প্রশস্ত ও অধিকারভেদে নিতান্ত উপাদেয়, তথাপি নিত্য কর্মের নিকট ইহার কোন সম্মান নাই—যথা—

> বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদর বিন্দনাভ-
> পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
> মন্যে তদর্পিতমনোবচনহিতার্থ-
> প্রাণং পুণাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥
>
> (ভাঃ-৭।৯।৯)

কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, কেন না, আমি মনে করি, যাঁহার কৃষ্ণেতে অর্পিত মন, বাক্য, চেষ্টা ও অর্থ তিনি স্বীয় কুলের সহিত নিজ প্রাণকে পবিত্র করেন, কিন্তু বহুমান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারে না।

সত্য, দম, তপ, অমাৎসর্য্য, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বেদশ্রবণ ও ব্রত—এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণধর্ম। এবম্ভূত দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জগতে পূজনীয় বটে, কিন্তু যদি ঐ সকল গুণ-যুক্ত হইয়াও কৃষ্ণভক্তি-শূন্য হন, তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্য এই যে, চণ্ডাল বংশে জন্মলাভ করিয়া সাধুসঙ্গরূপ সংস্কার দ্বারা যিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত, তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জাত শুদ্ধ চিদনুশীলনরূপ নিত্য ধর্মানুশীলনে বিরত নৈমিত্তিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জগতে মানব দুই প্রকার অর্থাৎ উদিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক। অনুদিত-বিবেক মানবই সংসারকে প্রায় পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। উদিত-বিবেক বিরল। অনুদিত-বিবেক নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তদ্বর্ণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম সকল ব্যাপারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উদিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তর "বৈষ্ণব"। বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার ও অনুদিত-বিবেক ব্যক্তিগণের ব্যবহার পরস্পর অবশ্য পৃথক্ হইবে। পৃথক্ হইলেও বৈষ্ণব-ব্যবহার, অনুদিত-বিবেক পুরুষদিগের শাসন-জন্য নিম্মিত স্মার্ত্তবিধানের তাৎপর্য্য-বিরুদ্ধ নহে। শাস্ত্রতাৎপর্য্য সর্বত্রই এক। অনুদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের স্থূলবাক্যে এক দেশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য আছেন। উদিত বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন। ক্রিয়া-ভেদেও তাৎপর্য্য-ভেদ নাই। অনধিকারীর চক্ষে উদিত-বিবেক পুরুষদিগের ব্যবহার সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ পৃথক্ ব্যবহারের মূল-তাৎপর্য্য এক। উদিত-বিবেক পুরুষদিগের চক্ষে সাধারণের জন্য নৈমিত্তিক ধর্ম উপদেশযোগ্য; কিন্তু নৈমিত্তিক ধর্ম বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ, হেয়, মিশ্র ও অচিরস্থায়ী।

নৈমিত্তিক ধর্মের সাক্ষাৎ চিদনুশীলন নাই। চিদনুশীলনের অনুগত করিয়া জড়ানুশীলনকে গ্রহণ করায়, তাহা কেবল চিদনুশীলনরূপে উপেয়-প্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে। উপায় উপেয়কে দিয়া নিরস্ত হয়। অতএব উপায় কখনও সম্পূর্ণ নয়। উপেয় বস্তুর খণ্ডাবস্থা মাত্র। অতএব নৈমিত্তিক ধর্ম কখনই সম্পূর্ণ নয়।

নাম ও নামাপরাধ

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে উদ্ধৃত)

ভজনশীল প্রাপ্ত-সেবন ব্যক্তির শোক, ভয় ও মোহ নাই। যখন 'অহং'-'মম'-বুদ্ধি-বশতঃ নামাপরাধ করিবার মত্ততা এবং 'হরিনাম (?) যেমন তেমন করিয়া লইলেই হইল'—এইরূপ ইন্দ্রিয় তর্পণমূলক বিচার উপস্থিত হয়, তখনই জীব শোক, ভয় ও মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অপরাধ যুক্ত নামের ফল—ত্রিবর্গ লাভ। শ্রীগুরুর নিকট হইতে যাঁহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহারাই নামাপরাধকে 'নাম' বলিয়া ভ্রম করেন। 'দেবদারু-পত্র' (সম্মুখস্থ উক্ত বৃক্ষের পত্র দ্বারা সজ্জিত তোরণ দেখাইয়া প্রভুপাদ বলিতেছেন)—এই নামটির ও 'দেবদারুর পত্রের পত্রত্বে'র মধ্যে মায়িক ব্যবধান আছে, কিন্তু ভগবান্ এরূপ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগম্য মায়িক বস্তু নহেন। যাহারা শ্রীনামের দ্বারা ওলাউঠা-নিবারণ প্রভৃতি সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক, তাহারা নামাপরাধী, তাহাদের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হয় না; নামাপরাধ দূর হইলে কোনও সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে ফল ভোগ করেন আত্মা কখনও তাহা গ্রহণ করেন না; উহা দ্বারা দেহ ও মনের তর্পণ হয়। সেই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—'যয়াত্মা সুপ্রসীদতি' সুতরাং 'নামাপরাধ' ভগবন্নাম নহে। শুদ্ধ নামাশ্রিত ব্যক্তির প্রাকৃতাভিনিবেশ বা জাড্য নাই। 'লোকস্যাজানতঃ'—ভাগবত-প্রতিপাদ্য নিরস্তকুহক-সত্যের কথা মানবজাতি জানে না। মূর্খলোকের মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্যই ভাগবতের কীর্তন ও সুপঠন হয়। ভক্ত ভাগবতের মুখে গ্রন্থভাগবত কীর্ত্তিত হইলে সৎসঙ্গ প্রভাবে জীবের যাবতীয় কুহক ও মনোধর্ম বিদূরিত হয়। ভগবদ্বিমুখ-জগতে নানা-শাস্ত্র প্রচারিত আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র প্রচারের প্রয়োজন এই যে, মানবজাতি প্রত্যক্ষাদি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে চালিত হইয়া যে অসুবিধায় পড়িয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিষ্কপট-কৃপায় দূরীভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বিচার-পর হইয়া সুষ্ঠুভাবে পাঠ করিতে করিতে কৃষ্ণানুশীলনস্পৃহা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমরা যদি পুনরায় অর্থাদিপ্রাপ্তির লোভ বা প্রতিষ্ঠাদিসমূহ অন্যাভিলাষ আনিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মকে আবরণ করি, তাহা হইলে আমাদের সুবিধা হইবে না,—নামাপরাধ-ফল-মাত্র আমাদের লভ্য হইবে।

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে আসাম প্রদেশের দরং জেলাসদর তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব বিগত ২৩শে মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি বার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্তন মণ্ডপে অনুষ্ঠিত দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্মসভার প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে যথাক্রমে আসাম বিধান সভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীমহীকান্ত দাস এবং দরং জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীপ্রিয়নাথ গোস্বামী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'শ্রীভাগবতধর্ম', 'শ্রীহরিনাম সংকীর্তন' ও 'শ্রীবিগ্রহ সেবার প্রয়োজনীয়তা' যথাক্রমে নির্দিষ্ট বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের সারগর্ভ অভিভাষণ শ্রবণে সমুপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীপ্রিয়নাথ গোস্বামীর সজ্জনতার এবং নির্ব্বিঘ্নে উৎসবটী সুসম্পন্ন করিতে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সহায়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ ও শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

২৪ মাঘ বুধবার সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎপর দিবস শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহনজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে সহর পরিক্রমা করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপ্রাণবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস, শ্রীদয়ারাম দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ, ডাঃ শ্রীসুনীল আচার্য্য, শ্রীপুলিন চক্রবর্ত্তী, ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চৌধুরী, শ্রীপুলক সরকার, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমধুসূদন অধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের হার্দ্দী সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গত ২২ গোবিন্দ (৪৮৬ গৌরাব্দ), ২৭ ফাল্গুন (১৩৭৯), ১১ মার্চ্চ (১৯৭৩) রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস কীর্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া পরদিবস ২৩গোঃ; ২৮ ফাঃ, ১২ মার্চ্চ সোমবার হইতে ২৮গোঃ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ক্রোশব্যাপী শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা এবং ৪ঠা চৈত্র রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীর উপবাস, শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন এবং তৎপর দিবস ৫ই চৈত্র সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ পূজা-পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতা-মহাপ্রসাদ বিতরণাদি মুখে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরাৎপর গুরুদেব ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আমাদের নিত্যারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে তাঁহার কএকটি মনোঽভীষ্টের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার কথাটি অন্যতম। পরমারাধ্য প্রভুপাদ উহা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায়ই বিগত ১৮ই চৈত্র, ১৩৩২ (ইং ১।৪।১৯২৬) সালে লিখিত একখানি পত্র মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ঃ—

"শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা যত শীঘ্র পার, আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটি যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার (নির্জ্জন ভজন নহে) দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না। * * * শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিলে শ্রীমায়াপুরের উন্নতি হইবে।" (পত্রাবলী ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

পরমারাধ্য প্রভুপাদের স্নেহ-কৃপাসিক্ত সুযোগ্য অধস্তনবর শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উক্ত মনোঽভীষ্ট পূরণার্থ প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন।

পরিক্রমার প্রথমদিবস—অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তস্কন্ধ বাহিত দিব্য বিমানারোহণে সহস্রাধিক ভক্তনরনারীর সংকীর্তন শোভাযাত্রা সহ শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবন, যোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীচৈতন্য মঠমন্দিরাদি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বেলা প্রায় দুই ঘটিকায় ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিকের পর ভক্তবৃন্দের প্রসাদ পাইতে বেলা প্রায় ৩টা বাজিয়া গিয়াছিল। ২য় ও ৩য় দিবস মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। ৪র্থ দিবস তিনি কোলদ্বীপ শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া বা পোড়ামাতলা ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইয়া বিদ্যানগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শুভবিজয় পূর্ব্বক তথায় বিদ্যালয়ের ভক্তিমন্ত শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং গ্রামবাসিভক্ত নরনারীর আগ্রহাতিশয্যে কৃপাপূর্ব্বক দুইরাত্রি অবস্থান করেন। ৬ষ্ঠ দিবস জহ্নুদ্বীপ; মোদদ্রুমদ্বীপ, বৈকুণ্ঠপুর, মহৎপুরাদি ভ্রমণ পূর্ব্বক নিদয়ার ঘাট পার হইয়া রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠে শুভ বিজয় করেন। অতঃপর তথা হইতে ভরদ্বাজটিলা হইয়া ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন করেন।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পরিক্রমাকালে শ্রীল ভক্তি-

বিনোদ ঠাকুরবিরচিত শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য হইতে সপার্ষদ শ্রীধামেশ্বর গৌরহরির শ্রীধামের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লীলা-মাহাত্ম্য পাঠ করেন এবং স্থানে স্থানে ভাষণ দেন।

২৭ ফাল্গুন পরিক্রমার অধিবাসবাসরে সন্ধ্যায় একটু ঝড়বৃষ্টি হইয় যায়, তজ্জন্য সভা আরম্ভ হইতে একটু বিলম্ব হয়। প্রারম্ভিক কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের জয়গান করিয়া ভক্তিবিঘ্ন বিনাশন ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতি পাঠ ও কৃপা প্রার্থনা করতঃ শ্রীধাম পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়মাবলী শুনাইয়া দিলে তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে শ্রীভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ ধামমাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথম দুই অধ্যায় পাঠ করেন। সভার উপক্রম ও উপসংহারে শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজের সুমধুর কীর্তন শ্রবণে সভাস্থ সকলেই তৃপ্ত হন।

নিমন্ত্রণ পত্রে বিঘোষিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জীর বিবরণানুসারে ২৮ ফাল্গুন সোমবার হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। প্রথম দিবস—অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, দ্বিতীয় দিবস ২৯ ফাল্গুন—সীমন্তদ্বীপ বা সীমুলিয়া (বিল্ব পুষ্করিণী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গৃহপর্য্যন্ত) তৃতীয় দিবস ৩০ ফাল্গুন—শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ (শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, শ্রীনৃসিংহপল্লী, হরিহরক্ষেত্র) ও মধ্যদ্বীপ, চতুর্থ দিবস ১ চৈত্র—কোলদ্বীপ পরিক্রমণান্তে ঋতুদ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগরে বিদ্যালয়ে অবস্থিতি, পঞ্চম দিবস ২ চৈত্র—বিদ্যানগরে অবস্থান পূর্ব্বক ঋতুদ্বীপান্তর্গত সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি শ্রীগৌরগদাধর মন্দির, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীবিদ্যাবিশারদালয় প্রভৃতি পরিক্রমণ এবং ষষ্ঠদিবস ৩চৈত্র—শ্রীজহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ (শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীরাধামদনগোপাল শ্রীসাঙ্গ-মুরারি ঠাকুর-সেবিত শ্রীরাধাগোপীনাথ, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর, মহৎপুরাদি) এবং নিদয়ার ঘাট পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শনান্তে ঈশোদ্যান শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

প্রথম দিবসত্রয় প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠের বিশাল নাট্যমন্দিরে, চতুর্থ ও পঞ্চমদিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিদ্যানগরের বিশাল বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গনে এবং ষষ্ঠদিবস শ্রীগৌরপূর্ণিমা ও শ্রীরাধাগোবিন্দের দোলযাত্রার অধিবাস বাসরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশন ষট্‌কে মুখ্যতঃ যথাক্রমে (১) আত্মনিবেদন, (২) শ্রবণ, (৩-৪) কীর্তন ও স্মরণ, (৫-৬) পাদসেবন ও অর্চ্চন, (৭-৯) বন্দন, দাস্য ও সখ্য এই নববিধ ভক্ত্যঙ্গ আলোচনা মুখে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

বিভিন্ন দিবসে ভাষণ দিয়েছেন—স্বয়ং পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব, তন্নির্দেশক্রমে—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পূঃ শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মঃ, শ্রীমদ্‌ভক্তিশরণ শান্ত মঃ, শ্রীমদ্‌ভক্তিবিলাস ভারতী মঃ, উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণ কেশব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মঃ, শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রসাদ পুরী মঃ (শ্রীনারায়ণ দাস কাপুর), মহোপদেশক শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যারত্ন বি-এস্-সি প্রভৃতি।

প্রথম দিবস পূর্ব্বাহ্নে যোগপীঠস্থ মূল মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীল আচার্য্যদেব আবেগভরে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় শ্রীধাম মহিমা সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার ভাষণের পর শ্রীমদ্‌ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজও কিছুক্ষণ বলিয়া-ছিলেন। কীর্তনবিনোদ শ্রীপাদ ঠাকুর দাস প্রভু, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিললিত গিরি-মহারাজ ও শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ছিলেন মূলগায়ক, মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদ্যধ্বনিসহ শত শত ভক্তের সম্মিলিত কণ্ঠোত্থ কৃষ্ণকীর্তনধ্বনি এবং তৎসহ সহস্রাধিক নরনারীর মুহুর্মুহুঃ জয়জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া শ্রীধামের গগনপবনকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস অঙ্গন ও শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের মূলগায়কত্বে ভক্তগণের উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্তন ভক্তমাত্রেরই হৃদয়ানন্দবর্দ্ধক হইয়াছে। শুদ্ধ এই দিবসমাত্র নহে, নবরাত্রব্যাপী উৎসবেই এইরূপ অজস্র কীর্তনানন্দ প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। এই কয় দিনই মৃদঙ্গবাদন-সেবায় ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীভগবান্ দাস ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীদেবপ্রসাদ, নবীনমদন দাস, নন্দতুলাল দাস, পরেশানুভব, বনচারী শ্রীননীগোপাল, মদনগোপাল, কৃষ্ণশরণ (কানাই লাল দাস) দাস এবং শ্রীচন্দ্রকান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সভায় বসিয়া কীর্তন করিয়াছেন— শ্রীপাদ ভুবনমোহন দাসাধিকারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী এবং পণ্ডিত শ্রীমদ্ বটকৃষ্ণ দাস অধিকারী প্রভৃতি। ইঁহাদের সুমধুর কীর্তনে সভাস্থল মুখরিত হইয়াছে।

উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্তনাদি কঠোর পরিশ্রমের পরও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি ভূষণ ভাগবত মহারাজের তত্ত্বাবধায়কত্বে প্রত্যহ দুইবেলা মঠাশ্রিত ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং প্রায় দুই সহস্র ভক্ত যাত্রী নরনারীকে প্রসাদ পরিবেশন সেবায় গুরুবর্গের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—ব্রহ্মচারী সর্ব্বশ্রী রাধাবিনোদ দাস, মদনগোপাল দাস, যজ্ঞেশ্বর দাস, দেবপ্রসাদ, নবীন মদন দাস, বলভদ্র দাস, কৃষ্ণশরণ (কানাই লাল দাস), শ্যামসুন্দর দাস, নন্দতুলাল দাস, বনচারী শ্রীননীগোপাল দাস, ভক্ত শ্রীমদগোপাল দাস শ্রীগুণধর দাস এবং শ্রীরাম-কৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ।

শ্রীমঠে সমাগত বিশিষ্ট অতিথি, ভক্তবৃন্দ এবং পরি-ক্রমার যাত্রিবৃন্দের আহার বাসস্থান যানবাহন চিকিৎসাদির ব্যবস্থা, বাজার হাট, রন্ধন পরিবেশনাদি বিভিন্ন বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণসেবা কুশলতায় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের বিশেষ স্নেহ ও প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তাঁহার ঐ সকল সেবাকার্যে সহায়তা করিয়াছেন,—শ্রীমদ্ রাধাপদ দাসাধিকারী (রণজিৎ), ডাঃ শ্রীশচীতুলাল দাসাধিকারী প্রভৃতি।

৪ঠা চৈত্র শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দোলযাত্রা মহোৎসব। প্রত্যূষে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামদন-মোহন জিউর শুভ মঙ্গলারাত্রিক দর্শনান্তে জয়গান করতঃ ভক্তবৃন্দ-সহ বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। তন্নির্দ্দেশানু-সারে প্রভাতী কীর্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদই এই পারায়ণ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম প্রদানই শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু গৌরসুন্দরের মহাবদান্য লীলা, সুতরাং "গৌরপ্রেমরসার্ণবে সে তরঙ্গে যে বা ডুবে সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ", তিনিই সেই প্রেমধনের অধিকারী হইতে পারেন। শ্রীগৌরলীলামৃত আস্বাদন কারীরই শ্রীগোবিন্দলীলামৃতাস্বাদন যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে।

পূর্ণিমা-তিথিই যতিধর্ম গ্রহণের প্রশস্তকাল। তজ্জন্য ত্রিদণ্ডিযতিগণ প্রত্যেক পূর্ণিমায় ক্ষৌরকর্ম সমাধান করেন। পূজ্যপাদ মহারাজও শাস্ত্রবিধি পালনের আদর্শ প্রদর্শন পূর্বক শ্রীসরস্বতী-ভাগীরথী সঙ্গমে স্নানান্তর শ্রীবৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপালের যথাবিধি পূজা বিধানান্তে শ্রীমঠে আগমন করেন এবং স্বহস্তে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-মদন মোহন জিউর অভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি সমাপন পূর্ব্বক বহু দীক্ষামন্ত্র ও হরিনাম মহামন্ত্র প্রার্থী নর-নারীকে দীক্ষামন্ত্র দানরূপ কৃপা বিতরণ করিয়া অপরাহ্নে শ্রীমঠের সারস্বত শ্রবণসদনে আয়োজিত সভাস্থলে শুভবিজয় করেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব অদ্য দীক্ষামন্ত্র দানকার্য্যা-রম্ভের পূর্বেই পাঞ্জাব দেশস্থ চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠরক্ষক উপদেশক শ্রীমদ্ অচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারীজীকে কৃপাপূর্বক পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রদর্শিত শ্রীশ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত 'সংস্কার-দীপিকা'-বিধানানু-যায়ী ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করেন। তাঁহার সন্ন্যাসা-শ্রমোচিত নাম হইল—**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর নারসিংহ মহারাজ।** ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হোমাদি যজ্ঞকার্য্যে সহায়তা করেন। অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয়-সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন

অপরাহ্ণ ৫ঘটিকায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দের একান্ত অনুরোধে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবই সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ অদ্যকার মহাপুণ্য তিথি ও আয়োজিত সভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলিলে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীগুরুবৈষ্ণব ভগবান্—এই তিনের স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব কালোচিত অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদনার্থ সভাপতির অনুমত্যনুসারে শ্রীমন্দিরে গমন করেন। অতঃপর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীভগবদাবির্ভাব উপলব্ধির উপায় ও অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুইটি ভাষণ প্রদান করিলে গৌরাশীর্ব্বাদ বিতরণ ও ধন্যবাদ প্রদান কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দের বিভিন্ন প্রশংসনীয় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাশীর্বাদ সূচক নিম্নোক্ত ভক্ত্যুপাধি প্রদান করেন, যথা—

সর্ব্বশ্রী (১) গোপালচন্দ্র দে, আগরতলা—'**ভক্তবান্ধব**', (২) জীবন চক্রবর্ত্তী, গৌহাটি—'**ভক্তিসম্বন্ধ**', (৩) বিনয় চক্রবর্ত্তী, গৌহাটী—'**ভক্তিসুন্দর**', (৪) পুলক সরকার, তেজপুর—'**সেবাপ্রাণ**', (৫) ডাক্তার প্রফুল্ল চৌধুরী, তেজপুর-'**সেবাসুন্দর**', (৬) পুলিন চক্রবর্ত্তী, তেজপুর—'**সেবাসৌরভ**', (৭) পুরুষোত্তম গোয়েল, গোয়েল রোড্ ওয়েজের মালিক, কলিকাতা—'**ভক্তিহৃদয়**,' (৮) তেজভান শর্ম্মা, চণ্ডীগড়—'**ভক্তিবান্ধব**', (৯) যশপাল শর্ম্মা, চণ্ডীগড়—'**কীর্তনানন্দ**', (১০) কৃষ্ণগোপাল বারাকা, চণ্ডীগড়—'**কীর্তনামোদ**', (১১) কৃষ্ণলাল বাজাজ, জালন্ধর-'**ভক্তসুহৃদ**', (১২) হীরালাল বৈশ্য, দিল্লী—'**সেবারত্ন**'।

অতঃপর নিম্নলিখিত সজ্জনগণের বিভিন্ন প্রশংসার্হা সেবাচেষ্টা উল্লেখপূর্ব্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়,—সর্ব্বশ্রী (১) জয়েলাপ্রসাদ সিকেরিয়া, (২) শ্রীবাসুদেব সিকেরিয়া, (৩) গঙ্গাধর সিকেরিয়া—গৌহাটী-শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ, শ্রীবিজয়বিগ্রহ ও মহোৎসব দান; পরেশচন্দ্র রায়, কলিকাতা—একদিন পরিক্রমায় উৎসবানুকূল্য; (১) প্রহ্লাদ রায়জী, (২) সুন্দরমলজী, (৩) বিলাস রায়জী, (৪) শ্যামসুন্দরজী কনোজিয়া—হায়দ্রাবাদ মঠনির্ম্মাণে; শেঠ মাঠাদিনজী, দিল্লী—হায়দ্রাবাদ-মঠ-নির্ম্মাণে ও বৃন্দাবন মঠের অতিথিভবন নির্ম্মাণে; প্রহ্লাদ রায় গোয়েল, দিল্লী—বিভিন্ন ভাবে প্রচুর আনুকূল্য বিধান; নরেন্দ্রনাথ কাপুর, লুধিয়ানা—বিভিন্ন সেবাকার্য্যে আনুকূল্য বিধান।

এতদ্ব্যতীত শ্রীনবদ্বীপ ধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের তথা মঠসমূহের দৈনন্দিন সেবানুকূল্য সংগ্রহকারী, শ্রীমঠের গায়ক, বাদক, পূজক, পাচক, মহাপ্রসাদ পরিবেশক এবং শ্রীমঠের যাবতীয় সেবাকার্য্যে প্রাণ-অর্থ বুদ্ধি-বাক্যাদি দ্বারা নানাভাবে আনুকূল্য-বিধান-কারী সেবকগণকেও শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

নিম্নলিখিত স্বধামপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দের জন্য তাঁহাদের জীবদ্দশায় বিবিধ সেবাচেষ্টা উল্লেখপূর্ব্বক বিরহ-বেদনা প্রকাশ করা হয়,—

সর্ব্বশ্রী সত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী (সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়), ধীরকৃষ্ণদাস বনচারী, প্রহ্লাদদাস বনচারী, দারিদ্র্যভঞ্জন দাসাধিকারী।

[জীবাত্মা স্বরূপতঃ নিত্যঃ ভক্তিশ্রী সম্পন্ন, এজন্য আমাদের দেহান্তকালেও 'শ্রী'শূন্য করা হয় না।]

শ্রীগৌরাবির্ভাবকাল সমাগত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃতবিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য অতীব ক্ষিপ্রতার সহিত সমাপ্ত করিতে হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি লীলা ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির জন্মলীলা পাঠ করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রীমঠের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়, ভক্তবৃন্দ উপবাস-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হন। ওদিকে

শ্রীমন্দিরে অভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি যথাবিধি সুসম্পন্ন হইলে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। অতঃপর আরাত্রিকান্তে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তন সহকারে বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। শ্রীতুলসী আরাত্রিক কীর্ত্তন সমাপ্তির পরও অনেকক্ষণ জয়গান মুখে নৃত্য কীর্ত্তন চলিতে থাকে। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের জয়গান পুরঃসর শ্রীবিগ্রহচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করিলে ভক্তবৃন্দ তাঁহার অনুসরণ করেন। অহোরাত্র নিরম্বু উপবাসী কএক মূর্ত্তি ভক্ত ব্যতীত সকলেই ভগবন্নিবেদিত ফলমূল দ্বারা অনুকল্প বিধান করেন।

রাত্রিতে স্থানীয় অধিবাসী সজ্জনবৃন্দের বিশেষ সৌজন্যে শ্রীমঠের বিশাল নাট্যমন্দিরে একটি ভক্তিমূলক নাটক অভিনীত হয়। পাঠে prompting-এর প্রয়োজন হইলেও অভিনয় ভালই হ'য়েছে।

শ্রীধাম মায়াপুর ও পরিক্রমা দর্শনার্থ সমাগত সজ্জনবর সস্ত্রীক শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় মহোদয় কোলদ্বীপ পরিক্রমা পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই যেমন বিদ্বান্ ও বিদুষী, তেমনই পরম ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব

অদ্য (৫ই চৈত্র, ১৩৭৯; ১৯।৩।৭৩) শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে পরিক্রমার যাত্রী ব্যতীত সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম ও বেলা প্রায় ৯ ঘটিকা হইতে তাঁহাদের দলে দলে মহাপ্রসাদ সম্মান এক অপূর্ব্ব নয়নমনোভিরাম দৃশ্য। প্রথমে উপবাসী যাত্রিভক্তগণকে কোন প্রকারে ভিতর বাড়ীতে প্রসাদ পাওয়াইয়া দিয়া পরে সমাগত অগণিত ভক্তকে বাহিরের নাটমন্দির ও প্রাঙ্গণে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। কএক সহস্র নরনারী প্রসাদ পাইয়াছেন। মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলকেই প্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছেন। ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবরূপে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর এবার তাঁহার ভক্ত্যঙ্গ যাজনের সকল বিঘ্নই অপসারিত করিয়াছেন। সর্বত্রই শান্তি বিরাজিত রহিয়াছে, ইহাই বর্তমান বর্ষের উৎসবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অদ্য প্রসাদ পাইবার পর অনেক ভক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেও সন্ধ্যারাত্রিকের পর অনুষ্ঠিত সভার অধিবেশনে দেখা গেল নাট্য মন্দিরটি শ্রোতৃবৃন্দে প্রায় পরিপূর্ণ। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারীজী এবং শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ বক্তৃতা করেন। তৃতীয় বক্তা 'অহমিহ নন্দংবন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম'—শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়োক্ত এই বাক্যানুসরণে বলেন—শ্রীগৌরপ্রেম-রসার্ণবে নিষ্ণাত বাৎসল্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীশচী-জগন্নাথ এবং তদনুগত ভক্তবৃন্দের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত শ্রীগৌর কৃপালাভ সুদূর পরাহত। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার" ইত্যাদি পদানুসরণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে প্রীতির একান্ত প্রয়োজনীয়তাও জ্ঞাপন করেন।

দক্ষিণ কলিকাতা দেশপ্রিয় পার্কে আচার্য্যদেব

শ্রীল আচার্য্যদেব অদ্য (২০ মার্চ মঙ্গলবার) সকালের ট্রেণে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া অপরাহ্ণে দক্ষিণ কলিকাতা দেশপ্রিয় পার্কে শ্রীগৌরপূর্ণিমা উপলক্ষে আয়োজিত একটি মহতী সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ দান করেন। তাঁহাকে আবার ২১শে মার্চ্চ বুধবারই সকালের ট্রেণে রওনা হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে বেলা প্রায় ১টায় প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

২০শে মার্চ্চ বিদেশাগত পরিক্রমার যাত্রী প্রায় সকলেই বিদায় গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী

সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ নগরে দিবসদ্বয়ব্যাপী ধর্ম্ম সভার অধিবেশন

প্রথম অধিবেশন—

স্থান—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরীপাড়া, নবদ্বীপ।

কাল—৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্ণ।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শততম বর্ষারম্ভীয় আবির্ভাব উৎসবোপলক্ষে নবদ্বীপনগরে দুইটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছে। প্রথম অধিবেশন হয়—গত ৭ই চৈত্র (১৩৭৯), ২১শে মার্চ্চ (১৯৭৩) বুধবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীধাম নবদ্বীপ 'তেঘরীপাড়া' নাম্নীপল্লীস্থিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে।

অদ্যকার প্রস্তাবিত সভাপতি ছিলেন—বিদ্যানগর জি, ডি বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষককল্যাণ সমিতির প্রেসিডেণ্ট ও ওয়েষ্টবেঙ্গল হেড্-মাষ্টার্স য়্যাসোসিয়েশনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট—মাননীয় শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্বামী এম্-এ, বি-টি, এম্-এল্-এ মহোদয়; কিন্তু বিশেষ জরুরী কার্য্যবশতঃ তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হওয়ায় তিনি আমাদের শতবার্ষিকী সমিতির সম্পাদক মহোদয়ের নিকট তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ প্রদর্শন করিয়া যে দৈন্যপূর্ণ পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহা এস্থলে প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিতেছেন—

"পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু—

জীবনে আমার সহস্র অপরাধ। আজকে আপনাদের আহ্বানে ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হ'তে না পেরে সেই অপরাধের বোঝা আরও বাড়িয়েছি। আপনারা গুণী-মহাজন, তাই ভরসা, মার্জ্জনা ক'রবেন। ভগবানের ইচ্ছা না হ'লে কিছুই হ'তে পারে না। একথা সত্য হ'লেও সর্ব্বদা বুঝতে পারি না। আজ ঠিক ক'রেছিলাম, অবশ্যই সভায় উপস্থিত হবো। সেইমত বিদ্যালয়ে গেলাম না। বিধান সভায় যোগদান করার জন্য সকালে কলকাতা যাওয়া বন্ধ ক'রলাম। কিন্তু অবশেষে দুপুর বেলা ১টায় কলকাতা যেতেই হো'ল। আমি খুবই অনুতপ্ত এবং লজ্জিত!

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্ত আপনারা। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অবদান চিরস্মরণীয়। মহাপ্রভুর জীবন ও বাণী বিশ্বজনের হৃদয়ে পৌছানোর যে গুরুভার গোস্বামী ঠাকুর ও তাঁর ভক্তজনেরা গ্রহণ করেছেন, সেজন্য গৌরভক্ত মাত্রই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আজ বিশ্বে হিংসা ও দ্বেষ, স্বার্থপরতা ও ভোগসর্ব্বস্ব জীবনে মহাপ্রভুর বাণী নূতন পথের সন্ধান এনেছে। তাই এই জড়বাদী জগতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ ক'রতে এসেছেন। আজ প্রেম ও তার বাস্তব রূপায়ণ হ'তে চলেছে নানাভাবে। শোষণহীন সমাজব্যবস্থাই বলি আর সমাজতন্ত্রই বলি তার পট-ভূমিতে সেই অহিংসা আর প্রেম। স্বার্থশূন্য জীবকল্যাণের ব্রত গ্রহণ না ক'রলে কল্যাণরাষ্ট্র গঠনও সম্ভব নয়। "অ-ভাব" দূর না হ'লে অভাব দূর হ'তে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের জীবনে সেই সনাতন বাণী দিয়ে গেছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিশ্বব্যাপী সেই বাণী প্রচার ও মঠস্থাপনের মাধ্যমে সেই অশেষ কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করেছেন। বিশ্ববিবেক জাগ্রত করার মাধ্যমে বিশ্বজনের মনে ভাবের অভাব দূর ক'রে জীবনের প্রকৃত মূল্যায়নের পথ প্রদর্শন করার প্রচেষ্টা ক'রে এই জড়বাদী ও ধনোন্মাদ এবং রণোন্মাদ জগতের প্রকৃত সমস্যারই সমাধান ক'রতে ব্রতী হ'য়েছেন। তাই তাঁকে জানাই শতকোটী প্রণাম।

আশা করি, আমার অনুপস্থিতির অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন। ইতি—

নিবেদক—
(স্বাঃ) শ্রীপরেশ চন্দ্র গোস্বামী
২১।৩।৭৩

মাননীয় সম্পাদক,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী
উৎসব সমিতি, মহোদয়, নবদ্বীপ"

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠের বিশাল নাট্য মন্দিরের এক পার্শ্বে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা সুসজ্জিত সিংহাসনোপরি পুষ্পমাল্যাদি মণ্ডিত হইয়া বিরাজিত ছিলেন তাঁহার পার্শ্বে স্বতন্ত্রভাবে সভামঞ্চ সুসজ্জিত হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতি অনুসারে সমিতির সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবে এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ভাইস্‌প্রেসিডেণ্ট ও জয়েণ্ট সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সমর্থনে উদালা (ময়ূরভঞ্জ) শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ প্রবীণ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মাল্যচন্দনাদি প্রদত্ত হইবার পর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীমুকুন্দ লাল ব্রহ্মচারী উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্তন করেন। ইনি সভারম্ভের পূর্ব্বেও অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্তন করিয়াছিলেন। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—"বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীল প্রভুপাদ"। পূজ্যপাদ-সভাপতি মহারাজ সহ দ্বাদশ মূর্তি বক্তা যথাক্রমে বক্তৃতা দিয়াছেন—(১) পরিব্রাজকাচার্য্যত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌-ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, (২) শ্রীমদ্‌ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, (৩) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ (আমেরিকান সাহেব শ্রোতার বোধ সৌকর্য্যার্থ পূঃ আশ্রম মঃ ইংরাজী ভাষায় ভাষণ দেন), (৪) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, (৫) বর্দ্ধমান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌-ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ (৬) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, (৭) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, (৮) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, (৯) উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণ কেশব ব্রহ্মচারী, (১০) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, (১১ মহোপদেশক শ্রীমন্‌ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি-এস্‌ সি এবং (১২) সভাপতি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ। উপসংহারে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ রচিত "দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব" এই গীতিটির কিয়দংশ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

উপরিউক্ত বক্তৃবৃন্দ ব্যতীত সভামঞ্চে (dais) উপস্থিত ছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মঃ, শ্রীমদ্‌ ভক্তিললিত গিরি মঃ, শ্রীমদ্‌ ভক্তিপ্রমোদ বন মঃ, শ্রীমদ্‌ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ প্রমুখ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ,··· হরিজন মহারাজ, বিষ্ণুদৈবত মহারাজ,··· উর্দ্ধমন্থী মহারাজ,···ত্রিদণ্ডী মহারাজ···রাদ্ধান্তী মহারাজ,···পর্য্যটক মহারাজ,··· ন্যাসী মহারাজ,···সন্ন্যাসী মহারাজ, বৈষ্ণব মহারাজ প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সন্ন্যাসিবৃন্দ। দণ্ডধারিসন্ন্যাসিগণের দৃশ্য অতীব সুন্দর হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত আমাদের বিভিন্নমঠের ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ভক্ত এবং স্থানীয় সজ্জন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

বিশিষ্ট সজ্জনগণের মধ্যে আমাদের সতীর্থ শ্রীপ্রমথ নাথ রায় মহাশয়ের উপস্থিতি আমাদের সকলেরই বিশেষ আনন্দপ্রদ হইয়াছিল।

———

স্বধামে শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী

(সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়)

স্বধামগত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা ১৩১৭ সালে ২৯শে চৈত্র, ইং ১৯১১ সনে ১২ই এপ্রিল বুধবার পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত নরিয়া গ্রামের সুবিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশে (অভয়াশ্রমে) তাঁহার পিতৃদেবের মাতুলালয় বিঝারি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পরলোকগত স্বনামধন্য উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারত বিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলাদেশ ও আসাম সীমান্তবর্ত্তী কএকটি চা বাগানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুধাংশু বাবুও তাঁহার পিতৃদেবের সহিত নিজেদের চা বাগান পরিচালনা করিতেন। তিনি জাগতিক বিদ্যায় বি-এস্ সি পাশ ছিলেন। তাঁহার শৈশব ও কৈশোর বাংলাদেশান্তর্গত কুমিল্লা সহরে যাপিত হইয়াছে। তিনি ভারত বিভাগের পর কলিকাতায় আসিয়া নিজেদের উদ্যানে চা রপ্তানি করিবার বাক্সের (Teachest-এর) একটি কারখানা স্থাপন করেন। ভগদিচ্ছায় ক্রমান্বয়ে তাঁহার পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ হয় এবং বাংলা ১৩৬৭ ও ইংরাজী ১৯৬১ সনে তিনি সস্ত্রীক তাঁহার (শ্রীল আচার্য্যদেবের) শ্রীচরণাশ্রয় লাভের সৌভাগ্য বরণ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীমঠের বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতিভাজন হইয়া পড়েন। তিনি মঠের একজন নিষ্কপট সেবক ছিলেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। গত পাঁচ বৎসর যাবৎ তিনি রক্তের উচ্চচাপে ও হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৭৯ ; ইং ৭ই মার্চ্চ ১৯৭৩ বুধবার রাত্রি প্রায় ৮-৫০ মিঃ দক্ষিণ কলিকাতাস্থ নিজগৃহে শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দের শ্রীমুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। জন্মদিনও বুধবার মৃত্যু দিনও বুধবার। তাঁহার নির্য্যাণের কিছু পূর্ব্বে স্বয়ং শ্রীগুরুপাদপদ্মও তাঁহাকে দেখা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মের একনিষ্ঠ সেবক, শান্ত সৌম্য-মধুর-মূর্ত্তি, মিষ্টভাষী, পরহিতকারী, সংযমী, সত্যনিষ্ঠ নিষ্কপট ভজন পরায়ণ, বৈষ্ণবোচিত নানা সদ্গুণোপেত তাঁহার ন্যায় একজন আদর্শ সেবককে হারাইয়া মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সকল মঠসেবকই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। দীক্ষা মন্ত্র প্রদানকালে শ্রীগুরুদেব তাঁহার শুভ নামকরণ করিয়াছিলেন—শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী। সত্যসত্যই তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অপূর্ব। তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিনীও উচ্চ বংশসম্ভূতা, বিদুষী ও পরমা ভক্তিমতী। সুখের বিষয় তিনি পুত্র শ্রীমান্ স্বপনকুমারের বিবাহ দেখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান্ স্বপন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সাত্বতশাস্ত্রবিধানানুসারে ভগবৎ প্রসাদান্ন-দ্বারা তাঁহার পিতৃদেবের পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। পৌরহিত্য করিয়াছেন—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং বৈষ্ণব হোমকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন—পণ্ডিত শ্রীজগদীশ-পণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয়। শ্রাদ্ধে বহু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে বিবিধ বৈচিত্র্য-পূর্ণ প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীপাদ নারায়ণদাস গোস্বামিপ্রভুর তত্ত্বাবধায়কত্বে সমস্ত কার্য্যই শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান্ স্বপনের মাতৃদেবীও গত ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবের সমুপস্থিতিতে তাঁহার স্বামীর বিরহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। এই উৎসবে শ্রীধামে বহু শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাগম হইয়াছিল।

ভক্তের বিরহদুঃখ বড়ই গুরুতর। আমরা করুণাময় শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, তিনি শ্রীসুধাংশু বাবু বা শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ প্রভুর স্ত্রীপুত্রকে সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন করিয়া সেই সুতীব্র দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি দিউন এবং তাঁহার সেই ভক্তবরের মহদাদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক তচ্চরণারবিন্দে উত্তরোত্তর প্রগাঢ় ভজনাভিনিবেশও প্রদান করিয়া তাহাদের নিত্য মঙ্গল বিধান করুন। শ্রীভগবানে প্রীতিমূলা ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই শোক-মোহভয়াদি সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্ম শতবার্ষিকী ধর্ম্মসভার ২য় অধিবেশন

স্থান—শ্রীগোবিন্দ জিউর শ্রীমন্দির, নবদ্বীপ
কাল—৮ চৈত্র, ২২ মার্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ

অদ্যকার সভার আয়োজন হয় প্রৌঢ়ামায়া বা পোড়ামাতলার নিকটবর্ত্তী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর শ্রীমন্দির সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দিরে এই শ্রীনাট্যমন্দিরের পার্শ্বে পুষ্পমাল্য পতাকাদি মণ্ডিত সুসজ্জিত সিংহাসনোপরি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা বিরাজমান থাকিয়া পুজিত হইতেছিলেন। সমিতির সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের সমর্থনে পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য শ্রীমজ্জিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী মহোদয় সর্বসম্মতি-ক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি ও শ্রীল প্রভুপাদ।" মাল্যচন্দনাদি প্রদত্ত হইবার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিবৃন্দ ক্রমান্বয়ে ভাষণদান করেন :—

(১) শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, (২) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, (৩) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, (৪) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, (৫) মাননীয় পণ্ডিত শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাভারত কোবিদ, (৬) মাননীয় পণ্ডিত শ্রীগোরাচাঁদ ভট্টাচার্য্য এম-এ, কাব্যতীর্থ, (৭) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, (৮) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, (৯) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ।

ইহাদের ভাষণের পর মাননীয় সভাপতি মহোদয় একটি সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ—পুজনীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-বৃন্দ, মাননীয় সভাপতি মহোদয় পণ্ডিত শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগোরাচাঁদ ভট্টাচার্য্য মহোদয়, শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের সেবাধ্যক্ষ এবং সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে শতবার্ষিকী সমিতির পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়। অনন্তর শ্রীগৌরগোবিন্দের আরাত্রিক আরম্ভ হয়। সভার অধিবেশন জন্য অদ্যকার আরতি আরম্ভ হইতে একটু বিলম্ব হয়।

আমরা নিম্নে মাননীয় সভাপতি মহোদয় এবং পণ্ডিত কালীপদ ভট্টাচার্য্য ও গোরাচাঁদ ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের ভাষণের সারাংশ প্রকাশ করিলাম। পণ্ডিত শ্রীবলাই চাঁদ গোস্বামী প্রমুখ কতিপয় শিক্ষিত সজ্জন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

নবদ্বীপনগরে সভার দ্বিতীয় অধিবেশন
(৮ চৈত্র, ১২ মার্চ, বৃহস্পতিবার)
স্থান—শ্রীগোবিন্দ মন্দির

মহাভারত কোবিদ **শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য** তাঁর আবেগপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষণে বলেন,—"বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যুগপুরুষ। বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি এক নূতন অভ্যুদয় এনে দিয়েছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং তাঁর অনুগত-জনের বঙ্গ সাহিত্যে যে অবদান তার দ্বিতীয় নিদর্শন নাই। এই সাহিত্য সমস্ত পৃথিবীর লোককে আকর্ষণ করছে ও করবে। ইহা আমাদের পরম গৌরবের কথা। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর আসার পর ভারত এবং ভারতের বাহিরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারিত হচ্ছে আমাদের গৌরবে বক্ষ প্রসারিত হয়, আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হয় যখন দেখি পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণের প্রচার ফলে গৌড়ীয় পতাক উড্ডীন হচ্ছে।"

শ্রীমৎ **গোরাচাঁদ ভট্টাচার্য্য** এম্-এ, কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন—"শ্রীল প্রভুপাদের শত-বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অদ্যকার শুভানুষ্ঠানে আমি সেই যুগপুরুষকে আমার হার্দ্দীশ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আজ কেবল বঙ্গদেশে নয়, ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হচ্ছে তার মূলে রয়েছে এই যুগপুরুষের দান। এঁরই অনুগ্রহে আমরা গৌর-সুন্দরের অবদান এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছি। শ্রীল প্রভুপাদ সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন যে-প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে, আশা করি, তাঁর অনুগত সংন্যাসী শিষ্যগণ সেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করতঃ পৃথিবীর সর্বত্র দ্বারে দ্বারে তাঁর ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী পৌঁছে দেবেন।"

সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী তাঁহার সুমধুর অভিভাষণে বলেন,—

"আজ যেন শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এটা অনুভব করছি। নবদ্বীপের গোস্বামীদের সঙ্গে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণের যে তফাৎ ভাব ছিল তা' আজ ভেঙ্গে গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহী ও ত্যাগী ভক্তের মধ্যে কোনও ভেদ দেখেন নাই। আমাদের ভজনপ্রণালী যা, এঁদের ভজনপ্রণালীও তা। আমাদের আরাধ্য যিনি, এঁদেরও আরাধ্য তিনি। আমরা সকলেই গৌরচরণ-দাস। গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর তৃণাদপি সুনীচ ও অমানীমানদ আদর্শ অনুসরণ করে আমার মত অযোগ্য গৃহী ব্যক্তিকেও আজকের সভায় সভাপতিরূপে সম্মান প্রদান করেছেন। আমাদের বঙ্গের বাহিরে যাবার শক্তি নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাদিগকে শক্তি দিয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বাণী আপনারা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করে আমাদের আরাধ্য শ্রীগৌরকে যে সকলের হৃদয়ে স্থাপন করছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম জানাচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধাম নবদ্বীপে কতকগুলি ব্যক্তি স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে যে অপসিদ্ধান্ত প্রচার করছে তদ্বিষয়ে প্রতিকারের জন্য আপনাদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করছি।"

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠ সমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে পাঞ্জাব-হরিয়াণার রাজধানী চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে বিগত ২২ চৈত্র, ৫ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৬ চৈত্র, ৯ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্মানুষ্ঠান বিরাট্‌ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভক্ত এই উৎসবে আসিয়া যোগ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি কুমুদ সন্ত মহারাজ, পূঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবোধ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্তনবিনোদ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী ও শ্রীমণীন্দ্র দাস সমভিব্যাহারে গত ৩ এপ্রিল প্রত্যূষে হাওড়া কালকা মেলযোগে চণ্ডীগড় ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে মঠের এবং স্থানীয় বহু ভক্ত ও সজ্জনগণ কর্তৃক সংকীর্ত্তনসহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসর প্রাপ্ত আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক এবং শ্রীপাঁচুগোপাল দাস (অবসর প্রাপ্ত রেলওয়ে অফিসার) কলিকাতা হইতে উৎসবে যোগদানের জন্য একই সঙ্গে আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব, স্বামীজীগণ, শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় আদি কএকটী মোটরকারে উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ রিজার্ভ বাসে সংকীর্ত্তনসহ মঠে আসিয়া উপনীত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ নারসিংহ মহারাজ,

শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী কলিকাতা মঠ হইতে চণ্ডীগড়ে পূর্ব্বেই আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। বর্তমানবর্ষে সজ্জনগণের দানে আরও কতকগুলি কামরা শৌচ ও স্নানাগারসহ নির্মিত হওয়ায় সকলেরই বাসস্থানের সঙ্কুলান মঠেই করা সম্ভব হয়। শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং তৎপূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব তিথিতে পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ মঠের পরিবেশ ও সৌন্দর্য্য পরিদর্শন করিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে চণ্ডীগড় মঠে অনুষ্ঠিত মহতী ধর্মসভায় শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় ডক্টর শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার ভূয়সী প্রশংসা স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীল আচার্য্যদেব শুনিতে পাইয়া বিশেষ উল্লসিত হন।

শ্রীমঠের বিশাল সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে সান্ধ্য ধর্মসভার বিশেষ অধিবেশনে পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী আর্, এন্ মিত্তল, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এম্ আর্ শর্ম্মা, শ্রীশম্ভুলাল পুরী য়্যাড্ভোকেট, হরিয়াণা বিধান-সভার স্পীকার শ্রীবানারসী দাসগুপ্ত, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটী কমিশনার শ্রী জে, ভি, গুপ্ত, আই-এ-এস্ যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন এবং পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্য বিভাগীয় অধ্যক্ষ ডক্টর ভি, সি, পাণ্ডে; শ্রীরামলাল আগরওয়াল য়্যাড্ভোকেট; পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ের মুখ্য বিভাগীয় অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীজগদীশ শরণ শর্মা প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভার আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'সদ্ধর্ম্ম ও নীতির আবশ্যকতা,' 'শ্রীভগবৎস্বরূপ', 'ঈশ্বরোপাসনার আবশ্যকতা' 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিক-তার মধ্যে পার্থক্য' এবং 'শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি) বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, অপর সকলে হিন্দীতে বলেন। সভার উদ্বোধনে ও উপসংহারে কীর্তন করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনামোদ।

৮ই এপ্রিল রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধামাধব শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয় ২০, ২১, ২২, ২৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২৭, ৩০ সেক্টরসমূহ পরিক্রমা করেন। শ্রীমৎ ঠাকুর দাস ব্রহ্মচারী কীর্তনবিনোদ প্রভুর প্রাণমাতানো নৃত্য কীর্তনে ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়।

পরদিবস সোমবার মহোৎসবে কএক সহস্র নরনারী মঠে মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

ডক্টর ভি. সি. পাণ্ডে (Dr. V. C. Pandey) সভার প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"ধর্ম ও সংস্কৃতি এই দুইটি শব্দ ধর্মসাহিত্যে ও লৌকিক সাহিত্যে আমরা যথাক্রমে ব্যবহৃত হ'তে দেখে থাকি। এর ব্যাখ্যা খুব কঠিন। অবশ্য সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ যজুর্বেদেও রয়েছে। যে প্রক্রিয়াতে আমাদের ভিতর ও বাহির উভয় পরিশোধিত হয় (সংস্কৃত হয়), তাকেই সংস্কৃতি বলে। ইহাকেই অপর ভাষায় ধর্ম বলা যেতে পারে। ভারতীয় সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি হ'তে ভিন্ন, উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম নাই, কিন্তু আমাদের দেশে রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম আছে। ধর্ম ছাড়া কোন কিছুরই ধারণ হ'তে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনারা সভার আয়োজন করেছেন, সভার ধর্ম কি? বক্তা বলবে, শ্রোতা শুনবে। যদি শ্রোতাগণ সকলেই বলতে থাকেন, তা' হ'লে সভার ধর্ম থাকবে না, সভা নষ্ট হ'য়ে যাবে। ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতি দাঁড়াতে পারে না। এই

(বামদিক হইতে) ডক্টর ভি. সি. পাণ্ডে, ডেপুটি কমিশনার শ্রীজয়দেব গুপ্ত, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ।

সত্যকে অস্বীকার ক'রে চলতে গিয়ে আমাদের এখন সব কিছুই নষ্ট হ'তে চলেছে, বিশ্বে মানব-সভ্যতাও বিপন্ন হয়েছে। এখন সমাজের এমন অবস্থা হয়েছে ধর্মের কথা বলাটাও যেন পাপ! আমাদের আধুনিক যুবক-যুবতীদের রামায়ণ মহাভারতাদির কথা জিজ্ঞাসা করলে উল্টাপাল্টা বলে। অর্থাৎ ধর্মের চর্চা বা ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা পরিবারে নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই, আর রাজনীতিতে ত' নাইই। ক্রমে ক্রমে আমাদের সংস্কৃতি লোপ পেতে বসেছে, এর জন্য ভারতীয় মনীষিগণ মোটেই মাথা ঘামাচ্ছেন না। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তাঁদের নিজ নিজ সংস্কৃতির প্রতি বিশেষভাবে অবহিত আছেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমি জানি, আমি এমন এক কাঠামোর মধ্যে রয়েছি যে, ইচ্ছা থাকলেও ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা ও প্রচার করতে পারছি না। এটা আমাদের খুবই দুর্দৈবের সূচনা করছে। যাই হউক চণ্ডীগড় সহরে আজ ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে দেখে মনে কিছু আশার সঞ্চার হয়েছে যে, এর মাধ্যমেও কিছু কিছু ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন ও প্রচার হ'তে পারবে।"

স্পীকার শ্রীবানারসী দাসগুপ্ত চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"বিশেষ সৌভাগ্যফলে আজ আমার ভগবদ্দর্শন ও সাধুদর্শনের সুযোগ হলো। আমি মঠের আহ্বানকারীকে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে স্বামীজী অনেক সার কথা আমাদিগকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন, এর পর আমার বলবার কিছু নাই। স্বামীজী ঠিক বলেছেন—কেবল অর্থ বা জড়েন্দ্রিয় সুখ-প্রাচুর্য্যের দ্বারা শান্তি হয় না। আমেরিকাতে অর্থের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও শান্তি নাই। আমেরিকাতে এত অন্ন হয় যে, অনেক অন্ন সমুদ্রে ফেলে

দিতে হয়, আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। কিন্তু এত প্রাচুর্য্যের মধ্যে সেখানে আত্মহত্যা ও পাগলের সংখ্যা বেশী। শান্তি লাভের আশায় এখন তাঁদের অনেকে সব ছেড়ে মস্তক মুণ্ডন ক'রে, কণ্ঠে তুলসী ধারণ ক'রে ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কের রাস্তায় রাস্তায় মৃদঙ্গ করতাল সহ সংকীর্ত্তন করছেন; সুতরাং আমাদিগকে বুঝতে হবে আমরা যে যাই করি না কেন, ভগবানের নামেতেই প্রকৃত শান্তি। আপনারা স্বামীজীগণের উপদেশ বিশ্বাসযুক্ত হ'য়ে শুনবেন, আপনাদের মঙ্গল নিশ্চয়ই হবে। সময় সুযোগ পেলে আমার পুনঃ এখানে আসবার ইচ্ছা রইল।"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ নারসিংহ মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ গর্গ প্রভৃতি মঠবাসী এবং শ্রীশুকদেব রাজ বক্সি (রিডার), শ্রীরামপ্রসাদ দাস, শ্রীরামচন্দ্র গোয়েল, শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীপরমহংস, শ্রীতেজভান শর্মা, শ্রীহরিপ্রেম শর্মা, শ্রীযশপাল শর্মা, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা, কর্ণেল বাহাদুর মোদি, শ্রীরমেশ চাঁদ সুদ প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের এবং শ্রীওমপ্রকাশ বিন্‌দ্রিস, শ্রীবিদ্যাধর শর্মা, শ্রীবিশ্বম্ভর শর্মা প্রভৃতি সজ্জনগণের সেবাচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাসিক্ত গৃহস্থ শিষ্য অমৃতসরের শ্রীহংসরাজ জী একটি কামরা নির্মাণের আনুকূল্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ৯ই এপ্রিল সোমবার শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে উক্ত কামরার ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। জলন্ধরের শ্রীশ্যামলালজীর পূর্ণানুকূল্যে নির্মিত কামরার গৃহপ্রবেশ-অনুষ্ঠান প্রথম দিবস শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হয়। তিনি সেইদিন মহোৎসবের আনুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্বাদ-ভাজন হন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান

আনন্দপুর (মেদিনীপুর) ঃ—বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে মেদিনীপুর জেলান্তর্গত গৌরভক্তগণের প্রসিদ্ধ স্থান আনন্দপুরে বিগত ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ শনিবার হইতে ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস ব্যাপী ধর্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ১০ চৈত্র শনিবার সপার্ষদে আনন্দপুরে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শোভাযাত্রা পল্লীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমণান্তে সভামণ্ডপে আসিয়া উপনীত হইলে দুইটী সুসজ্জিত পৃথক্ সিংহাসনে বিরাজিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিশাল মৃন্ময় মূর্ত্তির পূজা ও আরতি সম্পন্ন হয়। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব পার্ষদবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দসহ শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনী দর্শন করেন। উক্ত সভামণ্ডপে সান্ধ্য ধর্মসভার প্রথম অধিবেশনে **শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার উদ্বোধন-ভাষণে** বলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু, তৎপার্ষদবৃন্দ, ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ আদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের তিরোধানের পর বহু অপসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হেতু যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে লোক বিপথগামী হচ্ছিল এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিল সে সময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর করুণাশক্তিবিগ্রহ অস্মদীয় গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁর অভূতপূর্ব ঐশ্বরিক শক্তি প্রকাশের দ্বারা শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ

সমস্ত অপসিদ্ধান্তের নিরসন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্মের মহিমা জগতে পুনঃ সংস্থাপন এবং তাঁর যোগ্য শিষ্যকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে—'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করেন। সম্বন্ধ—অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা ও বিচার-বৈশিষ্ট্য কি, তা শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্লেষণ ক'রে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির সহিত এত সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন যে, অধুনা পৃথিবীর বহু শিক্ষিত, গুণী ও মানী ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উক্ত মহদাদর্শে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করছেন। জগদ্বাসীর বাস্তব কল্যাণ ও পরম পুরুষার্থ লাভে শ্রীল প্রভুপাদের যে বিরাট্ অবদান, তার কোনও তুলনা নাই।"

শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ (তেজপুর মঠ রক্ষক), শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ও শ্রীরামকৃষ্ণ চাবরি বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ সম্মেলনে বিপুল জনসমাবেশ হয়। ১৪ই চৈত্র বুধবার মধ্যাহ্নে সাধারণ মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাসিক্ত অন্যতম গৃহস্থ শিষ্য ডাক্তার শ্রীসরোজ সেনের নবনির্মিত ভবনে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবের বাসস্থানের সুব্যবস্থা হয়। ডাক্তার সেন সস্ত্রীক শ্রীল গুরুদেবের ও বৈষ্ণববৃন্দের সেবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হন। করুণাময় শ্রীগৌরহরি তাঁহাদের প্রচুর মঙ্গল বিধান করুন। শ্রীসত্যশঙ্কর গোস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণ চাবরি, শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাল, শ্রীগগনবিহারী বাগ, শ্রীক্ষীরোদ
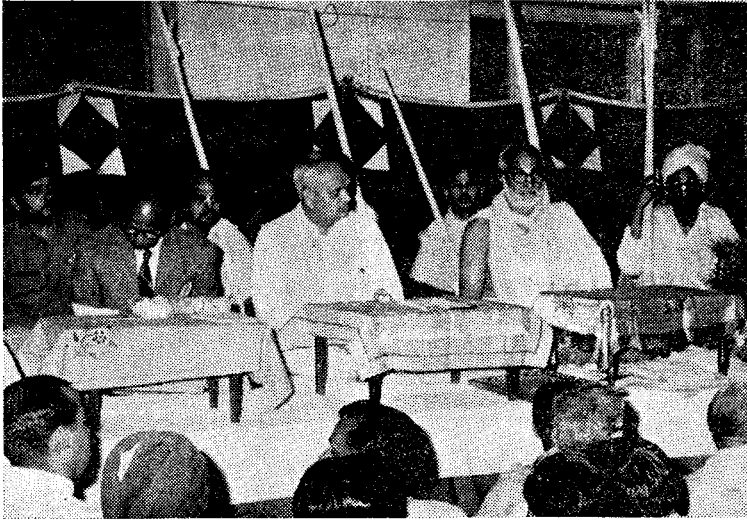
(বাম হইতে) (চণ্ডীগড় মঠের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের ফটো)

প্রধান অতিথি, গভর্ণর, সভাপতি, শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মঃ ও শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ।

উক্ত সভায় রামগড়ের রাজা মহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীরণজিৎ কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রধান অতিথিরূপে সম্মানিত হন। ধর্ম্মসভার চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে সাব-রেজিষ্ট্রার শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীবিজয়কান্ত বাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীতও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, ত্রিদণ্ডিস্বামী

বিহারী বাগ, শ্রীহরিপদ দাস, শ্রীসত্যমোহন খাটুয়া, শ্রীগোকুল চন্দ্র মণ্ডল, শ্রীশিবসাধন বাগ প্রভৃতি উৎসব-কমিটির সভ্যবৃন্দের সেবা চেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায়, শ্রীসোমনাথ রায় প্রভৃতি শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনী মূর্তি নির্মাণে আনুকূল্য করার জন্য ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

চণ্ডীগড়ঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে গত ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল মঙ্গলবার

পাঞ্জাব-হরিয়ানার রাজধানী কেন্দ্রীয়-শাসিত চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের জন্ম শতবার্ষিকী সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত শতবার্ষিকীর সান্ধ্য বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পাঞ্জাবের রাজ্যপাল মাননীয় ডক্টর ডি, সি, পাবাটে মঠে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে প্রবেশদ্বারে সংকীর্ত্তন সংযোগে পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ নারসিংহ মহারাজ প্রভৃতি বহু সাধু ও ভক্ত সমভিব্যাহারে রাজ্যপাল শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামাধব-মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব ঠাকুরের আশীর্ব্বাদস্বরূপ প্রসাদী মালা তাঁহার গলদেশে অর্পণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব, রাজ্য পাল, হরিয়ানার রাজস্ব মন্ত্রী, চীফ সেক্রেটারী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে বহু ভক্ত ও বিপুল জনতা পরিবেষ্টিত হইয়া সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক সুরম্য সিংহাসনে সুসজ্জিত শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চার পূজা এবং বিপুল সংকীর্ত্তন ও বাদ্যধ্বনি সহযোগে শতদীপ-আরতি সম্পাদিত হয়। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব, রাজ্যপাল, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করিলে শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থের প্রস্তাবে ও শ্রীশুকদেব রাজ বক্সির সমর্থনে হরিয়ানার রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীচিরঞ্জিলাল সভাপতিপদে এবং হরিয়ানার মুখ্য সচিব (Chief Secretary) শ্রীএন্ এন্ কাশ্যপ আই-সি-এস্ প্রধান অতিথি-পদে বৃত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ 'সুজনার্ব্বুদরাধিত পাদযুগং'—শ্রীলপ্রভুপাদপদ্মস্তবরূপ উদ্বোধন-সঙ্গীত সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন করিলে শ্রীমঠের সভ্যগণের পক্ষ হইতে মাননীয় রাজ্যপালকে প্রদত্ত ইংরাজী অভিনন্দন পত্রটি শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ পাঠ করেন। তৎপর **রাজ্যপাল ডক্টর ডি, সি, পাবাটে** তাঁহার উদ্বোধন ভাষণে বলেন,—"আমি দাক্ষিণাত্যের পাণ্ঢারপুর অঞ্চলের অধিবাসী। ভক্তির অনুশীলন ও বিস্তারের ক্ষেত্ররূপে পাণ্ঢারপুরের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত ভক্তিধর্ম্ম জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র প্রচারিত হচ্ছে জেনে আমি খুব উৎসাহিত হয়েছি। ভগবদ্ভক্তি আমাদিগকে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ দিতে পারে। জনগণের আধ্যাত্মিক সমুন্নতির প্রচেষ্টার জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলীর প্রশংসা এবং সাফল্য কামনা করি। যে কোনও প্রকারে এই প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করতে পারলে আমি সুখী হব। এই পবিত্রানুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ লাভ করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।"

রাজস্বমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীচিরঞ্জিলাল সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"এখানে এসে স্বামীজীগণের নিকট অনেক মূল্যবান্ কথা শুনবার সুযোগ পেয়ে প্রচুর আনন্দ লাভ করলাম। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি এইসব প্রতিষ্ঠানে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। এঁদের কথা জনসাধারণকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু মঠে এসে আমরা যে সব জ্ঞানগর্ভ কথা শুনি এবং সংপ্রেরণা পাই, তা যেন মঠ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা ভুলে না যাই। সদ্ভাবনা হৃদয়ে জাগরূক রাখতে পারলে আমরা নিজেদের এবং সমাজের কল্যাণ বিধান করতে পারবো। রামায়ণ, মহাভারতাদি সদ্গ্রন্থ হতেও আমরা প্রচুর সংপ্রেরণা লাভ করতে পারি। এই সব শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুশীলন ঘরে ঘরে হওয়া আবশ্যক। মূল শাস্ত্রগ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রতি আমাদের অবহিত হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাবে জড়বাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সংস্কৃত ভাষাকে অনাদর করছি, অথচ পাশ্চাত্যের বহু স্থানে, বিশেষতঃ জার্ম্মানীতে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চর্চ্চা আছে। শুনা যায়, বহু প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ জার্মানীতে আছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠান শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশীলনে, সংস্কৃত শিক্ষা-বিস্তারে এবং ধর্মপ্রচারে যে ভাবে বিপুল প্রয়াস করছেন তা খুবই প্রশংসার্হ। এঁরা অল্প সময়ের মধ্যে এখানে বিরাট্ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।"

শ্রী এন্ এন্ কাশ্যপ প্রধান অতিথির অভিভাষণে

বলেন—"ধর্ম সম্বন্ধে বলবার অধিকার আমরা রাখি না, কারণ আমাদের আচরণ নাই। স্বামীজীগণ ধর্মের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁরাই ধর্মের কথা বলবার অধিকারী। তাঁদের কথা শুনলেই আমাদের মঙ্গল হবে। ধর্মের কথা শুনবার সুযোগ দেওয়ায় আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।"

বক্তব্য বিষয়:—বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—

"অর্থ-সমস্যা, গৃহ-সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা আদির সমাধান হলেই, তথাকথিত সামাজিক সাম্য এলেই বিশ্বসমস্যার সমাধান হবে, এরূপ শিক্ষা আমরা আমাদের গুরুদেবের নিকট পাই নাই। চিকিৎসা দুই প্রকার—Symptomatic and pathological—লাক্ষণিক ও নিদানভূত। লাক্ষণিক চিকিৎসায় ব্যাধির তাৎকালিক নিরাময় দেখা গেলেও তার পুনঃপ্রকাশের হেতু থেকে যায়, কতকগুলি উপসর্গের উপশম হ'লেও অন্য উপসর্গের উদ্ভব হয়। কিন্তু নিদানভূত চিকিৎসায় ব্যাধির কারণ নির্ণয় ক'রে উহা দূরীভূত করার ব্যবস্থা থাকায় ব্যাধির পুনঃ প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না, ইহাকেই সুচিকিৎসা বলে। তদ্রূপ বিশ্বসমস্যার মূল কারণ নির্ণয় ক'রে কারণকে অপসারিত করতে পারলেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে। নতুবা কতকগুলি সমস্যার তাৎকালিক সমাধানের দ্বারা নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হবে। বিশ্ব সমস্যা বলতে বিশ্বের মৃত্তিকা, পর্বত, সাগর, নদী, নালা ইত্যাদি জড়পদার্থের সমস্যা নয়। বিশ্বে যে সমস্ত চেতন প্রাণী আছে, তাদের সমস্যা। এমন কি বিশ্ব-সমস্যা বলতে আমরা বিশ্বের অন্য চেতন-প্রাণীর কথাও চিন্তা করি না, বিশ্বের মনুষ্যগণের সমস্যার কথাই মাত্র ভেবে থাকি। যদি বিশ্বসমস্যা বলতে বিশ্বের মনুষ্যগণের সমস্যাই বুঝে থাকি, তা' হ'লে মনুষ্যের স্বরূপ কি, কি তার প্রয়োজন, কি হ'লে তার প্রকৃত সুখ হবে, শান্তি হবে, অশান্তি দূর হবে—এ সব বিষয়ের সুষ্ঠু বিচার কি প্রয়োজন নয়? দুঃখের কারণ নির্ণয় করে বাহ্য প্রলেপ দেওয়ার মত কোনও তাৎকালিক ব্যবস্থার দ্বারা অশান্তি যাবে না, শান্তিও লাভ হবে না। স্বরূপ বিচারে মানুষের স্থূল শরীরকে কেহ ব্যক্তি বলে মানে না বা সেভাবে ব্যবহারিক জীবনেও বিশ্বাস ক'রে চলে না। যতক্ষণ মনুষ্যের শরীরে বোধসত্তা থাকে, ততক্ষণ তার ব্যক্তিত্ব বোধসত্তা চলে গেলে তাকে আর ব্যক্তি ব'লে গণনা করা হয় না। সত্তাভাব, বোধভাব ও আনন্দভাব এই তিনটী নিয়েই জীবের চিৎস্বরূপ। বাঁচবার চাহিদা, জানবার চাহিদা ও আনন্দের চাহিদ হ'তে স্বরূপে উক্ত তিন তত্ত্বের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করতে পারি। উক্ত সচ্চিদানন্দ (নিত্যস্থিতিশীল চেতন ও আনন্দময়) চিৎস্বরূপকেই আত্মা বলে। আত্মার পক্ষে বিজাতীয় অনাত্মা কখনও সুখদায়ক হ'তে পারে না। আত্মা—সচ্চিদানন্দ, অনাত্মা—তদ্‌বিপরীত অসৎ, অচিৎ ও আনন্দের অভাব। সুতরাং আমরা যদি দিন রাত্রি অনাত্মা অর্থাৎ জড়পদার্থ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকি, কি ক'রে আমাদের প্রকৃত শান্তি বা সুখ হবে? অভাবের সঙ্গে ত' আমি অভাবই লাভ করবো। জড়বিষয়ের accumulation কখনও আত্মাদিগকে সুখ দিবে না, কারণ উহা সুখের অভাব। আত্মার পক্ষে আত্মাই সুখদায়ক, পরমাত্মা পরমসুখদায়ক। বদ্ধাবস্থায় জড় শরীরে আবদ্ধ থাকিতে হওয়ায় আমরা জড় শরীরকে সম্পূর্ণ ignore করতে পারছি না। আত্মস্বার্থের অনুকূলে শরীরকেও রক্ষা ক'রে চলতে হবে যতদিন না শরীরের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে সমর্থ হচ্ছি। যে অবাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে গেছি 'To make the best of a bad bargain" এই policy ছাড়া অন্য উপায় নাই। আত্মার পক্ষে অবাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে যাওয়ার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেছেন অসংখ্য অণু আত্মার কারণ বিভু আত্মা—বিষ্ণুর বিমুখ যখন জীব অণুস্বতন্ত্রতার দ্বারা হয়, তখনই জীবের এই দুর্গতি উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ ···কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥" কৃষ্ণশক্ত্যংশ জীবের কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়াই অপরাধ।

সেই অপরাধে তার স্বরূপ-বিস্মৃতি ও বিপর্য্যয়। সাধু-শাস্ত্র-গুরু-কৃপায় জীব কৃষ্ণোন্মুখ হ'লে সে সমস্ত দুঃখ হতে নিষ্কৃতি ও পরাশান্তি লাভ করতে পারে। বিশ্বের তথাকথিত মনীষিগণ কৃষ্ণবিমুখতাকে রক্ষা ক'রে জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার যে বহুবিধ প্রয়াস ক'রছেন, তা' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। কৃষ্ণবিমুখতার দ্বারা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কোনও শান্তি আসবে না। যেমন সূর্য্য হ'তে যে রশ্মিকণাসমূহ নির্গত হ'য়ে জগতে এসে পড়ছে জগৎ সেই রশ্মিকণাগুলিকে সমৃদ্ধ, প্রফুল্লিত করতে পারে না, সূর্য্যই পারেন, তেমনি ভগবান্ হ'তে সমস্ত জীব নির্গত

(বাম হইতে) (চণ্ডীগড় মঠের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের ফটো)
শ্রীমদ্ভক্তি কুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থমহারাজ ও শ্রীমন্নারসিংহ মঃ প্রভৃতি।

হ'য়ে জগতে এসে পড়লেও জগৎ তাদিগকে সুখ দিতে বা সমৃদ্ধ করতে পারে না, ভগবানই পারেন। অন্য দিক্ দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, চাহিদার অপূর্ত্তিতে শান্তি হয় না। আমাদের যত প্রকার চাহিদা আছে, সর্বপ্রকার চাহিদা ভগবানের সর্বোত্তম স্বরূপ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ করতে পারেন। এজন্য নন্দনন্দন কৃষ্ণে অনুরাগময়ী গাঢ় ভক্তি জীবনে পরাশান্তি দিতে পারে। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত বিশ্বসমস্যা সমাধানের জন্য কোনও সুনিশ্চিত উপায় নাই।"

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ তাঁহার সুমধুর ভাষণে সরস ও রসদভাবে বিষয়টি বুঝাইয়া দিলে শ্রোতৃবৃন্দ পরম সুখ লাভ করেন। শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থও বক্তৃতা করেন।

জালন্ধর (পাঞ্জাব)—শ্রীল আচার্য্যদেব, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্তামণি দাস, শ্রীচক্রধর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমণীন্দ্র দাস প্রভৃতি সমভিব্যাহারে গত ২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পাঞ্জাবের অন্যতম প্রসিদ্ধ সহর জালন্ধরে আসিয়া পৌঁছিলে জালন্ধরবাসী ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধিত হন। দেরাদুন হইতে শ্রীতুলসীদাস ও শ্রীদেবকীনন্দন দাস এবং কলিকাতা হইতে পশ্চিমবঙ্গের অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক ও শ্রীপাঁচুগোপাল দাস একই দিনে চণ্ডীগড় হইতে জালন্ধরে পৌঁছেন। সভামণ্ডপের নিকটবর্ত্তী মণ্ডীরোডস্থ শ্রীদুর্গাদাস যুগলকিশোরজী, মঠের গৃহস্থ

ভক্ত শ্রীসুরেন্দ্রকুমার আগরওয়াল এবং অপর এক ব্যক্তির গৃহসমূহে শ্রীল আচার্য্যদেবের, স্বামীজীগণের ও অতিথি-বর্গের বাসস্থানের সুব্যবস্থা হয়। শ্রীপ্রভুপাদের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ২৯শে চৈত্র, ১২ এপ্রিল হইতে ২ বৈশাখ, ১৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয় ব্যাপী যে বিরাট্ ধর্মসম্মেলনের আয়োজন হয়, তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যরূপে ছিলেন—অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল শ্রীভগবন্ত সিং, শ্রীহিন্দ্ পাল আগরওয়াল, শ্রী এস, পি কালিয়া ব্রাদার্স, শ্রীদুর্গা দাস যুগলকিশোর, মিউনিসিপাল কমিশনার শ্রীপ্রকাশ চন্দ, পণ্ডিত শ্রীসৎ পাল, মিউনিসিপাল কমি-শনার শ্রীরামলাল বাজাজ, হাণ্ডা ব্রাদার্স, শ্রীরামনাথ খান্না। সম্মেলনে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং দিল্লী হইতে বহু ভক্ত যোগ দেন। স্থানীয় শ্রীভগত সিং পার্কে (প্রতাপ বাগ) বিপুল আলোকমালায় সুসজ্জিত বিরাট্ প্যাণ্ডেলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। জালন্ধর ডি-এ-ভি কলেজের অধ্যাপক শ্রীরূপ নারায়ণ শর্মা, ঐ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবেডি রাম, প্রাক্তন এম্-পি লালা শ্রীজগৎনারায়ণ, দৈনিক প্রতাপ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীবীরেন্দ্র সান্ধ্য ধর্মসভায় যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার শিক্ষা', 'ঈশ্বরো-পাসনার আবশ্যকতা', 'হরিনাম সংকীর্ত্তন', 'সুসামঞ্জস্য ও শান্তি লাভের উপায়' বিষয়সমূহ শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাবলম্বনে যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীতও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীকৃপারামজী, শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত প্রাতঃকালীন ও অপরাহ্ণ কালীন অধি-বেশনেও স্বামীজীগণের ভাষণ ও কীর্তন হয়। সান্ধ্য-সম্মেলনে প্রত্যহ সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

১৪ এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে বিরাট্ সংকীর্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে। নগরসংকীর্তনে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্তনবিনোদ প্রভুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল আচার্য্যদেব সমাপ্তি অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"অশান্তির কারণ কাম। নিজ ইচ্ছা পূর্ত্তির নাম কাম। 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম'। পূজা করলেও কাম, অন্যকে নিধন করলেও কাম, একটি সুকাম—পুণ্য, অপরটি কুকাম—পাপ। 'কাম চলে যাও' বল্লেই কাম যাবে না। ভক্তিশাস্ত্রে কামকে ছাড়তে না ব'লে প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়েছেন। 'কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা। মোহ ইষ্ট-লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা।'—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। কৃষ্ণসুখের জন্য চেষ্টার দ্বারা আমরা পরমানন্দ লাভ করতে পারবো। যেরূপ আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার দূর হয়, তদ্রূপ আনন্দের আবির্ভাবে নিরানন্দ তিরোহিত হবে। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' কৃষ্ণসুখের চেষ্টাকে প্রেম বলে। পূর্ণপ্রীতি সকলের সুখদায়ক, মঙ্গলদায়ক। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।' কাম self centred activity, প্রেম—God-centred activity. কামেতে নিজাপেক্ষা নিকৃষ্ট জড়বস্তু বা অসুখের সঙ্গ হয়। প্রেমেতে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ বস্তু অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের সঙ্গ লাভ হয়। ভগবান্ সুখময়, তাঁর সঙ্গ হ'লে আনন্দ আসবে, তখন অন্য বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। শ্রেষ্ঠ আনন্দকে পেলে নিকৃষ্ট বস্তুতে রুচি থাকে না। মিছরির আস্বাদন পেলে তামাক মাখা গুড় খেতে ইচ্ছা হবে না। "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥" গীতা। অস্মদীয় গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বে আচরণমুখে কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করেছিলেন এবং তাঁর প্রকটকালেই ভারত এবং ভারতের বাহিরে তিনি ৬৪টি প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে গেছেন। তাঁর কৃপাসিক্ত শিষ্য

প্রশিষ্যের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে আজ ব্যাপকভাবে কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হচ্ছে।"

জালন্ধর শ্রীচৈতন্য-সংকীর্তন-সভার সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল (শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী) এবং অন্যান্য সভ্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সেবাচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য শ্রীশ্যামলালজী ও সজ্জনবর শ্রীহিন্দ্‌পালজীর বৈষ্ণবসেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীহিন্দ্‌পালজীর আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে এক দিবস তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করেন।

বঙ্গীয় নববর্ষের শুভাভিনন্দন

আমরা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহক গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকা মহোদয় ও মহোদয়াগণকে আমাদের বঙ্গীয় নববর্ষ ১৩৮০ বঙ্গাব্দের শুভ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্ষ শুভাশুভ ফলমিশ্র হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেব সকলকেই কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র উপদেশ করিয়া বলিতে-ছেন—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ অঃ ৭৫-৭৮) "আমি তোমা-দিগকে যে এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র বলিলাম, ইহা সকলেই নির্ব্বন্ধ সহকারে জপ কর, ইহা হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। এই মহামন্ত্র সর্বক্ষণ কীর্তন কর, ইহাতে কোন কালাকালের, যোগ্যাযোগ্যের বা স্থানাস্থানের বিচার নাই॥" ইহা সংখ্যা নির্বন্ধ সহ-কারে জপ্য হইলেও অসংখ্যাতঃও কীর্ত্তনীয় হইতে বাধা নাই—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥" শ্রীভগবান্ তাঁহার নামে সর্বশক্তি আহিত করিয়াছেন। নামী অপেক্ষাও নামের করুণা অধিক। মঙ্গলময় শ্রীহরির এই নামই সকল-মঙ্গল-নিলয়।

বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—

মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণুর্মঙ্গলং মধুসূদনঃ।
মঙ্গলং হৃষীকেশোঽয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ॥
বিষ্ণূচ্চারণ-মাত্রেণ কৃষ্ণস্য স্মরণাদ্ধরেঃ।
সর্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি মঙ্গলং স্যান্ন সংশয়ঃ॥

পদ্মপুরাণে বলিতেছেন—

সত্যং কলিযুগে বিপ্র শ্রীহরের্নাম মঙ্গলম্।
পরং স্বস্ত্যয়নং নৃণাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরে কথিত হইয়াছে—

পুণ্ডরীকাক্ষ-গোবিন্দ-মাধবাদীংশ্চ যঃ স্মরেৎ।
তস্য স্যান্মঙ্গলং সর্বকর্মাদৌ বিঘ্ননাশনম্॥

রুদ্র যামলে লিখিয়াছেন—

মঙ্গলায়তনং কৃষ্ণং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্।
মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং বিষ্ণুং নারায়ণ হরিম্॥
বাসুদেবং জগন্নাথমচ্যুতং মধুসূদনম্।
তথা মুকুন্দানন্তাদীন্ যঃ স্মরেৎ প্রথমং সুধীঃ।
কর্ত্তা সর্বত্র সুতরাং মঙ্গলানন্তকর্মণঃ॥

শুভনববর্ষের প্রথম হইতেই শুদ্ধসাত্বতশাস্ত্রবিধি অনুসারে জীবনকে নিয়মিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া কর্তব্য। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্বক স্বেচ্ছাচারী হইলে সুখ, সিদ্ধি ও পরাগতি লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। ইহাই ভগবদ্ বাক্য। শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিবার ফলে discipline বা নিয়মানুবর্তিতা সংরক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য সমাজগত যাবতীয় বিশৃঙ্খলা বা উচ্ছৃঙ্খলতা অপসারিত হইয়া সমাজে প্রকৃত সুশৃঙ্খলা বা শান্তি সংস্থাপিত হইবে। শাস্ত্র-মর্য্যাদা পালন-চেষ্টায় পূর্ব্বপূর্ব্ব মহাজনানু-গত্য প্রদর্শিত হওয়ায় তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদভাজন হইবার সৌভাগ্য লাভ হয় তাঁহাদের প্রসন্নতায়ই ভগবৎ প্রসন্নতা ভগবৎকৃপা ভগবদ্ ভক্তকৃপানুগামিনী।

শুভবর্ষারম্ভের প্রথমেই বণিগ্‌গণ যেমন তাঁহাদের ব্যবসায়ের লাভলোকসান নিরূপক 'খতিয়ান' প্রস্তুত করেন 'হালখাতা' করিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি বা শুভফল কামনা করেন, আমাদেরও তদ্রূপ এই দুর্লভ মনুষ্য-জীবনের 'হালখাতা'—'সেবার খতিয়ান' প্রস্তুত করা দরকার। প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ মনীষী অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া প্রত্যগাত্মা—অন্তরাত্মা বা পরমাত্মদর্শনের বিচার-বিশিষ্ট হউন, ইহারই নাম প্রকৃত প্রত্যগ্‌গতি বা 'প্রগতি'।

নতুবা ভগবৎ পরাঙ্মুখতা কখনই 'প্রগতি' শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না, উহা নরকপ্রাপক। 'অসতো মা সদ্গময়', 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—এই বেদবাক্যই আমাদের জীবনের প্রগতি-প্রদর্শক beckon light বা guide হউন।

আমাদের শাস্ত্রকার মনীষিগণ শাস্ত্র মধ্যে বহু মহামূল্য পরম ভাস্বর জ্ঞানরত্ন সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান না করিয়াই ইতস্ততঃ প্রধাবিত হওয়া প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। ভারতমাতার সুসন্তানগণ আর্য্যভূমি ভারতের কৃষ্টি—ভারতের গৌরব-গরিমা সংরক্ষণে যত্নবান্ হউন। বৈদেশিকগণের তত্তদ্দেশোচিত জড়সর্বস্ববাদকে—কৃষি শিল্প নীতি বিজ্ঞান অর্থ শিক্ষাদি চর্চ্চাকে বহুমানন করিতে গিয়া ভারতের দিব্য জ্ঞানসম্পদ্ 'পরমার্থ' অনাদৃত হইয়া পড়িতেছে, তজ্জন্যই এই বেদ মন্ত্র মুখরিত আর্যভূমিতে নানা অশান্তি উদ্ভাবিত হইতেছে। জগদ্গুরু ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হইয়া তদনুগ্রহে যে পরমগুহ্য বিজ্ঞান সমন্বিত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীভগবৎপাদপদ্মে লব্ধদীক্ষ হইয়া তৎসঞ্চারিত সৃষ্টিশক্তি-প্রভাবে তৎসৃষ্ট চরাচর জগতে শ্রৌতপারম্পর্য্যে সেই দিব্য-জ্ঞানই আমাদের নিত্যকল্যাণার্থ সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। আধ্যক্ষিক জ্ঞানপ্রয়াস উদপাস্য—দূরে নিক্ষেপ করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবদ্ভক্ত-চরণাশ্রয়ে সেই শুদ্ধ-ভক্ত-মুখপদ্ম নিঃসৃত ভগবদ্বাক্য শ্রবণ বিচার বরণ করিতে পারিলেই প্রকৃত নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায়। সেই লব্ধ-নিঃশ্রেয়স ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই জগজ্জীবের ঐহিক ও পার-লৌকিক সকলমঙ্গলনিলয় হইতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এইজন্য বলিয়াছেন—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

শ্রীকামাখ্যা মন্দির দর্শন

গত ৪ঠা ফাল্গুন (১৩৭৯) পূর্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীপাদ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায় মহোদয়—এই সতীর্থ পঞ্চক ভক্ত শ্রীমান্ অমল কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সহ ট্যাক্সি যোগে গৌহাটীতে শ্রীযোগমায়া কামাখ্যা মাতাকে দর্শন করিয়া আসেন। শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামি পাদ তাঁহার 'ললিত মাধব' নাটকে (নবম অঙ্কে) প্রদর্শন করিয়াছেন যে নরকাসুর কামাখ্যা দেবীর আদেশে ব্রজের নিত্যসিদ্ধাগোপিকাংশভূতা কাত্যায়নী ব্রতপরায়ণা শতাধিক ষোড়শ সহস্র কুমারীগণকে (প্রাগ্জ্যোতিষপুর গৌহাটীতে) অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সত্য-ভামা সহ তথায় গিয়া নরকাসুরকে বধ করতঃ তাঁহাদের উদ্ধার সাধন পূর্বক তাঁহাদিগকে দ্বারকায় প্রেরণ এবং দ্বারকায় আসিয়া একই সময়ে তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন। (এসম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদও তাঁহার 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' গ্রন্থে এই শ্রীকামাখ্যা দেবীর প্রাগ্জ্যোতিষপুরবাসী তৎপূজক জনৈক ব্রাহ্মণ-কর্ণে স্বপ্নে দশাক্ষর গোপালমন্ত্র দানরূপ কৃপা বিতরণের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মন্ত্রপ্রদান কালে মন্ত্রের ধ্যান ও পূজাবিধিও উপদেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২২শ অধ্যায়োক্ত ব্রজকুমারী-গণের 'কাত্যায়নি মহামায়ে' ইত্যাদি মন্ত্রে যে কাত্যায়নী-ব্রত পালন লীলা, সেই কাত্যায়নীর সহিত শ্রীরূপসনাতন-বর্ণিত যোগমায়া কামাখ্যা দেবীর ঐক্য রহিয়াছে। তিনি চিচ্ছক্তিবৃত্তি স্বরূপভূতা যোগমায়া, বহিরঙ্গা মায়া নহেন। নারদ পঞ্চরাত্রে ইঁহাকে প্রেমসর্বস্ব স্বভাবা ত্রিগুণাতীতা গোকুলেশ্বরী এবং ইঁহারই আবরিকাশক্তিকে অখিলে-শ্বরী ত্রিগুণময়ী মহামায়া বলা হইয়াছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় (বৈষ্ণবতোষণীর বিচার উদ্ধার পূর্বক) লিখিয়াছেন—"আগমে দুর্গাদেবীকে সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিচ্ছক্তিবৃত্তি কৃষ্ণভগিনী একানংশা নাম্নী যোগমায়াই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী। ব্রজকুমারীগণ তাঁহারই উপাসনা

করিয়াছেন। ইঁহার দুর্গা, মহামায়া ইত্যাদি নামসাম্য দর্শনে তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকসাধারণের ইঁহাকে অচিচ্ছক্তিরূপিণী বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। ব্রজের লোকবল্লীলত্ব-হেতু মায়োপাসনেও দোষ নাই। এস্থলে কোন কোন অনন্যম্মন্য (অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃত অনন্য না হইয়াও নিজদিগকে অনন্য বলিয়া মনে করেন) ব্যক্তি যে অন্যথা (অর্থাৎ অন্য প্রকার) মনে করেন, তাহাতে মনে হয় যে, তাঁহারা শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমগন্ধ-সম্বন্ধের গন্ধবাহ বা বাষ্পকেও পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারেন নাই।" (ভাঃ ১০।২২।৪ শ্লোকের 'সারার্থ দর্শিনী' দ্রষ্টব্য)।

জড়বিষয়াসক্ত বদ্ধজীবকুল প্রাকৃত কামনা-বাসনা-পরবশ হইয়া (কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ) স্বস্ব কামনা-পরিপূর্তি কামনায় ভূতবলি-প্রদান-বিধি দ্বারা তাঁহার পূজায় যে বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাতে বস্তুতঃ জগদম্বা বা জগন্মাতা নামের প্রতি প্রকৃত মর্য্যাদা প্রদর্শিত হয় না। জগন্মাতা নামেরও সার্থকতা সংরক্ষিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণে অনন্যশরণা পরমা বৈষ্ণবী মাতাকে পারাবত, ছাগ, মহিষাদি বলি দিবার প্রথা তামসিক তন্ত্রাদিতে থাকিলেও বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ বিষ্ণূপাসক বৈষ্ণবগণের পক্ষে তাহা বড়ই দুঃখপ্রদ, সাত্বত তন্ত্র পঞ্চরাত্র তাহা কখনই স্বীকার বা অনুমোদন করেন না। শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত কোলদ্বীপ বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে প্রৌঢ়ামায়া বা পোড়ামাতলায় ঐরূপ বিদ্ধশাক্তেয় ভূতবলি-বিভীষিকা কিছুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কালীঘাট (কলিকাতা) প্রভৃতি স্থানেও ঐরূপ। শ্রীভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গা মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বহির্ম্মুখলোকবঞ্চনাময়ী বৃত্তি জীবচিত্ত হইতে অপসারিত না করা পর্য্যন্ত জীবচিত্তের শুদ্ধ কৃষ্ণান্বেষণাত্মিকা বৃত্তির উন্মেষ কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। "হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ" অর্থাৎ হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত জীব কখনও পরপীড়ক হইতে পারে না, ইহা বুঝিতে পারিবে না। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছামূলক কামের কখনই আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না। তাই প্রার্থনা—করুণাময় শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হউন, শ্রীযোগমায়া তাঁহার আবরণ সম্বরণ করিয়া জীবহৃদয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছা জাগাইয়া দিউন, তাহা হইলেই জগজ্জীব পরস্পরে দ্বেষ-হিংসা-মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে, তাহাদের হৃদয় হইতে স্বপরভেদবুদ্ধিজনিত অনর্থ অপগত হইয়া তথায় 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' রূপ উদারতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আহা জগৎ যেন এখন রজস্তমোগুণোত্থ কামক্রোধোন্মত্ত হইয়া পরস্পরে মারমুখী হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য সামান্য কারণে ভাই ভাইএর বুকে ছুরি মারিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছে না, পরন্তু তাহাকেই যেন একটা বড় পৌরুষ বলিয়া মনে করিতেছে! হায়, ভগবদ্ বহির্ম্মুখতার ইহাই পরিণতি! হে জগন্মাতঃ কাত্যায়নি কামাখ্যে যোগমায়ে দেবি প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ! আমাদিগকে কৃপাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি প্রদান কর মা, সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে জীবের অজ্ঞানাবরণ উন্মোচনপূর্বক শুদ্ধজ্ঞানের বিকাশ সম্পাদন কর, আর বঞ্চনা করিও না।

বিরহ সংবাদ

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মজুমদার মহোদয় যাঁহার শ্রীগুরুদত্ত নাম—শ্রীযাদবেন্দ্র দাসাধিকারী প্রভু গত ১৪ই বৈশাখ (১৩৮০), ২৭শে এপ্রিল (১৯৭৩) শুক্রবার রাত্রি ৮-১০ মিনিটে ৭৫ বৎসর বয়সে পরম ধামে গমন করিয়াছেন। ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ পরে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ইনি শ্রীগুরুদেবের কৃপা ও স্নেহসিক্ত একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ইনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। সামান্য অসুস্থতার অভিনয় করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড্, কলিকাতা-২৬. ফোন ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৩শ বর্ষ

৫ম সংখ্যা

আষাঢ় ১৩৮০

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।
৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা-২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড্, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় -২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জে. কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৮০। ১৫ বামন, ৪৮৭ গৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, শনিবার; ৩০শে জুন, ১৯৭৩ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

[১৩৩৫ সাল, ৩রা আষাঢ়]

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

আমি বৈষ্ণবদিগকে নমস্কার করি;—একবার নহে, দুইবার নহে, বহুবার। তদ্ব্যতীত আমার আর কোনও কার্য্য নাই। 'ম'-কারের অর্থ—অহঙ্কার; সেই অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আমি নমস্কার করি।

বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু। জগতে কল্পবৃক্ষ যেমন প্রার্থীর প্রার্থনানুযায়ী ফল দান করে, সেইরূপ অপার্থিব বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট যে প্রার্থনা করা যায়, তিনি তাহা পূরণ করেন। তবে প্রাকৃত জগতে কল্পবৃক্ষ অস্থায়ী জাগতিক ফল দান করে, আর বৈষ্ণবঠাকুর অখণ্ড পরম ফল বা নিত্য প্রয়োজন দান করেন।

বৈষ্ণবঠাকুর কৃপার সমুদ্র। তিনি অযাচিতভাবে সম্পূর্ণ দয়া করেন। তাঁহার ভাণ্ডার অল্প নহে। সে ভাণ্ডারে অভাব হয় না। প্রাকৃত-জগতে সমুদ্রের শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বৈষ্ণবের কৃপা-ভাণ্ডার অপূর্ণ হয় না। সে ভাণ্ডারের ধন অপরকে দিলে ক্ষতি হয় না। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" এমন বৈষ্ণবঠাকুরকে আমি নমস্কার করি।

বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন। ইহজগতে আমার পবিত্রতা-কারক আর কেহই নাই। এখানে একজনের সহিত দেখা হইলে ঈর্ষা-মূলে অহঙ্কার আসে। একজন অপরকে নিজ অপেক্ষা নীচ, ক্ষুদ্র, দরিদ্র, মূর্খ, কুৎসিত ইত্যাদিভাবে দর্শন করে, কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুর সেরূপ নহেন। আমি পতিত; কৃষ্ণ ভুলিয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত। চক্ষু আমার পরম শত্রু, সে সর্বক্ষণ রূপজ-মোহে প্রমত্ত; কর্ণ নিজের প্রশংসা শুনিতে ব্যস্ত; রসনা সুস্বাদু দ্রব্যসংগ্রহে, নাসিকা সুগন্ধ-গ্রহণে, ত্বক্ কোমল বস্তুর স্পর্শে এবং মন বিষয়-চিন্তায় মত্ত। আমি কেবলমাত্র ভগবদ্বহির্মুখ হইয়া আছি। আমার অবস্থা যখন বিচার করি, তখন দেখি যে, আমি উর্দ্ধে ছিলাম, অধঃপতিত হইয়াছি। নারকী আমি, পাপিষ্ঠ আমি। এহেন জীবকে তিনি উদ্ধার করিতে ব্যস্ত। জীবে দয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর কর্তব্য নাই—তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি নাই। যাবতীয় অহঙ্কার—অর্থাৎ দর্শনকারী, স্পর্শনকারী, গ্রহণকারী ও চিন্তনকারি-সূত্রে যাবতীয় অভিমান—যে অভিমান ইন্দ্রিয়জবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নহে—যে-বৃত্তি দ্বারা আমি পতিত ও ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত

হইয়াছি, সেই অভিমান ছাড়িয়া আমি আজ বৈষ্ণবের শরণাগত। আমি আজ যে স্থানে উপস্থিত সেখানকার প্রত্যেক বস্তুই আমাকে আকৃষ্ট করিতেছে। আমার এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া যখন দেখিতেছি যে, আমার ন্যায় নারকী আর কেহই নাই, তখনই বুঝিতেছি যে, বৈষ্ণবপাদপদ্মাশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি নাই।

"বৈষ্ণব" শব্দটি শুনিয়া অনেকে মনে করিবেন যে, বিষ্ণুর উপাসক একটি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক জীববিশেষ। কিন্তু তাহা নহে। ভগবদ্বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ জানেন যে, ভগবান্ সকল জগতে ব্যাপ্ত,—অন্তর্য্যামিসূত্রে সর্ব্বত্র অবস্থিত। একদিকে তিনি—ভূমা, ব্যাপক আবার অন্য দিকে প্রত্যেক ত্রসরেণুর ভিতর নিজ অসীম বৈকুণ্ঠরাজ্য ধারণ করিতে সমর্থ। মানুষের বুদ্ধিতে 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' শব্দ যে বস্তু জ্ঞাপন করে, 'বিষ্ণু' শব্দে তাহা বুঝায় না। 'বিষ্ণু' শব্দ—বিভুত্ব বা ব্যাপকধর্ম-সূচক, সাম্প্রদায়িক শব্দ নহে। বৈষ্ণবই সেই ভগবানের একমাত্র সেবক। তাঁহার সহিত ভগবানের কোন ভেদ নাই। বৈষ্ণব—ভগবানের অভিন্ন কলেবর। এই 'বৈষ্ণব'-শব্দে বিষ্ণুসম্বন্ধি অর্থাৎ বিষ্ণুর (Parapharnalia) বস্তুকে বুঝায়। তিনি আত্মধর্মবিৎ, জড় জগতের সীমা-বিশিষ্ট ধর্ম অতিক্রম করিয়াছেন। মানবের সঙ্কীর্ণ-বিচার অতিক্রম করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারাই 'বৈষ্ণব'। 'বৈষ্ণব'-শব্দে অবৈষ্ণবতা বাদ দিয়া সঙ্কীর্ণতা আরোপ করা যায়,—এরূপ নহে। আমরা এইরূপ বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নমস্কার করি।

আজ একটি কার্য্যোপলক্ষে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ কোন বৈষ্ণব-সম্রাটের অপ্রকট তিথি। সাধারণ-মানুষের মৃত্যুতে শোকসভাদির অধিবেশন হয়, কিন্তু আজ আমাদের মহা-আনন্দের দিন। কর্মফলবাধ্য জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। মৃত্যু-দিনই সেই জীবের শেষ বিচারের দিন—জীবিতাবস্থায় সে যে-সকল সুকর্ম, কুকর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম করিয়াছে, সেই সকল কার্য্যের শেষ বিচারের দিন। মানবের হিসাব-নিকাশের শেষ দিনই মৃত্যু-দিবস। সেই দিন জীবের দণ্ড বা পুরস্কারের কাল উপস্থিত হয়। বৈষ্ণবের বিচার এরূপ নহে। তিনি কর্মফলবাধ্য জীব নহেন। সাধারণ জীব কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্ম করে, সুতরাং সেই সেই কর্মের ভাল বা মন্দ ফল লাভ করে। মৃত্যু সেই ভাল-মন্দের প্রাপ্তির দিন। পাশ্চাত্ত্য দেশে ঐ দিনকে 'Day of judgment' বলে। যাঁহারা জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে মৃত্যুর দিন—জীবিতাবস্থার ক্রিয়ার শেষ ও তৎফলাফল-প্রাপ্তির প্রারম্ভ। একজন্মেই জীবের শেষ, দ্বিতীয় জন্ম নাই, এরূপ বিচার ভারতবর্ষে ছিল না। ভারতেতর দেশে এই-রূপ কথা সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন আর যাঁহারা স্বীকার করেন না,—এই দুই মতের সম্বন্ধে আমি আজ কিছু আলোচনা করিব।

জন্মান্তরবাদ অস্বীকারকারী বলেন যে, যদি আমরা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করি, তবে আমরা বলিতে পারি যে, এই জন্মের ফল যখন পর-পর-জন্মে ভোগ করিতে হয়, তখন এই জন্মে আমি কিছু ইন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া লই—ভোগ করিয়া লই ; পর জন্মে make up (পূরণ) করিয়া লইব। এই ভাব গ্রহণ করিলে জীব ধর্মপথে চলিবে না, অধর্ম-পথে চলিবে। অতএব জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা উচিত নহে।

যাঁহারা তথা-কথিত জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের যে চিন্তাস্রোত, তাহাও প্রশংসনীয় নহে। তাঁহারা বলেন যে, এ জীবনে পুণ্যকার্য্যাদির দ্বারা জীবিতাবস্থায় সুখ ও পরবর্ত্তিকালে স্বর্গাদি রাজ্য-ভোগ লাভ হয়। এই জন্মে অধর্ম পথে চলিলে ইহ-জন্মেও দুঃখ, পরজন্মেও দুঃখ! এই বিচারে কর্মস্রোতে ভাসমান জীবের উদ্ধারের পথ চিরতরে রুদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত এই সকল চিন্তাস্রোত বাধা দিয়া বলেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মনুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

প্রত্যক্ষবাদী বলেন যে, যখন এই জন্ম পাইয়াছি তখন বেশ করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিয়া লওয়া যাক্। 'Make hay while the sun shines'—সূর্য্যের উত্তাপ থাকিতে থাকিতে কাঁচা ঘাস শুকাইয়া লও। ভারতে শাক্যসিংহ,

সাংখ্যকার, মীমাংসকাদি সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, মনুষ্য-জীবন-প্রাপ্তি একটা Chance মাত্র,—এই বুদ্ধি থাকিলে মনুষ্য পবিত্র থাকিবে। এই যুক্তি সাধারণ জ্ঞানে কার্য্যকরী হইলেও ভাগবত তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

আমরা মনুষ্য জন্ম পাইয়াছি। এই জন্ম সুদুর্লভ। 'মানুষ্যম্'—মনুষ্য-সম্বন্ধিজন্ম, পশু-পক্ষী-কীট-জন্ম নহে। আবার এমন কোন স্থিরতা নাই যে, পরজন্মেও 'মানুষ' হইব,—ভূত, প্রেত, পশু বা পক্ষীও হইতে পারি। সুতরাং এই জন্মের যে কয়টা দিন পাইয়াছি, তাহা অন্য কার্য্যে লাগাইবার আবশ্যকতা নাই।

'অর্থদম্'—'অর্থ'-শব্দে প্রয়োজন, তাহা দানকারী। কিন্তু অসুবিধা এই যে, জীবন—অনিত্য। শীঘ্র শীঘ্র 'অর্থ' অর্থাৎ 'পরমার্থ' অর্জন করিয়া লইতে হইবে। মনুষ্য নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐরূপ মিথ্যা অভিমানের অন্তর্গত হইবেন না। কেননা, ঐরূপ বিচারকারীর নিকট মনুষ্যজন্মের ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধ হইল না। 'অহং'-'মম'-ভাবকারী ব্যক্তির জিহ্বায় হরিনাম উচ্চারিত হন না। নিত্য কৃষ্ণবৈমুখ্য বশতঃ অসুবিধায় পতিত ব্যক্তির অহংকার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবে—সত্যবস্তুতে শরণাগতি ব্যতীত অন্য গতি নাই। হাতী নিজেকে 'হাতী', কুকুর নিজেকে 'কুকুর' বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু মানুষ সেরূপ করিবেন না,—নিজের স্বরূপের অভিমান করিবেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

আমি প্রাকৃত-বুদ্ধিতে বর্ণাভিমানে 'ব্রাহ্মণ' নই, 'ক্ষত্রিয়-রাজা' নই, 'বৈশ্য' বা 'শূদ্র' নই, আশ্রমাভিমানে 'ব্রহ্মচারী' নই, 'গৃহস্থ' নই, 'বানপ্রস্থ' নই, 'সন্ন্যাসী'ও নই। কিন্তু প্রোন্মীলিত নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্রস্বরূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই।

যে-দিন সূত-গোস্বামীর নিকট শৌনকাদি ষষ্টি-সহস্র ঋষি শরণাগত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা জানিতেন যে, সূত গোস্বামী—বর্ণসঙ্কর-কুলে জাত। ঋষিগণ কিন্তু এই বুদ্ধি ছাড়িয়া বৈষ্ণবজ্ঞানে তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণ্ডিত্যের অভিমান, বয়ো-বৃদ্ধির অভিমান, অপরের সহিত তুলনায় আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করায় বটে, কিন্তু এতাদৃশ অভিমান-মত্ত ব্যক্তিগণের কোনও সুবিধা নাই। এইরূপ ভেদ কখন গত হয় তদ্বিষয়ক বিচারে গীতা বলেন,—

"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—'পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ।' 'পণ্ডা'—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স এব পণ্ডিতঃ। অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিদ্বারা জীব 'পণ্ডিত'-শব্দের যে বিচার করেন, বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিজাত বিচার তাহা নহে।

আমরা এই জগতে পরস্পরের সহিত পরস্পর বিবাদে প্রমত্ত। আবার বিশেষত্ব এই যে, বিবাদে পরাস্ত হইলেও আমরা নিজেদের অহঙ্কার ছাড়ি না,—যে 'অহঙ্কার' আমাদিগকে নরক-পথে লইয়া যায়।

'সম্ভব'—জন্ম। এই মনুষ্য-জন্ম মহা-দুষ্প্রাপ্য, অতএব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। জগতে অনন্তকোটি জীবের তুলনায় মানুষ সংখ্যায় খুব অল্প। উদাহরণ-স্থলেও দেখা যায় যে, একটি অল্প-পরিসর-যুক্ত স্থানে অসংখ্য কীটের সমাবেশ রহিয়াছে। এমন মনুষ্য-জন্মে অনিত্যতার উপলব্ধি না হইলে মানুষ নিশ্চয়ই মূর্খ, গর্দ্দভেন্দ্র-শেখর।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

বোতলের ভিতর সুরক্ষিত মধু পাইবার লোভে

কাঁচের বাহিরে অবস্থিত মক্ষিকার ন্যায় পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনিত্য দেহে 'অহং'-অভিমানে অভিমানী ব্যক্তির সহস্র সহস্র চেষ্টায় ভগবদ্দর্শন বা তাঁহার ভক্তের নিকট যাইবার যোগ্যতা নাই। এ জগতে জীব অক্ষজরূঢ়ি-বৃত্তির দ্বারা চালিত ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া নিজের প্রত্যক্ষ বিচারের সাহায্যে নিজের সুবিধা করিতে পারে না।

প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর, ত্রসরেণুর ভিতর, শব্দের ভিতর, ধাতুর ভিতর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর ভিতর ভগবান্ বিশ্বম্ভর চৈতন্যবস্তু অবস্থিত। তিনি মূর্খকে তাহার মূর্খতা, পণ্ডিতকে তাঁহার পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করাইয়া আচণ্ডালকে স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছেন। যাঁহাদের চঞ্চলতা বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের ভোগের বাসনা, বড় হওয়ার আশা, 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা পাইবার অভিলাষ নাই, তাঁহারাই তাঁহার কথা শুনিবেন। কিন্তু ঐ সকল বস্তুর প্রার্থীর কর্ণে প্রভুর ডাক পৌঁছিবে না। কিন্তু তাঁহাদেরও জানা উচিত, মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী—"অদ্যবাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥" (—ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

"শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বগত অখণ্ডরস কৃষ্ণাদি নামরূপে পুষ্প-কলিকার ন্যায় বিশ্বে কৃষ্ণ-কৃপায় প্রচারিত হইয়াছেন।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

"বেদশাস্ত্রে যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা হরিনামোপদেশই শ্রেষ্ঠ।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অধ্যায়

"পরমেশ্বরের প্রসাদই সর্বজীবের চরম উপেয় বা সাধ্য। কর্ম ও জ্ঞান সেই উপেয় বা সাধ্যের মুখ্য সাধন নয়; কেন না, তাহারা উপেয়ের নিকটস্থ হইলেই স্বরূপতঃ লুপ্ত হয়। নাম-সাধনটি সেরূপ নয়। শ্রীনাম পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন; সুতরাং সাধ্য ও উপেয়রূপে সাধন বা উপায়রূপ নাম স্বয়ংই বর্ত্তমান থাকেন।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

"ভগবানের নাম দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ; জগৎ-সৃষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বন-পূর্বক যে-সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে, সেই সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধী; যথা—'সৃষ্টিকর্তা', 'জগৎপাতা', 'বিশ্বনিয়ন্তা', 'বিশ্বপালক,' 'পরমাত্মা' প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ-নাম। আবার মায়াগুণের ব্যতিরেক সম্বন্ধে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কয়েকটি নামও গৌণ-নাম-মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত গৌণ-নামে বহুবিধ ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা উদিত হয় না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নামসকল নিত্য বর্তমান, সেই সমস্ত নামই চিন্ময় ও মুখ্য; যথা—'নারায়ণ', 'বাসুদেব', 'জনার্দন', 'হৃষীকেশ', 'হরি', 'অচ্যুত', 'গোবিন্দ', 'গোপাল', 'রাম', ইত্যাদি সমস্তই মুখ্য নাম—এই সমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে নিত্য বর্তমান।"

— জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

'কৃষ্ণ'—এই নামটীই তাঁহার প্রেমাকর্ষণ-লক্ষণ পরম সত্তা-বাচক নিত্য নাম।"

—ব্রঃ সং ৫।১

"কৃষ্ণ নামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সঙ্কল্পে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

"জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণস্বরূপ জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহার চিন্ময় শরীরে হরিনাম-উচ্চারণের অধিকারী। জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারেন না, কিন্তু হ্লাদিনী কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁহার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপূত জিহ্বায় নৃত্য করেন। নাম অক্ষরাকৃতি ন'ন,

কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন—ইহাই নামের রহস্য।"

—জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

'পূর্ব পূর্ব শাস্ত্রকারেরাও ভগবদ্ভাবের উদয়কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত যে-সকল উন্নতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আলোচনাপূর্বক তারকব্রহ্ম নামের যুগে যুগে ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

"নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণ পরা গতিঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরমগতি—এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদই শ্রীনারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নামই শ্রীনারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও পার্ষদ-সকল যে বর্ণিত আছে, তাহাতে নারায়ণরূপ ভগবদ্ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ শান্তের ও কিয়ৎ-পরিমাণে দাস্যের উদয় দেখা যায়।"

—'উপক্রমণিকা' ; কৃঃ সং

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

এইটি ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম। ইহাতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে তাহাতে ঐশ্বর্যগত নারায়ণের বিবিধ বিক্রম সকল সূচিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্য-রসপর ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস দান করিতেছে।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

এইটি দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্মনাম। ইহাতে যে-সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হয়। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই চারিটি রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।'

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এইটি সর্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে প্রার্থনা নাই, মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতাই ইহাতে দৃষ্ট হয়। ভগবানের কোনপ্রকার বিক্রম বা মুক্তি-দাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা যে পরমাত্ম কর্তৃক কোন অনির্বচনীয় প্রেম-সূত্রে আকৃষ্ট আছেন—ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছেন। অতএব মাধুর্য্যরসপর জনগণের সম্বন্ধে এই নামটি একমাত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অনুক্ষণ আলোচনাই একমাত্র উপাসনা। সারগ্রাহি-জনগণের ইজ্যা, ব্রত, অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলনই এই নামের অনুগত। ইহাতে দেশ-কাল-পাত্রের বিচার নাই। ইহাতে গুরূপদেশ, পুরশ্চরণ ইত্যাদি কিছুরই অপেক্ষা নাই। পূর্বোক্ত দ্বাদশটি মূলতত্ত্ব অবলম্বন-পূর্ব্বক এই নাম-মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা সার-গ্রাহি-জনগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিদেশীয় সারগ্রাহি জনেরা—যাঁহাদের ভাষা ও সাংসারিক আশ্রম ভিন্ন, তাঁহারা এই নামের সমান কোন সাঙ্কেতিক উপাসনা-লিঙ্গ নিজ-নিজ-ভাষায় প্রস্তুত করত অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ উপাসনা-কাণ্ডে কোন অসরল বৈজ্ঞানিক বিচার, বৃথা তর্ক বা কোন অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারগত বাদ বা প্রার্থনাদি না থাকে। যদি কোন প্রার্থনা থাকে, তাহা হইলে উহা কেবল প্রেমের উন্নতি-সূচক হইলে দোষ নাই।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

জীবের কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর ধন নাই, গতি নাই। শুদ্ধ জীবগণ মুক্ত অবস্থাতে শ্রীবৈকুণ্ঠে সর্ব্বদা হরিনাম গান করিয়া থাকেন। * * অপরাধশূন্য হইয়া হরিনাম না করিলে কখনই নামের একান্ত আশ্রয় লাভ ঘটে না।"

'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ।'

—সঃ তোঃ ৮।৯

"জীবনটি কৃষ্ণনাম-ময় করাই মহাপ্রভুর উপদেশ। কৃষ্ণনাম ব্যতীত এ সংসারে আর কিছুই সত্য বস্তু নাই।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

"কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম দিয়া এবং কৃষ্ণনাম বলাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব উদ্ধার করিয়াছেন।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

"প্রভুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শ্রীগুরু-কৃপাবলে কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই সকল লাভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" —'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

"কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতি অপরাধ করি'।
নামাশ্রয়ে সেই অপরাধ যায় তরি'॥"

—ভঃ রঃ 'দ্বিতীয় যামসাধন'

"জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুভূত হয় না। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই সেই তত্ত্ব জীবের মঙ্গলের জন্য প্রত্যগ্‌ভাবে এই জগতে উদয় করাইয়াছেন। প্রত্যগ্‌ভাবেই চিত্তত্ত্বের স্বপ্রকাশ ভাব।" —'নামমাহাত্ম্য সূচনা', হঃ চিঃ

"নামরূপ কলিকা স্বল্প স্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি মনোহর চিন্ময়-রূপ বিকশিত হয়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

"পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ-সৌরভ অনুভূত হয়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

"নামকুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকাল চিন্ময় নিত্য-লীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিত হন।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

"বিরহ ও সম্ভোগ, উভয় অবস্থায়ই এইরূপ নাম ভাবনাভেদে নিত্য আস্বাদ্য।" —'প্রমাদ', হঃ চিঃ

"গোলোকে যে কামবীজ, তাহা—বিশুদ্ধ চিন্ময় এবং প্রপঞ্চে যে কামবীজ, তাহা—ছায়াশক্তিগত কাল্যাদি-শক্তির কামবীজ।" —ব্রঃ সং ৫।৮

"কৃষ্ণের মুরলীনাদ—সচ্চিদানন্দময় শব্দবিশেষ; সুতরাং সমস্ত বেদের আদর্শ তাহাতে বর্ত্তমান।"

—ব্রঃ সঃ ৫।২৭

"হরেকৃষ্ণ ষোল নাম অষ্টযুগ হয়।
অষ্টযুগ অর্থে অষ্ট শ্লোক প্রভু কয়॥
আদি **হরেকৃষ্ণ** অর্থে—অবিদ্যা-দমন।
শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
আর **হরেকৃষ্ণ** নাম—কৃষ্ণ সর্ব্ব শক্তি।
সাধুসঙ্গে নামাশ্রয়ে **জ্ঞানানুরক্তি**॥
সেইত ভজনক্রমে সর্ব্বানর্থনাশ।
অনর্থাপগমে নামে নিষ্ঠার বিকাশ॥
তৃতীয়ে বিশুদ্ধ ভক্ত চরিত্রের সহ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামে নিষ্ঠা করে অহরহ॥
চতুর্থেতে অহৈতুকী ভক্তি-উদ্দীপন।
রুচি সহ হরে হরে নাম-সংকীর্তন॥
পঞ্চমেতে শুদ্ধদাস্য আসক্তি সহিত।
হরেরাম সংকীর্ত্তন স্মরণ বিহিত॥
ষষ্ঠে **ভাবাঙ্কুরে হরেরামেতি** কীর্তন।
সংসারে অরুচি, কৃষ্ণে রুচি সমর্পণ॥
সপ্তমে **মধুরাসক্তি** রাধা পদাশ্রয়।
বিপ্রলম্ভে রাম রাম নামের উদয়॥
অষ্টমে ব্রজেতে অষ্টকাল গোপীভাব।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসেবা প্রয়োজন লাভ॥"

—ভঃ রঃ প্রথম যামসাধন।

"কোন এক বৃহদ্ গুণকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তসকল ভগবানের নামকরণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নারায়ণ প্রভৃতি সকল নামই বৃহদ্‌গুণ-বাচক। ঐ সমুদায় গুণে জীব ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ নিরূপণ হয় না। ভক্তি রাগরূপা এবং জীবেশ্বর এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তিনী সম্বন্ধরূপা অপ্রাকৃত রজ্জুবিশেষ। ইহার দ্বারাই ঈশ্বর কর্ত্তৃক জীব অনন্তভাবে আকর্ষিত হইতেছেন; অতএব সম্বন্ধ-সূত্রে আকর্ষণই ঈশ্বরের একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রকাশ। কৃষ্ণ—আকর্ষণ-শব্দ-বাচক; অতএব উপাসনা-তত্ত্বে জীবের কৃষ্ণের সহিতই কেবল নিত্য-সম্বন্ধ।

—তঃ সূঃ ৪০সূঃ

———

মহদতিক্রম

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

—ভাঃ ১০।৪।৪৬

মহতের উল্লঙ্ঘন, তদীয় মর্য্যাদাহানিকর ব্যবহার বা তৎপ্রতি উৎপীড়ন, মহদুল্লঙ্ঘনকারিব্যক্তির আয়ুঃ, সৌভাগ্য, যশঃ, ধর্ম্ম (পুণ্য), স্বর্গাদি লোক, কল্যাণ-সমূহ এবং সর্ব্ববিধ শুভবিষয় বিনাশ করিয়া থাকে।

শ্রীগৌরাবতারকালে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে অপরাধী বেনাপোল (যশোহরজেলান্তর্গত)-বাসী ব্রাহ্মণ-ব্রুব জমিদার রামচন্দ্র খান স্বয়ং এবং তাহার গ্রাম-বাসিগণ পর্য্যন্তও চরম দুর্গতি লাভ করিয়াছিল।

"মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
একজনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৬৩

নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের চরণে অপরাধফলে তহশীলসংগ্রহকারী পেয়াদা ব্রাহ্মণব্রুব গোপাল চক্রবর্ত্তীর দিবসত্রয়ের মধ্যেই ভয়াবহ গলিতকুষ্ঠব্যাধিতে নাক খসিয়া পড়িল, হস্ত পদাঙ্গুলি 'কোঁকড়' হইয়া গেল।

—ঐ চৈঃ চঃ অন্ত্য দ্রষ্টব্য

রাজা রহূগণ মহাভাগবত ভরতকে চিনিতে না পারিয়া প্রথমে তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতঃ পরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য
সাম্যেন বীতাভিমতেস্তবাপি।
মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥ ভাঃ ৫।১০.২৫

—"হে প্রভো, বিশ্বসুহৃদ্ ভগবান্ আপনার সখা; আপনি সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া নিজদেহেও আপনার আত্মবুদ্ধি নাই। আমি যে আপনার অপমান করিয়াছি, তাহাতে যদিও আপনার কোন বিকার হয় নাই, তথাপি মহতের অবমাননা করাতে, সেই স্বকৃত অবমাননার ফলে, মাদৃশ ব্যক্তি শূলপানির ন্যায় বিশেষ সমর্থপুরুষ হইলেও অচিরেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।"

জগাই মাধাই উদ্ধার প্রসঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিতেছেন—

সবার করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥
শূলপাণিসম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে॥
তথাহি উক্ত ভাঃ ৫।১০।২৫—
মহদ্বিমানাৎ…শূলপাণিঃ॥'
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত—সর্ব্ব শাস্ত্রে কই॥
সর্ব্বমহাপ্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ॥
পদ্মপুরাণের এই পরম বচন।
প্রেমভক্তি হয় ইহা করিলে পালন॥

তথাহি (পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে)—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং জাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥

["সজ্জনগণের নিন্দা শ্রীনামের নিকট প্রধান অপরাধ বিস্তার করিয়া থাকে। হায়, শ্রীনাম প্রভু যাঁহাদের নিকট হইতে ইহলোকে প্রসিদ্ধি লাভকরিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? (অর্থাৎ কখনই সহ্য করিতে পারেন না; পরন্তু ঐ নামাপরাধীর বিষম সর্বনাশ আনয়ন করিয়া থাকেন।)]

—চৈঃ ভাঃ ম ১৩।৩৮৮-৩৯৩

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর স্বয়ং স্বীয় জননী শ্রীশচীদেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান

করিয়াছেন। শ্রীগৌরাগ্রজ সাক্ষাৎ মহাসঙ্কর্ষণ-স্বরূপ শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গলাভ করতঃ পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অনন্তের পথে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সন্ন্যাসনাম হইয়াছিল শঙ্করারণ্য; তিনি মহারাষ্ট্রদেশে পাণ্ঢরপুরে গিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীশচীমাতার ধারণা তাঁহার বিশ্বরূপ নিরন্তর অদ্বৈতসঙ্গে থাকিতে থাকিতেই সংসার-বিরক্ত হইয়া গেল, বিশ্বম্ভরেরও অদ্বৈতসঙ্গাসক্তি দেখিয়া মা মনে মনে অদ্বৈতাচার্য্য প্রতি একটু অসন্তোষ প্রকাশের অভিনয় করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাপরাধের ভয়ে প্রকাশ্য ভাবে কোন বিক্ষোভ প্রকাশ না করিলেও অদ্বৈত সমীপে শচী মাতার অন্তরে অন্তরে কিছু অপরাধের অভিনয় ঘটিয়াছিল। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

মনে মনে গণে আই হইয়া সুস্থির।
'অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির'॥
তথাপিহ আই—বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে।
কিছু না বলয়ে, মনে মহাদুঃখ পায়ে॥
বিশ্বম্ভর দেখি' সব পাসরিলা দুঃখ।
প্রভুও মায়ের বড় বাড়ায়েন সুখ॥
দৈবে কতদিনে প্রভু করিলা প্রকাশ।
নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি-বিলাস॥
ছাড়িয়া সংসার-সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি' থাকে অদ্বৈতের ঘর॥
না রহে গৃহেতে পুত্র হেন দেখি' আই।
'এহোঁ পুত্র নিলা মোর আচার্য্য গোঁসাই॥
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
"কে বলে 'অদ্বৈত,' 'দ্বৈত' এ বড় গোসাঞি॥
চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির॥
অনাথিনী মোরে ত' কাহারো নাহি দয়া।
জগতে'অদ্বৈত', মোহে সে 'দ্বৈত-মায়া'॥"
সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাই।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি॥

যদ্যপি বাৎসল্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ শচীমাতার অত্যন্ত পুত্রস্নেহ-বিহ্বলতাবশতঃ এইরূপ উক্তি গুরুতর অপরাধ-ব্যঞ্জিকা নহে। তথাপি নিজ জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষাগুরু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর—'বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান'।

"বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যা'র গণ।
তা'র রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোন জন॥
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে॥

—চৈঃ ভাঃ ম ২২।১২৮, ৫৫-৫৬

সাক্ষাৎ শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিধি-নিষেধাতীত পারমহংস্যলীলায় সন্ন্যাসাশ্রমবিরোধী আচার দর্শনে এক ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে উহার সমাধান প্রার্থনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে কহিতে লাগিলেন—

"শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তা'ন দোষ-গুণ কিছু না জন্ময়॥
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥

—ভাঃ ১১।২০।৩৬

["যাঁহাদিগের কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তি প্রভৃতি অনর্থ বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা স্থূল-লিঙ্গ-দেহ দর্শন হইতে অতিক্রান্ত হইয়া প্রত্যেক জীবের আত্মদর্শন করায় সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমাতে সেই একান্ত আসক্ত ভক্তগণের বিধি-নিষেধজনিত পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয় না।"]

"পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দ-স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বদা বিহরে॥

[অর্থাৎ "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বক্ষণ অনুকূল কৃষ্ণানু-শীলনে সংরত; সুতরাং কৃষ্ণ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে-

সকল ক্রিয়া-কলাপ করেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্য জীবের আচরণের ন্যায় বিচারাধীন করা কর্ত্তব্য নহে।"—

—'গৌড়ীয় ভাষ্য']

অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তা'র॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ পান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্বপুরাণ-প্রমাণ॥

তথাহি—ভাঃ ১০।৩৩।২৯-৩০

'ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥'

["শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্, অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ হন না (অর্থাৎ অপবিত্র হইয়া যান না) কর্মপারতন্ত্র্য-রহিত সমর্থ তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্মমর্য্যাদালঙ্ঘন ও স্ত্রীসন্দর্শনাদি দৃষ্ট হইলেও উহা দূষণীয় নহে। (যদি বল 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ' এই ন্যায়ানুসারে অন্যের পক্ষেও এইরূপ আচরণ দূষণীয় হইবে না, তাহাতে বলা হইতেছে—) ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থ পুরুষ ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখনও মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ-বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হন, মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বরলীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে। একমাত্র রুদ্রই নীলকণ্ঠ হইতে পারেন।"]

এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে তা'ন কর্ম।
নিজ-দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁ'রে হাসিলেই মরি॥

"মহাভাগবত অধিকারী নিম্নাধিকারীর গর্হণযোগ্য নহেন। যে ব্যক্তি মহাভাগবতের কার্য্যে উপহাসাদি করে, তাহার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণবগুরুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।"—চৈঃ ভাঃ অ ৬।৩৬ গৌড়ীয় ভাষ্য।

শ্রীমদ্‌ভাগবত দশম স্কন্ধোক্ত (৪৫অঃ) আখ্যায়িকা এইরূপ—

শ্রীরামকৃষ্ণ যদুকুলাচার্য্য গর্গ মুনির নিকট হইতে উপনয়ন সংস্কার লাভ করতঃ উভয়ে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। অতঃপর নিখিল বিদ্যার আকরস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর রামকৃষ্ণ স্বকীয় স্বতঃসিদ্ধ বিমল জ্ঞান গোপন করিয়া মনুষ্যলীলানুকরণে গুরুকুলে বাসেচ্ছায় কাশীদেশজাত অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি নামক গুরুগৃহে গমন করিলেন। তথায় চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যাভ্যাস করিয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা দিতে চাহিলে গুরুদেব তাঁহাদের অত্যদ্ভুত মহিমা এবং অমানুষী বুদ্ধি দর্শন করিয়া স্বীয় পত্নীর সহিত পরামর্শপূর্বক প্রভাস-ক্ষেত্রে মহাসমুদ্রে নিমগ্ন স্বীয় মৃতপুত্রকেই দক্ষিণাস্বরূপে প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রজলমধ্যস্থ পঞ্চজন নামক অসুরকে বধ করিয়া তৎশরীরজাত পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীবলদেবসহ যমরাজের সংযমনীপুরীতে গমন করিলেন এবং তথায় শঙ্খধ্বনি করতঃ যমরাজকে আহ্বান করিয়া তৎসমীপে গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। যমরাজ তাঁহাদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনান্তে গুরুপুত্রকে আনিয়া দিলে তাঁহারা তাহাকে লইয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা দান করিলেন।

পরবর্ত্তিসময়ে (ভাঃ ৮৫ অঃ দ্রষ্টব্য) সর্ব্বলোক-পূজনীয়া দেবকীমাতাও পুত্রের অতীব বিস্ময়নীয় গুরু-দক্ষিণাদান-প্রসঙ্গ শুনিয়া স্বীয় মৃতপুত্রষট্‌ক আনিয়া দিবার জন্য পুত্রদ্বয় রামকৃষ্ণকে একান্তভাবে অনুরোধ জানাইলেন। জননীর প্রার্থনা শ্রবণে কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ যোগ-মায়া অবলম্বনপূর্বক তখনই বলিরাজ-ভবনে সুতলে গমন করিলেন। বলি মহারাজ নিজ ইষ্টদেব দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পরম ভক্তিভরে নানাউপচারে শ্রীপাদ-পদ্মে পূজাবিধানপূর্ব্বক সমর্পিতাত্ম হইয়া স্তবস্তুতি করিতে করিতে সেবা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় আগমনকারণ জ্ঞাপন করিলেন—

(প্রভু বলে—) শুন শুন বলি মহাশয়।
যে নিমিত্ত আইলাঙ তোমার আলয়॥

আমার মায়ের ছয়পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক, সেই পাপে সেহ মৈল শেষে॥
নিরবধি সেই পুত্র-শোক সঙরিয়া।
কান্দেন দেবকী মাতা দুঃখিতা হইয়া॥
তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষ-কারণ॥"

ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার পৌত্র—সিদ্ধ দেবতা। তাঁহাদের এত দুঃখের কারণ শ্রবণ কর। প্রজাপতি মরীচি ব্রহ্মার পুত্র, ইঁহারা ছয়জন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁহার ঊর্ণা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। তাঁহারা দৈবক্রমে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে স্বসুতা সরস্বতীরমণোদ্যতা দেখিয়া উপহাস করায় সেই দোষে তৎক্ষণাৎ হিরণ্যকশিপুর পুত্র কালনেমিক্ষেত্রে অসুরজন্ম লাভ করেন। তথায় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে উঁহাদিগকে নানা দুঃখে মৃত্যু বরণ করিতে হইল—

'তথায় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ॥'

তখন যোগমায়া তাঁহাদিগকে আনিয়া দেবকী-গর্ভে স্থাপন করেন—

'তবে যোগমায়া ধরি' আনি আরবার।
দেবকীর গর্ভে লৈঞা কৈলেন সঞ্চার॥'

ব্রহ্মাকে যে হাস্য করিয়াছিলেন, এই পাপফলে এ জন্মেও তাঁহারা নানা দুঃখ পাইলেন। নিজেদের মাতুল কংসই অশেষাযাতনা দিয়া তাঁহাদিগকে বধ করিলেন। [হরিবংশে কথিত আছে—কালনেমির পুত্রজন্মে তাঁহারা পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে না বলিয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিতে যান এবং কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় মৃত্যুপ্রতিষেধক বর লাভ করেন। বরলাভের পর পিতামহকে জানাইলে তিনি তাঁহাকে না বলিয়া তপস্যা করিতে যাওয়ার জন্য তাঁহাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অভিশাপ দেন—তোমাদের পিতাই পর জন্মে কংস হইয়া দেবকীগর্ভজাত তোমাদের বধ সাধন করিবে। কালনেমি-পুত্র ঐ ষড়্গর্ভ অসুরের নাম ছিল—হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা।]

দেবকী-মাতা এ সকল গুপ্তরহস্য না জানিয়া তাহাদিগকে নিজপুত্রজ্ঞানে স্নেহবিহ্বলা হইয়া পুনঃপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদেরও শাপাবসানের সময় হইয়াছে। তাঁহারা তোমার নিকট আছেন, আমরা মাতৃদেবীর শোকাপনোদনার্থ তাঁহাদিগকে তোমার নিকট হইতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দিব। তাঁহারা আমাদের পীতাবশিষ্ট মাতৃস্তন্য পান করিয়া আমার অনুগ্রহে শাপবিমুক্ত ও সন্তাপশূন্য হইয়া পুনরায় দেবলোকে গমন করিবেন। সেই মরীচিপুত্রগণের নাম—স্মর, উদ্গীথ, পরিষঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ ও ঘৃণী।

শ্রীরামকৃষ্ণের এইসকল বাক্য শ্রবণে বলি মহারাজ পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদের হস্তে ঐ ছয়টি পুত্রকে অর্পণ করেন। তাঁহারা তৎসহ পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিয়া ঐ পুত্রগণকে মাতৃক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। মাতৃদেবী শ্রীভগবানের লীলাপরিকর-প্রাদুর্ভাবময়ী যোগমায়ায় (প্রাকৃত সৃষ্টি প্রবর্তনকারিণী ত্রিগুণময়ী মায়া শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী দেবকী দেবীকে স্পর্শ করিতে পারে না, যে ত্রিগুণাতীতা যোগমায়াবলে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই লীলাপরিকর-প্রাদুর্ভাবময়ী—শ্রীভগবানের লীলাপুষ্টি-কারিণী চিচ্ছক্তি যোগমায়ায়) মোহিতা হইয়া শ্রীদেবকী মাতা আনন্দাতিশয্যে পুত্রস্পর্শহেতু স্বতঃক্ষরিত স্তনদুগ্ধ ঐ ষট্‌পুত্রকে পান করাইতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের পীতাবশিষ্ট এই দুগ্ধামৃত পান এবং স্বয়ং নারায়ণের অঙ্গস্পর্শলাভ হেতু তাঁহারা স্ব স্ব দেহস্বরূপ অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, দেবকী, বসুদেব এবং বলদেবকে প্রণাম পুরঃসর সর্ব্বভূত সমক্ষে দেবলোকে গমন করিলেন। শ্রীদেবকী দেবী মৃত পুত্রগণের আগমন ও পুনরায় দেবলোকে প্রস্থান দর্শনে অতীব বিস্মিতা হইয়া উহা শ্রীকৃষ্ণেরই রচিতা মায়াবিশেষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন।

'গদাভৃৎ শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশেষ অমৃতস্বরূপ স্তনদুগ্ধ পান করিয়া' (ভাঃ ১০।৮৫।৫৫) এই বাক্যে 'কৃষ্ণ কখন দেবকীস্তন্য পান করিয়াছিলেন?' এইরূপ একটি সম্ভাব্য

পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—

"গদাভৃতঃ কৃষ্ণস্য পীতশেষমিতি" পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" (ভাঃ ১০।৩।৪৬) ইত্যুক্তের্দ্দেবক্যাং প্রাদুর্ভূয় নন্দগৃহগমনসময়ে যদা শিশুরভূত্তদা দূরগমননিবন্ধনোঽস্য কণ্ঠশোষো মাভূদিতি স্নেহেন শ্রীদেবকী তং স্তনং পায়য়ামাস এবেতি তত্রানুক্তমপ্যত্রোক্তেরবগম্যতে।"

অর্থাৎ গদাভৃৎ শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট' এই বাক্যে 'মাতা-পিতার সমক্ষেই শ্রীভগবান্ (নিজ স্বরূপশক্তিবলে) তৎক্ষণাৎ প্রাকৃত শিশুর মত হইলেন অর্থাৎ প্রকৃতিসিদ্ধ বা স্বভাবসিদ্ধ তাঁহার নিজরূপ ধারণ করিলেন'—এইরূপ উক্তি হইতে দেবকীগর্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়া শ্রীদেবকীনন্দন শ্রীনন্দগৃহগমনসময়ে যখন শিশুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইসময়ে দূরগমননিবন্ধন এই বালকের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া না যাউক, এজন্য শ্রীদেবকীমাতা অপত্য-স্নেহে সেই বালককে তৎকালে স্বীয় স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া ছিলেন, ইহা তথায় উক্ত না হইলেও এখানকার 'পীতশেষম্' এই উক্তি হইতে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়।

যাহা হউক এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিলেন যে, ভগবদ্ভক্তের ব্যবহারে হাস্য করিলে সিদ্ধ দেবতাগণকে পর্য্যন্তও মরীচিপুত্রের ন্যায় ভীষণ যাতনা ভোগ করিতে হয়, অসিদ্ধ ব্যক্তির দুঃখের ত' সীমাই নাই। যে দুষ্কৃতি ব্যক্তি বৈষ্ণবকে নিন্দা করে, তাহাকে জন্ম জন্ম নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আমার পূজা ও আমার নামগ্রহণকারিব্যক্তিও যদি আমার ভক্তকে নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহার পূজা, নামগ্রহণাদি সমস্তই নিষ্ফল হয়, আমি কখনও তাহার উপর প্রসন্ন হই না। পরন্তু আমার ভক্তের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট, ভক্তসেবারত ব্যক্তি নিঃসংশয়িতভাবে আমার কৃপা লাভ করে। বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

অর্থাৎ "ভগবৎসেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয়, এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে ; কিন্তু যাঁহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়েও উক্ত হইয়াছে—

অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥

অর্থাৎ "যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, তাহারা দাম্ভিক, কখনই বিষ্ণুর কৃপার পাত্র নহে।"

শ্রীভগবান্ও দেবতাগণকে কৃপা করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন—হে দেবগণ, তোমরা এখন স্বধামে গমন কর। মহান্তকে আর কখনও উপহাস করিও না। ব্রহ্মা ঈশ্বরের শক্তি, তাঁহারা ঈশ্বর কৃপায় ঈশ্বরতুল্য মহাশক্তিশালী। তাঁহারা বহির্দর্শনে মন্দ কর্ম করিয়াও দোষভাক্ হন না—

"ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বরসমান।
মন্দ কর্ম করিলেও মন্দ নহে তা'ন॥"

ব্রহ্মার নিকট গিয়া অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহা হইলেই চিত্তে পুনঃ প্রসাদ লাভ করিতে পারিবে।

(—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়
এবং শ্রীভাগবত ১০।৮৫ অঃ দ্রষ্টব্য।)

প্রজাপতি দক্ষ বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীশম্ভু-চরণে অপরাধ করিয়া যে শাস্তি পাইয়াছিলেন, তাহা সর্বজনসুবিদিত। তাঁহার দম্ভসহকারে অনুষ্ঠিত শিবহীন যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি আসিলেন না, যজ্ঞ নষ্ট হইল, সতী হেন কন্যা দেহত্যাগ করিলেন, নিজের ছাগমুণ্ড হইল, ভৃগু পূষা প্রভৃতি যে সমস্ত ঋষি ও দেবতা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও দুঃখের সীমা ছিল না। পরিশেষে দক্ষ শিব-সমীপে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও সেই অপরাধ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত না হওয়ায় পুনরায় তাঁহার দেবর্ষি নারদ চরণে অপরাধ ঘটিয়া বসিল। অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে নিষ্কপটে অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থী হইলে যাঁহার নিকট অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি সকরুণ হইয়া কৃপা বিতরণ করেন।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবতা এবং বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণের বাহ্যক্রিয়ামুদ্রাদর্শনে বহির্দৃষ্টিতে নানা দোষ প্রতীত হইলেও উহা দোষদর্শনকারীরই বিদ্বৎপ্রতীতির

অভাববিজ্ঞাপক। ঈশ্বরের বাক্য সত্য, তাঁহাদের যে সকল আচরণ বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য সংরক্ষণ করে না, তাহা বিমুখবিমোহনার্থ বা ব্যতিরেকভাবে লোক-শিক্ষণ জানিয়া কখনই তাহার অনুবর্তন করিতে হইবে না, বাক্যেরই অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। মহাভারতে কৌরব বা পাণ্ডববংশে এবং দেবতা ও ঋষিগণ মধ্যে তাঁহাদের জন্মকর্ম্মাদি সম্বন্ধে নানাপ্রকার শ্লীলতা বা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান আচরণ দর্শনে তৎসমুদয়কে নিজেদের কুৎসিৎ স্বভাব বা আচরণের সহিত সমতুল্য বলিয়া বিচার করতঃ অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে না। বহ্নি যেমন সর্ব্বভুক্ হইয়াও নিজের সম্পূর্ণ শুদ্ধতা সর্বসময়ের জন্যই সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন, তেজীয়ান্ ব্যক্তিও তদ্রূপ কখনও কোন অবস্থায়ই দোষভাক্ হন না। পরন্তু দোষদর্শনকারীরই সমূহ অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত মরীচি-পুত্রষট্‌কের পরিণাম তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রাসলীলা সর্বলীলামুকুটমণি, তাহাতে কামক্রোধাসক্ত জড়নীতিবিচারকূপান্তর্গত অনূচানমানী বিজ্ঞব্রুব বদ্ধজীব অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে গিয়া নরকপথের যাত্রী হইবার জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে! ঐরূপ দুঃসাহস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক ইতিহাস ও পুরাণকে বেদার্থ সম্বেদক 'পঞ্চম বেদ' বলিয়া মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল আপাতদোষপ্রতীম অসামঞ্জস্য দর্শনে সেই মহাভারত ইতিহাস ও সর্ববেদান্তসার পুরাণরত্ন শ্রীমদ্ভাগবতকে না মানিয়া বেদার্থের সত্যার্থপ্রকাশদম্ভ শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়ারই জীব-বিমোহন বিক্রম মাত্র। বেদার্থপূরণকারী পুরাণসমূহের অন্যতম গরুড়-পুরাণ যে শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-সূত্রের অর্থ-নিরূপক, মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণায়ক, বেদমাতা গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ এবং বেদার্থ পরিবর্দ্ধক বা পরিপুষ্টি-কারক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং অন্যান্য স্কন্দ, পদ্মাদি পুরাণও যাঁহার মহিমা কীর্তনে শতমুখ হইয়াছেন, চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্য চতুষ্টয় যে শ্রীমদ্ভাগবতকে বহু-মানন করিয়াছেন, এমন কি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যচরণও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীগোবিন্দাষ্টক' ও পদ্মপুরাণীয় সহস্র নাম ভাষ্যেও যে ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলা বর্ণন পূর্বক প্রকারান্তরে শ্রীমদ্ভাগবতকে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন, সেই নিগমকল্পতরুর শুকমুখামৃতদ্রবসংযুত অপ্রাকৃত রসময় পরম মধুর প্রপক্ব ফল শ্রীমদ্ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলাকে সুতরাং শ্রীভাগবত গ্রন্থরাজকে হেয় প্রতিপাদন করিবার অপচেষ্টা অতীব শোচ্য ও জগন্মঙ্গল-বিঘাতক।

মহারাজ পরীক্ষিতের গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশন-('প্রায়োঽনশন মৃত্যুঃ ইতি' 'মেদিনী'। প্রায়-শব্দের অর্থ অনশন মৃত্যু। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিৎ ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল সমস্তই ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতটে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এইজন্য উহার নাম প্রায়োপবেশন।) কালে অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিসুত বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ইধ্মবাহ, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিসেন, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, অগস্ত্য, দ্বৈপায়ন, নারদ প্রভৃতি বহু ঋষি এবং অন্যান্য দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও অরুণাদি রাজর্ষি আসিয়া তথায় সমবেত হইয়াছিলেন (ভাঃ ১।১৯ অঃ দ্রষ্টব্য)। পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী সেই সভায় আসিলে তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে পরম আদরে সম্মান করেন এবং মহারাজ পরীক্ষিতের সহিত তাঁহারা সকলেই তন্মুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হন।

রোমহর্ষণ সূত-পুত্র মহাত্মা শ্রীউগ্রশ্রবা সূতমুখেও আবার নৈমিষারণ্যে গোমতী তটে শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষি ঐ শুকপরীক্ষিৎসংবাদ শ্রবণাগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ, শ্রীশুক-সদৃশ মহাভাগবত মহামুনি-মুখনিঃসৃত নিখিল বেদসার ভাগবত সর্বজীবের চরম পরম কল্যাণার্থই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা কুটিনাটি পরিত্যাগ পূর্বক কলিহত জীব সেই শ্রীমদ্ভাগবতীকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হউন, ইহাই ত্রিকালদর্শী শ্রীব্যাস-শুক-নারদাদি মহামহা মুনি-গণানুমোদিত নিঃশ্রেয়স পন্থা। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরহরি এই শ্রীভাগবতগ্রন্থরাজকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন শ্রীজীবাদি গৌরপার্ষদগণের এই ভাগবতই জীবাতু, ইহাই অনন্তকল্যাণগুণবারিধি।

শ্রীরামচন্দ্রের বালীবধ প্রসঙ্গ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ)

শ্রীরামচন্দ্রের বালী-বধ-সম্বন্ধে দূরবগাহ অধোক্ষজ ভগবল্লীলা রহস্যোদ্ঘাটনে অসমর্থ অজ্ঞ মানব সমাজের আধ্যক্ষিক জ্ঞানপ্রয়াস হইতে নানা কটাক্ষ উত্থাপিত হয়। বস্তুতঃ শ্রীভবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কোন ব্যাপার নহে, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকটই উহা আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবৎপদারবিন্দের প্রসাদলেশ-দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই তাঁহার যথার্থ মাহাত্ম্য জানিতে পারেন, অন্য লোকে আধ্যক্ষিকতা-দ্বারা চিরকাল বিচার করিয়াও তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন না। নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে শরণাগত ব্যক্তিই তাঁহার কৃপালাভের যোগ্য হন, তাঁহারই নিকট সেই স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তব বস্তু স্বাং তনুং বিবৃণুতে।

ঋষ্যমুক পর্বতে অগ্নি সাক্ষী করিয়া শ্রীসুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে মিত্র বলিয়া বরণ পূর্বক শ্রীরাম সমীপে নিজের দুঃখকাহিনী বর্ণন করিলেন। সুগ্রীব কহিলেন—বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মন্ত্রিগণকর্তৃক কিষ্কিন্ধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, আমিও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রাজকার্য্যে সহায়তা করিতাম। এক সময়ে মায়াবী নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত অসুর (দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র; আবার উত্তরকাণ্ডে ৩য় পরিচ্ছেদে মায়াবী ও দুন্দুভিকে ময়দানবের পুত্র ও মন্দোদরীর ভ্রাতা বলিয়াও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে) রাত্রিকালে কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে আসিয়া গর্জন করতঃ বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করে। বালী ক্রোধাবেশে তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। মায়াবী আমাদের ভয়ে এক তৃণাবৃত গহ্বরে প্রবিষ্ট হইল। বালী আমাকে গহ্বর দ্বারে রাখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। আমি একবৎসর যাবৎ সেই গহ্বর দ্বারে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করিয়াও অগ্রজ বালী ফিরিলেন না দেখিয়া অতীব দুঃখিত চিত্তে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই আশঙ্কা করিলাম। বিবর দ্বার হইতে রুধির ধারা নির্গত হইতে দেখিয়া এবং বালীর কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তে অসুরদের গর্জন শুনিয়া তাঁহার মৃত্যুই নির্দ্ধারণ পূর্বক এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বিবর দ্বার রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, ক্রমশঃ মন্ত্রীরা আমাকে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। আমি রাজকার্য পরিচালনা করিতেছি, এমন সময়ে একদিন বালী অনেক কষ্টে বিবরদ্বারের পাথর সরাইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করতঃ আমাকে রাজ্যশাসন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। আমি সত্যঘটনা ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে এবং আমাকে পূর্ববৎ তাঁহার অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানিতে বিশেষ অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি আমার সততাকে শঠতারূপে ধারণা করিয়া আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা রুমাকে হরণ করিয়া আমাকে একবস্ত্রে এই রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমি পৃথিবীর নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া শেষে এই ঋষ্যমুক পর্ব্বতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, মতঙ্গ মুনির অভিশাপের ভয়ে বালী এখানে আসিতে পারেন না। দুন্দুভি নামক এক সহস্র হস্তীর বলধারী পর্ব্বত প্রমাণ মহিষাকৃতি মহাকায় অসুরকে বধ করিয়া তাহার দেহকে তিনি একযোজন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহার মুখনিঃসৃত রক্তবিন্দু বায়ুচালিত হইয়া মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত হয়, মুনিবর আশ্রমের বাহিরে আসিয়া দেখেন এক পর্ব্বতাকার মৃত মহিষ তাঁহার আশ্রমের বহির্দেশে পড়িয়া আছে। তিনি ধ্যানে সমস্তই জানিতে পারিয়া বালীকে অভিশাপ দিলেন—'যে বানর আমার আশ্রম কলুষিত করিয়াছে, সে একযোজনের মধ্যে আসিবামাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।' এজন্য বালী

এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসেন না। তাই আমি এস্থানে নিরাপদে বাস করি।

শ্রীরামচন্দ্র মিত্র সুগ্রীবের শত্রু বালীকে বধ করিয়া তাঁহার অপহৃতা ভার্য্যার পুনরুদ্ধার সাধন এবং তাঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিলে সুগ্রীব অপার বিক্রমে বালী বধে তাহার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য দুন্দুভির পর্বত প্রমাণ কঙ্কাল এক পায়ে উঠাইয়া ৮০০ হাত দূরে নিক্ষেপ করিতে ও সপ্তশাল বা তাল (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম পঃ দ্রষ্টব্য) বৃক্ষ এক বাণে বিদ্ধ করিবার কথা বলিলে শ্রীরাম এক পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ কঙ্কালকে দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ এবং এক বাণ দ্বারা সপ্তশাল বা তাল বৃক্ষ ভেদ করিলেন। বাণটি সপ্তশাল বা তাল ভেদ করিয়া ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার তূণীরে প্রবিষ্ট হইল। শ্রীরামের অমিত পরাক্রম দর্শনে সুগ্রীব সন্তুষ্ট চিত্তে মিত্রের সহায়তায় বালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী ও কৃতসংকল্প হইলেন।

অতঃপর সুগ্রীব শ্রীরাম সহ কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। শ্রীরাম বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধ্যা-দ্বারে যুদ্ধে আহ্বান সূচক ভয়ঙ্কর গর্জন শ্রবণে বালী ক্রুদ্ধ হইয়া বাহিরে আসিয়া তৎসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই ভাইকেই একরকম দেখিতে, রাম কোন্‌টি বালী না বুঝিতে পারিয়া মিত্রের শত্রুগাত্র শরবিদ্ধ করিতে পারিলেন না। মিত্র যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রক্তাক্তকলেবরে ঋষ্যমূক পর্বতাভিমুখে পলায়ন করিয়া গহন বনে প্রবেশ করিলেন, বালী মতঙ্গ মুনির অভিশাপে তথায় আসিতে না পারিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শ্রীলক্ষ্মণ ও হনুমান সহ শ্রীরাম মিত্রের নিকট আসিলে মিত্র ছলছলনেত্রে অভিমানভরে কহিতে লাগিলেন—'হে রাম, তুমিই আমাকে বালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহ দিলে, স্বীয় বিক্রমও প্রদর্শন করিলে, অথচ আমাকে এই প্রকারে শত্রু কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত করাইলে, ইহা তোমার কিরূপ ব্যবহার? প্রথমেই তুমি যদি 'বালীকে আমি বধকরিব না' ইহা সত্য করিয়া বলিতে, তাহা হইলে আমি আমার এই নিরাপদ আশ্রয় ছাড়িয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে যাইতাম না। শ্রীরাম মিত্রকে অনেক প্রবোধ দিয়া শান্ত করাইলেন। স্থির হইল—এইবার সুস্থ হইবার পর শ্রীরাম তাঁহাকে চিনিতেপারেন এমন একটি চিহ্ন ধারণ করিয়া শত্রুসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে রাম এক শরাঘাতেই তাহার ইহলীলা সাঙ্গ করাইবেন। যথা সময়ে শ্রীলক্ষ্মণ একটি পুষ্পিত গজপুষ্পীলতা সুগ্রীবের গলদেশে জড়াইয়া দিলেন। সানুচর সুগ্রীব পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া ভীষণ নিনাদ দ্বারা বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। বালী ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বাহির হইবার সময় তদীয় সাধ্বী সহধর্মিণী তারা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। কুমার অঙ্গদ চরের মুখে শুনিয়াছেন—সুগ্রীব অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের দুই মহাবীর পুত্র রাম-লক্ষ্মণ-সহ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সুতরাং এবার তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া আপনার স্নেহপাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। তত্তুল্য বান্ধব আপনার কেহই নাই।

আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধির উদয় হয়। বালী সতীস্ত্রী তারার অনুরোধ না মানিয়া সুগ্রীবসহ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল রাম মিত্র সুগ্রীবকে বিপন্ন ও আর্ত দেখিয়া এক বজ্রতুল্য শরাঘাতে বালীর বক্ষঃ বিদীর্ণ করিলেন। শ্রীরাম লক্ষণসহ শরবিদ্ধ ধরাশায়ী ইন্দ্রপুত্র মহাবীর বালীর নিকট আসিলে বালী অসতর্ক অবস্থায় অধর্ম্মতঃ তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম তাঁহাকে ধর্ম্মমর্ম্ম বুঝাইতে লাগিলেন (বাল্মীকি রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ১৮শ সর্গ দ্রষ্টব্য)—

হে বানররাজ, তুমি ধর্ম, অর্থ, কাম এবং সদাচার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইয়া অজ্ঞ বালকের ন্যায় কিজন্য আমাকে বিগর্হণ করিতেছ? শৈল, বন ও কাননসহ এই সমগ্র ভূমণ্ডলই ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীন রাজ্য। এই রাজ্যের মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষি প্রভৃতি যাবতীয় জীবের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিধানে তাঁহারাই সমর্থ। অধুনা ধর্মজ্ঞ সরল-স্বভাব সত্যনিরত ভরত এই পৃথিবীর রাজা। আমরা এবং অন্যান্য রাজা তাঁহার আদেশানুবর্তী হইয়া ধর্ম-প্রচার অভিলাষে এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছি। তাঁহার

আদেশানুযায়ী আমরা পরম স্বধর্মে স্থিত হইয়া ধর্মপথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকি। তুমি রাজার আচরণীয় ধর্মপথভ্রষ্ট, কামতন্ত্রপ্রধান হইয়া অত্যন্ত নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠান করতঃ ধর্মের পীড়াদায়ক হইয়াছ। নিজে চঞ্চলস্বভাব এবং চঞ্চল প্রকৃতি অবিশুদ্ধ চিত্ত বানরগণের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইয়া এক অন্ধ ব্যক্তি অন্য অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত হইবার ন্যায় প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব কিছুই অবগত হইতে পার নাই। তুমি ক্রোধবশতঃ বৃথা আমাকে নিন্দা করিতেছ।

"তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্ব্বর্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্॥
অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
রুমায়াং বর্ত্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্মকৃৎ॥
তদ্ব্যতীতস্য তে ধর্মাৎ কামবৃত্তস্য বানর।
ভ্রাতৃভার্য্যাভিমর্শেঽস্মিন্ দণ্ডোঽয়ং প্রতিপাদিতঃ॥
ন হি লোকবিরুদ্ধস্য লোকবৃত্তাদপেয়ুষঃ।
দণ্ডাদন্যত্র পশ্যামি নিগ্রহং হরিযুথপ॥
ন চ তে মর্ষয়ে পাপং ক্ষত্রিয়োঽহং কুলোদ্গতঃ।
ঔরসীং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ॥
প্রচরেত নরঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ।
ভরতস্তু মহীপালো বয়ং ত্বাদেশবর্ত্তিনঃ॥"

—বাঃ রাঃ কিঃ কাঃ ১৮।১৮-২৩

"আমি তোমাকে যে জন্য বধ করিয়াছি, তাহার কারণ দেখ,—তুমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাতে অভিগমন করিয়াছ। এই মহাত্মা সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তাঁহার পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূতুল্যা, তাহাতে তুমি কামবশে পাপাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে বানর, তুমি কামপরতন্ত্র হইয়া সনাতন ধর্ম্ম ব্যতিক্রম পূর্বক ভ্রাতৃভার্য্যাভিমর্শে প্রবৃত্ত হইবার জন্যই তোমার প্রতি এইরূপ রাজদণ্ড প্রতিপাদিত হইয়াছে। হে কপিযূথপতে, তুমি লৌকিক আচার উল্লঙ্ঘনকারী, লোকবিরোধী, অতএব তোমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এতাদৃশ দণ্ড ব্যতীত অন্য কোন দণ্ড সমীচীন মনে করি না। যে ব্যক্তি কামতাড়নায় কন্যা, সহোদরা ও অনুজভার্য্যায় অভিগমন করে, তাহার বধদণ্ডই শাস্ত্রবিহিত। আমরা মহীপাল ভরতের আজ্ঞানুবর্ত্তী, বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত, সুতরাং তোমার এইরূপ পাপ ক্ষমা করিতে পারি না।"

বিশেষতঃ লক্ষ্মণের সহিত আমার যে প্রকার সখ্য-ভাব আছে, রাজ্য ও ভার্য্যানিমিত্ত সুগ্রীবের সহিতও আমার সেইপ্রকার সখ্যভাব জন্মিয়াছে। তিনি আমার ইষ্ট সম্পাদনে যে প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, আমিও বানরগণ সমক্ষে তদ্রূপ তাঁহার ইষ্টসম্পাদনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং সেই অঙ্গীকার পালনে কি প্রকারে আমি পরাঙ্মুখ হইতে পারি ?

প্রজাপতি মনু রাজধর্ম্ম বিষয়ে এই দুইটি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেনঃ—

রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥
শাসনাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ পাপাৎপ্রমুচ্যতে।
রাজাত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্"

বাঃ রামায়ণ কিঃ কাঃ ১৮।৩১-৩২

অর্থাৎ মানবগণ পাপকর্ম করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে নিষ্পাপ হইয়া সুকৃতি ব্যক্তিগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। চৌর্য্যাদি পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিতই হউক বা কোন কারণে সেই দণ্ড হইতে মুক্তই হউক, উভয় স্থলেই পাপ হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু রাজা যদি তাহাকে তাহার পাপানুরূপ সমুচিত দণ্ড বিধান না করেন, তাহা হইলে সেই রাজাকেও পাপভাগ হইতে হয়।

ধর্ম্মকুশল নরপতিগণ এই দুই শ্লোকের মর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আমিও রাজধর্মানু-সারে তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছি। এবিষয়ে আরও একটি মহৎকারণ আছে, তাহা শ্রবণ করিয়া দুঃখ পরিত্যাগ কর—

ধর্মজ্ঞ রাজর্ষিগণের মৃগয়া রাজধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে। তাঁহারা তৃণলতাদি দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়াই হউক, প্রকাশ্যভাবেই হউক প্রধাবিত, বিশ্বস্তভাবে অধিষ্ঠিত, সতর্ক, অসতর্ক বা বিমুখ মৃগগণকে বাগুরা (বৃহৎ জাল), পাশ (ফাঁদ প্রভৃতি) ও বিবিধ কূট উপায় দ্বারা বিনাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রচ্ছন্নভাবে তোমাকে বধজন্য

আমার রাজধর্ম্মের পক্ষ হইতে কোন দোষ হয় নাই। তুমি শাখামৃগ, এজন্য প্রতিযুদ্ধ করিয়া হইক বা যুদ্ধ না করিয়াই হউক বাণ দ্বারা যুদ্ধে তোমার প্রাণ বিনাশ করিয়াছি। হে বানর শ্রেষ্ঠ, রাজারাই দুর্ল্লভ ধর্মজীবন ও শ্রেয়ঃ প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে হিংসা, নিন্দা, অপমান করা বা অপ্রিয় বলা উচিত নহে। দেবতাবৃন্দই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া মহীতলে নরপতিরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন। আমি পিতৃপিতামহাচরিত ধর্মাচরণরত, তুমি ধর্মাধর্ম না জানিয়া কেবল ক্রোধাশ্রয়ে আমার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতেছ।

করুণাময় শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় বালী শুদ্ধচিত্ত ও প্রবুদ্ধ হইয়া কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ সহকারে ভগবৎপাদপদ্মে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তারাগর্ভজাত স্বীয় পুত্র অঙ্গদ, ও সাধ্বীপত্নী তারাপ্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের যথাযোগ্য সস্নেহ সাধু ব্যবহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীভগবান প্রসন্ন হইলেন।

অতঃপর বালীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে তাঁহার সাধ্বীপত্নী তারা পুত্র অঙ্গদকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত শ্রীরাম-বাণ-বিদ্ধ পতির নিকট আসিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি শোকাবেগে কহিতে লাগিলেন—হে বানরেশ্বর আপনি সুগ্রীবের ভার্য্যা হরণ পূর্ব্বক তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আপনাকে কত হিতজনক বাক্য কহিয়াছি, কিন্তু হায় মোহবশতঃ আপনি আমার সে সকল বাক্যে অনাদরপূর্ব্বক আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন। হায় তাহারই শোচনীয় পরিণামস্বরূপে জীবনান্তকর কালই আজ আপনার প্রাণ বিনাশ করিল।

কিন্তু হায়, কাকুৎস্থ রাম অন্যের সহিত যুদ্ধপরায়ণ আপনাকে অন্যায়ভাবে বধরূপ সুগর্হিত কার্য্য করিয়াও যে সন্তাপ করিতেছেন না, ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

অস্থানে বালিনং হত্বা যুধ্যমানং পরেণ চ।
ন সন্তপ্যতি কাকুৎস্থঃ কৃত্বা কর্ম সুগর্হিতম্॥

বাঃ রাঃ কিঃ কাঃ ২০।১৫

মহাবিজ্ঞ শ্রীহনূমান্ তারাকে অনেক শাস্ত্রসঙ্গত সদুপদেশ প্রদান করিলেন। বালীর প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে শিথিল হইতে লাগিল। বালী ক্রন্দনরত সুগ্রীবকে স্নেহভরে অনেক উপদেশ দিয়া বনবাসীদিগের রাজ্যভার গ্রহণ, অঙ্গদকে ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় পালন, সুষেণদুহিতা তারার অভিমতানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন, নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রীরামকার্য্য সম্পাদন এবং দেবরাজ ইন্দ্রপ্রদত্ত বিজয়লক্ষ্মী বিরাজিত নিজ স্বর্গীয় কাঞ্চনমাল্য গ্রহণ করিতে এবং স্বীয়পুত্র অঙ্গদকে সুগ্রীবের আনুগত্যে তন্মনোঽভীষ্ট সম্পাদন করিবার উপদেশ দিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নীল বালীর বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট শর উত্তোলন করিয়া দিলে তারা স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গণ করিয়া অত্যন্ত মর্মভেদী করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব ভ্রাতৃশোকে অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া শ্রীরামসমীপে নিজ মৃত্যু কামনা করিয়া কহিতে লাগিলেন—পৃথিবী, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীগণ ইন্দ্রের বৃত্রবধজনিত পাপ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হায় আমার ভ্রাতৃহত্যা জন্য মহা পাপ আর কে গ্রহণ করিবে? শ্রীরাম মিত্রকে অনেক সদুপদেশ সহকারে সান্ত্বনা দান করিলেন। স্বামিশোকবিধুরা সতীসাধ্বী তারাদেবীও শ্রীরাম হস্তে স্বামীর ন্যায় নিজ মৃত্যু কামনা করিয়া কহিতে লাগিলেন—

স্বর্গেঽপি শোকঞ্চ বিবর্ণতাঞ্চ
ময়াবিনা প্রাপ্স্যতি বীর বালী।
রম্যে নগেন্দ্রস্য তটাবকাশে
বিদেহকন্যারহিতো যথা ত্বম্॥
ত্বং বেত্থ তাবদ্ বণিতা বিহীনঃ
প্রাপ্নোতি দুঃখং পুরুষঃ কুমারঃ।
তত্ত্বং প্রজানঞ্জহি মাং ন বালী
দুঃখং মমাদর্শনজং ভজেত॥

—বাঃ রাঃ কিঃ কাঃ ২৪।৩৫-৩৬

[হে নির্মলপদ্মপত্রলোচন রাম, তুমি যেমন অধুনা মনোরম গিরিবর তটপ্রদেশে বিদেহ রাজনন্দিনী ব্যতীত শোকসন্তপ্ত ও বিবর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছ, সেইরূপ তিনিও (বালীও) স্বর্গে আমা ব্যতীত শোকার্ত্ত ও বিবর্ণ হইবেন।

যুবাপুরুষ বণিতাবিহীন হইলে যে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা তুমি সকলই অবগত আছ। অতএব আমার স্বামী

বালি আমার অদর্শন জন্য যেন দুঃখপ্রাপ্ত না হন, সেইজন্য তুমি আমাকে বধ কর।]

শ্রীরামচন্দ্র শোকসন্তপ্তা তারাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"সুগ্রীব হইতে তুমি পরমাপ্রীতি লাভ করিবে। তোমার পুত্র অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কাহারও অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই, বীরপত্নীগণ মৃত পতির জন্য বিলাপ করেন না। হে সাধ্বি তুমি শোক পরিত্যাগ কর।" তারা শ্রীরামকৃপায় সান্ত্বনা লাভ করিলেন। অতঃপর শ্রীলক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রোপদেশে সুগ্রীব, তারা, অঙ্গদাদি বালির ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সম্পাদন করিলেন। অতঃপর যথাসময়ে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজপদে ও অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে তারার শ্রীরামচন্দ্রকে "জানকী পাইবে পুনঃ হারাইবে, কেঁদে কেঁদে হবে দিবা অবসান" ইত্যাদি অভিশাপ প্রদানের কথা আছে, কিন্তু মূল বাল্মিকী রামায়ণে ঐরূপ ধরণের কোন কথা খুঁজিয়া পাই নাই।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন :—কি নাম জপ করিলে দুঃস্বপ্ন দূর হয়?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্।
শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি॥

প্রশ্ন :—গুরু প্রসন্ন হইলে কি জীবের খুব উন্নতি হয়?

উঃ—হ্যাঁ। শাস্ত্র বলেন—গুরুর প্রতি আদর বা সম্মানই সম্পদ্, উন্নতি ও সুখের কারণ। আর গুরুর প্রতি অনাদর বা অবজ্ঞা বিপদ্, অপমান ও দুঃখের মূল। গুরুকে অনাদর করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গভ্রষ্ট হন, আর অসুরগণ গুরু শুক্রাচার্য্যকে সেবা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া স্বর্গ জয় করে।

চক্রবর্ত্তী টীকা—গুরুতিরস্কার সৎকারাবেব বিপৎসম্পদোঃ কারণম্। (ভাঃ ৬।৭।২৩ টীকা)

শাস্ত্র আরও বলেন—'গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ম্।' গুরু প্রসন্ন হইলে ভগবান্ প্রসন্ন হনই। এজন্য সেবাপ্রাণ শিষ্যের সর্বপ্রকার মঙ্গলই হইয়া থাকে।

ভগবান্ প্রসন্ন হইলে অসম্ভব সম্ভব হয়, দুঃখী সুখী হয়, নির্ধন ধনী হয়, ভীত নির্ভীক হয়, অশান্ত শান্ত হয়, শত্রু মিত্র হয়, বিষ অমৃত হয়, সমুদ্র স্থল হয়, স্থল সমুদ্র হইয়া থাকে।

যথা—

অরির্মিত্রং বিষং পথ্যং অধর্মো ধর্মতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ)

প্রশ্ন :—গুরু অপ্রসন্ন হইলে কি কোন কার্য্যই ফলপ্রদ হয় না?

উঃ—না। শাস্ত্র বলেন—

অপ্রসাদাদ্ গুরোর্বিদ্যা ন যথোক্তফলপ্রদাঃ।
বিদ্যাঃ কর্মাণি চ সদা গুরোঃ প্রাপ্তাঃ ফলপ্রদাঃ।
অন্যথা নৈব ফলদাঃ প্রসন্নোক্তাঃ ফলপ্রদাঃ॥

(তন্ত্রসার)

প্রশ্ন :—শরণাগত ভক্তের কি দুঃখ হয়?

উঃ—কখনই না। শ্রীসনাতন টীকা—

শরণাগতভক্তো নাবসীদতি কিঞ্চিৎ দুঃখং নাপ্নোতি।
হরিং চ আশ্রয়মাত্রেণ সর্বদোষদুঃখহরম্।
শরণাগতিমাত্রেণাপি কৃতার্থতা স্যাৎ।

শরণাগত ভক্তের অশুভ হয় না। অশুভং অমঙ্গলং অনিষ্টং বা কিঞ্চিন্নৈব প্রাপ্নুবন্তি। কিন্তু সর্বশ্রেয় এব লভন্তে।

শরণাগতানাং কিঞ্চিদপি অসাধ্যং নাস্তি। দুষ্করং কিং? অপি তু সর্বমেব সুকরম্।

শরণাগতানাং সর্বদুঃখহানিঃ সুখপ্রাপ্তিশ্চ উক্তা।

শরণাগতিং বিনা তদীয়ত্ব অর্থাৎ বৈষ্ণবতা হয় না। শরণাগতি দ্বারা সর্বং সিধ্যতি। (শ্রীসনাতনটীকা)

সনাতন টীকা—শরণাগতঃ সুস্থঃ শেতে
নিশ্চিন্তস্তিষ্ঠতি সুখী স্যাৎ।

গরুড়পুরাণ বলেন—ধ্যান যোগাদি কিছু না করিয়াও কেবল শরণাগতি দ্বারাই মৃত্যুকে জয় করিয়া ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।

শ্রীনৃসিংহপুরাণ বলেন—যাহারা ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করে, আমি (ভগবান্) তাহাদিগকে যাবতীয় ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

ব্রহ্মপুরাণ বলেন—যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, যমরাজ তাঁহাদের কিছু করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা বৈকুণ্ঠ লাভ করেন।

শ্রীসনাতনটীকা—শরণাগত ভক্তের বিচার করিবার অধিকার যমের নাই।

জাতেঽপি পাপে কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ।

প্রশ্ন :—শরণাগতি কি?

উঃ—'হে ভগবন্, আমি তোমার হলাম'—ইহা নিষ্কপটে মুখে একবার বলাই শরণাগতি।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণ, তোমার হও' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥'

শ্রীসনাতনটীকা—কেবলং ভগবদীয়োঽহং এতাবন্মাত্রং।

'আমি কেবলমাত্র ভগবানের' ইহাই শরণাগতি।

রামায়ণে সুগ্রীবের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রস্য উক্তিঃ—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

শ্রীসনাতনটীকা—সকৃদেব প্রপন্নোযঃ ইত্যাদি বচনতঃ সকৃৎপ্রবৃত্ত্যৈব শরণাগতত্ব-সিদ্ধিঃ। তথাপি শরণাগতত্বস্য নিত্য-ভগবৎস্থানাশ্রয়াদি লক্ষণত্বেন নিত্যমানুকূল্য সঙ্কল্পাদি লক্ষণত্বেন চ নিত্যকৃত্যান্তরেব পর্য্যবসানাৎ অত্রৈব লিখিতম্।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতং॥

শ্রীসনাতনটীকা—মোদতে আনন্দমনুভবতি।

বাচাশ্রয়ণম্—তবাস্মি ইত্যাদি বচনম্।

মনসাশ্রয়ণম্—তস্যৈব অহং ইত্যাদি চিন্তনম্।

কায়েনাশ্রয়ণম্—তৎক্ষেত্র সেবনাদি।

দেহেন ভগবতঃ স্থানং শ্রীমথুরাদিকং আশ্রিতঃ সন্।

প্রশ্ন :—ভক্তি কি আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। নিষ্কপট ভক্তগণ হৃদয় দেবতা শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট একমাত্র শুদ্ধভক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। নিষ্কাম ভক্তগণ ইষ্টদেবের নিকট ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছু চাহিলেও ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তকে সবই স্বেচ্ছায় দিয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে একমাত্র ভক্তিই প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যথা—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

'ধন, জন, নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥'
'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ' প্রেমধন॥' (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন :—সিদ্ধ মহাত্মা চিত্রকেতু মহারাজ বিদ্যাধর-স্ত্রীগণকে লইয়া কি করিতেন?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্ত চিত্রকেতু মহারাজ নিষ্কাম ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার স্বসুখবাঞ্ছা নাই বা থাকিতে পারে না। গুরুকৃপায় তিনি ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ভগবদিচ্ছায় তৎসুখার্থ বিদ্যাধর-স্ত্রীগণকে দিয়া হরিনাম কীর্তন ও ভগবদ্ভক্তগুণ গান করাইয়া তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।

চক্রবর্ত্তী টীকা—(ভাঃ ৬।১৭।২-৩)

নানাসঙ্কল্পসিদ্ধিষ্বপি সংকল্পান্ বিহায় হরিং
গাপয়ন্নেব রেমে হরের্গুণশ্রবণকীর্তনয়োরেব রতোঽভূৎ।

নিষ্কাম ভগবদ্ভক্ত চিত্রকেতু বিদ্যাধরীগণ দ্বারা হরিনাম-গুণাদি গান করাইয়া শ্রীহরির নামগুণ শ্রবণকীর্তনে রত হইয়াছিলেন।

৩

প্রশ্ন :—ভক্তির ফল সব সময় দেখা যায় না কেন?

উঃ—সকামা ভক্তির ফল সুষ্ঠু হয় না। কিন্তু নিষ্কামা ভক্তির ফল সুষ্ঠু হয় ও শীঘ্র হয়। নিষ্কামধর্ম্মে 'সাধনারম্ভ এব ফলদর্শনাৎ'।

এইজন্যই শাস্ত্র বলেন—

সকামা ভক্তি দুর্বলা, কিন্তু নিষ্কামা ভক্তি সবলা।

প্রশ্ন :—অস্বতন্ত্র কৃষ্ণাধীন জীবে কি স্বতন্ত্রতা বা কর্ত্তৃত্ব আছে?

উঃ—না। শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ খণ্ডে 'ভূতৈ ভূর্তানি ভূতেশঃ সৃজতি' শ্লোকে বলিয়াছেন—জীব ভগবানের অধীন বা অস্বতন্ত্র। ভগবান্ শ্রীহরিই পিতাদ্বারা পুত্রোৎপাদন, রাজা দ্বারা প্রজাপালন, সর্পাদি দ্বারা ধ্বংস করিয়া থাকেন। পিতা, রাজা, সর্প প্রভৃতি নিমিত্ত মাত্র। সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে জীবের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। তবে মায়াবদ্ধ জীব অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে মাত্র।

শাস্ত্র আরও বলেন—

পরমেশ্বরং বিনাহং ত্বং কর্ত্তেতি ভ্রান্তিঃ।
নাহং কর্তা ন কর্তা ত্বং কর্তা যস্তু সদা প্রভুঃ॥

প্রশ্ন :—শরণাগতের বিচার কিরূপ?

উঃ—মহাজন গাহিয়াছেন—

সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥
নিজ বল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

প্রশ্ন :—ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভগবৎ নিন্দাকারী বেণ রাজার কি দুর্গতি হইয়াছিল?

উঃ—শ্রী পৃথু মহারাজের পিতা বিষ্ণু বিদ্বেষী বেণ রাজা, ভগবানের নিন্দা ও বিদ্বেষ দ্বারাই মৃত্যুর পর তাহার নরক হয় এবং নরক ভোগের পর সে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ ভীষণ যাতনা ও দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। শ্রীনারদের মুখে এই কথা শুনিয়া শ্রীপৃথু মহারাজ তাঁহার পিতাকে আনাইয়া কুরুক্ষেত্র তীর্থে পৃথুকুণ্ডে স্নানাদি করাইয়া রোগমুক্ত করতঃ পিতাকে উদ্ধার করেন। এই প্রসঙ্গটী বামনপুরাণে আছে। ভাঃ ২।৭।৯ টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ইহা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

প্রশ্ন :—দাস মাত্রেই কি বেতন চায়?

উঃ—নিশ্চয়ই। গভর্ণমেণ্টের দাস, রাজার দাস, দেশের দাস, ধনীর দাস, জগতের দাস, কি ভগবানের দাস সকলেই বেতন চায়। বেতন ছাড়া কেহই দাস্য করিবে না। তবে জগতের দাস্য ও ভগবানের দাস্যের মধ্যে বেতনের বৈশিষ্ট্য আছে।

জগতের দাস্যে বেতন হ'লো ধর্ম্ম বা পুণ্য, না হয় অর্থ, না হয় সম্মান বা কামনা-পূর্ত্তি প্রভৃতি অনিত্য বস্তু বা নশ্বর, ক্ষণিক বস্তু। এক কথা, জগতের দাস্যে আছে বিবিধ প্রকারে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কিন্তু ভগবানের দাস্যে স্বসুখবাঞ্ছা বা ধর্ম-অর্থ-কামপূর্ত্তি বা মোক্ষবাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই।

ভগবদ্দাস্যে আছে ভগবৎ-সুখকামনা, ভগবৎ-সুখবিধান, ভগবৎ-প্রীতি বা ভগবৎ-প্রেম প্রার্থনা। ভক্তগণ বেতন হিসাবে এ জগতের কোন কিছু চান না। শুদ্ধভক্তগণের প্রার্থনা—হে ভগবন্ আমাকে তোমার দাস করিয়া বেতনস্বরূপে তোমাতে প্রেম বা প্রীতি দাও। তাই শাস্ত্র বলেন—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥
ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ' মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥

প্রশ্ন :—ভগবজ্জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব কি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজনীয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। জন্মদাতা পিতা আদিগুরু। উপনয়নদাতা দ্বিতীয়গুরু। ভগবজ্জ্ঞানদাতা তৃতীয়গুরু সর্বাপেক্ষা অধিক পূজনীয়। জ্ঞানদাতা গুরু ভগবৎতুল্য বলিয়া ভগবানের ন্যায় সর্বতোভাবে পূজনীয়। ভগবজ্জ্ঞানপ্রদাতা গুরুই জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। গুরুরূপী ভগবানের নিকট উপদেশ লাভ করিয়া সেই গুরুর

কৃপাতেই জীব অনায়াসে সুখে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে। ভাঃ ১০।৮০।৩২-৩৩ চক্রবর্ত্তী টীকা—

"পিতা, উপনেতা, মদীয়তত্ত্বোপদেষ্টা চ ইতি ত্রয় এব গুরবো ভবন্তি। তেষু অন্ত্য এব অতি পূজনীয়ঃ। পিতা আদ্যো গুরুঃ, উপনেতা দ্বিতীয়ো গুরুঃ। তৃতীয় গুরুরেব সংসারাৎ তারয়তি।

মত্তত্ত্বোপদেষ্টা স যথা অহং মত্তুল্যত্বেন অতি পূজনীয়ঃ। নম্ব নিশ্চিতমেব বর্ণাশ্রমবতাং মধ্যে তে এব অর্থকোবিদাঃ (সুপণ্ডিতাঃ) যে ময়া যদ্রূপেণ মত্তত্ত্বোপদেষ্টা গুরুণা বাচা মন্মন্ত্রোপদেশমাত্রেণৈব অঞ্জঃ সুখেনৈব ভবার্ণবং তরন্তি।

প্রশ্ন ঃ—ভক্তি ব্যতীত কি ভগবদ্ দর্শন হয় না?

উঃ—না। পদ্মপুরাণে বলেন—

চক্ষুর্ব্বিনা যথা দীপং যথা দর্পণমেব চ।
সমীপস্থং ন পশ্যন্তি তথা বিষ্ণুং বহির্মুখাঃ॥

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

মুই সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুহে।
মোর ভক্তি বিনা কোন কর্মে কিছু নহে॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম দুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তা'র দরশন-সুখ॥
রজকেও দেখিল, মাগিল তা'র ঠাঁই।
তথাপি বঞ্চিত হৈল যাতে প্রেম নাই॥
আমা দেখিবারে সে কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল॥
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ॥
ভক্তিশূন্য জনে মুই না করি প্রসাদ।
মোর দরশনসুখ তা'র হয় বাধ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১০।২৫০-২৫৫)

পদ্মপুরাণ আরও বলেন—

ন ধনেন সমৃদ্ধেন ন বৈ বিপুলয়া ধিয়া।
একেন ভক্তিযোগেন সমীপে দৃশ্যতে ক্ষণাৎ॥
তোয়ং বদ্ধা তু বস্ত্রেণ কৃতকার্য্যং কথং ভবেৎ।
প্রাপ্য দেহং বিনা ভক্তিং ক্রিয়তে স বৃথাশ্রমঃ॥
বাহুভ্যাং সাগরং তর্ত্তুং যদ্বন্মূর্খোঽভিবাঞ্ছতি।
সংসারসাগরং তদ্বদ্বিষ্ণুভক্তিং বিনা নরঃ॥

প্রশ্ন ঃ—কর্মফল কি কেহ খণ্ডন করিতে পারে?

উঃ —না 'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্'। স্বকৃত ফলভুক্ পুমান্।

একমাত্রপরমেশ্বরই জীবের কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে সমর্থ। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মফল খণ্ডন করার সামর্থ্য কোন দেবতা বা মনুষ্যের নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

যে যে কর্ম কৈলে হয় যে যে মত গতি।
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি॥
মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ব্ববিধির উপরে মোহার অধিকারে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১০।২৪৮-২৪৯)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—

দৈবাধীনং জগৎ সর্বং জন্ম-কর্ম্ম শুভাশুভম্।
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥
কৃষ্ণায়ত্তঞ্চ তদ্দৈবং সচ দৈবাৎ পরতস্ততঃ।
ভজন্তি সততং সন্তঃ পরমাত্মানমীশ্বরম্॥
দৈবং বর্দ্ধয়িতুং শক্তঃ ক্ষয়ং কর্ত্তুং স্বলীলয়া।
ন দৈববদ্ধস্তদ্ভক্তশ্চাবিনাশী চ নির্গুণঃ॥

প্রশ্ন ঃ—শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিৎকে কিভাবে রক্ষা করেন?

উঃ —ভাঃ ১।৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

অভিমন্যু-পত্নী উত্তরা অশ্বত্থামা-নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়া কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলে দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া সুদর্শন চক্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করতঃ গর্ভাস্থশিশু পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন ঃ—শ্রীসূত গোস্বামীর নাম কি?

উঃ—শ্রীসূত গোস্বামীর নাম—শ্রীউগ্রশ্রবা সূত। ইঁহার পিতার নাম—রোমহর্ষণ সূত। শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশনকালে সেই সভায় শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা হন। ইনি নৈমিষারণ্যে শ্রীশৌনকাদি মুনিগণকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করান।

ইঁহার পিতা রোমহর্ষণ সূত পুরাণের বক্তা ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ছিলেন না। শ্রীবলদেব প্রভুর হস্তে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীসূত গোস্বামী ভীম কর্ণযুক্ত ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার শ্রবণ-শক্তি প্রবল বা অত্যদ্ভুত ছিল বলিয়া তাঁহার নাম উগ্রশ্রবা। তিনি সূতবংশে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাকে সৌতি বলা হয়।

পুরী শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রস্থিত
শ্রীজগন্নাথ বল্লভ মঠে শ্রীল আচার্যদেব

শ্রীপুরুষোত্তম ধামস্থিত শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠের ট্রাষ্ট-বোর্ডের সভাপতি ডাঃ শ্রীমহাদেব মিশ্র এবং একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীরাধানাথ দ্বিবেদী মহাশয়দ্বয়ের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুর স্থান শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান-স্থিত মঠ প্রাঙ্গণে বিগত ১৫ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল শনিবার হইতে ১৯ বৈশাখ, ২ মে বুধবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় ধর্মসভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে তদীয় সতীর্থদ্বয় উদালা (উড়িষ্যা) শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ ও শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রেমময় দাস ব্রহ্মচারী গমন করতঃ ধর্ম্মসভায় যোগ দেন।

এতদ্ব্যতীত উক্ত শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে পুনঃ বিশেষ ভাবে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ২৯।৫।৭৩ তারিখের সান্ধ্য ধর্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার বিশিষ্ট বক্তা শ্রীপ্রাণনাথ মহান্তি (অবসরপ্রাপ্ত আই-এ-এস) 'শ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য' সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি রামোপনিষদ, হারীতস্মৃতি, পদ্মপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, তুলসী পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, উপপুরাণ, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, আদিত্যপুরাণ, কালিকা-পুরাণ, বিশ্বামিত্র সংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, হিরণ্যগর্ভসংহিতা, সনৎকুমারসংহিতা, মুক্তিকোপনিষদ্, বরাহপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বামনপুরাণ, নারসিংহপুরাণ, লঘুভাগবত, জাবাল সংহিতা, পুলহ সংহিতা, পাতঞ্জল সংহিতা, সুচশ্রুত সংহিতা, তাপনীয় সংহিতা প্রভৃতি বহু শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উল্লেখ করতঃ শ্রীরামনামের মহিমা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

সভার প্রারম্ভে উদ্বোধন কীর্তন করেন স্থানীয় প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া শ্রীনিমাইচরণ হরিচন্দন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"জগতে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ আছে, কিন্তু ভগবানের নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। জগতে শব্দের দ্বারা কোনও বস্তুকে উদ্দেশ করা হয়। কিন্তু শব্দটাই বস্তু নহে। যেমন 'জল' শব্দের দ্বারা 'জল' বস্তুকে নির্দ্দেশ করা হয়, জল-শব্দটাই জল-বস্তু নহে। 'জল', 'জল' উচ্চারণের দ্বারা পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু ভগবানের নাম ও নামীতে ঐ জাতীয় মায়িক ব্যবধান নাই। ভগবানের নামই ভগবদ্বস্তু। ইহাকে বৈকুণ্ঠ নাম বলে। এই বৈকুণ্ঠনাম উচ্চারণে জীবের অশেষ পাপ ধ্বংস হয়। 'সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব

বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥'—শ্রীমদ্ভাগবত। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য **বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ,** জড়নাম নহে। জড়ভূমিকা হইতে উচ্চারিত শব্দ তাহা আপাতদৃষ্টিতে রাম, নারায়ণ, হরি যাহাই উচ্চারিত হউক না কেন জড়কেই উদ্দেশ (Target) করিবে, ত্রিগুণাতীত বস্তু শ্রীহরিকে Target করিতে পারে না। ইহাকে নামাপরাধ বলে। বৈকুণ্ঠ ভূমিকা (Transcendental ether) হইতে উচ্চারিত শব্দ বৈকুণ্ঠ বস্তুকে স্পর্শ করিবে, এখানে শব্দ ও শব্দী এক। এই বৈকুণ্ঠ নাম অবতরণ করেন। শ্রীহরি ও শ্রীহরির ভক্তে শুদ্ধ প্রপত্তি বৈকুণ্ঠ নাম উচ্চারণে অধিকার প্রদান করে।"

'রাম' নামের প্রচুর মাহাত্ম্য আপনারা শুনিলেন। 'রাম' বলিতে কেবল দাশরথি রামকেই বুঝায় না, বলরামকেও 'রাম' বলে, পরশুরামকেও 'রাম' বলে, আবার কৃষ্ণকেও (রাধিকারমণ রাম) 'রাম' বলে। এই 'রাম' নামের মধ্যে লীলারসগত অভিব্যক্তির তারতম্য আছে। যে 'রাম' নাম কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে, উহাতে সর্ব্বোত্তম রসের অভিব্যক্তি থাকায় উক্ত কৃষ্ণ নামকে শাস্ত্রে সর্বোত্তম বলিয়াছেন।

'রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥'

—(পদ্মপুরাণ শ্রীরাম চন্দ্রের শতনাম স্তোত্র, উত্তর খণ্ডে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে)

"'রাম', 'রাম', 'রাম' বলিয়া মনোরম যে রাম, তাহাতে আমি রমণ করি (আনন্দ লাভ করি)। হে বরাননে, একটি রাম নাম সহস্র বিষ্ণু নামের তুল্য।"

"সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥"

—(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

"বিষ্ণুর পবিত্র সহস্র নাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল দিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই, এক রাম নাম সহস্র বিষ্ণু নামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের ফল একবার কৃষ্ণ নামেই পাওয়া যায়।"

পুরীর জেলাজজ শ্রীগৌরহরি পাণ্ডা, শ্রীকালিদাস লাহিড়ী (অবসর প্রাপ্ত এণ্ডাউমেণ্ট কমিশনার), শ্রীহেমন্ত কিশোর ত্রিপাঠী (এণ্ডাউমেণ্ট ইন্‌সপেক্টর), শ্রীরবীন্দ্র পাণিগ্রাহী (ঐ), ডক্টর শ্রীনারায়ণ মিশ্র, অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায়, শ্রীসচ্চিদানন্দ নায়ক, মেজর শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মহান্তি, খাদি বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র য়্যাডভোকেট, পুরী বার-লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় য়্যাডভোকেট প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীপাদ যাদবেন্দ্র দাসাধিকারীঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত শিষ্য শ্রীপাদ যাদবেন্দ্র দাসাধিকারী (শ্রীযোগেন্দ্র নাথ শর্মা মজুমদার) বিগত ১৪ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল, শুক্রবার রাত্রি ৮টা ১০মিঃ এ ৭৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। পাঞ্জাব প্রচারান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব তিন দিবসের জন্য কলিকাতা মঠে অবস্থান করতঃ পুরীধামে চলিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই এই বেদনাদায়ক সংবাদ পুরীতে তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়েন। শ্রীপাদ যাদবেন্দ্র প্রভুর উপর মঠের দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের সম্পাদক ও বিশিষ্ট প্রচারকগণকে লইয়া নিশ্চিন্তে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচারোদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার অকস্মাৎ প্রয়াণে কলিকাতা

মঠে একজন যোগ্য বুদ্ধিমান্ বিশ্বাসী সেবকের অভাব হইয়া পড়িল। নির্য্যাণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পর দিবস প্রাতে যাদবেন্দ্র প্রভুর পূর্বাশ্রমের দুই সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণ বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া মিলিত হইলে মঠের সাধুগণ কলিকাতা নূতন বাজারস্থ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বাসগৃহ হইতে সঙ্কীর্তন করিতে করিতে নিমতলা শ্মশান ঘাটে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধানানুযায়ী তাঁহার শেষ কৃত্য তথায় সুসম্পন্ন করেন। শ্মশানঘাটে সমুপস্থিত সকলে বলিতে লাগিলেন, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বহু আড়ম্বর পূর্ণ শেষকৃত্য সম্পন্ন হইতে তাঁহারা এখানে দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন কিন্তু এইরূপ একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাধুগণ পরিবৃত শাস্ত্রীয় বিধানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারানুযায়ী হরিসংকীর্তন মুখরিত ভাবে পবিত্র পরিবেশে কৃত্যাদি সম্পন্ন হইতে কখনও দেখেন নাই।

গত ২৪ বৈশাখ, ৭ মে, সোমবার শ্রীপাদ যাদবেন্দ্র প্রভুর পারলৌকিক কৃত্য তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বশুর বাড়ী কলিকাতা নূতনবাজার ২, বারাণসী ঘোষ সেকেণ্ড লেনে সম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড্স্থ কলিকাতা মঠে মধ্যাহ্নে বিরহোৎসব এবং রাত্রিতে বিরহ সভায় সতীর্থ বৈষ্ণবগণ তাঁহার গুণাবলী শংসন এবং পূজনীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিত্য কল্যাণ কামনা করতঃ করুণাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

ইনি প্রয়াণকালে দুই পুত্র (শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীনিখিলেন্দ্র নাথ মজুমদার) এবং দুই কন্যা (বিবাহিতা) রাখিয়া গিয়াছেন।

ইনি ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ ২৪শে জুলাই গয়া জেলার বারুণ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতৃদেব শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার এবং মাতৃদেবী বিরাজ কামিনী দেবী উভয়ই ধর্মানুরাগী ছিলেন। পিতৃদেব ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেন। ঢাকাস্থ মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত তরা নামক স্থানে ইঁহার পিতৃদেবের বসত বাটি ছিল। ইঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মজুমদার পূর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার বর্তমানে খড়দহে বাস করিতেছেন। ইনি ইং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে Dacca Pogose School হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তৎপর ইনি কলিকাতা রিপণ কলেজ (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কলেজ) হইতে ইং ১৯২২ সালে বি-এ এবং ইংরাজী ১৯২৬ সালে বি-এল্ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। ইনি কিছুদিন মাণিকগঞ্জে ওকালতির কার্য্য করিয়াছিলেন, পরে মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানি লিমিটেডে সদর নায়েবের চাকুরী গ্রহণ করতঃ মেদিনীপুর জেলার গোদাপীয়াসাল আগমন করেন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পর ইনি খড়্গাপুরে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। সেই সময় হইতে ইনি মেদিনীপুরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের সহিত প্রথম পরিচিত হন। তৎপর ইনি কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অস্মদীয় গুরুদেব ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের দর্শন লাভ করতঃ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ক্রমশঃ ইনি শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ শ্রীহরিনাম ও মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রীপাদ যাদবেন্দ্র দাসাধিকারী এই নামে মঠে সুপরিচিত হন। ইনি শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক 'ভক্তিসুহৃদ্' এই গৌরাশীর্ব্বাদে ভূষিত হইয়াছিলেন। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকারও ইনি অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার বাংলা ও ইংরাজী সুন্দর হস্তাক্ষর ও হিসাব লিখনাদি কার্য্যে নিপুণতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীল আচার্যদেব ইঁহাকে মঠে অবস্থান করতঃ মঠের সেবা কার্য্যে বিভিন্নভাবে সহায়তার জন্য উৎসাহ প্রদান করিলে ইনি গুরু-বাক্যের মর্য্যাদার জন্য জীবনের অবশিষ্ট ১৪/১৫ বৎসরের অধিকাংশ সময় মঠেই অতিবাহিত করিয়াছেন। ইঁহার ব্যবহারনিপুণতা, দ্রব্যাদি পরিপাটির সহিত সংরক্ষণ চেষ্টা, অভিমান শূন্য হইয়া সকল বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ প্রণতি এবং সর্ব্বোপরি গুরুদেবে অনন্য নিষ্ঠা বিশেষ আদর্শস্থানীয় ছিল। ইঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ সকলেই বিশেষ ভাবে বিরহ সন্তপ্ত।

কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ও রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশানুসারে গত ১৫ই আষাঢ় (১৩৮০, ৩০শে জুন (১৯৭৩) শনিবার হইতে ১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর, কলিকাতা, যশড়া (চাকদহের নিকটবর্তী) প্রভৃতি স্থান হইতে বহুভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন। ১৪ই আষাঢ় সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্তনোৎসব, ১৫ই আষাঢ় প্রাতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবন চরিত আলোচনা করেন। সন্ধ্যায়ও শ্রীমঠে আয়োজিত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ উঁহাদের বহুশিক্ষাপ্রদ জীবনচরিতামৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৬ই আষাঢ় প্রাতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১২শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন লীলা ও পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যাত উক্ত লীলার শিক্ষাসার কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গোপীনাথ প্রমুখ শ্রীবিগ্রহগণের যথাশাস্ত্র মহাভিষেক সম্পাদন পূর্ব্বক পূজা, ভোগ ও আরত্রিকাদি সম্পাদন করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে অগণিত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করেন। সন্ধ্যারতির পর শ্রীমঠে সভার অধিবেশন হয়। পূর্ব্ববৎ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ উক্ত গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। ১৭ই আষাঢ় প্রাতে পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৩-১৪ পঃ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা প্রসঙ্গ এবং শ্রীল স্বরূপ দামোদরকথা পাঠ করেন, বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গোপীনাথ জিউ মহাসঙ্কীর্তন শোভাযাত্রা সহ সুরম্য রথারোহণে নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়া ডি এন্ রায় রোড গোপাল মোদক রোড, গোলাপট্টি রোড, রবীন্দ্রঠাকুর রোড, নিউ রোড, ডি, এল্ রায় রোড্, মনোমোহন ঘোষ ষ্ট্রীট প্রভৃতি দিয়া পুনরায় ডি এন্ রায় রোড হইয়া সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথযাত্রা কালে এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে রথোপরি ভোগ ও আরাত্রিক বিহিত হয়। মঠসেবকগণের মৃদঙ্গমন্দিরা শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদ্যধ্বনিসহ সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত কীর্ত্তনধ্বনি কৃষ্ণনগর সহরের গগন পবন মুখরিত করিয়াছিল। শ্রীমঠের সন্নিহিত পল্লীর বালক ও যুবকগণ এবং অগণিত ভক্ত নরনারী রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছিলেন, শ্রীভগবদিচ্ছায় আকাশের অবস্থা ভালই ছিল এবং গরমও তাদৃশ ছিলনা, এজন্য রথানুগমনে সেরূপ ক্লান্তি বা শ্রান্তি অনুভব করিতে হয় নাই। শ্রীরবীন্দ্রমোদক (:হবা), শ্রীঅসিতকুমার দাস, স্বপন চ্যাটার্জ্জী ইত্যাদি কএকজন সজ্জন রথের নির্ব্বাধ গতি সংরক্ষণ বিষয়ে এবং বালকবালিকারা যাহাতে রথের চাকায় না পড়িয়া যায় তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। রথের দুই পার্শ্বের দর্শকগণকে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী বাতাসা অকাতরে বিতরণ করা হইয়াছিল। আবাল বৃদ্ধবণিতা সকলেরই হাসিমাখামুখে জয়জয়ধ্বনি, ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্তন খুবই আনন্দদায়ক হইয়াছিল, সকলেই বর্ষে বর্ষে এইপ্রকার প্রাণমাতানো উৎসবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ পরিবেশন ব্যাপারেও মঠসেবকগণের সহিত স্থানীয় সর্বশ্রী সুধাংশু বোস স্বপন বিশ্বাস, বাবু চক্রবর্ত্তী, বাবু পরামাণিক প্রভৃতি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মঠ কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সন্ধ্যারতির পরে শ্রীমঠে পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভারতী ও পুরী মহারাজ যথাক্রমে গৌড়ীয় দর্শনে রথযাত্রার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন।

উৎসবের সেবাকার্য্যে কৃষ্ণনগর মঠের সর্ব্বশ্রী গৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, প্রভুপদ দাস ব্রঃ, নারায়ণ দাস ব্রঃ, দয়ানিধি দাস ব্রঃ, তীর্থপদ দাস ব্রঃ ও সুমঙ্গল দাস ব্রঃ; গৌরহরি দাস ব্রঃ, গোলোক নাথ দাস ব্রঃ, ননীগোপাল দাস বনচারী, কৃষ্ণশরণ দাস ব্রঃ, শ্রীরাধাবিনোদ দাস ব্রঃ, শ্রীগৌরদাস ব্রঃ প্রমুখ সেবকগণ নর্ত্তন, কীর্ত্তন, বাদন, প্রসাদ পরিবেশনাদি বিভিন্ন সেবাকার্য্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীনির্ম্মল কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমেনা মোদক রথসজ্জাদি সেবায় অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রচুর স্নেহ ও আশীর্ভাজন হইয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড্, কলিকাতা-২৬ ফোন ৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈত গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্. কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৮০

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪ শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৪০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৮০। ১৬ শ্রীধর, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, মঙ্গলবার; ৩১ জুলাই, ১৯৭৩। { ষষ্ঠসংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—চক্রতীর্থ, পুরী, ১৩৩৫ সাল, ৩রা আষাঢ়

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম সংখ্যার পর)

আমরা চৈতন্য-বস্তু। কিন্তু আমরা যখন চেতন হইয়া বৈষ্ণবের নিকট—পরমহংসগণের নিকট উপনীত হইলাম না,—তাঁহাদের কথায় কর্ণ দিলাম না, তখন আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।

প্রত্যেক মানুষের 'ধীর' হওয়া আবশ্যক। প্রাকৃত চাঞ্চল্য যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রেয়ঃ যাহাতে লাভ হয়, মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ Summarily reject করিয়া কেবল মাত্র ভগবদ্ভজন করিব। জগতে সকলেই আমার সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত। এই বান্ধবহীন দেশে, 'আত্মীয়'-নামধারী, সকলেই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল। আত্মীয়রূপে এক মাত্র বৈষ্ণবের আশ্রয় ছাড়া আর আমাদের উপায় নাই। কোন মানুষের অন্য কোন কাজই করিবার দরকার নাই,—সকলে মিলিয়া কেবল-মাত্র ভগবানের সেবকগণের সেবা করুন্। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বল, অর্থ সামর্থ্যের দ্বারাও সকলেই ভগবানের সেবা করুক। 'তূর্ণং যতেত'—কাল-বিলম্বে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

অবৈষ্ণব-ধর্ম্ম-গ্রহণকারীর মঙ্গল নাই। সর্ব্ববিধ মঙ্গল—বৈষ্ণবের পাদপদ্মাশ্রয়কারীর হস্তামলক। অবৈষ্ণবই জন্ম-মরণ-মালা গলায় ধারণ করিয়াছে। হরি-পরায়ণগণের কখনও মাতৃকুক্ষিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবের অলৌকিক অসামান্য পাদপদ্ম-দর্শনের যাঁহার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারও পুনর্জন্ম নাই। এমন বৈষ্ণবের বিরহ-তিথিতে তাঁহার কথা স্মৃতিপথে আনিবার জন্যই এই মহোৎসব। এ স্থলে লোকে বলিতে পারে,—'বিরহ বাসরে আনন্দোৎসব কি প্রকারে হয়? এ জগতে সে দিনে ত' শোক-সভারই অধিবেশন হয়?' তাহার উত্তর এই যে, বৈষ্ণবের 'মৃত্যু' নাই। তিনি—অমর, তিনি—ভগবানের সঙ্গে নিত্য লীলায় নিযুক্ত, তাঁহার কার্য্য—কেবল মাত্র কৃষ্ণ-সেবা। তাঁহার প্রকটকালীয় কার্য্যও—কৃষ্ণসেবা এবং জীবিতোত্তর কালেও তাঁহার কার্য্য—নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণসেবা। ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—নিত্য।

আপনারা বিচারের কথা-শ্রবণে কষ্ট বোধ করিতেছেন

বটে ; আপাততঃ শারীরিক কষ্ট হইলেও হরিকথায় আপনাদের নিত্য উপকার হইবে। বর্তমানে এই কথা আপনাদের প্রয়োজনীয় না হইলেও মঙ্গলপ্রার্থী হইয়াই আমি এই কথা বলিতেছি।

এই বৈষ্ণব কি করেন ? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্য-চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার কথা বুঝিতে চেষ্টা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্, সুতরাং তাঁহার ভজন কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তের ভজনীয় বস্তু যে কৃষ্ণ, তিনি তাহাই। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট নিজেকে অসমোর্দ্ধ বলিয়া জানাইয়াছিলেন। তিনি ত্রিসত্য করিয়াছেন যে, তিনিই 'ভগবান্'—

১। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

২। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি **মামেব** কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

৩। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য **মামেকং শরণং** ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সহস্র-সহস্রবার ইহা বলা সত্ত্বেও জীবের জ্ঞানোদয় হইল না। আপনাকে ভজন করিবার উপদেশ আপনিই দিতেছেন, এইরূপ স্বার্থপর বাক্যে অনেকে কৃষ্ণভজন বুঝিল না। সেইজন্য পরম-করুণাময় ভগবান্ ভক্তরূপে, ভজনকারিরূপে এই জগতে আসিলেন, যদিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গাল গল্প সৃষ্ট হইয়াছিল যে,—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ"

মূর্খ-সম্প্রদায়, তদপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করেন। যে যেভাবে দর্শন করে, করুক। যদি তাঁহাকে কেহ সাম্প্রদায়িক আচার্য্যরূপে স্বীকার করেন, 'শচী-পিসীর' ছেলে বলেন এবং এই বিচারেও তাঁহার কথা শোনেন, তাঁহার দাস-গণের নিকট পৌঁছেন, তবে তিনি লোকের নাড়ী-নক্ষত্র নাড়া দিবেন, তাঁহার মৃত্যু হইবে— অর্থাৎ একাল পর্য্যন্ত তাঁহার মূর্খতা-সম্ভূত সংগৃহীত জ্ঞান শুদ্ধ হইবে, পূর্ব্ব সঞ্চিত মূর্খতা ও অভিজ্ঞতাকে মল-মূত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া পরম-সত্যের অনুসন্ধান করিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বাপেক্ষা পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্যই "শ্রীচৈতন্যদেব" হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানিলেন যে, কৃষ্ণের জন্য যাঁহার এত স্বার্থ, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নহেন।

আর একদল ভাবিলেন, মহাপ্রভু কৃষ্ণ নহেন,—ভক্ত। তখন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থদ্বয় বৈষ্ণব বা গুরুর নিকট পড়িতে হয়। 'গুরু' কিন্তু যে-সে ব্যক্তি নহেন। ভগবানের চব্বিশঘণ্টা উপাসক ছাড়া কেহই 'গুরু' নহেন। সাজান ব্যক্তি 'গুরু' নহে। প্রকৃত-প্রস্তাবে যদি কেহ চৈতন্যদেবের চরিত্র অনুশীলন করিতে করিতে কৃষ্ণের চরিত্র আলোচনা করেন, তবে মায়া হইতে উদ্ধার পাইবেন। চৈতন্যদেবের চরিত্র আলোচনা ব্যতীত জড়তা যায় না—চৈতন্য হয় না।

বৈষ্ণব অন্য জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যাশ্রিত, কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্য্যে, জীবনে-মরণে তিনি চৈতন্যচরণ ছাড়িয়া অন্য কার্য্যে ব্যস্ত নহেন। যখন মানুষ নিজের চশ্‌মায় বৈষ্ণবকে দেখিতে যায়, তখন ঠিক-ভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র তাঁহার কৃপালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলে আসিলেন, তখন জগন্নাথকে 'মুরলীবদন কৃষ্ণ' দেখিলেন। আমরা আমাদের চোখে 'পুঁয়ের মাচা' দেখি। জড়লোক 'জগন্নাথ' না দেখিয়া ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হয় বা চেতন-রহিত কাষ্ঠ দেখে; আবার কেহ বা জীবিকা-বিশেষ দর্শন করে। 'গৌড়ীয়' পত্রে কোন বৈষ্ণবের জগন্নাথ-দর্শনের কথা আমি পাঠ করিয়া আপনাদিগকে শুনাইতেছি—গৌড়ীয়—৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৩।৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করিলাম—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের পরিচয় দিতে। শ্রীজগন্নাথের সেবক-সূত্রে আজ আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। বিষয়টা এই,—

প্রথমভাবে ভগবদ্দর্শনকে বেদশাস্ত্র 'সম্বন্ধ' বলেন। যিনি দর্শন করেন, তিনি—দর্শক, যাঁহাকে দর্শন করেন, তিনি—দৃশ্য, যে-বৃত্তি অবলম্বনে দর্শক ও দৃশ্যের সম্মেলন হয়, তাহা—দর্শন। যেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের ভিতর

অনিত্যতা আছে, তাহাই স্মার্ত্তাচার। বৈষ্ণব-বিচার ঐরূপ নহে; সেখানে ঐ তিনটাই নিত্য। সর্ব্বপ্রথমে সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভের আবশ্যকতা আছে। সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে—পরিচয়ের অভাবে প্রাপ্য বস্তু লাভে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। আমরা ঐ সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভের জন্য যদি শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ না করি, ভজনের অছিলায় বাহ্য বেষ ধারণ করি, অসংখ্য হরিনামোচ্চারণের ছল করি, তবে কেবলমাত্র পিত্তবৃদ্ধি হইবে -নামাপরাধ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত হরিনাম হয় না। নামাপরাধ ও নামের পার্থক্য-জ্ঞানাভাবে অনেকে ক্ষীরের বদলে পঙ্ক গ্রহণ করেন। সুতরাং ভজনীয় বস্তুর জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কেন ভজন করি, কি ভজন করি, এ সমস্ত কথা জানার নামই শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ; দীক্ষা-কার্য্যটাই—সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদান-লীলা।

জগন্নাথের প্রথম দর্শন—নিরাকারবাদী দেখেন,—জগন্নাথদেব কাষ্ঠ-মাত্র। তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ছেলে-ভুলানভাবে বিশ্বাস করি। প্রকৃত কথা তাহা নহে। কেন না, তবে জগন্নাথদেবের পাদপদ্ম হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত দর্শন হইত।

লৌকিক-দৃষ্টিতে প্রথমে পাদপদ্ম দর্শন হয়। নিম্বকাষ্ঠের পদ-দর্শন হইলে পৌত্তলিকতা হইত। জগন্নাথের দর্শন পৌত্তলিকতা নহে। আকার-দর্শনে প্রথমে পাদপদ্ম দর্শন করিতে যাইয়া কোথায় তাঁহার পাদপদ্ম অবস্থিত, তাহা দেখিতে পাই না। আমাদিগকে এই অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি পদদ্বয়ের দর্শন দিতেছেন না। তাঁহার পাদপদ্ম-শোভার দর্শন হইলে অন্যবস্তু-দর্শনে বিরক্তি আসিবে; এই জন্যই তিনি পদদ্বয় দেখাইতেছেন না। বদ্ধজীবকে তাহার যোগ্যতানুসারে নব্য-ব্রাহ্মবাদের দ্বারা আক্রান্ত করাইবার জন্য তিনি পদ-যুগল দেখান না। বৈষ্ণবেরা কিন্তু তাঁহাকে মুরলীবদন ও তাঁহার পদনখ-শোভা দর্শন করেন। আমার ন্যায় ব্যক্তি, দূরবর্ত্তী মণিকোঠার ভিতরে অবস্থিত শ্রীজগন্নাথ-দেবকে দেখিতে যাইয়া বৃদ্ধার পুঁই মাচার দর্শনের ন্যায় দেখে। গৌরসুন্দর কিন্তু সাক্ষাৎ মুরলীবদন দেখিলেন—প্রণব-স্ফুটিত মূর্ত্তি দেখিলেন না। জগতের ব্যাপারের অন্যতম শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিলে খণ্ডিত দর্শন হইবে—অন্য কিছু দেখিবে।

শ্রীজগন্নাথদেব মানবের মঙ্গলের জন্য মূর্ত্ত-বিগ্রহে—অর্চ্চা-বিগ্রহে আসিয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন—কাষ্ঠময় নহেন। যাহারা তাঁহাকে কাঠ দেখিবে, তাহারা সংসার-কূপে জলহীন মীনের ন্যায় থাকিবে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত জগন্নাথকে দেখা উচিত। আমি নরাধম, তিনি সর্ব্বজগতের পতি,—সমগ্র দেবলোকের পতি—তিনি দেবদেব। তাঁহার পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোনও কৃত্য নাই। বিশিষ্ট-জ্ঞানময়—বিজ্ঞানময় চক্ষুর্দ্বারা সেবা-বুদ্ধিতে তাঁহাকে দর্শন করা উচিত, কেন না—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অপ্রাকৃত রাজ্যের বস্তুর নিকট ইহজগতের কোন বস্তুই উপস্থিত হইতে পারে না। অচিৎএর বৃত্তিযুক্ত চক্ষুর দ্বারা তাঁহার দর্শন হয় না। এই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃশ্যজগতের দৃশ্যবস্তু বশ্য বস্তুর দর্শন হয়। সেই দৃষ্টি ভ্রান্তিময়ী। এ দেশে জগন্নাথ দেখিতে আসিয়া আমরা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে ভ্রমণ করিতে করিতে সময় কাটাইতেছি।

জগন্নাথের দ্বিতীয় দর্শন—দর্শন-জন্য সেবায় অধিকার। অভিধেয়ের বা দ্বিতীয় দর্শন-বিচারে পূর্ব্বাচার্য্যগণ চৈতন্যবৃত্তিতে সেব্যবস্তুর সেবা করেন। এই দর্শন শিখাইবার জন্য অভিধেয় ভক্তিতে অর্চ্চন বা উপাস্যবস্তুর সেবা। শ্রীভাষ্য ও অনুভাষ্যাদির আলোচনা-কারী মহা-মহা-বৈদান্তিকই ভগবদর্চ্চনের অধিকারী। অতএব জীব শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন করিবেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভজনের নামে 'অনুকরণ' করে,—মহাজনের অনুসরণ করিতে পারে না; কেন না, মূলে তাহাদের গুর্ব্বানুগত্যে সম্বন্ধ জ্ঞানেরই অভাব।

জগন্নাথের তৃতীয় দর্শন—প্রয়োজন তৃতীয় দর্শন। লোকের ভিড় ঠেলিয়া জগন্নাথ দর্শন করা অপেক্ষা চক্র দর্শনে ভগবদ্দর্শন করা ভাল। তাহাতে সার্ব্বকালীন

সেবা করিবার সুযোগ। নিকটে যাইয়া সেব্যের অর্চ্চনে কনিষ্ঠাধিকার। সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত ভজনে—মধ্যমাধিকার, আর সেবোন্মুখী হইয়া সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করিয়া ভজনে—উত্তমাধিকার বা মহা-ভাগবতাধিকার।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

কর্ম্ম ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ

"কর্ম্মিগণ কেবল কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও বাহিরে কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মুল তাৎপর্য্য,—যাহাতে কোন প্রকার প্রাকৃত সুখ লাভ হয়। স্বার্থপর কর্ম্মকেই 'কর্ম্ম' বলে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

"বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম কৃত হইলেও সেই সেই কর্ম্মে সাক্ষাৎ চিৎপ্রবৃত্তি নাই।"

—'নাম-মাহাত্ম্য সূচনা', হঃ চিঃ

"সকল-জীবই পূর্ব্ব-সংস্কারানুসারে স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন; সেই স্বভাবানুসারেই জীবের চেষ্টার উদয় হয়,—ইহাকেই 'অদৃষ্ট' বা 'কর্ম্মফল' বলে। পূর্ব্বকল্পে তিনি যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাঁহার স্বভাব-চেষ্টা হয়।"

—ব্রঃ সং, ৫।২৩

"কর্ম্মের কাম্যফল নিরসন দ্বারা কেবল ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অর্পিত হইলে সেই কর্ম্ম ভক্তিশোধিত হয়। মোক্ষে বিতৃষ্ণা উৎপাদন পূর্ব্বক ভগবৎ সেবাদিতে রাগোৎপত্তির দ্বারা বৈরাগ্যের ভক্তিশোধিত অবস্থা হয়। অদ্বৈতাত্মতত্ত্ব-বোধাদি ত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান যখন ভগবদীয়ত্ব-বুদ্ধি উৎপত্তি করে, তখন জ্ঞান ভক্তিদ্বারা শোধিত হয়।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

"নাস্তিকদিগের ঘটনার ন্যায় আস্তিকদিগের ভাগ্য অবিচারিত নয়। জীবের ভাগ্য—জীবেরই কর্ম্মানুসারে বিচারিত ফল বিশেষ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৮ম পঃ

"জীব যে কার্য্যটী করেন, তাহাতে তাঁহার মুল-কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে, প্রকৃতি সেই কার্য্যের যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাঁহার গৌণকর্ত্তৃত্ব এবং ফলদান-বিষয়ে ঈশ্বরের অনুষঙ্গ-কর্ত্তৃত্ব। জীব স্বেচ্ছাক্রমে অবিদ্যাভিনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মূল কর্ত্তৃত্ব কখনও লোপ হয় না। অবিদ্যা-প্রবেশের পর জীব যত কর্ম্ম করেন, সে-সকলই ফলোন্মুখ হইলে 'ভাগ্য' নামে অভিহিত হয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ৮ম পঃ

"'কৃষ্ণের দাস আমি' এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নামই 'অবিদ্যা'; সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—**তটস্থ সন্ধিস্থলে জীবের সেই কর্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল।** অতএব জড়কালে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম্ম—অনাদি।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

"কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সেই কর্ম্মের নামই ভক্তি, আর যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখজ্ঞান দান করে, সেই কর্ম্মই ভগবদ্বিমুখ।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

"কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তিনটী অবস্থা হয়—অর্থাৎ নিষ্কাম অবস্থা, কর্ম্মার্পণাবস্থা ও কর্ম্মযোগাবস্থা। ঐ তিন অবস্থা অতিক্রম করিলে কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিচর্য্যারূপ ভক্তি হইয়া পড়ে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

"কর্ম্ম ভক্তিফলে জীবকে বসাইয়া নিরস্ত হয়। বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদব্রহ্মজ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে; ব্রহ্মজ্ঞান প্রায়ই জীবকে ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে, এই জন্যই ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি বলা যায় না।"

—'জৈঃ ধঃ' ১৭শ অঃ

"বেদ ও পুরাণশাস্ত্র অনেক প্রকার উপায়ের কথা স্থানে-স্থানে লিখিয়াছেন; তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল-বরুলী অর্থাৎ বোল্‌তারূপ কর্ম্মকাণ্ড, কোন দিকে জ্ঞান-কাণ্ড স্বরূপ যক্ষ, কোন দিকে কৃষ্ণবর্ণ অজগররূপ যোগগত কৈবল্য, আবার কোন দিকে রক্ষিত-ধনের পাত্র অল্প পরিশ্রমেই হাতে আইসে। অতএব বেদশাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিপথেই যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, ইহা বলিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ মং২০।১৩৫

"প্রথম সঙ্গতিতে (স্বসুখপ্রয়োজক কর্ম্মসঙ্গতিতে) যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা কর্ম্মকেই প্রধান জানিয়া ভগবান্‌কেও 'কর্ম্মাঙ্গ' বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ফলও নিত্য-লক্ষণে লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের সঙ্গতি নির্দ্দোষ নয়; তাঁহাদের জীবনে ভগবানের সাধন-স্ফূর্ত্তি নাই—বিধির অধীনতাই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগকে 'কর্ম্মী' বলে।"

—চৈঃ শিঃ, ৮। উপসংহার

"যাহা দ্বারা মানবগণের রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাই রোগ-নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিলে রোগ কখনও ভাল হয় না। কর্ম্মকাণ্ড সমস্তই জীবের সংসার-রোগের হেতু; তাহা নিষ্কাম ভাবেই হউক বা ঈশ্বরার্পিত ভাবেই হউক, কখনও সংসারক্ষয়রূপ ফল উৎপন্ন করিবে না। কর্ম্মকে কেবল জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া পরে অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপে কল্পিত করিতে পারিলেই কর্ম্মস্বরূপ-বিনাশের সম্ভাবনা হয়। ভগবৎ-পরিতোষোপযোগী কর্ম্মমাত্র স্বীকার করিলে এবং ভক্তির অধীন সম্বন্ধজ্ঞানকে স্বীকার করিলে সকল কর্ম্মই ভক্তি-যোগ হইয়াপড়ে। সেই ভক্তিযোগগত কৃষ্ণসংসারাশ্রিত কর্ম্ম সফল করিয়া ভগবৎশিক্ষাক্রমে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণ-নামাদি স্মরণ ও গান করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয়।"

— 'শ্রীমঃ শিঃ,' ১০ম পঃ

"বৈষ্ণবের সাধনভক্তি কেবল সিদ্ধভক্তির উদয় করাইবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গসাধনে দুইটি তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধন-ক্রিয়ার আকার-ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু নিষ্ঠা-ভেদ মূল। কর্ম্মাঙ্গে কৃষ্ণের পূজা করিয়া চিত্তশোধন ও মুক্তি অথবা রোগশান্তি বা পার্থিব ফল পাইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজার দ্বারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কর্ম্মীদিগের একাদশী-ব্রতে পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তদিগের একাদশীব্রতের দ্বারা হরিভক্তির বৃদ্ধি হয়। দেখ, কত ভেদ!"

—'জৈঃ ধঃ,' ৫ম অঃ

"বহির্ম্মুখ সংসার ও বৈষ্ণবসংসারে কেবলমাত্র একটি নিষ্ঠা-ভেদ আছে, আকৃতিভেদ নাই। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরাও বিবাহ করে, অর্থ-সংগ্রহ করে, গৃহ করে, গৃহ-নির্ম্মাণ করে, ন্যায়ের নাম করিয়া সমস্ত কার্য্য করে এবং সন্তানাদি উৎপাদন করে; কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে, সেই সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা জগতের সুখ বৃদ্ধি করিবে বা জগদন্তর্গত নিজের সুখ লাভ করিবে। বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত কার্য্য তাহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও সেই সব কার্য্যফল আত্মসাৎ করেন না, ভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু বহির্ম্মুখগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা জনিত কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়েন।"

—'চৈঃ শিঃ' ৩।২

"কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্তসাধুদিগের চরণে অপরাধ হয়; সুতরাং সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

"পাপ-পুণ্য, উভয়ই সাম্বন্ধিক; আত্মা'র স্বরূপগত নয়। যে কর্ম্ম বা বাসনা সাম্বন্ধিকরূপে আত্মার স্বরূপ-প্রাপ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে, তাহাই পুণ্য এবং যদ্দ্বারা সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই, তাহাই পাপ।"

—কৃঃ সং ১০।২

"অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন পুরুষের পক্ষে বিবাহবিধিদ্বারা স্ত্রীসংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য।"

—'কৃঃ সং' ১০।৩

"তীর্থযাত্রার দ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র্য লাভ করেন। যদিও সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেশ্য,

তথাপি তীর্থগত সকল লোকই আপনাদের চিত্তে আপনাদিগকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন; যেহেতু তদ্দ্বারা পূর্ব্ব পাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয়।"

—'চৈঃ শিঃ' ২।২

"ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা, আর্জ্জব ও প্রীতি—ইহারা স্বরূপগত পুণ্য। ইহাদিগকে স্বরূপগত পুণ্য এই জন্য বলি, যেহেতু ঐ সকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকালে তাহার অলঙ্কারস্বরূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে স্থূল হইয়া 'পুণ্য' নাম প্রাপ্ত হয়,—এই মাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধগত, যেহেতু তাহারা জীবের জড়সম্বন্ধ বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে; সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন নাই।"

—'চৈঃ শিঃ' ২।২৩

"কৃষ্ণভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধর্ম্মালোচনারূপ কার্য্যবিশেষ হইয়াছে, তখন যে আধারে তাহা লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপ-পুণ্যরূপ সাম্বন্ধিক অবস্থার মূল-স্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে; মাঝে মাঝে যদিও ভ্রষ্ট 'কই-মৎস্যে'র ন্যায় হঠাৎ পাপবাসনা বা পাপ উদ্গত হয়, তাহা সহসা ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে।"

—কৃঃ সং, ১০।২

"প্রায়শ্চিত্ত তিন প্রকার—অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত। **কৃষ্ণানুস্মরণ-কার্য্যই ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত;** অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্ত-প্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। **অনুতাপকার্য্য** দ্বারা **জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত** হয়। জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত-ক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, কিন্তু ভক্তি **ব্যতীত অবিদ্যার নাশ হয় না।** চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি **কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা** পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু **পাপবীজ বাসনা, পাপ ও তদ্বাসনার মূল অবিদ্যা পূর্ব্ববৎ থাকে।** অতিসূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা এই প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।"

—কৃঃ সং, ১০।২

"কিছু দিন ম্লেচ্ছ সংসর্গ করিয়া যাহারা পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করত ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা **বিজ্ঞানসিদ্ধ সদাচারের** বিরুদ্ধাচরণ করত পতিত হইয়া পড়ে; তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ।"

—চৈঃ শিঃ, ২।৫

"দুর্জ্জাতিত্বদোষ—প্রারব্ধকর্ম্ম, তাহা ভগবন্নামোচ্চারণে দূর হয়।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

"চিত্তশুদ্ধির যে-সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান। পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্যই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি-কর্ম্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপকর্ম্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে; কিন্তু পাপের মূল যে পাপবাসনা, তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপবাসনা দূর হয়; কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বরবৈমুখ্য, তাহা কেবল হরিস্মৃতিদ্বারাই দূরীভূত হয়।

—চৈঃ শিঃ ২।২

"অপাবিত্র্য—শারীরিক ও মানসিক-ভেদে দ্বিবিধ। শারীরিক হউক বা মানসিক হউক, অপাবিত্র্য তিন-প্রকার—দেশগত অপাবিত্র্য, কালগত অপাবিত্র্য ও পাত্রগত অপাবিত্র্য। অপবিত্র দেশে গমন করিলে দেশগত অপাবিত্র্য ঘটে—সেই দেশবাসীদিগের অশুদ্ধাচরণ-বশতঃই সেই-সেই-দেশের অপাবিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অকারণ ম্লেচ্ছ দেশে গমন বা বাস করিলে দেশগত অপাবিত্র্য হয়, এরূপ বিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশজ্ঞান-লাভ, অন্যদেশের মঙ্গল বিধানের জন্য দুষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশলদ্বারা উদ্ধার বা ধর্ম্মপ্রচার—এইপ্রকার কার্য্যানুরোধে ম্লেচ্ছদেশ-গমনে কোন নিষেধ নাই। ম্লেচ্ছদেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার বা ধর্ম্মশিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেই দেশীয় লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলে আর্য্যজাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করে, তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া পড়েন।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

"ভ্রম ও মাৎসর্য্যদ্বারা চিত্তের অপাবিত্র্য হয়; তাহা দূর করা কর্ত্তব্য।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

শুভ-বৈশাখ মাস-মাহাত্ম্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

চৈত্র মাসকে মধু-মাস ও বৈশাখ মাসকে মাধব মাস বলা হয়। এই মাসে কর্ম্মসাক্ষী সূর্যদেব মেষ রাশিতে অবস্থান করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৪শ বিলাসে এই মাসের বহু মহিমা কীর্ত্তিত আছে। পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে নারদাম্বরীষ-সংবাদে এই মাসে শ্রীকেশব-প্রীত্যর্থ কেশবব্রতানুষ্ঠানের কথা বিশেষ ভাবে লিখিত আছে। তিল, ঘৃতাদি দ্রব্য দান করিতে হয়। সম্পত্তি-মান্-গৃহস্থ এই মাসে জল, অন্ন, শর্করা, ধেনু, তিলধেনু প্রভৃতি দান করিবেন। নদ্যাদিতে বারদ্বয় স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, ধরাশয়ন, নিয়মে স্থিতি বা সঙ্কল্প পরিপালন, একভক্তাদি ব্রত পালন, দান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও শ্রীমধুসূদন পূজা এই মাসে নিয়মিত ভাবে করা কর্ত্তব্য। এই সকল ক্রিয়া শ্রীমধুসূদনের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। এতদ্ভিন্ন এই মাসে শ্রীভগবৎপ্রীত্যর্থ শ্রীবিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ-গণকে তিল, জল, সুবর্ণ, অন্ন, শর্করা, বস্ত্র, রোহিণী অর্থাৎ গাভী, পাদত্রাণ (পাদুকা), আতপত্র (ছত্র) ও জলপূর্ণ কুম্ভ দান করিতে হয়। এই মাসে ত্রিসন্ধ্যা ভক্তিসহকারে সমাহিতচিত্তে শ্রীবিমলা লক্ষ্মীদেবী-সহ শ্রীভগবান্ মধুসূদনের পূজা করিবে।

উক্ত পুরাণে বরাহ-ধরণী সংবাদে মধুসমন্বিত তিল অর্পণের কথা বিশেষ ভাবে লিখিত আছে। বৈশাখ ব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে বেদপারগ ব্রাহ্মণকেও বৃক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ঐ পুরাণে নারদাম্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে—

"ন মাধবসমো মাসো ন মাধবসমো বিভুঃ।
পোতোহবিদুরিতাম্ভোধিমজ্জমানজনস্য যঃ॥"

— হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১২২ ধৃত

অর্থাৎ যেমন শ্রীমাধব সদৃশ ঈশ্বর নাই, তদ্রূপ মাধব অর্থাৎ বৈশাখের সমান মাসও আর নাই। অত্যন্ত পাপসমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধারের পক্ষে বৈশাখের ন্যায় পোত বা তরণীও আর দৃষ্ট হয় না। শ্রীমাধববল্লভ বৈশাখে ভক্তিসহকারে দান, জপ, হোম ও স্নানাদির অনুষ্ঠান অক্ষয়ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

উহাতে আরও লিখিত আছে—

"কার্ত্তিকে মাসি যৎকিঞ্চিত্তুলাসংস্থে দিবাকরে।
স্নানদানাদিকং রাজংস্তৎ পরার্দ্ধগুণং ভবেৎ॥
তস্মাৎ সহস্রগুণিতং মাঘে মকরগে রবৌ।
ততোহপি শতসংখ্যকং বৈশাখে মেষগে ভগে॥"

— হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১২৪ ধৃত

অর্থাৎ হে মহারাজ, তুলারাশিস্থ ভাস্করে কার্ত্তিক মাসে স্নানদানাদি যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পরার্দ্ধগুণ ফলপ্রদ হয়। আবার মকররাশিস্থ ভাস্করে মাঘ মাসে ঐ সমস্ত কর্ম্ম তদপেক্ষা সহস্রগুণিত ফলপ্রদ এবং মেষরাশিগত 'ভগে' অর্থাৎ সূর্য্যে বৈশাখ মাসে তদপেক্ষাও শতগুণিত ফলদায়ক হইয়া থাকে।

যাঁহারা বৈশাখে প্রাতঃস্নান করিয়া যথাবিধানে শ্রীমধুসূদন শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য ও সুকৃতিমন্ত। কলিকালে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ নিষিদ্ধ থাকিলেও বৈশাখ মাস পালনের ফলেই মানবগণ অশ্বমেধাদির ফল প্রাপ্ত হইবে। কলিহত জীবগণ নরকার্ণবে পতিত হইবে বলিয়াই পরম কৃপাময় দেবদেব শ্রীহরি তাহাদের জন্য বৈশাখ মাসের উদ্ভব করাইয়াছেন। সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরার মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ, আবার সেই জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, সেই ভারতে মনুষ্যজন্ম লাভ বড়ই দুর্ল্লভ। তাহাতে আবার স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন আরও দুর্ল্লভ, হে ভূপাল, শ্রীভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি তাহা হইতেও অতি দুর্ল্লভা। আবার মাধবপ্রিয় মাধব মাস অর্থাৎ বৈশাখ মাস তদপেক্ষাও দুর্ল্লভ। এইরূপ দুর্ল্লভ মাস পাইয়া যে সকল মানব শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্নান দান জপাদি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই সুকৃতিমন্ত। তাঁহাদিগকে দর্শন মাত্রেই পাপিগণ বিগতকল্মষ হইয়া ভগবদ্ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ও ভগবদ্ভাবভাবিত হয় অর্থাৎ শ্রীভগবানে ভক্তি লাভ করে।

ঐ পদ্মপুরাণে বৈশাখ মাসে কর্ম্ম বিশেষের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিতেছেন—সমগ্র বৈশাখ মাসে শান্তভাবে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান, জপ, যজ্ঞ, দান, উপবাস, হবিষ্যান্ন-ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান মহাপাতক নাশক। যাঁহারা বৈশাখ মাসে মধুর দ্রব্যপ্রধান ভোজ্য, যবান্ন, তিল, জলপাত্র, ছত্র, বসন ও পাদুকা ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভক্ত ব্রাহ্মণগণকে দান করেন, ভক্তিসহকারে ভক্ত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান, অনলসভাবে একাহারী বা নক্তাহারী বা অযাচিতব্রতী হইয়া ভগবদারাধনা করেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রীহরি প্রসন্ন হওয়ায় তাঁহাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

শ্রীমাধবপ্রিয় বৈশাখ মাসে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান ও শ্রীহরিপূজার মাহাত্ম্যই শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অক্ষয় তৃতীয়া

ঐ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া কৃত্য-সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণে লিখিত হইয়াছে—

"বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং জনার্দ্দনঃ।
যবানুৎপাদয়ামাস যুগঞ্চ কৃতবান্ কৃতম্॥
ব্রহ্মলোকাৎ ত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ।
তস্যাং কার্য্যো যবৈর্হোমো যবৈর্ব্বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ॥
যবান্ দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যঃ প্রযতঃ প্রাশয়েদ্ যবান্॥"

অর্থাৎ বৈশাখ মাসে শুক্লা তৃতীয়ায় শ্রীভগবান্ জনার্দ্দন যব উৎপাদন ও সত্যযুগ প্রবর্ত্তন করেন এবং ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীকে ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে অবতারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তিথিতে যবের দ্বারা হোম ও যবের দ্বারা বিষ্ণুর সম্পূজন কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণকেও যবদান ও সযত্নে যব ভোজন করাইতে হয়।

পদ্মপুরাণে শ্রীবরাহধরণী সংবাদেও কথিত হইয়াছে—

কৃত যুগং তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং মাসি মাধবে।
প্রবৃত্তঞ্চ ত্রয়ীধর্ম্মাঃ প্রবৃত্তাস্তে প্রবর্ত্তিতাঃ॥
অক্ষয়া সোচ্যতে লোকে তৃতীয়া হরিবল্লভা।
স্নানে দানেঽর্চ্চনে শ্রাদ্ধে জপে পূর্ব্বজতর্পণে॥
যে ঽর্চ্চয়ন্তি যবৈর্ব্বিষ্ণুং শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ।
তস্যাং দদতি দানানি ধন্যাস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ॥

অর্থাৎ বৈশাখ মাসে শুক্লা তৃতীয়ায় সত্যযুগ এবং বেদত্রয়-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই হরিবল্লভা তৃতীয়া লোকে অক্ষয়া বলিয়া কথিত। ইহাতে-স্নান, দান, অর্চ্চন, শ্রাদ্ধ, জপ ও পূর্ব্বজ অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষের তর্পণ অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। যাঁহারা এই তিথিতে যত্ন পূর্ব্বক যবদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন ও শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন এবং যবাদি দান করেন, তাঁহারা ধন্য ও বিষ্ণুভক্ত বলিয়া গণ্য হন।

জহ্নু সপ্তমী

ঐ পাদ্মে নারদাম্বরীষ সংবাদে **শুক্লা সপ্তমী বা জহ্নু সপ্তমী** সম্বন্ধেও কথিত হইয়াছে—

বৈশাখ শুক্লসপ্তম্যাং জাহ্নবী জহ্নুনা পুরা।
ক্রোধাৎ পীতা পুনস্ত্যক্তা কর্ণরন্ধ্রাত্তু দক্ষিণাৎ॥
তস্যাং সমর্চ্চয়েদ্দেবীং গঙ্গাং ভুবনমেখলাম্।
স্নাত্বা সম্যগ্ বিধানেন সধন্যঃ সুকৃতী নরঃ॥

—বৈশাখ শুক্লসপ্তমীতে পূর্ব্বে জহ্নু মুনি ক্রোধবশতঃ জাহ্নবীকে পান করিয়া আবার দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্র হইতে তাঁহাকে পুনরায় ত্যাগ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এজন্য এই তিথিতে ভুবনমেখলা গঙ্গা-দেবীর সম্পূজন কর্ত্তব্য। সম্যগ্ বিধানানুসারে যিনি এই তিথিতে গঙ্গাস্নান করিয়া দেবতা, পিতৃপুরুষ ও মর্ত্ত্যগণের তর্পণ বিধান করেন, তিনি ধন্য ও পুণ্যবান্।

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত

বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং শ্রীনৃকেশরী।
জাতস্তদস্যাং তৎপূজোৎসবং কুর্ব্বীত সব্রতম্॥

অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুক্লচতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এজন্য এই দিবসে 'সব্রতং' অর্থাৎ উপবাসাদি ব্রতনিয়মসহিত তাঁহার অর্চ্চনোৎসব সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

বৃহন্নারসিংহপুরাণে শ্রীভগবন্নরসিংহ প্রহ্লাদ সংবাদে ব্রতবিধি বর্ণনে বর্ষে বর্ষে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রতপালনের নিত্যতা এবং একান্ত কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রীনৃসিংহ দেবের আবির্ভাব দিবস জানিয়া শুনিয়াও

যাঁহারা তাহা উল্লঙ্ঘন করেন, তাঁহারা মহাপাতকলিপ্ত এবং যাবচ্চন্দ্রদিবাকর-স্থিতি তাবৎকাল নিরয়গামী হন।

উহার অধিকারী নির্ণয় বিষয়ে ঐ পুরাণে কথিত আছে—শ্রীভগবান্ কহিতেছেন—সকল লোকেরই তাঁহার ব্রতপালনে অধিকার আছে, বিশেষতঃ তদ্ভক্ত ও তন্নিষ্ঠ ব্যক্তিরই তৎপূজা বিশেষভাবে 'প্রণেয়' অর্থাৎ কর্ত্তব্য।

উক্ত পুরাণে উক্ত ব্রত-মাহাত্ম্য এইরূপ কথিত হইয়াছে—ভক্তরাজ প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রণাম করিয়া তচ্চরণারবিন্দে তাঁহার ভক্ত্যুদয়ের ও তৎপ্রিয়পাত্র হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনৃসিংহদেব কহিলেন—"বৎস প্রহ্লাদ, পূর্ব্বজন্মে অবন্তীনগরে সর্ব্বলোক-বিশ্রুত বসুশর্ম্মা নামক এক বেদবিচক্ষণ বৈদিককর্ম্ম-তৎপর ব্রাহ্মণোত্তমের সুশীলা নাম্নী সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্না এক পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত তদীয় পঞ্চপুত্রের মধ্যে তুমি ছিলে সর্ব্বকনিষ্ঠ। তোমার নাম ছিল বসুদেব। তোমার অন্যান্য ভ্রাতা শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচার-পরায়ণ ও মাতৃ-পিতৃভক্তিমান্ থাকিলেও তুমি ছিলে বেশ্যাসক্ত, মদ্যপানরত ও নানা পাপকার্য্যলিপ্ত। অধ্যয়-নাদি কিছুই করিলে না। নিরন্তর বেশ্যালয়েই পড়িয়া থাকিতে। একদা দৈবক্রমে সেই বেশ্যার সহিত তোমার তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। সেদিন ছিল শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী। তুমি কলহ করিয়া সমস্ত দিবারাত্র নিরাহারে থাকিলে, রাত্রিতেও জাগরণ করিলে। সেইদিন অজ্ঞান বশে তোমা-কর্ত্তৃক আমার এই ব্রতরাজের অনুষ্ঠান হইয়া গেল। তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেই বেশ্যারও অজ্ঞাতসারে উপবাস ও নিশি-জাগরণ সহ সেই ব্রতোত্তম অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহার কায়শোধন সংঘটিত হইল। এই প্রকারে তোমরা অজ্ঞানে বহুপুণ্যপ্রদ মদ্ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। এই ব্রত পালন করিয়াই দেবগণ অধুনা দেবলোকে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ব্রহ্মাও সৃষ্টিনিমিত্ত আমার এই ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং আমারই এই ব্রতপ্রভাবে তিনি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। মহেশ্বর ত্রিপুরাসুর বধের নিমিত্ত আমার এই ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন এবং এই ব্রতপ্রসাদেই ত্রিপুর বিনষ্ট হইয়াছিল। অন্যান্য বহু সংখ্যক দেবতা, প্রাচীন ঋষি ও মহাপ্রাজ্ঞ নৃপতি এই ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রতপ্রভাবে সকলেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বেশ্যাও এই ব্রতপ্রসাদে আমার প্রিয়পাত্রী হইয়া ত্রৈলোক্যে সুখচারিণী হইয়াছে। হে বৎস, আমার এই প্রকার ব্রত ত্রিভুবনে সর্ব্বত্র বিদিত। ধূর্ত্তা বিলাসিনী নারীর পক্ষেও এই ব্রত উপস্থিত হইলেন অর্থাৎ তাহারা পর্য্যন্তও এই ব্রত পালন করিয়া সদ্গতি লাভ করিতে পারে। হে প্রহ্লাদ, এই ব্রতপ্রভাবেই তোমার আমাতে অনুত্তমা অর্থাৎ সর্ব্বোৎ-কৃষ্টা ভক্তিলাভ হইয়াছে। সেই বেশ্যা স্বর্গে অপ্সরা হইয়া বহুবিধ ভোগসুখ সম্ভোগ করতঃ অবশেষে আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তুমিও আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছ। আবার 'কার্য্যার্থ' অর্থাৎ ভক্তি প্রবর্ত্তনার্থ আমার শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া তোমার অবতার হইয়াছে। আবার সেই সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক শীঘ্রই আমাতে প্রবিষ্ট হইবে। আমার এই ব্রতরাজের অনুষ্ঠানকারী মানবের আর শতকোটি কল্পেও সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। এই ব্রতাচরণের ফলে অপুত্র পরম সুন্দর মদ্ভক্ত পুত্র-লাভে সমর্থ হন, দরিদ্র কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্য, তেজস্কাম তেজঃ, রাজ্যলাভেচ্ছু উত্তম রাজ্য ও আয়ুষ্কাম শিবের ন্যায় পরমায়ুঃ লাভ করিতে পারেন। স্ত্রীগণের এই ব্রত সৎপুত্রদ, সৌভাগ্য-জনক, অবৈধব্যকর, পুত্রশোকবিনাশক, ধনধান্যপ্রদ, পতিপ্রিয়কর, শুভদ, সার্ব্বভৌমসুখ ও দিব্যসৌখ্যপ্রদ হইয়া থাকে। হে প্রহ্লাদ, এই ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠানরত নরনারী সকলকেই আমি সৌখ্য ও ভুক্তিমুক্তিফল অর্পণ করি। হে বৎস, এই ব্রতের ফলের বিষয় আর অধিক কি বলিব, ইহার ফল বর্ণন করিবার শক্তি আমার বা শঙ্করেরও নাই; ব্রহ্মাও আজীবন তাঁহার চতুর্ম্মুখে তাহা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহেন।"

[অবশ্য শুদ্ধভক্তগণ ভক্তি-বিঘ্ন-বিনাশন ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে তাঁহাদের কামক্রোধলোভমোহমদ-মাৎসর্য্যাদি ভক্তিবিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক-শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারিপাদপদ্মে অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, জ্ঞান-

কর্ম্মাদ্যনাবৃতা অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য কোন অবান্তর ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধ্যাদি ফলকামী হন না। তাঁহাদের প্রার্থনা :—

"নরহরিক্ষেত্রে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া।
নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেম লইব মাগিয়া॥
এ দুষ্ট হৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়।
কুটিনাটি প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্য সদা রয়॥
হৃদয়শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা।
নৃসিংহচরণে মোর এইত' কামনা॥
কাঁদিয়া নৃসিংহপদে মাগিব কখন।
নিরাপদে নবদ্বীপে যুগলভজন॥
ভয়, ভয় পায় যাঁ'র দর্শনে সে হরি।
প্রসন্ন হইবে কবে মোরে দয়া করি॥
যদ্যপি ভীষণ মূর্ত্তি দুষ্ট জীব প্রতি।
প্রহ্লাদাদি কৃষ্ণভক্তজনে ভদ্র অতি॥
কবে বা প্রসন্ন হ'য়ে সক্রুপবচনে।
নির্ভয় করিবে এই মূঢ় অকিঞ্চনে॥
স্বচ্ছন্দে বৈস হে বৎস, শ্রীগৌরাঙ্গধামে।
যুগল-ভজন হউ, রতি হউ নামে॥
মম ভক্তকৃপাবলে বিঘ্ন যাবে দূর।
শুদ্ধচিত্তে ভজ রাধাকৃষ্ণ-রসপূর॥
এই বলি' কবে মোর মস্তক উপর।
স্বীয় শ্রীচরণ হর্ষে ধরিবে ঈশ্বর॥
অমনি যুগল প্রেমে সাত্ত্বিক বিকারে।
ধরায় লুটিব আমি শ্রীনৃসিংহদ্বারে॥"]

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'নবদ্বীপভাবতরঙ্গ'

উক্ত শ্রীবৃহন্নারসিংহ পুরাণে ব্রতবিধিকথনে আরও লিখিত আছে— কলিযুগে যখন যখনই পাপের উদ্ভব হয়, তখন তখনই এই ব্রত বিধেয়, ইহা অনুষ্ঠান করিলে দুরাত্মা ও নিরন্তর পাপরত ব্যক্তিগণেরও মতি বিকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় না। হে বৎস প্রহ্লাদ, এই সকল বিচারপূর্ব্বক বৈশাখ শুক্লচতুর্দ্দশীতে আমার এই সর্ব্বপাপহর ব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আমি মিথ্যা বলিতেছি না, মহানুভব মনুষ্যগণ আমার এই ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া সহস্র দ্বাদশীফল লাভ করিতে পারেন। ভক্তিসহকারে এই পাপপ্রণাশন ব্রতকথা শ্রবণকীর্ত্তনে শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই মহাফল লাভ হয়।

শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রতের দিন নির্ণয় সম্বন্ধে আগমে লিখিত আছে বৈশাখী শুক্লা চতুর্দ্দশী মহাতিথিতে সায়ংকালে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের প্রতি তৎপিতা হিরণ্যকশিপুর অযথা তাড়ন-ভর্ৎসন সহ্য করিতে না পারিয়া পরমপুরুষ ভক্তবৎসল শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ 'কট্‌কটা' শব্দে সভাস্থ সকলের বিস্ময় উৎপাদন করতঃ লীলাবশতঃ ভীষণ শব্দসহকারে স্তম্ভগর্ভ হইতে উদ্ভূত হইলেন। শ্রীভগবান্ নৃহরির অবতার-হেতু এই মহাপুণ্যময়ী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় যত্নসহকারে শ্রীবিষ্ণুপূজন কর্ত্তব্য।

শ্রীবৃহন্নারসিংহ পুরাণে সাক্ষাৎ শ্রীনৃসিংহদেবের উক্তি—বৈশাখ শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে আমার জন্ম-হেতু সমুদ্ভূত, পাপপ্রণাশক পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

আরও লিখিত আছে—কদাচিৎ মহাভাগ্যক্রমে স্বাতী নক্ষত্র সমন্বিত শনিবারে এবং সিদ্ধিযোগের সংযোগে আমার এই ব্রত লভ্য হইলে সেই ব্রত পালনকারিজনগণের হত্যাকোটিজনিত পাপ ধ্বংস করিয়া দেয়। সেই প্রকার যোগ না ঘটিলেও ব্রতের নিত্যত্বহেতু ফলাকাঙ্ক্ষিজনগণ কেবলমাত্র শুদ্ধাচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবেন। ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে উপবাস বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য নহে।

আগমে শ্রীভগবদ্‌বাক্য এইরূপ—"ভৌমে অর্থাৎ কুজবার বা মঙ্গলবারে আমার প্রিয়া চতুর্দ্দশী উপস্থিত হইলে তাহাতে মদ্‌ব্রতানুষ্ঠান সর্ব্বপাপবিনাশক। কিন্তু স্বাতীনক্ষত্র ও মঙ্গলবার যুক্ত হইলেও ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে ব্রত কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

ঐ আগমে ব্রতবিধি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে— শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়াছেন—'হে বৎস, মদ্দিনে প্রভাতে গাত্রোত্থান করতঃ দন্তধাবনপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে 'নিয়ম' গ্রহণ করিবে।

উক্ত নিয়মমন্ত্র এইরূপ :—

"শ্রীনৃসিংহ মহাভীম দয়াং কুরু মমোপরি।
অদ্যাহং তে বিধাস্যামি ব্রতং নির্বিঘ্নতাং নয়।" ইতি

অর্থাৎ "হে শ্রীনৃসিংহ দেব, হে মহাভীম, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। অদ্য আমি আপনার ব্রত বিধান করিব, ইহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিয়া দিউন।"

ব্রতের নিয়মগুলি এইরূপ—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—) ব্রতদিনে ব্রতীর পাপিগণের সহিত কথা বলা কর্ত্তব্য নহে। ব্রতের সম্পূর্ণ ফললাভেচ্ছু ব্যক্তি মিথ্যালাপ বর্জ্জন করিবে। মহানুভবব্রতী ভার্য্যা ও দ্যূতক্রীড়া বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সমস্ত দিন শ্রীনৃসিংহ দেবের রূপ স্মরণ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি মধ্যাহ্ন কালে নদ্যাদির নির্ম্মল সলিলে, গৃহে বা দেবখাতে (দেবকৃতখাতে অর্থাৎ স্বাভাবিকখাত বা হ্রদে) অথবা মনোরম তড়াগে (সরোবর বা দীর্ঘিকায়) বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ মুখে স্নান সম্পাদন করিবে। মৃত্তিকা, গোময় তথা ধাত্রীফল (আমলকী) বা তিলদ্বারা সর্ব্বপাপঘ্ন স্নান সমাপন পূর্ব্বক বসন যুগল (বা সোত্তরীয় বস্ত্র) পরিধান করিয়া নিত্য কর্ম্মের (আহ্নিকাদির) অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর ভক্তিসহকারে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তৎপর গোময়োপলিপ্ত ভূমির উপর অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন পূর্ব্বক তদুপরি রত্ন-সমন্বিত তাম্রকুম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি আতপতণ্ডুল পরিপূর্ণ পাত্র (শরাবাদি) স্থাপন করিবে। তদুপরি শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্বর্ণমূর্তি স্থাপন করিতে হয়। বিত্তশাঠ্য-দোষ-বিবর্জ্জিত হইয়া যথাশক্তি একপল, অর্দ্ধপল বা তদর্দ্ধপল স্বর্ণদ্বারা শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ মূর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ সেই মূর্ত্তিযুগলকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া তাঁহাদের পূজা করিতে হইবে। লোভশূন্য, শাস্ত্র-সমাযুক্ত অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ, শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করতঃ তাঁহাকে আচার্য্যপদে বরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূজা করাইবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতঃপর আচার্য্যবচনানুসারে ব্রতাচরণ পূর্ব্বক স্বয়ংও পূজা করিবেন।

অগ্রে প্রহ্লাদের পূজাই বিধেয়। আগমে লিখিত আছে—

"প্রহ্লাদক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যাচতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহ্লাদমগ্রতঃ॥"

অর্থাৎ প্রহ্লাদক্লেশনাশার্থ যে পবিত্রা চতুর্দ্দশী তিথির আবির্ভাব হইয়াছে, সেই তিথিতে শ্রীনৃসিংহ দেবের পূজার পূর্ব্বেই যত্ন সহকারে তদ্ভক্তরাজ প্রহ্লাদের পূজা কর্ত্তব্য।

বৃহন্নারসিংহ পুরাণে লিখিত আছে—

সেই স্থানে (তত্র) আমার পুষ্পস্তবকশোভিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ ঋতুকালোদ্ভূত পুষ্পদ্বারা আমাকে যথাবিধি পূজা করিবে। আমার মন্ত্র ও নাম দ্বারা, বিশেষতঃ পৌরাণিক মন্ত্রসমূহে ষোড়শোপচারে আমার পূজা কর্ত্তব্য।

কএকটি পৌরাণিক মন্ত্র নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

চন্দনার্পণমন্ত্র :—চন্দনং শীতলং দিব্যং চন্দ্র-কুঙ্কুম-মিশ্রিতং দদামি তে প্রতুষ্ট্যর্থং নৃসিংহ পরমেশ্বর॥ ইতি

পুষ্পমন্ত্র :—কালোদ্ভবানি পুষ্পাণি তুলস্যাদীনি বৈ প্রভো। পূজয়ামি নৃসিংহেশ লক্ষ্ম্যা সহ নমোঽস্তু তে॥

ধূপমন্ত্র :— কালাগুরুময়ং ধূপং সর্ব্বদেব সুদুর্ল্লভম্। করোমি (দদামি) তে মহাবিষ্ণো সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে॥

দীপমন্ত্র :— দীপঃ পাপহরঃ প্রোক্তস্তমসাং রাশি-নাশনঃ। দীপেন লভ্যতে তেজস্তস্মাদ্দীপং দদামি তে॥ ইতি।

নৈবেদ্যমন্ত্রঃ— নৈবেদ্যং সৌখ্যদং চাস্তু ভক্ষ্য-ভোজ্য-সমন্বিতম্। দদামি তে রমাকান্ত সর্ব্বপাপক্ষয়ং কুরু॥ ইতি।

অর্ঘ্যমন্ত্র :— নৃসিংহাচ্যুত দেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে। অনেনার্ঘ্যপ্রদানেন সফলাঃ স্যুর্মনোরথাঃ॥ ইতি।

পূজামন্ত্র :— পীতাম্বর মহাবিষ্ণো প্রহ্লাদ-ভয়নাশ-কৃৎ। যথাভূতার্চ্চনেনাথ যথোক্তফলদো ভব॥ ইতি।

এইরূপে পূজা করতঃ গীত ও বাদ্যধ্বনি সহকারে রাত্রি জাগরণ, পুরাণ পঠন, নৃত্য এবং আমার কথা শ্রবণ করিবে। অনন্তর প্রভাত-সময়ে স্নান করতঃ অনলস হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে যত্নসহকারে আমার পূজা করিবে। তৎপর নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে :—

মদ্বংশে যে নরা জাতা যে জনিষ্যন্তি মৎপুরঃ।
তাংস্ত্বমুদ্ধর দেবেশ দুঃসহাদ্ ভবসাগরাৎ॥
পাতকার্ণবমগ্নস্য ব্যাধিদুঃখাম্বুরাশিভিঃ।

তীব্রৈস্ত পারভূতস্য মহাদুঃখগতস্ত মে।
করাবলম্বনং দেহি শেষশায়িন্ জগৎপতে।
শ্রীনৃসিংহ রমাকান্ত ভক্তানাং ভয়নাশন॥
ক্ষীরাম্বুধিনিবাস ত্বং প্রীয়মাণো জনার্দ্দন।
ব্রতেনানেন মে দেব ভুক্তিমুক্তিপ্রদো ভব॥"

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া যথাবিধি দেবতাকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উপহারাদি যাবতীয় দ্রব্য আচার্য্যকে নিবেদন করিবে। অতঃপর দক্ষিণাদি দ্বারা সম্যক্প্রকারে ব্রাহ্মণগণকে প্রীত করিয়া বিসর্জ্জন করিবে এবং আমার ধ্যান সমাযুক্ত হইয়া বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবে।

[স্মরণ থাকে যে, শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে আমাদের শুদ্ধ-ভক্তিই প্রার্থনীয়, এজন্য 'ভুক্তিমুক্তি-প্রদো-ভব'-স্থলে 'শুদ্ধভক্তিপ্রদো ভব' এইরূপ প্রার্থনাই শ্রেয়ঃ সাধক।]

অথ বৈশাখী পূর্ণিমা

পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্তস্থানেই যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে লিখিত আছে—মেষ-সংক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিংশৎসংখ্যক উত্তমা তিথি সর্ব্বযজ্ঞাধিক পুণ্যস্বরূপ বলিয়া পুরাণসমূহে প্রকীর্ত্তিত আছে। আবার তন্মধ্যে মাধবপ্রিয়া মাধবী পূর্ণিমা অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমা অধিকতর পুণ্যস্বরূপিণী। এই তিথিই বরাহকল্পের আদি ও মহাফলদায়িনী বলিয়া প্রসিদ্ধা। যে ব্যক্তির এই তিথি স্নান-দান-অর্চ্চন-শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াদি পুণ্য-কর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া যাপিত হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকগামী হইয়া থাকে। বেদের সমান শাস্ত্র নাই গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, জলদান ও গোদানতুল্য দান নাই এবং বৈশাখী-পূর্ণিমার তুল্য তিথিও আর কিছু নাই। যে বিষ্ণুতৎপর ব্যক্তি বৈশাখী-পূর্ণিমায় জল ও ধেনু দান করেন, তিনি বিশেষ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের (পরবর্ত্তী) চতুর্থ অর্থাৎ সারূপ্যাদি প্রাপ্তি-দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের সমীপবর্ত্তি নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করেন।

উক্ত 'স্নানদানার্চ্চনশ্রাদ্ধক্রিয়া' শ্লোকোক্ত বৈশাখী কৃত্যের নিত্যত্ব বচনান্তর দ্বারা আরও দৃঢ় করা হইতেছে—ঐ পদ্মপুরাণের ঐ স্থানেই কথিত হইয়াছে—কোন এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মে নিখিল বৈদিক কর্ম্ম করিয়াছিলেন। কেবল পৌরাণিক বৈশাখী কৃত্য একটিও পালন করেন নাই। তাহাতে তাঁহার অনুষ্ঠিত সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া গেল। প্রত্যুত ভগবৎপ্রিয় বৈশাখানাদর-হেতু তাঁহার প্রেতত্ব সংঘটিত হইল। একদিন পথিমধ্যে ব্রাহ্মণ ঘনশর্ম্মাকে দেখিয়া প্রেতের উক্তি এইরূপ ঃ—

"আমি স্নান দান শ্রাদ্ধক্রিয়া পূজাদি পুণ্যকৃত্য দ্বারা একটিও পূর্ণফলপ্রদা বৈশাখী পূর্ণিমা পালন করি নাই, তজ্জন্য মৎকৃত বৈদিক কর্ম্ম সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে। অধিকন্তু বৈদিকত্ব অভিমান বশতঃ আমাকে 'বৈশাখ' নামক প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে।

ঐ স্থানে আরও লিখিত আছে আমি বৈশাখ মাসে পাপরূপ কাষ্ঠের দাবানলস্বরূপা ও তমোদ্রুমের কুঠারিকা-স্বরূপা একটিও বৈশাখী পূর্ণিমা বিধি অনুসারে পালন করি নাই। যে ব্যক্তি বৈশাখী পূর্ণিমা ব্রত পালন করে না, সে শাখী অর্থাৎ বৃক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং তদনন্তর দশজন্ম তির্য্যক্ যোনিতে জাত হয়।

সমস্ত বৈশাখকৃত্যের অসমর্থের সম্বন্ধে ব্যবস্থা এইরূপ ঃ— উক্তস্থলেই যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে লিখিত আছে যে—নর বা নারী যে কেহ বৈশাখ মাসের যাবতীয় নিয়ম পালনে সমর্থ না হইলে ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা—এই তিন দিন বিধি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত হইয়া নিজ সামর্থ্যানুসারে প্রভাতে স্নান করিলে সর্ব্বপাতক বিমুক্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক লাভে সমর্থ হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা পালনে অসমর্থ হইলে দশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

মহতের কৃপা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীনৈমিষারণ্যক্ষেত্রে মহর্ষি ভৃগুবংশীয় শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি পরমভাগবত শ্রীউগ্রশ্রবা সূত গোস্বামীর শ্রীমুখে পরম মঙ্গলময়ী কৃষ্ণ-কথা শ্রবণে অতীব প্রীত হইয়া আরও অফুরন্ত শ্রবণাগ্রহ জ্ঞাপন-মুখে পরম উল্লাস-ভরে "সূত, সৌম্য, জীব শাশ্বতীঃ সমাঃ" (অর্থাৎ হে সৌম্য সূত, আপনি অনন্ত বৎসর ব্যাপিয়া জীবিত থাকুন) উক্তিদ্বারা তাঁহার অনন্ত জীবন কামনা করিতেছেন। ভক্তমুখে ভগবৎকথা-শ্রবণ-সঞ্জাত ভক্তিপ্রভাবে তাঁহারা কর্ম্মমার্গের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিয়া কহিতেছেন—

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং মধু॥

—ভাঃ ১।১৮।১২

অর্থাৎ আমরা যে এই যজ্ঞকর্ম্ম করিতেছি, ইহাতে অঙ্গবৈগুণ্যবাহুল্যবশতঃ বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। যজ্ঞীয় ধূম্রদ্বারা বিবর্ণতা-প্রাপ্তদেহ আমাদিগকে আপনি পরম মধুর শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মসুধা পান করাইয়া সুস্থ করিতেছেন। এজন্য—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

—ভাঃ ১।১৮।১৩

—হে সূত, ভগবদ্ভক্তের লব অর্থাৎ অত্যল্পকাল-(এক সেকেণ্ডেরও ১১। ভাগ) মাত্র সঙ্গপ্রভাবে যে পরম দুর্ল্লভ ফল লাভ হয়, তাহার সহিত মরণশীল মানবগণের বহুমানিত অতিতুচ্ছ রাজ্যাদি পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের কথা ত' দূরে থাকুক, দেবগণাভীপ্সিত স্বর্গ, এমন কি মোক্ষকেও আমরা তুলনাযোগ্য জ্ঞান করি না।

ভগবৎসঙ্গ অপেক্ষাও তৎ-সঙ্গী ভক্তগণের সঙ্গকেই তাঁহারা অতিবন্দ্য, অতি-প্রশস্য ও অত্যভিলষণীয় বলিয়া বিচার করিতেছেন। কেন-না ভক্তসঙ্গে ভগবৎ-কথা-শ্রবণফলভূতা ভক্ত্যুদয়ে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ফলভূতা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা-প্রতি ভক্তকৃপাপ্রাপ্তজীবের সহসা স্বভাবতঃই বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়ে, ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ। এজন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।৫৪

'অর্থ' শব্দে প্রয়োজন। স্থূলভাবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণাভিলাষে মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক ভুক্তি বা ভোগসুখ এবং সূক্ষ্মভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ-কামনায় মুক্তি বা সিদ্ধি কাম্য হইয়া থাকে। ভক্ত ঐ সকল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছামূলা ভুক্তি, মুক্তি বা সিদ্ধিকামনাকে সম্পূর্ণ 'অনর্থ' বা অপ্রয়োজন বলিয়া বিচার করেন; কৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রীতি বা প্রেমকেই তিনি "পরমার্থ" বা চরম পরম প্রয়োজন বলিয়া জানেন। ইঁহারাই প্রকৃত 'মহৎ' পদবাচ্য। ইঁহাদের চরণাশ্রয় ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি ত' দূরের কথা, অনর্থনিবৃত্তিই হয় না—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

চৈঃ চঃ ম ২২।৫১

মহাভাগবত পরমহংস ভরত সিন্ধুসৌবীরাধিপতি রহূগণকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ (ভাঃ ৫।১২।১২)

অর্থাৎ "হে রহূগণ, মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা-দ্বারা ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।"

ভক্তরাজ প্রহ্লাদও হিরণ্যকশিপুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ —ভাঃ ৭।৫।৩২

অর্থাৎ "যাবৎ মানবদিগের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত-দিগের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ তাহা অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।"

শ্রীঋষভদেব তাঁহার পুত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া সেই মহতের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥

—ভাঃ ৫।৫।২-৩

["পণ্ডিতগণ ব্রহ্মোপাসক ও ভগবদুপাসকভেদে দ্বিবিধ। তাঁহারা মহৎসেবাকেই ব্রহ্মসাযুজ্য ও ভগবৎ-পার্ষদত্বলাভরূপ দ্বিবিধ মুক্তিপ্রাপ্তির উপায় এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া থাকেন। যাঁহারা সমদর্শী, ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত, অক্রোধী, সর্ব্ব-ভূতহিতে রত এবং অদোষদর্শী তাঁহাদিগকেই **মহৎ** বলিয়া জানিবে। (ভগবন্নিষ্ঠতাই ভগবদুপাসক মহতের বিশেষত্ব) ॥ ২॥"

"যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাঁহারা ভোজনপানাদিতে রত, বিষয়িগণের অসদ্বার্ত্তায় এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহ-নির্ব্বাহোপ-যোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই **মহৎ** ॥ ৩॥"

ঐকান্তিকী ভগবৎপ্রীতিই মহতের অসাধারণ লক্ষণ। তাদৃশ শুদ্ধভক্ত মহতের কৃপায়ই শুদ্ধভক্তিলাভ-সম্ভব হইয়া থাকে।

এই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' শ্লোকের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ :—

"কৃষ্ণসেবার বিরোধী অবৈধ যোষিৎসঙ্গাদি দুর্নীতিমূলক সমস্ত অভিলাষ-বিহীন এবং মুমুক্ষা ও বুভুক্ষা দ্বারা অব্যবহিত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূল চেষ্টাময় যে কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধি বা কৃষ্ণবিষয়ক অনুক্ষণ ভজন, তাহাই উত্তমা ভক্তি।"

—অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ প্রথমে তটস্থলক্ষণ বলা হইতেছে—অন্যাভি-লাষিতাশূন্য অর্থাৎ কৃষ্ণভজন সম্পাদন-বিরোধি যোষিৎ-সঙ্গাদিরূপা দুর্নীতিমূলা বাঞ্ছা বিরহিত। জ্ঞান-কর্ম্মাদি অনাবৃত অর্থাৎ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান, স্মৃত্যাদিতে উক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, আদি শব্দে বৈরাগ্য-যোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদি—এই সকল ভক্তির আবরণ-স্বরূপ; পরন্তু ভজনীয়তত্ত্ব অনুসন্ধানপর জ্ঞান বা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বজ্ঞান অবশ্য অপেক্ষণীয় তথা ভজনীয় পরিচর্য্যাদিপর কর্ম্মও অবশ্য অনুশীলনীয় বলিয়া তাহাদিগকে ভক্তির আবরণ বলা হয় নাই। অনাবৃত শব্দে অব্যবহিত বা অপ্রতিহত। অতএব যাহা জ্ঞান-কর্ম্মাদি ব্যবধান বা প্রতিবন্ধক শূন্য। ভক্তি-আবরক বা বাধক জ্ঞানকর্ম্মাদি ভক্তি সাধক নহে।

অতঃপর ভক্তির স্বরূপলক্ষণ বলা হইতেছে—আনু-কূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং। আনুকূল্যেন—অনুকূলভাবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভজনোদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি রোচমানা প্রবৃত্তি-সহ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর অথচ প্রতিকূলতা-শূন্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযুক্ত ভাবই অনুকূলভাব। প্রতিকূলভাবের ভক্তিত্ব প্রসিদ্ধি নাই। অনুকূলভাবেরই ভক্তিত্ব বিহিত। কৃষ্ণানুশীলনং-'কৃষ্ণ' বলিতে—স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার অবতারগণ, তাঁহাদের অনুশীলন অর্থে—কায়মনোবাক্যে অর্থাৎ "পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা যথাক্রমে মুহুর্মুহুঃ অনুষ্ঠান, অনুধ্যান ও আলোচনা। শ্রবণাদি নববিধ ভক্তির অনুষ্ঠানই উত্তম অনুশীলন। এই অনুশীলন যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপ্রদ হয় এবং সাধকের পক্ষে

প্রাণশূন্য না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপ শুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমোদয় হয়।

তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধভক্তি,' ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮-১৬৯

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—

সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণের অন্যাভিলাষ-বর্জ্জিত নির্ম্মল সেবাই উত্তমা ভক্তি।

[এস্থলে 'সর্ব্বোপাধি' বলিতে অন্যাভিলাষ। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত সেবন—যে সেবা কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত অন্যকোন বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত নহে। 'তৎপর'—প্রীতি ও আগ্রহ সহিত এক মাত্র কৃষ্ণপর। সুতরাং অন্যাবিলাভিতাশূন্যং শ্লোক সহ ইহা একার্থবোধক:—সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত —অন্যাভিলাষিতাশূন্য, তৎপরত্ব—আনুকূল্য। হৃষীক-দ্বারা সেবন—ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুশীলন। নির্ম্মল—জ্ঞান-কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত।]

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত॥
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

—ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪

অর্থাৎ "আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজল প্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নির্গুণভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলানুসন্ধানরহিতা ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ প্রাকৃত ভেদলক্ষণরহিত।"

"আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠ-বাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমানরূপতা), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য) প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না ; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত নিত্যসেবাব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কিছুই প্রার্থনার নাই।"

"ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায়। এই ভক্তিযোগের দ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'মদ্ভাবায়' বলিতে "মদ্বিষয়ক প্রেম্নে" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, "ততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোক অনুসরণীয়। শ্রীকৃষ্ণবিমুখজন-সঙ্গত্যাগ বিষয়ে শ্রীরূপপাদ যথাক্রমে কাত্যায়নসংহিতা ও বিষ্ণুরহস্যের নিম্নলিখিত বচনদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন:—

"বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন সংবাসবৈশসম্॥
আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্র জলৌকসাম্।
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্॥"

অর্থাৎ লৌহপিঞ্জরে অবরুদ্ধাবস্থায় বেড়া আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা বরং ভাল, তথাপি কৃষ্ণচিন্তা-বিমুখজনসঙ্গরূপ বিপদ যেন বরণ করিতে না হয়।

মহাবিষধরসর্প, ব্যাঘ্র, হাঙ্গরকুম্ভীরাদি স্থল ও জলজন্তুর করাল্ কবলে কবলিত হওয়া বরং শ্রেয়ঃ মনে করি, তথাপি যেন দেবতান্তর-সেবা-বাসনা-বিশিষ্ট (পৃথক্ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে) নানাদেবতা-সেবী ব্যক্তির সঙ্গ না হয়।

শ্রীল শ্রীজীবপাদ দুর্গমসঙ্গমনীটীকায় 'বৈশস' শব্দে 'বিপত্তি' এবং 'শল্য' শব্দ—শল্যমত্র তত্তদ্দেব-তান্তরসেবাবাসনা' এইরূপ লিখিয়াছেন।

—ভঃ রঃ সি পূঃ বিঃ ২।১০৯-১১০ দ্রষ্টব্য,

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে (পূর্ব্ব ৩৩।৬১) লিখিয়াছেন—

নৃপো ন হরিসেবিতা, ব্যয়কৃতী ন হর্য্যর্পকঃ
কবি র্ন হরিবর্ণকঃ, শ্রিতগুরু র্ন হর্য্যাশ্রিতঃ।
গুণী ন হরিতৎপরঃ, সরলধী র্ন কৃষ্ণাশ্রয়ঃ
স ন ব্রজরমানুগঃ, স্বহৃদি সপ্তশল্যানি মে॥

অর্থাৎ নরপতি কিন্তু হরি-সেবা করেন না; ব্যয়-কুশল, কিন্তু হরিতে কিছুই অর্পণ করেন না; কবি বটে, কিন্তু শ্রীহরির কথা বর্ণন করেন না; গুরুপদাশ্রয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই; অনেক গুণে গুণী বটে, কিন্তু শ্রীহরিতৎপরতা নাই অর্থাৎ শ্রীহরিভক্ত নহেন; সরলচিত্ত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করেন না; আবার কৃষ্ণকে আশ্রয় করিলেও ব্রজরামাগণের আনুগত্য করেন না—এই সাতটি আমার নিজহৃদয়ে শল্য বা শেল সদৃশ বেদনাপ্রদ।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১২)

অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম-সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ সহ দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-রত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?"

সুতরাং মানুষ অশেষগুণে গুণী হইয়াও শুদ্ধভক্ত সাধু মহজ্জনানুগত্যে নিষ্কপটে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় রত না হইতে পারিলে ঐ সকল সদ্‌গুণের মূল্য এক অন্ধকপর্দ্দক বলিয়াও স্বীকৃত হয় না।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ— মূর্খ কে?

উঃ— ভাঃ ১০।৩।১৯ শ্রীবিশ্বনাথটীকা—যে ব্যক্তি ভোগ্য মাল্য-চন্দন-স্ত্রী-পুত্র এবং বিষয় ও অর্থকে উত্তম বস্তু বা প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে করে, সেই ব্যক্তি মূর্খ। কারণ এগুলি অনিত্য বস্তু বলিয়া চিরকাল ইহাদের সঙ্গে থাকা যায় না। এ সমস্ত বস্তু শোক-মোহাদি দুঃখপ্রদ ও সংসারপ্রাপক। ভগবানের ভক্তগণ যাহা ঘৃণাস্পদ বলিয়া ত্যাগ করেন, তাহাই বিষয়াসক্ত মূর্খগণ পরমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে।

'মূর্খো দেহাদ্যহং-বুদ্ধিঃ'। 'পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ।' যাহার দেহে আমি-বুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধি আছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেহকে আত্মা বা আমি মনে করে এবং দেহের সম্পর্কিত বস্তু বা ব্যক্তিকে আমার (নিজস্ব) মনে করে সে মূর্খ।

কিসে বন্ধন হয় এবং কিসে মুক্তি হয়, ইহা যিনি জানেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি নিজেকে ভগবৎ-সেবক এবং দেহকে অনিত্য বা অনাত্মবস্তু বলিয়া অবগত আছেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত।

প্রঃ—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কে?

উঃ—শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবের অবতার। কুসুমাপীড় সখা কার্য্যবশতঃ ইঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় শিষ্য। (গৌরগণোদ্দেশ ১০৯)

প্রঃ—ত্রৈলোক্যের মধ্যে কি পৃথিবী শ্রেষ্ঠ?

উঃ—নিশ্চয়ই। পদ্মপুরাণ বলেন—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী মান্যা জম্বুদ্বীপং ততো বরম্।

তত্রাপি ভারতং বর্ষং তত্রাপি মথুরাপুরী ॥
তত্র বৃন্দাবনং নাম তত্র গোপীকদম্বকম্।
তত্র রাধাসখীবর্গস্তত্রাপি রাধিকা বরা ॥

আদিপুরাণ বলেন—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকা পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিলোকের মধ্যে পৃথিবী শ্রেষ্ঠা। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে মথুরা শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে গোপীগণ শ্রেষ্ঠ। গোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধার সখীগণ শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাধারাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

ত্রিলোকের মধ্যে পৃথিবী ধন্য; যেহেতু পৃথিবীতে বৃন্দাবন আছেন। সেই বৃন্দাবনের মধ্যে গোপীগণ ধন্য, যেহেতু সেই গোপীগণের মধ্যে আমার রাধানাম্নী গোপী আছেন।

প্রঃ—কাহার নিকট হইতে দান বা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে নাই ?

উঃ—মনুসংহিতা বলেন (৪।৯১)—ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্লন্তি প্রেত্য শ্রেয়োঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ রাজধন গ্রহণ বা স্বীকার করিবেন না।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন(১১।৪৫৬)—

ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্লীয়ান্ন শূদ্রাৎ পতিতাদপি।
নান্যস্মাদ্‌যাচকত্বঞ্চ নিন্দিতাদ্বর্জ্জয়েদ্ বুধঃ ॥

রাজা, শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিবে না। অন্য নিন্দিত ব্যক্তির নিকটেও যাচ্ঞা করিবে না।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন ॥
(চৈঃ চঃ আ ১২।৪৮-৪৯)

প্রঃ—'আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা', এরূপ অভিমান জীবের কেন হয় ?

উঃ—অজ্ঞান বশতঃই বদ্ধজীবগণ নিজেকে ভোক্তা বা কর্ত্তা মনে করে।

'অহং ভোক্তা, কর্ত্তা ইত্যাদি মতিঃ অজ্ঞানপ্রভাবা।'
(ভাঃ ১০।৪।২৬ শ্রীসনাতনটীকা)

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।'

নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণই অহঙ্কার বশতঃ নিজেকে কর্ত্তা মনে করে।

প্রঃ—সকল দেবতার মূল কে ?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—দেবানাং মূলং বিষ্ণুঃ স চ যত্র ধর্ম্মস্তত্র আস্তে ধর্ম্মস্য মূলং বেদাদয়ঃ।
(ভাঃ ১০।৪।৩৯ বৈষ্ণবতোষণী)

বিষ্ণুই দেবতাগণের মূল। যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই বিষ্ণু থাকেন। বেদাদি-শাস্ত্রই ধর্ম্মের মূল।

প্রঃ—বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধবিধি কিরূপ ?

উঃ—শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—বৈষ্ণবগণ শ্রাদ্ধদিনে ভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই নিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন। (৯।৮৪)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯।৮৭ ধৃত পদ্মপুরাণ বচন—

বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন দ্বারা অর্থাৎ বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ দ্বারা অন্য দেবতার পূজা করিবে। পিতৃগণকেও বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন দিবে। তাহা হইলে অক্ষয় ফল পাওয়া যাইবে।

স্কন্দপুরাণে শ্রীশিবজী বলিয়াছেন—

বিষ্ণুনিবেদিত দ্রব্যই দেবতাগণকে ও পিতৃগণকে দিবে। (হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯০)

হরিভক্তিবিলাস ১২।২৯ ধৃত পাদ্মেপুষ্কর-খণ্ড-বচন—

একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই দিন ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে।

পদ্মপুরাণ আরও বলেন—মাতাপিতার মৃতাহে একাদশী-ব্রত হইলে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে। উপবাস দিনে কদাপি শ্রাদ্ধ করিবে না।

স্কন্দপুরাণ বলেন—একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই দিন উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে।

হরিভক্তিবিলাস ১২।২৯ ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বচন—একাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত তিনজনই নরকে যায়।

প্রঃ—একাদশীব্রত পালন না করা কি অন্যায় ?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—'একাদশীব্রতং নাম বিষ্ণুপ্রীণনকারণম্।' (হঃ ভঃ বিঃ ১২।৭)

একাদশীব্রত পালন করিলে ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হন। যাঁহারা একাদশীতে উপবাস করেন না, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২।১৫ শ্লোকে বলেন—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি॥
(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী যদি একাদশীতে অন্নাদি ভোজন করে, তাহা হইলে গোমাংস খাওয়া হয়।

শাস্ত্র বলেন—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি সধবা, কি বিধবা সকলেরই একাদশী ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। নতুবা মহাপাপ ও নরক হয়। (হরিভক্তিবিলাস)

প্রঃ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ কি লীলারস আস্বাদনার্থ নিত্যকাল দুই দেহে বিরাজিত ?

উঃ—নিশ্চয়ই। নারদপঞ্চরাত্র বলেন—

দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে।
গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ॥
(২।৩।২১)

একঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
একাস্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণো স্বয়ম্।
তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রন্তিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥
(২।৩।২৪—২৫)

সেই তরুণ গোপবেশ নবমেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করেন।

সেই ঈশ্বর প্রথমে (অনাদি কাল) দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। তাঁহার একভাগে স্ত্রীরূপ হইল, ইহাকে বিষ্ণুমায়া (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি) বলে এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং পুরুষরূপেই রহিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্তি, সগুণ (অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট) এবং নির্গুণ (প্রাকৃতগুণহীন); তিনি সেই সুন্দরী চঞ্চলা ললনাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত লীলা করিতে উদ্যত হইলেন।

নারদপঞ্চরাত্র (২।৩।৫১) আরও বলেন—

যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥

শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত, শ্রীরাধাও তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপা ও প্রকৃতির অতীত।

শাস্ত্রে বলেন—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি'॥
(চৈঃ চঃ)

প্রঃ—কৃপা কি দীন ব্যক্তির উপরেই বর্ষিত হয় ?

উঃ—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—ভগবৎকৃপা-নদী নীচগৈব সদা ভাতি। (চৈঃ চঃ আ ১৬অধ্যায়)

চক্রবর্ত্তী টীকা—কৃপা-নদী সদা নীচগা নীচেন গচ্ছতীব ভাতি দেদীপ্যবতী ভবতি ইত্যর্থঃ।

যিনি উত্তম হইয়াও নিজেকে নীচ বা হীন বলিয়া জানেন, তাঁহার উপরেই শ্রীগুরু-গোবিন্দের কৃপা হয়। দীন ব্যক্তিই গুরু-কৃপায় কৃষ্ণকৃপালাভের দৃঢ় আশা পায়।

শাস্ত্র বলেন—

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥
সর্ব্বোত্তম আপনারে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, দৃঢ় করি জানে॥

শ্রীমৎ যজ্ঞেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজের নির্য্যাণ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বরদাস অধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ হইতে ২১ বৈশাখ, ১৩৫৪; ইং ৫ মে, ১৯৪৭ পূর্ণিমা—শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যের আবির্ভাব শুভবাসরে বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে বেষাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমৎ যজ্ঞেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত হন। তিনি বিগত ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১০ জুন, রবিবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় ৮৪ বৎসর বয়সে গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি অতুলনীয় শোভাবিশিষ্ট-ঈশোদ্যানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠালয়ে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অলৌকিক স্বচ্ছন্দ নির্য্যাণ ভক্তগণের হৃদয়ে পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার নির্য্যাণ দিবসে শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তিরোভাব তিথিপূজা এবং দশহরায় শ্রীগঙ্গাপূজা তিথিকৃত্য ছিল। প্রাতে তিনি উক্ত তিথিতে গঙ্গাস্নান ও পূজার জন্য ভক্তগণের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্তগণ তাঁহাকে অপর একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ সমভিব্যাহারে রিক্সা-যোগে গঙ্গাতটে লইয়া যান। তাঁহারা স্নান ও পূজান্তে রিক্সাযোগে মঠে ফিরিয়া আসেন। দ্বিপ্রহরে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ সেবনান্তে বহুক্ষণ ভক্তগণের সহিত পৌরাণিক দৃষ্টান্ত সম্বলিত স্বভাবসুলভ রসদ হরিকথা বলেন। তৎপশ্চাৎ অপরাহ্ণে শৌচ ও স্নানাদি সমাপনান্তে তিনি শয্যা গ্রহণ করত সকলের সমক্ষেই স্বচ্ছন্দে দেহরক্ষা করেন। কেহ ডাক্তার
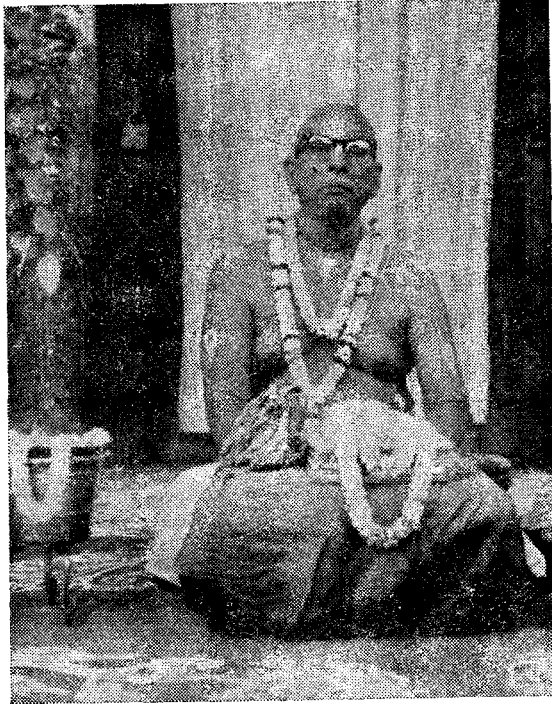
ডাকিয়া আনিবারও সময় পান নাই। এইরূপ অকস্মাৎ প্রয়াণে ভক্তগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ প্রভুও হরিদ্বারে আগমন করতঃ শ্রীনৃসিংহ-মন্দিরের

সমক্ষে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতির সঙ্গে সঙ্গে নির্য্যাণ লাভ করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। দেখা যায় শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ প্রভুর গঙ্গার তটে দেহরক্ষার জন্য প্রবল বাঞ্ছা ছিল, তদ্রূপ শ্রীমৎ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজও যিনি বাংলাদেশে বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে দীর্ঘকাল ছিলেন, শ্রীধাম মায়াপুরে গঙ্গার তটে জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, করুণাময় শ্রীগৌরহরি উভয়েরই বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন অলৌকিক ভাবে। ফোনে কলিকাতা মঠে উক্ত সংবাদ আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীল আচার্য্যদেব মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হন এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের সতীর্থ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থায় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমৎ বনবাবা প্রভৃতির সহায়তায় শাস্ত্রবিধানানুযায়ী তাঁহার কলেবর শ্রীধামে সমাধিস্থ করা হয়। ১৮ জুন, ৩ আষাঢ় সোমবার মধ্যাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভ উপস্থিতিতে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিরহ মহোৎ সব সম্পন্ন হয়। ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের, শ্রী ভাগবত আশ্রমের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের এবং নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের বহু বৈষ্ণবকে এবং স্থানীয় ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। বালিয়াটী নিবাসী শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতা শ্রীমতী হরিমতি দাসী উৎসবের আংশিক সেবানুকূল্য বহন করিয়া ধন্য হন।

শ্রীমৎ বাবাজী মহারাজ ১২৯৬ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে ২৪ পরগণা জেলান্তর্গত গোয়ালদহ গ্রামে (পোঃ আটুরিয়া) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বালক কাল হইতেই ধর্ম্ম বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। ক্রমশঃ ইনি ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দর্শন লাভ করতঃ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার নিকট শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করতঃ গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মঠে বাস করিতে থাকেন। ইনি শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ, অমর্ষি গৌড়ীয় মঠ, পুরুষোত্তম মঠ, ভুবনেশ্বর গৌড়ীয় মঠ, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, মোদদ্রুম গৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মঠ, সুবর্ণবিহার গৌড়ীয় মঠ এবং গয়া, কাশী ও প্রয়াগস্থিত শাখা মঠ সমূহে থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে ইনি পূর্ব্ববঙ্গে (বর্ত্তমানে বাংলাদেশ) ঢাকা জেলার বালিয়াটিস্থ শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠের সেবার দায়িত্ব লইয়া তথায় গমন করতঃ ত্রিশবৎসরাধিক কাল একাদিক্রমে তথায় মঠরক্ষকরূপে থাকিয়া সুষ্ঠুরূপে সেবা পরিচালনা এবং মঠের প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পর ইনি শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হন এবং তাঁহার নিকট বাবাজীর বেষ গ্রহণ করতঃ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের একান্ত অনুগত থাকিয়া বিবিধ সেবা সম্পাদন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে ইঁহার অনন্য প্রগাঢ় ভক্তি, বহু চিত্তাকর্ষক উদাহরণের সহিত ইঁহার অপূর্ব্ব রসদ হরিকথা, মঠের সর্ব্বপ্রকার সেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও উৎসাহ, অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তনে উৎসাহ, ছোট বড় সকলের প্রতি অপরিসীম স্নেহ ও উদারতা যাঁহারা ইঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাহা অনুভব করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। পাকিস্তান হওয়ার পর গুরুতর বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও ইনি অসীম সাহসিকতা ও ধৈর্য্যের সহিত বালিয়াটী মঠে দীর্ঘকাল অবস্থান করতঃ সেবা পরিচালনা করিয়াছিলেন। শেষ দ্বাদশ বৎসর ইনি অন্ধ হইয়া থাকিবার লীলা করিলেও এবং বৃদ্ধ হইলেও ইঁহার স্মৃতিশক্তি অটুট ছিল। শাস্ত্রের বহু শ্লোক বলিয়া ইনি ভক্তগণকে শেষ দিন পর্য্যন্ত হরিকথা শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। যখন পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণে বালিয়াটী মঠ ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের অপরিসীম কৃপাতেই ইঁহারা অলৌকিকভাবে রক্ষিত হইয়া আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া আশ্রয় লাভ

করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সতীর্থ ও শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের মুখ্য সেবক শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী অদ্ভুত সাহসিকতার সহিত বহু কষ্টে অন্ধ বাবাজী মহারাজকে স্কন্ধে পৃষ্ঠে বহন করতঃ আসাম সীমান্ত পর্য্যন্ত নিরাপদ স্থানে পৌছিয়া অসীম বীর্য্যবত্তা ও বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের অকস্মাৎ প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত মাত্রই অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত।

যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের সেবানিয়ামকত্বে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে এবার গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৮০), ইং ১৫ই জুন (১৯৭৩) শুক্রবার পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট যশড়াগ্রামস্থ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কথিত আছে, এই জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীবলরাম সুভদ্রা সহ তাঁহার পরমভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, এইজন্য এই দিবস তাঁহাদিগকে স্নানবেদীতে লইয়া মহাস্নান করান হয়। যশড়া শ্রীপাটে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর কেবল স্নানযাত্রার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অনবসরকালও তথায় পঞ্চদশ দিবসের পরিবর্ত্তে দিবসত্রয় মাত্র পালিত হইয়া থাকে, এখানে রথযাত্রা হয় না। স্নানযাত্রাকালে স্নানবেদীর চতুর্দ্দিকে বিরাট্ মেলা বসিয়া যায়। ভগবদিচ্ছায় এবার স্নানযাত্রার পূর্ব্বদিবস আকাশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ থাকিলেও স্নানযাত্রার দিন খুব ভাল থাকায় যাত্রিগণ প্রাণ ভরিয়া প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং মেলাও নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন ভক্ত সমভিব্যাহারে স্নানযাত্রার পূর্ব্বদিবস কলিকাতা হইতে ৬-৫৫ মিঃ এর কৃষ্ণনগর লোকালে যশড়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শুভবিজয় করেন। বিভিন্ন স্থান হইতেও অনেক ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় অধিবাস বাসরে কীর্ত্তন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব ও পুরী মহারাজের ভাষণ হয়। ৩২শে জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রা শুভবাসরে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনাদি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। যতিধর্ম্মানুসারে ত্রিদণ্ডিযতিগণ ক্ষৌরকর্ম্ম ও স্নানাহ্নিকাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীজগদীশ চন্দ্র পাণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ পণ্ডিত মহাশয়ের সহায়তায় শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানবেদীতে যাওয়ার পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরস্থ শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিধি অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করিলে বারবেলা বাদ দিয়া বেলা প্রায় ১০॥ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথদেবকে স্নানবেদীতে লইয়া যাওয়া হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, সপুত্রক শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, ভক্ত শ্রীবীরেন্দ্র প্রমুখ স্থানীয় সজ্জন ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীজগন্নাথদেবের পহাণ্ডি ও মহাভিষেক কালে বিভিন্ন সেবা সম্পাদন করেন। এবারও মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ গীতবাদিত্র-সংযোগে গঙ্গা হইতে কএক-কলস অভিষেকার্থ গঙ্গাজল মস্তকে বহন করিয়া আনেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় শ্রীমৎ পুরী মহারাজ মহাসঙ্কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনিমধ্যে অষ্টোত্তরশত কলসাভিষেক এবং শ্রীল আচার্যদেব স্বয়ং সহস্রধারা কলসে মহাস্নান সম্পাদন করিলে শ্রীজগন্নাথদেবকে উত্তমবস্ত্র ও পুষ্পাভরণ মণ্ডিত করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে শ্রীজগন্নাথ-পাদপদ্মে সচন্দনতুলসী ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ যথাবিধি ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া ফল মূল মিষ্টান্নাদি ভোগ নিবেদন পূর্ব্বক

উৎসব-পঞ্জী

২৪ শ্রাবণ, ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ।** রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা। **পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।**

২৫ শ্রাবণ, ১০ আগষ্ট শুক্রবার—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। রাত্রি ৭-৩০ টায় গোস্বামিদ্বয়ের পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৯ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্তা। শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস।** রাত্রি ৭-৩০ টায় শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট সোমবার—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে **নগর-সঙ্কীর্ত্তন** শোভাযাত্রা বাহির হইবে।

৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।** সমস্ত-দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ। রাত্রি ৭ টায় পাঁচ দিবসব্যাপী **ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন।** রাত্রি ১১ টার পর ১২ টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও তৎপর শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। রাত্রি ১২ টার পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক।

৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট বুধবার—**শ্রীনন্দোৎসব।** সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর বুধবার—**শ্রীরাধাষ্টমী** (মধ্যাহ্নে শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব)। রাত্রি ৭ টায় শ্রীরাধা-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৩ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর রবিবার—**বিজয়া মহাদ্বাদশীর উপবাস।** শ্রীবামনদ্বাদশী। শ্রীবামনদেবের ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব। রাত্রি ৭ টায় শ্রীবামনদেব ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর প্রভুর পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৪ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর সোমবার—**শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।** রাত্রি ৭ টায় ঠাকুরের পূতচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৫ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার—**শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশীব্রত।** রাত্রি ৭ টায় ধর্ম্মসভা।

২৬ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর বুধবার—শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব। মাসব্যাপী উৎসব সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে ঊর্জ্জব্রত

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকটন পূর্ব্বক নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে অবস্থিতি কালে প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পর শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্যকাল স্বীয় পার্ষদভক্তবৃন্দ সঙ্গে শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথারসাস্বাদনরঙ্গে যাপনের মহদাদর্শ সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও শ্রীমন্মহা-প্রভুর সেই পদাঙ্কানুসরণাদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্যব্রতউদ্যাপন লীলা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তদনুসরণে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে আগামী ২১শে আশ্বিন, ৮ই অক্টোবর, সোমবার শ্রীএকাদশী তিথিবরা হইতে ২০শে কার্ত্তিক, ৬ নবেম্বর, মঙ্গলবার শ্রীউত্থান-একাদশী তিথিবরা পর্য্যন্ত একমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিবেন। ভক্তিপিপাসু সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই উৎসবে যোগদান করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ লাভ করিতে পারিবেন। পরবর্ত্তী সংখ্যায় বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৩শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩৮০

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৭৪০

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৮০।
১৮ হৃষীকেশ, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ভাদ্র, শনিবার; ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। { ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক জোহান্স্

[গত ২০শে এপ্রিল ১৯২৮, শুক্রবার বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় কলিকাতা সেন্ট্ জেভিয়রস্ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক ধর্ম্মাচার্য্য জোহান্স্ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণব-দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবার জন্য কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। ধর্ম্মাচার্য্য জোহান্স্ শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'হারমনিষ্ট' পত্রিকার একজন নিয়মিত ও মনোযোগী পাঠক। তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতবর্ষীয়গণের দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শুদ্ধ বাঙ্গালা-ভাষাও কিছু কিছু বুঝিতে পারেন। জনৈক ব্রহ্মচারী অধ্যাপক জোহান্স্‌কে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাগারে লইয়া গেলেন। অধ্যাপক শ্রীগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাগার বিশেষ আগ্রহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; ইতোমধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ সেইস্থানে আগমন করিলে অধ্যাপক মহাশয় কাষ্ঠাসন হইতে উত্থিত হইয়া প্রভুপাদকে সম্মাননা ও অভিবাদন করিলেন, প্রভুপাদ অধ্যাপক মহাশয়কে আসন গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি পুনরায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন। (সমস্ত কথাই ইংরেজীতে হইয়াছিল, ইংরেজীর যথাসাধ্য অনুবাদ ও তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।)]

অধ্যাপক—আমি আপনার সম্পাদিত 'হারমনিষ্ট' পত্র পড়িয়া থাকি। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-দর্শন প্রতীচ্য-দার্শনিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমি শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব ও বলদেব অধ্যয়ন করিয়াছি।

প্রভুপাদ—আপনি বলদেব কি মূল পড়িয়াছেন?

অধ্যাপক—না, তাঁহার ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াছি।

প্রভুপাদ—মূল না পড়িলে অনেক সময় অনুবাদে ঠিক বিষয়টী পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ বৈষ্ণবাধ্যাপকের নিকট এই সব গ্রন্থ না পড়িলে আমরা আসল জিনিষটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

অধ্যাপক—আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমার শ্রীজীব গোস্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়নের বিশেষ ইচ্ছা আছে; তাঁহার দর্শন খুব উচ্চ-দরের। আমি কিছু কিছু পড়িবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়। 'হারমনিষ্টের' বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, আপনারা শ্রীজীব গোস্বামীর 'ভক্তিসন্দর্ভ' প্রকাশ করিতেছেন; আমার সেই গ্রন্থটী লইবার একান্ত ইচ্ছা।

প্রভুপাদ—বলদেব ও শ্রীজীবের মধ্যে কোন ভেদ

নাই। বলদেব শ্রীজীবেরই অনুগত; উভয়েই শ্রীচৈতন্য-দেবের অনুমোদিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অধ্যাপক—শ্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থ বড়ই দুরূহ; তাঁহার দার্শনিকসিদ্ধান্ত বুঝা যায়—এইরূপ সরল ভাষায় লিখিত কোনও গ্রন্থ হইলে ভাল হইত।

প্রভুপাদ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—যিনি সজ্জন-তোষণী-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার গ্রন্থরাজি শ্রীজীবগোস্বামীর দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই সরল ও সহজ বিশ্লেষণ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থ-সমূহ পড়িলে আপনি শ্রীজীব গোস্বামীর যাবতীয় সিদ্ধান্তে অতি সহজেই প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। তবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থগুলির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে Living source হইতে কথা শোনা চাই।

অধ্যাপক—এ'কথা ঠিক। Living source ছাড়া কেবল পুস্তক পড়িয়া সব বুঝা যায় না।

প্রভুপাদ—সব বুঝা দূরের কথা, Living source হইতে না শুনিলে গ্রন্থের তাৎপর্য্য উল্টা বুঝা হইয়া যায়।

এই বলিয়া প্রভুপাদ ধর্ম্মাচার্য্য অধ্যাপক জোহান্সকে ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-রচিত 'Life and precepts of Chaitanya Mahaprabhu,' 'Nambhajan' প্রভৃতি কয়েকখানা ইংরেজী গ্রন্থ উপহার দিলেন।

অধ্যাপক—আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ। আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার এসকল বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ আছে। আমি সময় সময় এজন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনার অনুমতি হয়।

প্রভুপাদ—হরিকথা-কীর্ত্তনই আমাদের কৃত্য। যাঁহারা এ সব বিষয়ে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা আমাদের বিশেষ বান্ধব।

অধ্যাপক—চৈতন্যদেবের রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি?

প্রভুপাদ—না, তিনি কোন গ্রন্থ লিখেন নাই; তবে তিনি কতকগুলি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান ৮টী শ্লোক 'শিক্ষাষ্টক' নামে পরিচিত।

অধ্যাপক—হাঁ, আমি হারমনিষ্টে 'শিক্ষাষ্টক' ও তাহার ব্যাখ্যা পড়িয়াছি।

প্রভুপাদ—এই শিক্ষাষ্টকে অপ্রাকৃত-শব্দের পরম মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে অপ্রাকৃত শব্দের কথা বলিয়াছেন, তাহা ইতর-ব্যোম-জাত শব্দ নহে; উহা পরব্যোম হইতে প্রকাশিত। কাজেই তাহা আমাদিগকে পরব্যোমের সন্ধান দিতে পারে। উহা সাক্ষাৎ চিদ্‌বিলাসময় পরব্রহ্ম। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার বর্ত্তমান-যুগের শুদ্ধভক্ত প্রচারের মূল পুরুষ ও 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের সহিত আমি ট্রেণে রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণ-নগরে যাইতেছিলাম। সেই সময় আমাদের প্রকোষ্ঠে খৃষ্ট ধর্ম্মাচার্য্য রেভারেণ্ড বাট্‌লার সাহেবও আসিয়া উঠিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর যাইবেন। আমাদের হাতে তখন শ্রীহরিনামের মালিকা ছিল। রেভারেণ্ড বাট্‌লার সাহেব আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কে? আমি বলিলাম—আপনারা যেমন ধর্ম্ম-প্রচারক আমরাও তাহাই। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম প্রচার করি। রেভারেণ্ড বাট্‌লার বলিলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে বৃথা ভগবানের নাম লইবার প্রথা আছে কেন? আমাদের প্রতি আদেশ আছে বৃথা ভগবানের নাম গ্রহণ করিও না; আর চৈতন্যদেবের মতে পৌত্তলিকতারই বা প্রশ্রয় দেওয়া হয় কেন?" আমি রেভারেণ্ড বাট্‌লারকে বলিলাম,—এই প্রাকৃত জগতে "ভগবানের representation কেবল মাত্র দুইটী আছে; তাহা (১) অপ্রাকৃত-শব্দ বা শ্রীনাম আর (২) ভগবানের নিত্য চিদ্‌বিলাস সবিশেষস্বরূপের অর্চ্চাবতার। আমরা যে বস্তু হইতে বহু দূরে অথবা যে বস্তুর নিকট পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে পৌঁছিতে পারি না, সে বস্তুকে চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারা দর্শন, নাসিকেন্দ্রিয়-দ্বারা ঘ্রাণ, রসনেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদন বা ত্বগিন্দ্রিয়-দ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না। যেমন London townকে এখানে বসিয়া দেখিতে পারি না—ঘ্রাণ করিতে পারি না—আস্বাদন করিতে পারি না বা স্পর্শ করিতে পারি না—এই চারি ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়ের কাজই

দুরস্থিত বস্তুর উপরে প্রযুক্ত হইতে পারে না; কেবল মাত্র কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা দুরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায়। London-এর বিষয় আমরা এখানে বসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়-দ্বারা জানিতে পারি। "টেরে টক্কা" টেলিগ্রামের শব্দ লণ্ডন হইতে আমাদের কর্ণে লণ্ডনের বিষয় আমাদিগকে জানাইতে পারে। টেলিফোনে আমরা দূরের সংবাদ সব পাইতে পারি। পুস্তকে লণ্ডনের যে সকল কথা পড়ি, তাহা Visualised sounds মাত্র। Scriptures are but the visualised revealed transcendental sounds. (শাস্ত্র সমূহ অপ্রাকৃত শব্দের অর্চ্চা) সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বা যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে সাধুগণ যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা আমরা লেখনীর মধ্য দিয়া শুনিতে পাই ; সুতরাং গ্রন্থ বা লেখনীসমূহ—শব্দের অর্চ্চা। তবে ইতরব্যোম জাত শব্দ যেমন—'London' শব্দটী 'London' হইতে পৃথক্। 'London' শব্দে ও তাহার উদ্দিষ্ট-বিষয়ে ব্যবধান আছে। 'London' শব্দটী উচ্চারণ-মাত্রেই কিছু আমাদের 'London' প্রাপ্তি ঘটে না; কারণ এটী মায়িক-জগতের শব্দ, এখানে মায়ার ব্যবধান থাকিবে। কিন্তু ঈশ্বরের নাম মায়িক-জগতের উৎপন্ন-শব্দ নহে, উহা পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ। সেই অবতীর্ণ অপ্রাকৃত-শব্দের মধ্যে মায়ার ব্যবধান নাই। সেই শব্দই—সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। সেই অপ্রাকৃত-শব্দ যাঁহারা অনুক্ষণ উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের অনুক্ষণ পরব্রহ্মের সহিতই Communion (সঙ্গ) হয়। যাহারা বস্তুর নিকট হইতে দূরে, তাহারা যেরূপ শব্দের সাহায্যে দুরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করে, আবার বস্তুর সম্মুখস্থ হইলেও শব্দের সাহায্যেই বস্তুর স্তুতি, প্রশংসা ও মহত্ত্ব প্রকাশ এবং তদ্দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ ফল-লাভ-চেষ্টা (সাধন) ও ফলপ্রাপ্তি (সাধ্য) উভয়কালেই অপ্রাকৃত-শব্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। শব্দ-ব্রহ্মের উচ্চারণ বা নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণি জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেব 'সাধন' ও 'সাধ্য' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি রেভারেণ্ড বাট্‌লারকে আরও বলিলাম, "in vain" (ভগবানের নাম বৃথা গ্রহণ করা) কাহাকে বলে? যাহাতে ভগবানের কোন interest (প্রয়োজন বা স্বার্থ) নাই, কাহারও ব্যক্তিগত তাৎকালিক অপূর্ণ স্বার্থ বা কামনা আছে, তাহাকেই "in vain" বলে। যেমন আপনার খাওয়ার জন্য আপনার ভৃত্য যদি আপনাকে ডাকে, আপনার সুখের জন্য আপনার স্ত্রী-পুত্রাদি যদি আপনাকে ডাকেন, তাহা কি "in vain"! এরূপ না ডাকই বরং "in vain"। ভগবানের ভক্তগণ ভগবান্‌কে নাম-সংকীর্ত্তন-সহযোগে ডাকেন—ভগবানের সুখের জন্য—ভগবানের সেবার জন্য; তাঁহাদের নিজের কোন কামনা পরিতৃপ্তির জন্য নহে। যাহাদের thought idolise (চিন্তা ব্যুৎপরস্ত-বৎ জড়ে সক্ত) হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাই শ্রীমূর্ত্তিকে 'idol' (পুত্তলিকা) দেখে, আমাদের তা'তে কোন অসুবিধা হয় না। শ্রীবিগ্রহ বৈকুণ্ঠস্থ চিদ্‌বিলাস ভগবানের নিত্য-রূপেরই প্রাপঞ্চিক-জগতে করুণাময় অবতার। তাহা ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন। বৈষ্ণবগণ জড়ের আকার বা জড়নিরাকারান্তর্গত ঈশস্বরূপ কল্পনাকারী—পৌত্তলিক নহেন। তবে যাহারা প্রাকৃত-বুদ্ধি লইয়া বিচার করে, তাহাদের চিত্তে প্রতিফলিত যাবতীয় জড়াবস্থিত মূর্ত্তিই পুত্তলিকা। যাহারা নির্ব্বিশেষবাদী বা বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে, তাহারা কাল্পনিক নিরাকারাশ্রিত পৌত্তলিক। আমরা চেতনময় শ্রীমূর্ত্তিকে 'জড়পিণ্ড' না জানিয়া মন্ত্রের দ্বারা—চেতনের দ্বারা উপাসনা করি। চেতনের বৃত্তি-দ্বারা ভগবানের সঙ্গে Communication হয়। যাহাদের চিন্তাস্রোত ও বুদ্ধি অচেতনের দ্বারা বিজড়িত হইয়াছে, যাহারা অচিদ্দর্শন ব্যতীত চেতনের অন্য কোন ব্যবহার জানে না, তাহারাই অর্চ্চাবতারকে 'idol' মনে করে। 'শ্রীনাম'-দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়—চেতনের দ্বারা চেতনের সেবা হয়। রেভারেণ্ড বাট্‌লার আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, আপনাদের নবদ্বীপের অনেক বড় বড় লোকের সহিত—বাংলার অনেক পণ্ডিতের সহিত—অনেক প্রাচীন ব্যক্তির সহিত আমি এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা কেহই এরূপ intelligently (বুদ্ধিমত্তার সহিত) উত্তর দিতে পারেন নাই। রেভারেণ্ড বাট্‌লার উত্তর শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী
শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

প্রঃ—কৃষ্ণস্বরূপ বিমল প্রেমের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী কেন?

উঃ—পরম তত্ত্বের যত প্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে, সে-সমস্ত ভাবের অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ ভাবটীই বিমল প্রেমের একমাত্র অধিকতম উপযোগী ভাব। মুসলমান শাস্ত্রে যে 'আল্লা'র ভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিমলপ্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না; অতিপ্রিয়বন্ধু পয়গম্বরও তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। কেন না, উপাস্য-তত্ত্ব সখ্যগত হইয়াও ঐশ্বর্য্য-বশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যে 'গডে'র ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগত-তত্ত্ব। ব্রহ্মের ত' কথাই নাই। নারায়ণও জীবের সহজ-প্রেমের প্রাপ্য বস্তু হন না; পরন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিমল-প্রেমের সাক্ষাৎ বিষয়স্বরূপে চিন্ময় ব্রজধামে নিত্য-বিরাজমান আছেন।

—চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—কৃষ্ণ ব্যতীত কি বিশুদ্ধ-প্রেমের বিষয়ান্তর নাই?

উঃ—যদিও ভাষাভেদে কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি শব্দসকল কোন স্থলে লক্ষিত নাও হয়, তথাপি বিশুদ্ধ প্রেমসাধকদিগের তত্তল্লক্ষণ লক্ষিত নাম, ধাম, উপকরণ, রূপ ও লীলা-সমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত বিশুদ্ধপ্রেমের বিষয়ান্তর নাই।

—চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—বিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ কি?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুতত্ত্বে চরম প্রকাশ। সত্ত্বগুণের উপাসনায় জীব নির্গুণ হইলে কৃষ্ণতত্ত্বের সেবা প্রাপ্ত হন।

—সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ কি পৃথক তত্ত্ব?

উঃ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব, যিনি যেরূপ ও যতদূর দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্থির করেন। —চৈঃ শিঃ ১।৩

প্রঃ—ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বৈশিষ্ট কি?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; পরমাত্মা ও ব্রহ্মের আশ্রয়।

—শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

প্রঃ—ব্রহ্ম ও ভগবানের স্বরূপ ও তাঁহাদের উপাসনাগত ফলের তারতম্য কি?

উঃ—ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন। ব্রহ্ম সেই ভগবানের মহা-বিভূতি; ব্রহ্ম—ব্যতিরেক-গুণ অর্থাৎ অপ্রকটিত-শক্তি-সম্পন্নতা-ভাব-মাত্র। প্রকটিত-অবিচিন্ত্য-অদ্ভুত-বিচিত্র-শক্তিবিশিষ্ট সেই বস্তুই ভগবান্; এই জন্যই সগুণ-নির্গুণাদি বিরুদ্ধ গুণ-সমূহ তাঁহাতে সামঞ্জস্যরূপে প্রবিষ্ট আছে। সুতরাং ব্রহ্মে কেবল শুষ্কজ্ঞান সংযোগ দ্বারা জীবের মোক্ষমাত্র তুচ্ছ-সুখ-লাভ। ভগবানে নির্ম্মল ভক্তিরসাস্বাদনরূপ ভূমা-সুখের সম্ভব।

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

প্রঃ—ব্রহ্ম ও ভগবৎস্বরূপের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—শর্করা-পিণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণ-পাদপদ্মই সুখরূপ ও সুখাধার। ব্রহ্ম কেবল সেই সুখ-মাত্র, কিন্তু সুখাধার ন'ন। ভগবান্ ও ব্রহ্মে এই প্রকার ভেদ কেবল ভগবানের অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শক্তি হইতে পর্য্যবসিত হয়।

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণের কি দেহ-দেহি-ভেদ আছে?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে জড়ীয়-শরীরধারী জীবের ন্যায় দেহ-দেহি-ভেদ ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভেদ নাই। অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপে যে দেহ, সেই দেহী; যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মী। কৃষ্ণ-স্বরূপ একস্থান-স্থিত মধ্যমাকার হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত। —শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

প্রঃ—পরব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা অযৌক্তিক কেন?

উঃ—যাহা কিছু আছে, তাহার একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যদ্দারা সে বস্তু অন্য বস্তু হইতে স্বতঃ ভিন্ন হইতে

পারে। বিশেষ নাই, তবে বস্তুর অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলে সৃষ্ট-বস্তু হইতে বা প্রপঞ্চ হইতে কিরূপে পৃথক্ হইতে পারিতেন ? যদি সৃষ্ট-বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ বলিতে না পারি, তবে সৃষ্টি-কর্ত্তা ও জগৎ এক হইয়া যায়। আশা, ভরসা, ভয়, তর্ক ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

—প্রেঃ প্রঃ, ৯ম প্রঃ

প্রঃ—পরমেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীতত্ত্ব সম্ভব নহে কেন ?

উঃ—পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, সমস্তই তাঁহার অধীন। তাঁহার হিংসা উৎপন্ন করিতে পারে, এমত কিছুই নাই। তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিতে যে-কিছু কার্য্য করা যায়, তিনি হৃদয়নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল দান করেন।

—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

প্রঃ—ব্রহ্মকে কেন ভগবত্তত্ত্বের অঙ্গকান্তি বলা হয় ?

উঃ—ভগবৎ-স্বরূপই পূর্ণ-স্বরূপ ; যেহেতু তাহাই বিশেষ্য-তত্ত্ব ; ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই বিশেষ্যের বিশেষণ-দ্বয়। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না, তখন ব্রহ্ম ছিল না। জগৎ সৃষ্ট হইলে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"—এইভাবে ভগবানের একটি বিশ্ব-সম্বন্ধী আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। একটি—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ; দ্বিতীয়টী—সমস্ত সৃষ্ট বা সগুণ বস্তুর ব্যতিরেক-চিন্তাবিশেষ। উভয় ভাবই বিশ্ব-সম্বন্ধী ভাব। অতএব ব্রহ্মই ভগবানের জ্যোতিঃস্বরূপ বিশ্ব-সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে ব্রহ্মকে ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থই হইয়া থাকে।

—'বস্তুনির্দ্দেশ' সঃ তোঃ ২।৬

প্রঃ—ব্রহ্ম কি বস্তু ? তিনি পূর্ণ-সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ প্রকাশ ?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতীরূপে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হয়।

—শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যে ব্রহ্মের আশ্রয়, তৎসম্বন্ধে গীতা-প্রমাণ কি ?

উঃ—নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানী-দিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে।—রঃ ভাঃ ১৪।২৭

প্রঃ—ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে পার্থক্য কি ?

উঃ—পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। নিঃশক্তিক-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম পরব্রহ্মেরই একদেশ মাত্র।

—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ, ৩২

প্রঃ—পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ কি কি ?

উঃ—পরমাত্মার দ্বিবিধপ্রকাশ—অর্থাৎ ব্যষ্টি-প্রকাশ ও সমষ্টি-প্রকাশ। সমষ্টি-প্রকাশ-দ্বারা তিনি বিরাট্—ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ। ব্যষ্টি-প্রকাশ-দ্বারা তিনি জীবের সহচর, তৎহৃদয়বাসী অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ-বিশেষ।

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

প্রঃ—ব্রহ্ম-দর্শন, পরমাত্ম-দর্শন ও ভগবদ্-দর্শনে পার্থক্য কি ?

উঃ—ব্রহ্ম-দর্শন ও পরমাত্ম-দর্শন — সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিপরীতভাবে ব্রহ্ম-দর্শন এবং মায়িক উপাধির অন্বয়ভাবে পরমাত্ম-দর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষুদ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময় ভগবৎস্বরূপ-মাত্র লক্ষিত হয়।

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

প্রঃ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ কি ?

উঃ—নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ভগবদ্ভাবই ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ সবিশেষ-ব্রহ্মই ভগবান্। অতএব ভগবান্ই স্বরূপতত্ত্ব, ব্রহ্ম কেবল তাঁহার স্বরূপের নির্ব্বিশেষ-আবির্ভাবরূপ জ্যোতিঃ এবং পরমাত্মাও তাঁহারই জগৎপ্রবিষ্ট অংশ।

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

প্রঃ—অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণে কোন্ সময় নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার উপস্থিত হয় ?

উঃ—অনন্ত বৈভবযুক্ত কৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব। জ্ঞান-চর্চ্চায় ইচ্ছা ও শক্তিকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিলে সেই অদ্বয়তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয়।

'নাম-মাহাত্ম্য সূচনা', হঃ চিঃ

প্রঃ—কৃষ্ণলীলার স্বরূপ কি ?

উঃ—"কৃষ্ণ সে পুরুষ এক, নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ, রমে কৃষ্ণসনে॥
সেই-ত' আনন্দ-লীলা যা'র নাই অন্ত।
অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড-অনন্ত॥"

—'সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি' কঃ কঃ

প্রঃ—কৃষ্ণের স্বকীয় ও পারকীয় রসের বিচার কিরূপ ?

উঃ—কৃষ্ণের আত্মারামতা-ধর্ম্ম নিত্য হইলেও লীলা-রামতা-ধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-সামঞ্জস্যময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণতত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, তদ্বিপরীত কেন্দ্রে লীলারামতার পরা-কাষ্ঠারূপ পারকীয়তা। —চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭

প্রঃ—আশ্রয় ও বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা কোন্ কোন্ তত্ত্ব ?

উঃ—শ্রীরাধিকার অনুরাগরূপে আশ্রয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররূপে বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা।

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭

প্রঃ—কৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট-লীলার স্বরূপ কি ?

উঃ—কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ মানবের নয়ন-গোচর যে বৃন্দাবন-লীলা, তাহাই প্রকট-কৃষ্ণলীলা এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট-লীলা। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা প্রকট এবং গোকুলে অপ্রকট-লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে প্রকট হন। —ব্রঃ সং ৫।৩

প্রঃ—'মথুরা', 'বসুদেব', 'দেবকী', 'কংস', 'কংস-কারাগার' —এ সকল তত্ত্বতঃ কি ?

উঃ—মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, ব্রহ্মজ্ঞান-বিভাগরূপ মথুরায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সাত্বতদিগের বংশ-সম্ভূত বসুদেব নাস্তিক্যরূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিলেন। ভোজাধম কংস ঐ দম্পতী হইতে ভগবদ্ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিলেন।

— কৃঃ সং ৪।১

প্রঃ—দেবকীর ষট্পুত্র ও সপ্তম পুত্র বলদেব কি তত্ত্ব ? দেবকীনন্দনকে কংসভয়ে ব্রজে আনয়নের রহস্য কি ?

উঃ—সেই দম্পতীর যশঃ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টী পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয় ; কিন্তু ঈশ-বিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করে। ভগবদ্দাস্য-ভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র। জ্ঞানাশ্রয়ময় চিত্তরূপ দেবকীতে শুদ্ধজীবতত্ত্বের প্রথমোদয়, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাত্ম্য-কার্য্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব ব্রজ-মন্দিরে গমন করিলেন। তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাময় চিত্ত রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। — কৃঃ সং ৪।৫-৮

প্রঃ—কৃষ্ণলীলা কি নর চরিত্র হইতে গৃহীত কোন কল্পনা ?

উঃ—নির্ম্মল কৃষ্ণ-চরিত্র শ্রীব্যাসাদি সারগ্রাহী জনগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানব-চরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কোন কালে পরিচ্ছেদ্যরূপে লক্ষিত হয় নাই ; অথবা নর-চরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগ-পূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই।

— কৃঃ সং ৩।১৬

প্রঃ—কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য কেন ?

উঃ—অধিকার-ভেদে কোন ভক্ত-হৃদয়ে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ-জন্ম হইতেছে, কোন ভক্ত-হৃদয়ে বস্ত্রহরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পূতনা-বধ, কোন হৃদয়ে কংস-বধ, কোন হৃদয়ে কুব্জা-প্রণয় এবং কোন হৃদয়ে ভক্তের জীবনত্যাগ-সময়ে অন্তর্দ্ধান হইতেছে। যেমত জীবসকল অনন্ত, তদ্রূপ জগৎ-সংখ্যাও অনন্ত ; এক জগতে এক

লীলা ও অন্য জগতে অন্য লীলা, এরূপ শশ্বদ্রূপে বর্ত্তমান আছেন। অতএব ভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্য, কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবচ্ছক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়াবতী। —কৃঃ সং ৭।১

প্রঃ—বস্ত্রহরণ-লীলাটী কি?

উঃ—যে সকল ব্যক্তির কৃষ্ণদাস্যেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী, তাঁহাদের স্বগত বা পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। ভক্তদিগকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই কৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিলেন। —কৃঃ সং ৫।৩-৪

প্রঃ—রাসাদি-লীলা কি অশ্লীল নহে?

উঃ—চিদ্‌গত মহারাস-লীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবই নারী। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতি-সূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায় ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জড়দেহগত স্ত্রী-পুরুষত্ব, চিদ্‌গত ভোক্তা-ভোক্তৃত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমত একটী বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরমচৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোগ-লীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ-সম্বন্ধিয় বাক্যসকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই। —কৃঃ সং ৫।১৯

প্রঃ—উগ্রসেন, কংস, কংস-ভার্য্যা ও জরাসন্ধ কি তত্ত্ব?

উঃ—নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তজ্জনক স্বাতন্ত্র্যরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন। অস্তি-প্রাপ্তি-নামা কংসের দুই ভার্য্যা কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপ জরাসন্ধকে আপন-আপন বৈধব্যদশা নিবেদন করিলেন। —কৃঃ সং ৫।২৫-২৬

প্রঃ—কৃষ্ণলীলা কি মানব-কল্পিত ব্যাপার নহে?

উঃ—কৃষ্ণলীলা কোন নরকল্পনার বিষয় নয়, অথবা বঞ্চিত লোকের অধম ও অন্ধ বিশ্বাস নয়, ইহা কেবল পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন। ** তার্কিক ও নৈতিকবুদ্ধি কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে পারে না। ** তর্ক, নীতি, জ্ঞান, যোগ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার একদিকে অতিশয় ক্ষুদ্ররূপে পড়িয়া থাকে এবং ব্রজতত্ত্বের মহাদীপক অপ্রাকৃত-বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে অন্যদিকে দেদীপ্যমান হইয়া চিদালোক বিতরণ করে। —শ্রীমঃ শিঃ ৫ম পঃ

(ক্রমশঃ)

সাত্বত শ্রাদ্ধ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রী—কর্ত্তৃবাচ্যে ডৎ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ—'শ্রৎ'। 'শ্রৎ' শব্দে শ্রদ্ধা বা ভক্তি। শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধম্। আবার 'শ্রৎ' সত্যং দধাতি যয়া সা শ্রদ্ধা অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেই সত্য—নিত্যবস্তু লাভ করা যায়, তাহাই শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃত কর্ম্মের নাম শ্রাদ্ধ। মহর্ষি পুলস্ত্য বলিয়াছেন—

সংস্কৃত ব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ সংস্কৃত (বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত বা পাচিত) ব্যঞ্জন যুক্ত, দুগ্ধদধিঘৃত-সমন্বিত অন্ন শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃগণের উদ্দেশে সম্প্রদানের নামই পিতৃশ্রাদ্ধ।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রেও বলিয়াছেন—

যৎ পিতৃভ্যো দদাতি স পিতৃযজ্ঞঃ তানেতান্ যজ্ঞান্ অহরহঃ কুর্ব্বীত।

অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যাহা দত্ত হয়, তাহাই পিতৃযজ্ঞ, এই সমস্ত যজ্ঞ অহরহঃ অর্থাৎ প্রতিদিন করিবে।

মনুস্মৃতিও বলিয়াছেন—

কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্॥

অর্থাৎ অন্নাদি দ্বারা, জল দ্বারা বা দুগ্ধ, কিম্বা ফলমূলাদিদ্বারা পিতৃগণের প্রীত্যুদ্দেশে প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিবে।

স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও তাঁহার তিথিতত্ত্বে শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন—

নারিকেলৈ শ্চিপিটকৈঃ পিতৃন্ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
বন্ধূংশ্চ প্রীণয়েত্তেন স্বয়ং তদশনং ভবেৎ॥

অর্থাৎ নারিকেল ও চিপিটক-দ্বারা পিতৃগণ ও দেবতা-গণের অর্চ্চন করিবেন, তদ্দ্বারা বন্ধুগণেরও তৃপ্তি বিধান করিবেন এবং নিজেও তাহা ভক্ষণ করিবেন।

এক্ষণে সাত্বতস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৯ম বিলাস) ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে বিধান দিতেছেন—

প্রাপ্তে-শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৮৪ ধৃত কূর্ম্মপুরাণবাক্য

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত 'ভাগবত' ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিবস প্রাপ্ত হইলে প্রথমে ভগবৎপূজা বিধান পূর্ব্বক শ্রীভগবান্‌কে অন্নাদি নিবেদন করিয়া সেই ভগবন্নিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিবেন।

পদ্মপুরাণেও ঐ সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে যে,—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

—হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৮৭ ধৃত পাদ্মবাক্য

অর্থাৎ শ্রীভগবন্নিবেদিতান্ন-দ্বারা অন্যান্য দেবতার পূজা করিবে এবং পিতৃপুরুষগণকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবে। তাহাই আনন্ত্যধর্ম্ম অর্থাৎ অক্ষয় ভগবৎ-সেবাফলপ্রদ হইয়া থাকে।

মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারদোক্তিতেও আছে—

সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্।
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্॥

—হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৮৮

অর্থাৎ সূর্য্যোক্ত বৈষ্ণববিধি ('সাত্বতং সাত্বতা বৈষ্ণবাস্তৎসম্বন্ধিনমিত্যর্থঃ'—টীকা) আশ্রয়পূর্ব্বক অগ্রে শ্রীভগবানের ('দেবেশং শ্রীভগবন্তং'—টীঃ) পূজা করিয়া সেই ভগবন্নিবেদিতান্ন দ্বারা ('তচ্ছেষেণ'—ভগবন্নিবেদিতে-নেত্যর্থঃ—টীঃ) পিতামহগণের পূজা করিয়াছিলেন।

এখানে 'শেষ' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীসনাতন গোস্বামি-পাদ বলিতেছেন—রন্ধনপাত্রে যে পাচিত অন্ন থাকে, তাহা হইতে যে অন্ন লইয়া ভোগের থালায় ভোগ পারস করতঃ নৈবেদ্যার্পণ বিধিদ্বারা শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ বা নিবেদন করা হয়, তাহাই বিষ্ণোর্নিবেদিতান্ন বা ভগবন্নিবেদিতান্ন বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। রন্ধনপাত্রে যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাহা 'শেষ' বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

"যতঃ সংস্কারাদিবিধিনা ভগবতোঽগ্রে যৎ সমর্প্যতে, তদেব নিবেদিতমিত্যুপপদ্যতে ইতি। অতস্তস্যৈব ভগবদ্-ভুক্তোচ্ছিষ্টস্য ভক্ত্যা শেষ ইত্যাদ্যুক্তিঃ। অন্যথা গৃহ-ভাণ্ডাদৌ স্থিতস্য ঘৃতখণ্ডাদি দ্রব্যস্য কিঞ্চিদর্পণাত্তত্রাপি শেষত্বব্যাপ্ত্যা নিবেদিতত্বপ্রসঙ্গঃস্যাৎ। তচ্চাযুক্তং। তত্র তত্র স্থিতস্য দ্রব্যস্য সর্ব্বস্যৈব উচ্ছিষ্টত্বেন পুনর্ভগবতেঽর্পণা-যোগাদিতি দিক্।"

অর্থাৎ যেহেতু সংস্কারাদিবিধি অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীভগ-বানের সম্মুখে যাহা কিছু সমর্পিত হয়, তাহাই নিবেদিত বলিয়া উপপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য সেই ভগবদ্-ভুক্তোচ্ছিষ্টেরই ভক্তি-সহকারে 'শেষ' ইত্যাদি উক্তি অর্থাৎ ভগবদ্ভোজনাবশেষই 'শেষ' ইত্যাদিরূপে কথিত হইয়া থাকে। তাহা না হইলে গৃহভাণ্ডাদিতে স্থিত ঘৃত, খণ্ড (ইক্ষুগুড়, ঐ শক্তগুড়কেও খণ্ড বা খাঁড়গুড় বলিয়া থাকে) প্রভৃতি দ্রব্যের কিঞ্চিৎ অর্পণ করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহারও নিবেদিতত্বপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহাও নিবেদিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং 'শেষ' শব্দে তাদৃশ অর্থ যুক্তিযুক্ত হয় না। তাহা হইলে ভাণ্ডারস্থিত যাবতীয় দ্রব্য উচ্ছিষ্ট হইয়া পড়ে, সেই উচ্ছিষ্ট বস্তু পুনরায় ভগবান্‌কে অর্পণ করা কখনই শাস্ত্রবিধি-সম্মত হইতে পারে না। অতএব ভগবদুচ্ছিষ্ট বা ভগবন্নিবেদিত দ্রব্যই পরমভক্তিসহকারে মহাপ্রসাদ-রূপে স্বীকৃত হইতে পারে, তাহা গ্রহণে

দত্তাপহার দোষপ্রসঙ্গ আসিতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতাম্।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসীবিমিশ্রানাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥

অর্থাৎ যিনি শ্রাদ্ধকালে ভক্তিসহকারে ভগবদ্-ভোজনাবশেষ মহাপ্রসাদ এবং তদ্‌যোগে তুলসীসমন্বিত পিণ্ড পিতৃদেবতাগণকে অর্পণ করেন, তাঁহার পিতৃগণ কোটিকল্পকাল পর্য্যন্ত পরমা তৃপ্তি লাভ করেন।

এইরূপ স্কন্দপুরাণাদিতেও বহুবাক্য আছে। উহাতে শ্রীশিবোক্তি এইরূপ আছে যে, পিণ্ড অর্পণ কালে সেই পিণ্ড শ্রীবিষ্ণু-নিবেদিত সলিল এবং তদঙ্গ-সংলগ্ন চন্দন মিশ্রিত করিয়া দিলে তাহা পিতৃগণের পরম তৃপ্তিদায়ক হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে পরমপবিত্র শ্রীভগবৎপ্রসাদান্ন পতিত জন, প্রেতপিশাচ-রাক্ষসাদির দৃষ্টি-কলুষিত হয় না, উহা স্বতঃই পরম পবিত্র শুদ্ধ চিন্ময় বস্তু।

উক্ত স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে লিখিত আছে—

"পিতৄনুদ্দিশ্য যৈঃ পূজা কেশবস্য কৃতা নরৈঃ।
ত্যক্ত্বা তে নারকীং পীড়াং মুক্তিং যান্তি মহামুনে॥
ধন্যাস্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ।
যে কুর্ব্বন্তি হরের্নিত্যং পিত্রর্থং পূজনং মুনে॥
কিং দত্তৈর্ব্বহুভিঃ পিণ্ডৈ র্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে॥
যমুদ্দিশ্য হরেঃ পূজা ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাবাসাত্তং নয়েৎ পরমং পদম্॥
যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৄনুদ্দিশ্য নারদ।
কর্ত্তব্যং হি পিতৄণাং যত্তৎ কৃতং তেন ভো দ্বিজ॥"

শ্রুতৌ চ—

"এক এব নারায়ণ আসীৎ। ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবা-পৃথিব্যৌ। সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি তস্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ॥" ইতি।

অর্থাৎ হে মহামুনে, পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীকেশবের পূজা করিলে মানবগণ নরকযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ইহলোকে বিশেষতঃ কলিকালে যে সমস্ত মানব পিতৃগণের উদ্দেশে নিত্য শ্রীহরির পূজা বিধান করেন, তাঁহারাই ধন্য। হে মুনে, যাঁহারা প্রতিদিন পিতৃলোকের উদ্দেশে ভক্তিসহকারে শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাদের আর বহু পিণ্ডার্পণ-দ্বারা গয়াশ্রাদ্ধাদির কি প্রয়োজন? হে মুনিবর, যাঁহার উদ্দেশে শ্রীহরির পূজা কৃত হয়, তাঁহাকে নরকাবাস হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে স্থাপন করা হইয়া থাকে। হে দেবর্ষে, যিনি পিতৃলোককে উদ্দেশ্য করতঃ শ্রীহরির স্থান দান করেন অর্থাৎ শ্রীহরিপূজা বিধান পূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রীহরির পরম-পদ লাভ করান, তাঁহার পিতৃগণ সম্বন্ধে শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় কর্ত্তব্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে—

"(সৃষ্টির পূর্ব্বে) একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না এবং দ্যুলোক ভূলোক কিছুই ছিল না। সমস্ত দেবতা, পিতৃলোক, সমস্ত মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর ভক্ষণেই ভক্ষণ, শ্রীবিষ্ণুর আঘ্রাণেই আঘ্রাণ এবং শ্রীবিষ্ণুর পানেই পান করিয়া থাকেন। সুতরাং বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ শ্রীভগবন্নিবেদিত বস্তুই ভক্ষণ করুন।" —হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৩

ঐ সংখ্যার টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"ন চ বক্তব্যমিদং অন্যোদ্দেশেন ভগবতে অন্নাদি সমর্পণং গৌণ্যাপত্ত্যা ভগবৎপ্রীতিবিশেষাসাধনাৎ ফলবিশেষজনকং ন স্যাদিতি যতো নিজপিত্রাদি হিতার্থং কৃতং পূজনং ভগবতঃ পরম প্রীণমেবেতি। পরমফল-সম্পাদকমেব স্যাদিতি লিখতি পিতৄনুদ্দিশ্যেত্যাদিনা। এবঞ্চ পিত্রাদ্যার্থং ভগবৎপূজায়াং পশ্চাৎ কৃতায়াং ভগবন্নিবেদিতে-নৈব স্বতঃ শ্রাদ্ধাদিসম্পত্ত্যা তন্মহাগুণসিদ্ধের্মুক্ত্যাদি মহাফল-মুপপদ্যত ইতি ভাবঃ। যদ্বা শ্রাদ্ধাগ্রহপরিত্যাগেন পিত্রর্থং ভক্তিবিশেষেণ ভগবৎপূজয়া স্বত এব ফলবিশেষঃ সিধ্যেৎ। এবমেব, যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা ইত্যাদি ন্যায়াৎ পিত্রাদীনাঞ্চ পরমতৃপ্তিঃ সিধ্যতি।" ॥ ৯৩ ॥

অর্থাৎ অন্য উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানে অন্নাদি সমর্পণ গৌণী অর্থাৎ অমুখ্য বা অপ্রধান বলিয়া আপত্তি হওয়ায় তাহা ভগবৎপ্রীতিবিশেষের অসাধনহেতু ফলবিশেষের

উৎপাদক হয় না,—ইহা বলা উচিত নহে। যেহেতু 'পিতৃমুদ্দিশ্য' ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বাক্যে বলা হইয়াছে—নিজ পিত্রাদিহিতার্থ শ্রীভগবানের পূজা শ্রীভগবানের পরম প্রীতিপ্রদ সুতরাং পরমফল সম্পাদক হইয়া থাকে। এই প্রকারে পিত্রাদি নিমিত্ত ভগবৎপূজা করত তৎপশ্চাৎ ভগবন্নিবেদিত সেই স্বতঃসিদ্ধ শ্রাদ্ধসম্পত্তি-দ্বারা শ্রাদ্ধে মহাগুণসিদ্ধি-হেতু মুক্তি প্রভৃতি মহাফল উপপন্ন হয়, ইহাই ভাব।

অথবা শ্রাদ্ধাগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিবিশেষে ভগবৎ-পূজা বিধান করিলে আপনা হইতেই ফলবিশেষ সিদ্ধ হয়। এবং 'যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন' (ভাঃ ৪।৩১।১৪) ইত্যাদি ভাগবতীয় বাক্যানুসারে বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করিলে যেমন স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখাদি এবং প্রাণে আহার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ ভগবত্তৃপ্তিতে পিত্রাদিরও পরমা তৃপ্তি স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে।

সুতরাং এস্থলে দুইপ্রকার বিধান দৃষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ পিত্রাদ্যর্থ ভগবৎপূজাবিধান-পূর্ব্বক শ্রীভগবানে নিবেদিত অন্নাদি পিত্রাদিকে নিবেদনে পিত্রাদি বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। দ্বিতীয়তঃ —শ্রাদ্ধদিনে পরলোকগত মাতৃ বা পিতৃ উদ্দেশ্যে 'যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন' ইত্যাদি ভাগবতীয় বিচারানুসরণে ভক্তিবিশেষে ভগবৎ-পূজা-মহোৎসব-সম্পাদনে "তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ" ন্যায়ে পিত্রাদির পরমাতৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। স্বতন্ত্রভাবে আর নিবেদনাদির প্রয়োজন হয় না। শ্রুতিও বলিতেছেন—শ্রীবিষ্ণুর ভক্ষণ, আঘ্রাণ ও পানেই সকল দেবতা, সকল পিতৃবর্গ ও সকল মনুষ্যেরই ভোজন-পানাদি সুসম্পন্ন হয়, যেহেতু সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবান্ বিষ্ণু—সর্ব্বময়।

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুধর্ম্মে কহিয়াছেন—

প্রাণেভ্যো জুহুয়াদন্নং মন্নিবেদিতমুত্তমম্।
তৃপ্যন্তি সর্ব্বদা প্রাণা মন্নিবেদিত ভক্ষণাৎ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রদেয়ং মন্নিবেদিতম্।
মমাপি হৃদয়স্থস্য পিতৃণাঞ্চ বিশেষতঃ॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্রভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ॥
সর্গাদৌ কথিতো দেবৈরগ্রভুগ্ ভগবান্ হরিঃ।
যজ্ঞভাগভুজো দেবাস্ততস্তেন প্রকল্পিতাঃ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৪-৯৬

অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত উত্তমান্ন প্রাণ-সমূহে (মুখ্য প্রাণ-বায়ু —প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই ৫টি এবং গৌণ প্রাণবায়ু—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই ৫টি, সাকুল্যে দশ প্রাণ-বায়ু। ইহাদের ক্রিয়া যথা—"প্রাণস্য বহির্গমনম্, অপানস্য অধোগমনম্, সমানস্য ভুক্তপীতাদীনাং সমীকরণম্, উদানস্য উচ্চৈর্নয়নম্, ব্যানস্য বিশ্বক্নয়নম্; উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥") আহুতি প্রদান করিবে। মন্নিবেদিত দ্রব্যভক্ষণে প্রাণাদি বায়ুসমূহ সর্ব্বদা তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে মন্নিবেদিত দ্রব্য হৃদয়স্থ পরমাত্মস্বরূপ আমাকে এবং বিশেষ করিয়া পিতৃবর্গকেও তাহা প্রদান করিবে। ভক্ষ্য-ভোজ্য অর্থাৎ চর্ব্ব্যাচর্ব্ব্য ('ভক্ষ্যভোজ্যয়োঃ শ্চর্ব্ব্যাচর্ব্ব্যত্বেন ভেদঃ' —টীকা) যাহা কিছু দ্রব্য আছে, তৎসমুদয় সর্ব্বাগ্রে অগ্রভোক্তা পরমেশ্বরে নিবেদন না করিয়া কখনই পিতৃদেবতাগণকে দিবে না, দিলে প্রায়শ্চিত্তী অর্থাৎ 'পাতকী' (টীঃ) হইতে হইবে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীহরিই দেবগণ কর্তৃক যজ্ঞের অগ্রভুক্-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সেই অগ্রভোক্তা ভগবৎকর্তৃকই দেবগণ যজ্ঞভাগ-ভোক্তা রূপে প্রকল্পিত। [শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন— "অগ্রভুজে ভগবতেঽদত্তে ভুক্তে সতি চৌর্য্যেণৈব দেবাদীনামপি পাপং স্যাদিতি ভাবঃ" অর্থাৎ অগ্রভুক্ শ্রীভগবান্‌কে অগ্রে না দিয়া ভোগ করিলে চৌর্য্যাপরাধ আসিয়া পড়ে, তাহাতে দেবাদিকেও পাপভাক্ হইতে হয়,—ইহাই ভাব।]

যাহা হউক এই সকল শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবন্নিবেদিত দ্রব্য-দ্বারাই দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ বিধেয়। ইহাকেই সাত্বত বা বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ বলা হয়।

পূর্ব্বোক্ত 'প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনে' শ্লোকে 'প্রাগন্ন' বলিতে

কেহ কেহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শ্রীভগবানের পূজা করিয়া তন্নিবেদিত অন্নকেও বুঝাইয়া থাকেন। এই বিধির তাদৃশ প্রচলন দেখা যায় না। যাহা হউক 'তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং' ন্যায়ানুসারে ভক্তিসহকারে শ্রীভগবানের পূজা করত সেই ভগবন্নিবেদিতান্নদ্বারা দেবপিত্রাদির তর্পণই সর্ব্বসাত্বত-শাস্ত্রসম্মত সাত্বত-শ্রাদ্ধ বিধান।

এই শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজন একটি অবিচ্ছেদ্য প্রধান অঙ্গ। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ের (১৩।৭৬) বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন যে—

"অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥"

অর্থাৎ যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, তাহারা দাম্ভিক—কখনই বিষ্ণুর কৃপা পাত্র নহে।

"মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥"
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬।৯৯,৯৮

'তদীয়' বলিতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—'বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থরাজ—এই চারিটি তদীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চাবির্ভূত প্রকাশ-বিগ্রহ-স্বরূপ, স্বভাবতঃই শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তু বলিয়া সর্ব্বপূজ্য ও প্রভুতত্ত্ব—

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত-জনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস (অর্থাৎপ্রাণ-প্রতিষ্ঠা) করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥"
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৮১-৮২

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'তদীয়-সেবন' কে একটি ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া বর্ণন পূর্ব্বক তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত—এই চারিটি বস্তুকে 'তদীয়' বলিয়া জানাইতেছেন—

"তদীয়—তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১২১

[মথুরা-সেবা বলিতে দশবিধ ধামাপরাধশূন্য হইয়া ধামবাস। ভাগবতসেবা—শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে শ্রীভাগবত-রসাস্বাদন। (দশবিধধামাপরাধঃ—(১) শ্রীধামপ্রদর্শক শ্রীগুরু ও সাধুকে অবজ্ঞা, (২) শ্রীধামকে অনিত্যবোধ, (৩) শ্রীধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) শ্রীধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান। (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীধাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণচেষ্টা, (৭) শ্রীধামবাস-বলে পাপাচরণ, (৮) শ্রীনবদ্বীপে ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) ধামমাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রনিন্দা এবং (১০) শ্রীধামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনাজ্ঞান।)]

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—শ্রীভগবতীদেবী বৈষ্ণব-রাজ শম্ভু সমীপে কাহার আরাধনা শ্রেষ্ঠ, এবিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলে শ্রীমহাদেব শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তদ্ভক্ত তদীয়ের আরাধনাকে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন। যেহেতু শ্রীভগবান্ ভক্তপ্রেমবশ্য, ভগবৎকৃপা সেই ভক্ত-কৃপানুগামিনী, এইজন্য ভক্তারাধনার এত গুরুত্ব,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রও তৎ প্রিয়তম ভক্তরাজ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়"—এই বাক্যে ভক্তপূজাকেই ভক্ত্যুদয়ের উৎকৃষ্ট হেতু বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০ম বিঃ ৯১ সংখ্যা-ধৃত ভগবদ্বাক্যে কথিত হইয়াছে—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

অর্থাৎ বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্ত ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত না হইলে আমার প্রিয় নহেন, পরন্তু আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইলেও আমার প্রিয়। সেইশ্বপচ ভক্তকেই দান করিতে হইবে এবং তাঁহা হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যেরূপ সর্ব্বপূজ্য, তিনিও তদ্রূপ সকলেরই পূজ্য।

এইরূপে শাস্ত্রে 'তদীয়' বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য ভূরি ভূরি

প্রদত্ত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে—

যস্ত বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্‌রাক্ষসং ভবেৎ॥

অর্থাৎ যে বিপ্র বৈষ্ণবকে বিদ্যাহীন মূর্খ মনে করিয়া বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করেন, তৎকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষসভোগ্য হওয়ায় তাহা রাক্ষস-শ্রাদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সিকৃথমাত্রন্তু যদ্ভুঙ্‌ক্তে জলং গণ্ডুষমাত্রকম্।
তদন্নং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্॥

অর্থাৎ বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রাদ্ধে সিকৃথমাত্র অর্থাৎ গ্রাস-পরিমিত অন্ন এবং গণ্ডুষ-মাত্র জল গ্রহণ করিলে সেই অন্ন সুমেরু তুল্য এবং সেই জল সাগরসদৃশ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে আছে—

শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে যস্য চ বেশ্মনি।
তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ॥

অর্থাৎ শঙ্খচিহ্নিত দেহ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ যে গৃহে ভোজন করেন, সেই গৃহে স্বয়ং শ্রীকেশব পিতৃগণ সহ তদন্ন ভোজন করিয়া থাকেন।

স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—

সুরাভাণ্ডস্থ পীযূষং যথা নশ্যতি তৎক্ষণাৎ॥
চক্রাঙ্ক রহিতং শ্রাদ্ধং তথা শাতাতপোঽব্রবীৎ॥

অর্থাৎ শ্রীশাতাতপ বলিয়াছেন—অমৃত সুরাপাত্রস্থ হইলে যেমন তখনই তাহা নষ্ট অর্থাৎ কোন ক্রিয়া বা ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া যায়, তদ্রূপ চক্রচিহ্নযুক্ত বৈষ্ণবরহিত শ্রাদ্ধও নষ্ট অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া যায়।

আরও শ্রীবিষ্ণুরহস্যে উক্ত হইয়াছে—

নিবেশয়েন্নরো মোহাদন্যপংক্তৌ হরেঃ প্রিয়ম্।
স পতেন্নিরয়ে ঘোরে পংক্তিভেদী নরাধমঃ॥
—হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৭-৯৮

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মোহবশতঃ শ্রীহরির প্রিয়জন বৈষ্ণবকে অন্য অবৈষ্ণব-পংক্তিতে প্রবেশ করান অর্থাৎ বসান, সেই পংক্তিভেদী নরাধমকে ভীষণ নরকে নিপতিত হইতে হয়।

এ স্থলে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ টীকায় লিখিতে-ছেন—

"এবং শ্রাদ্ধে অবশ্যং বৈষ্ণবভোজনাৎ বৈষ্ণবস্য চ ভগবন্নিবেদিত ভোজন নির্দ্ধারাৎ ভগবন্নিবেদিতেনৈব শ্রাদ্ধাদিকমিতি প্রসিদ্ধম্।"

অর্থাৎ শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা এবং বৈষ্ণবেরও ভগবন্নিবেদিত দ্রব্যের ভোজনই নির্দ্ধারিত থাকায় ভগবন্নিবেদিত দ্রব্যদ্বারাই শ্রাদ্ধাদির প্রসিদ্ধি সাত্বতশাস্ত্রস্বারস্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীনারদপুরাণ ও শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্ত-রাদি শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া সাবধান করিয়াছেন—অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দ্রব্য উচ্ছিষ্ট বলিয়া কথিত, সুতরাং তাহা যেন কোন প্রকারেই ভগবান্‌কে নিবেদন না করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে শ্রীউদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্"
— ভাঃ ১১।১১।৪০

অর্থাৎ অন্যোদ্দেশ্যে নিবেদিত দীপালোক আমাকে নিবেদন করিবে না। শ্রীসনাতন টীকাও এইরূপ—"অন্যস্মৈ নিবেদিতং মহ্যং নোপযুঞ্জ্যাৎ ন সমর্পয়েৎ।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ তাঁহার 'ভাবার্থদীপিকা' টীকায় লিখিতেছেন—

"অন্যস্মৈ নিবেদিতং মে নোপযুঞ্জ্যাৎ মহ্যং ন নিবেদয়ে-দিত্যর্থঃ। 'বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥' 'পিতৃশেষন্তু যো দদ্যাৎ হরয়ে পরমাত্মনে। রেতোধাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি ক্লেশভাগিনঃ॥' ইত্যাদি বচনেভ্যঃ। তথা মে মম দীপাবলোকং দীপস্য অবলোকমালোকং নোপযুঞ্জ্যাৎ অস্মিন্নালোকে অন্যৎ কার্য্যং ন কুর্য্যাৎ।"

অর্থাৎ অন্যে নিবেদিত দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিবে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন-দ্বারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করা কর্ত্তব্য; পিতৃপুরুষ-গণকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন সমর্পণ করিবে। তাহাই আনন্ত্যধর্ম্ম অর্থাৎ অক্ষয় ভগবৎসেবা-ফলপ্রদ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পিতৃশেষদ্রব্য প্রদান করিলে সেই দাতার পিতৃগণকে রেতঃপায়ী হইয়া অশেষ ক্লেশভাক্ হইতে হয়।' দীপালোক সম্বন্ধেও বিচার এই

যে, অন্যে অর্থাৎ দেবপিত্রাদি উদ্দেশে নিবেদিত দীপালোক কখনই ভগবান্‌কে নিবেদন করিবে না, আবার ভগবদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত দীপালোক দ্বারা অন্য কোন কার্য্য করিবে না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিতেছেন—

"মে মহ্যং নিবেদিতং দীপাবলোকমপি নোপযুঞ্জ্যাৎ। মহ্যং দত্তস্যান্নাদের্দীপস্য চ স্বব্যবহারমাত্রে উপযোগো ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। কিন্তু পরমার্থসিদ্ধ্যর্থং বৈষ্ণবেভ্যো দত্ত্বা স্বয়মুপভুঞ্জীতৈবেত্যর্থঃ।

অর্থাৎ আমাতে নিবেদিত দীপালোক দ্বারা অন্য কার্য্য করিবে না, ইহার অর্থ এই যে, আমাতে অর্পিত অন্নাদি ও দীপকে নিজ ব্যবহারমাত্রে উপযোগ করা কর্ত্তব্য নহে বটে, কিন্তু পরমার্থ-সিদ্ধিনিমিত্ত বৈষ্ণবগণকে দিয়া নিজে প্রসাদবুদ্ধিতে ভক্তিসহকারে তাহা সেবা করা যাইতে পারে। শ্রীভগবন্নিবেদিত দীপালোক দ্বারা যদি কেহ নিজ ভোগার্থ অন্য দীপ প্রজ্বলিত করিয়া লইতে চায় বা অন্য দীপ জ্বালিবার খরচ বাঁচাইয়া সেই দীপ দ্বারা যদি গৃহকর্ম্ম করিয়া লইতে বা খেলাধূলা করিতে চায়, তাহা অন্যায়—অপরাধজনক হইবে। উহাতে 'রথদেখা কলা বেচা' নীতি অবলম্বিত হইয়া যায়। অনেকে শীতকালে আরতির প্রদীপের উপর হাত রাখিয়া হাত গরম করিয়া লইতে চায় বা নিজের দেহের অসুখ সারাইবার উদ্দেশে প্রদীপের তাপ লয়, এই সকলই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদোদ্ধৃত নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়াও জানাইয়াছেন—

"ষড়্ভির্মাসোপবাসৈশ্চ যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্।
বিষ্ণুনৈবেদ্যসিক্থেন পুণ্যং তদ্ভুঞ্জতাং কলৌ॥
হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ॥" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ।"

অর্থাৎ ছয় মাস উপবাস করিয়া যে ফল প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে, কলিতে মানব গ্রাসমাত্র শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলে সেই পুণ্য লাভ করিতে পারে।

ভগবান্ শ্রীহরির রূপ যাঁহার হৃদয়ে, নাম যাঁহার বদনে, ভুক্তাবশেষ নৈবেদ্য যাঁহার উদরে এবং পাদোদক ও নির্ম্মাল্য যাঁহার মস্তকে বিরাজিত, তিনি সারূপ্যাদি প্রাপ্তিদ্বারা অচ্যুততুল্য।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ঐ 'অচ্যুতঃ' শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন—"অচ্যুতঃ অচ্যুততুল্য ইত্যর্থঃ সারূপ্যাদি প্রাপ্ত্যা। যদ্বা ভক্তিমার্গান্নিজেষ্টাদ্বাচ্যুতো ন ভবতীত্যর্থঃ।" (—হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।—অচ্যুত অর্থাৎ অচ্যুততুল্য সারূপ্যাদি প্রাপ্তি দ্বারা। অথবা ভক্তিমার্গ বা নিজ ইষ্ট হইতে যিনি চ্যুত বা স্খলিত বা ভ্রষ্ট হন না।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে—

হরিশেষং হরির্দদ্যাৎ পিতৃণামক্ষয়ং ভবেৎ।
ন পুনঃ পিতৃশেষস্তু হরে ব্র্হ্মাদি সদ্গুরোঃ॥

অর্থাৎ শ্রীহরিতে নিবেদিত হরিভুক্তাবশেষ পরমান্ন পিতৃগণকে প্রদান করিলে তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। কিন্তু পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবিঃ কখনই শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে না। যেহেতু তিনি ব্রহ্মাদি সুরগণেরও সদ্গুরু।

অন্যস্থানেও কথিত হইয়াছে—

দক্ষাদয়শ্চ পিতরো ভৃত্যা ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।
অতস্তদ্ভুক্তশেষন্তু বিষ্ণোর্নৈব নিবেদয়েৎ॥

অর্থাৎ দক্ষাদি পিতৃবর্গ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ—সকলেই শ্রীবিষ্ণুর কিঙ্কর, সুতরাং তাঁহাদের ভুক্তাবশেষ কখনও শ্রীবিষ্ণুকে প্রদান করিবে না।

এইরূপে আবশ্যক কৃত্য সমাপনান্তে বৈষ্ণবগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবে। 'শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্ন' শব্দের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শ্রীমতো ভগবতঃ। যদ্বা শ্রীমদ্ভগবন্নিবেদিতত্বেন পরমশোভাযুক্তং তদুচ্ছিষ্টত্বেন চ মহাপ্রসাদরূপমন্নম্।"

—হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০২টীঃ

অর্থাৎ শ্রীমতঃ—শ্রীভগবানের। অথবা শ্রীমদ্ভগবন্নিবেদিতত্বহেতু পরম শোভাযুক্ত ও তাঁহার উচ্ছিষ্টত্ব হেতু

মহাপ্রসাদরূপ অন্ন।

মহাপ্রসাদ বৈষ্ণবগণকে বিভাগ করিয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নাম-ব্রহ্ম ও বৈষ্ণব—এই চারিটী চিন্ময় বস্তুতে স্বল্পপুণ্যবান্ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত অবৈষ্ণবগণের বিশ্বাস হয় না। এজন্য তাঁহাদিগকে শ্রীবিষ্ণুতে অনিবেদিত দ্রব্য ও অর্থাদি দিয়া বঞ্চনা করিবার কথাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, যথা প্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্রে—

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥

অর্থাৎ (স্বভাবস্থৈঃ—স্বতএব বর্ত্তমানৈঃ অনিবেদিতৈরিত্যর্থঃ—টীকা) যাঁহারা কর্ম্মজড়—অবৈষ্ণব, তাঁহাদিগকে অনিবেদিত দ্রব্য বা অর্থাদি দ্বারা বঞ্চনা করত বৈষ্ণবগণকে শ্রীহরির নৈবেদ্যসম্ভার প্রদান করিবে।

বৈষ্ণবতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

হরের্নিবেদিতং কিঞ্চিন্ন দদ্যাৎ কর্হিচিদ্বুধঃ।
অভক্তেভ্যঃ সশল্যেভ্যো যদ্দদন্নিরয়ে ব্রজেৎ॥

অর্থাৎ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে নিবেদিত দ্রব্যের কিঞ্চিন্মাত্রও পণ্ডিত ব্যক্তি শল্যযুক্ত অর্থাৎ পৃথক্ ঈশ্বর বুদ্ধিতে দেবতান্তর-সেবাবাসনাবিশিষ্ট (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১১০ দ্রষ্টব্য) অভক্ত বা অবৈষ্ণবগণকে দিবেন না। দিলে নরকগতি লাভ হইবে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ 'সশল্যেভ্যঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"সশল্যেভ্যো বিদ্ধোপবাসিভ্যঃ কর্ম্মজড়েভ্য ইত্যর্থঃ॥"

অর্থাৎ বিদ্ধোপবাসী (পূর্ব্বতিথি দশমী বা সপ্তমী প্রভৃতি বিদ্ধা একাদশী বা জন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে যাঁহারা উপবাস করেন) কর্ম্মজড় (বেদত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে জড়ীকৃতমতি হইয়া বিস্তারশীল কর্ম্মকাণ্ডকে বহুমাননকারী মায়ামোহমুগ্ধ ভক্তিবিমুখ) অবৈষ্ণবগণকে।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও উক্ত হইয়াছে—

অবৈষ্ণবে দেবধৃতং নির্ম্মাল্যং ন প্রযচ্ছতি।
নৈবেদ্যং বা মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥

অর্থাৎ হে মহাভাগ, দেবধৃত নির্ম্মাল্য বা ভগবন্নিবেদিত নৈবেদ্যাদি যিনি অবৈষ্ণবকে না দেন, শ্রীকেশব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন।

এইরূপে সাত্বত বা বৈষ্ণবস্মৃতি-বিহিত শ্রাদ্ধে স্বধাম-প্রাপ্ত পিত্রাদির উদ্দেশে ভক্তিভরে ভগবৎপূজন বা সেই ভগবৎপ্রসাদ পিত্রাদিকে নিবেদন এবং নিজসামর্থ্যানুযায়ী শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ দানই প্রধানকৃত্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজনের বিশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীভগবান্ অদ্বৈতাচার্য্য স্বয়ং নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইয়া বলিয়াছিলেন—

"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২২০

'শ্রাদ্ধপাত্র' সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—

শ্রাদ্ধদিবসে গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের ভগবন্নিবেদনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার খাদ্য বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার বিধান আছে। অদ্বৈতপ্রভুর সংসারে সেইরূপ শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র (অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ-গুরু-জ্ঞানে) খাওয়াইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিতেছেন—

ভক্তিসন্দর্ভে ১৭৭ সংখ্যাধৃত গারুড়বচন—"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥ সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো-বিশিষ্যতে॥ বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥" "ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥" "ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।"

ঐ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ১১শ পরিচ্ছেদে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের "বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হঞা"—এই দৈন্যোক্তি মধ্যে 'শ্রাদ্ধপাত্র'-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"বিষ্ণুস্মৃতিতে 'ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পংক্তি-দূষকাঃ। এতান্ বিবর্জ্জয়েদ্ যত্নাৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ॥'

শৌক্রব্রাহ্মণ-জন্ম-লাভ ঘটিলেও স্মৃতিকথিত পংক্তিদূষক অপসদাখ্য বিপ্রকে শ্রাদ্ধপাত্র দিবে না। এক্ষেত্রে শুদ্ধ-বিপ্রের প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র দৈক্ষবিপ্র হরিদাসকে প্রদত্ত হইয়াছে। ম্লেচ্ছকুলোদ্ভূত হইলেও 'হরিজন' বলিয়া তাঁহার অধিকার আছে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের মাহাত্ম্য প্রদর্শন ও কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধের নিরর্থকতা প্রতিপাদনার্থই গয়াযাত্রা ও গয়াশ্রাদ্ধাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গয়াক্ষেত্রে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের দর্শন লাভ করিয়া মহাপ্রভু বলিতেছেন—

প্রভু বলে,—"গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে' সেইজন॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরসপান।
আমারে করাও তুমি,—এই চাহি দান॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৭।৫০-৫৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের সাক্ষাৎকার লাভকেই তাঁহার গয়াযাত্রার সাফল্য বিচারাদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক ইহাই শিক্ষা দিলেন,—"যে মহাসুকৃতিশালী জীব ভগবানের নিজ-জনের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট অনুগ্রহ লাভ করেন, তাঁহার কোটি কোটি পূর্ব্বপুরুষ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালার বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ ভগবদ্‌ভজনে নিযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করেন।"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৫১-৫২ 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃগরাজোপাখ্যান

এক সময়ে দ্বারকায় সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু, গদ প্রভৃতি যদুকুমারগণ বনবিহার করিতেছিলেন। তাঁহারা দীর্ঘকাল ক্রীড়াবশতঃ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই বন মধ্যে একটি কূপ পাইলেন বটে, কিন্তু দেখিলেন সেই কূপটি জলশূন্য, পরন্তু তন্মধ্যে একটি অত্যদ্ভুত পর্ব্বত-প্রমাণ সুবৃহৎ কৃকলাস রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিতচিত্ত ও কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে চর্ম্মজাত ও তন্তুজাত রজ্জুসমূহ-দ্বারা বন্ধন করতঃ কূপ হইতে উত্তোলনের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোনক্রমেই তাহাকে উঠাইতে না পারিয়া অত্যন্ত ঔৎসুক্য-সহকারে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কূপ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিলেন এবং স্বীয় বাম হস্তে অনায়াসেই তাহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকরকমল-স্পর্শমাত্র সে তৎক্ষণাৎ সেই কৃকলাস-রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যদেহ ধারণ করিল। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ তদীয় সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াও তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই সূর্য্যসদৃশ তেজোদ্দীপ্ত পুরুষটি তাঁহাকে প্রণাম করতঃ কহিতে লাগিলেন—হে প্রভো, আপনি নিখিল প্রাণীর অন্তর্য্যামী, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই, তথাপি আপনার আদেশানুসারে আমি আমার পরিচয় প্রদান করিতেছি—আমি ইক্ষ্বাকুতনয় নৃগ-নরপতি নামে প্রসিদ্ধ। আমি দানের উপযুক্ত পাত্রবোধে উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রাভরণমণ্ডিত অসংখ্য ধেনু, ভূমি, সুবর্ণ, গৃহ, হস্তী, অশ্ব, দাসীসহ ব্রাহ্মণকন্যা, তিল, রৌপ্য, শয্যা, বসন, রত্ন, পরিচ্ছদ এবং রথসমূহ দান করিয়াছিলাম। বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং বাপীকূপ-তড়াগাদি খননরূপ ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মেও নিযুক্ত ছিলাম। দানশীল পুরুষগণের মধ্যে আমার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। একদা এক ব্রাহ্মণকে আমি কতিপয় ধেনু দান করি, তন্মধ্যে একটি সুলক্ষণা গাভী আমার ও ঐ ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিয়া

আমার গোগৃহে অন্যান্য ধেনুর সহিত মিলিত হয়। আমি আর একদিন আর একজন ব্রাহ্মণকে ধেনু দানকালে ঐ ধেনুটিকেও তৎসহ দান করিয়াছিলাম। ঐ ধেনুর পূর্ব্বস্বামী অপর ব্রাহ্মণকে ঐ ধেনুটিকে লইয়া যাইতে দেখিয়া তিনি ঐ ধেনু 'তাঁহার' বলি দাবী করেন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণও 'এই ধেনু নৃগরাজা আমাকে দান করিয়াছেন, ইহা 'আমার' এইরূপ বলিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক উত্থাপিত হইলে তাঁহারা মীমাংসার্থ আমার নিকট আসিলেন। আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া ধর্ম্মসঙ্কটে পতিত হইলাম। ঐ পালান গাভীটি লইয়া বিবাদ উপস্থিত দেখিয়া আমি ব্রাহ্মণদ্বয়কে সানুনয়ে ঐ গাভীটি পরিত্যাগপূর্ব্বক উহার পরিবর্ত্তে উত্তম উত্তম লক্ষ ধেনু গ্রহণের প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু উভয় ব্রাহ্মণই ক্রুদ্ধ হইয়া আমার দান গ্রহণ করিবেন না বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও দত্তাপহারক হইয়া গেলাম। যথাসময়ে আমার মৃত্যুকাল আসিয়া পড়িল। যমদূতগণ আমাকে শ্রীযমালয়ে উপনীত করিলে যমরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, আপনার দানধর্ম্মের জন্য অনন্ত দিব্য-লোক বর্ত্তমান থাকিলেও আপনার একটি পাপও আছে। আপনি অগ্রে পাপের ফল না পুণ্যের ফল ভোগ করিতে চাহেন? আমি পূর্ব্বে অশুভ ফলটিই ভোগ করিতে চাহিলে যমরাজ আমাকে তাঁহার আলয় হইতে পতিত হইবার আদেশ করিলেন। আমি তখন পতনকালেই নিজেকে কৃকলাসরূপে দেখিতে পাইলাম।

ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তব দাসস্য কেশব।
স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ॥

অর্থাৎ "হে কেশব, আমি ব্রহ্মণ্যগুণযুক্ত বদান্য এবং আপনার দর্শনার্থী দাস বলিয়া অদ্যাবধি পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হই নাই।

হে বিভো, সনকাদি যোগেশ্বরগণ উপনিষদ্রূপ নেত্রদ্বারা তাঁহাদের নির্ম্মল হৃদয়ে যাঁহাকে চিন্তা করেন, সেই অধোক্ষজ পরমাত্মরূপী আপনি কিরূপে আমার নেত্রপথারূঢ় হইলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। ইহলোকে যাঁহার সংসারদশা নাশ হয়, আপনি তাঁহারই দৃগ্‌গোচর হইয়া থাকেন, পরন্তু উরুব্যসনান্ধ-বুদ্ধি—কৃকলাসজন্ম-জনিত গুরুদুঃখবশতঃ অন্ধবুদ্ধি—বিকৃতমতি মাদৃশ অধমজনের পক্ষে ভবদ্দর্শন-প্রাপ্তি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক।

হে দেবদেব, জগন্নাথ, গোবিন্দ, পুরুষোত্তম, নারায়ণ, হৃষীকেশ, পুণ্যশ্লোক, অচ্যুত, অব্যয়, প্রভো শ্রীকৃষ্ণ, সম্প্রতি আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি স্বর্গলোকে গমন করি। আমি যেখানেই থাকি, সেখানেই চিত্ত যেন আপনার পাদ-পদ্মচিন্তায়ই আসক্ত থাকে। আপনি সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ, তথাপি নির্ব্বিকার ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন, যোগেশ্বর, বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।"

শ্রীনৃগরাজ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করতঃ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও তাঁহার মুকুটাগ্রভাগদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল স্পর্শ করিয়া তদীয় অনুমতি অনুসারে সর্ব্বজনসমক্ষেই বিমানে আরোহণ করিলেন। তখন শ্রীভগবান্ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ নৃগরাজার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক যাবতীয় ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের শিক্ষার নিমিত্ত নিজ পরিজনবর্গকে উপলক্ষ করিয়া অত্যল্পমাত্রও ব্রহ্মস্ব ভোগকারীর অতি ভয়াবহ শোচ্য পরিণতি শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—অতি ভয়ঙ্কর হলাহলবিষেরও প্রতীকার আছে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব-বিষের আর প্রতিকার নাই। সম্যগ্‌রূপে অনুমতি না লইয়া ব্রাহ্মণ-ধন ভোগ করিলে উহা তিন পুরুষ, পরন্তু বলপূর্ব্বক ভোগ করিলে উহা দশ পুরুষ ঊর্দ্ধ ও দশ পুরুষ অধঃ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে। হৃত-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণের অশ্রুকণা যতসংখ্যক ধূলিকণা স্পর্শ করে, ব্রহ্মস্বাপহারী রাজগণ ও তদ্বংশীয়গণ তত-বৎসর কুম্ভীপাকনামক নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি নিজদত্ত বা অন্যপ্রদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে ষাট্ হাজার বৎসর বিষ্ঠার কৃমি কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে মদীয় আত্মীয়গণ, তোমরা কোন অপরাধী ব্রাহ্মণকেও উৎপীড়িত করিও না। এমন কি, ব্রাহ্মণ কাহাকেও হনন বা অভিশাপ প্রদান করিলেও তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রণাম করিবে—

"বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ।
ঘ্নন্তং বহু শপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥"

আমার ন্যায় তোমরাও সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিও। যে ইহার অন্যথা করিবে, সেই আমার নিকট দণ্ডভাগী হইবে—"যোঽন্যথা মে স দণ্ডভাক্।"

ব্রাহ্মণের ধেনু যেমন এই নৃগরাজকে অধঃপাতিত করিয়াছে, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃ অপহৃত ব্রাহ্মণার্থও অপহর্ত্তাকে অধঃপাতিত করিয়া থাকে ঃ—

ব্রাহ্মণার্থো হ্যপহৃতো হর্ত্তারং পাতয়ত্যধঃ।
অজানন্তমপি হ্যেনং নৃগং ব্রাহ্মণগৌরিব ॥

সর্ব্বলোকপাবন শ্রীভগবান্ দ্বারকাবাসিগণকে এইরূপ উপদেশ বিশেষভাবে শ্রবণ করাইয়া নিজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬৪ অধ্যায়োক্ত এই উপাখ্যান মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ২৫শ শ্লোকে 'ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ' এই বাক্যে ভক্তিমিশ্র কর্ম্মী নৃগরাজের ভগবদ্দর্শনেচ্ছা উদয়ের হেতু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

"নৃগস্য ভক্তিমিশ্রকর্ম্মিত্বাদ্গুণভূতৈব যা ভক্তিরাসীত্তামাশ্রিত্যৈব ভগবদগ্রে দাসস্যেতি বিনয়ব্যঞ্জিকোক্তিরিয়ং জ্ঞেয়া। ভবৎসন্দর্শনার্থিন ইতি—কদাচিৎ কস্যচিদতিসুন্দর শ্রীভগবদ্বিগ্রহ তন্মন্দিরাদি শ্রীগীতাশ্রীভাগবতাদি-শাস্ত্রপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠস্য মহাভাগবতস্যাপেক্ষণীয়ম্ নৃগেণ মহাদাতৃত্বাৎ সম্যক্ সম্পাদিতম্, ততশ্চ তেন সন্তুষ্যতা ভো রাজংস্তব ভগবদ্দর্শনং ভূয়াদিতি যদৈবাশীর্দত্তা তদারভ্যৈব নৃগস্য ভগবদ্দিদৃক্ষা ভূয়াদিতি গম্যতে।"

অর্থাৎ নৃগের ভক্তিমিশ্রকর্ম্মিত্বহেতু গুণীভূতা যে ভক্তি ছিল, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার ভগবদগ্রে 'দাসস্য' এইরূপ বিনয় প্রকাশিকা উক্তি জানিতে হইবে। 'ভবৎসন্দর্শনার্থী আমার' এই বাক্যে যে ভগবদ্দর্শনেচ্ছার কথা আছে, তাহাতে এইরূপ জানিতে হইবে যে,—কদাচিৎ মহাদাতৃত্ব-হেতু নৃগরাজা, অতিসুন্দর শ্রীভগবদ্-বিগ্রহ, তাঁহার মন্দিরাদি, শ্রীগীতা-শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র-প্রাপ্তিবিষয়ে উৎকণ্ঠাযুক্ত কোন মহাভাগবতের ঐ সকল অপেক্ষণীয় বিষয় সম্যক্প্রকারে সম্পাদন করায় অর্থাৎ তাঁহার অভীপ্সিত ঐ সকল বিগ্রহ-মন্দির-গ্রন্থাদি তাঁহাকে সম্প্রদান করায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়া "হে রাজন্, তোমার ভগবদ্দর্শন লাভ হউক", এইরূপ যে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎফলেই তদবধি শ্রীনৃগরাজের ভগবদ্দিদৃক্ষা অর্থাৎ ভগবদ্দর্শনেচ্ছার উদয় হইয়াছিল।

কোন মহাভাগবত মহত্তমের আন্তরিক প্রসন্নতাক্রমে তৎ কৃপাশীর্ব্বাদব্যতীত ভগবৎসাক্ষাৎকারপ্রাপ্তি ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মরত ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্ঘট। দাতা দান করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে কোন শুদ্ধভক্ত গ্রহীতা পাইলে তাঁহার আন্তরিক প্রসন্নতাক্রমেই সেই দাতার হৃদয়ে ভক্ত্যুদ্রেক সম্ভব হয় এবং তাঁহারই কৃপায় সেই ভক্তি প্রবৃদ্ধা হইয়া ভগবদ্দর্শন পর্য্যন্ত মহা সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করাইয়া থাকে। এজন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।৫১

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ—ভয় উপস্থিত হইলে ভক্তগণ কি করেন?

উঃ—ভয় হইলে ভক্তগণ উৎপাত নিবৃত্তয়ে সর্ব্বভয়-হরং ভগবন্তং এব শরণং গচ্ছেঃয়ু। ন চ অন্যৎ কিমপি কুর্য্যুঃ।

উৎপাত আশঙ্কায় নন্দ মহারাজ সর্ব্বভয়হরং হরিং শরণং জগাম। 'ভগবান্ রক্ষ রক্ষ' ইতি আর্ত্ত্যা জগাদ হৃদা প্রার্থয়ামাস। (ভাঃ ১০।৬।১ বৈষ্ণব-তোষণী)

ভয় উপস্থিত হইলে ভক্তগণ অন্য কিছু না করিয়া 'হে ভগবন্, রক্ষ রক্ষ' বলিয়া আর্তির সহিত ভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্তবৎসল বা আশ্রিত

রক্ষক ভগবান্ শ্রীহরিও আশ্রিতকে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করিয়া থাকেন।

প্রঃ—ভাঃ১১।১৪।২০ 'ন সাধয়তি মাং যোগঃ' শ্লোকের অর্থ কি?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—আমার প্রতি প্রবলা ভক্তিই (প্রেমভক্তি) আমাকে বশ করিতে পারে। তপস্যা, সন্ন্যাস, অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি আমাকে বশীভূত করিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস॥

(চৈঃ চঃ আ ১৭।৭৫)

প্রঃ—গৌরনাম-কীর্ত্তনের কি ফল?

উঃ—গৌরনাম গ্রহণ করিলে জীবের কোটি অপরাধ নষ্ট হয় এবং প্রেমলাভ হইয়া থাকে।

গৌরনাম কীর্ত্তনে পাপ নষ্ট হয়, অপরাধ দূর হয়, সংসার হৈতে মুক্তি হয়, ভক্তি হয় এবং ভগবান্‌কেও লাভ করা যায়।

শাস্ত্র বলেন—

শ্রীবাস বলেন,—যে তোমার নাম লয়।
তা'র কোটি অপরাধ, সব হয় ক্ষয়॥

(চৈঃ চঃ আ ১৭।৯৬)

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥

(চৈঃ চঃ আ ৮।৩১)

প্রঃ—হৃদয়স্থ ভগবান্‌কে চিন্তা না করিলে কি মঙ্গল হয় না?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

কুতঃ পাপক্ষয়স্তেষাং কুতস্তেষাঞ্চ মঙ্গলম্।
যেষাং নৈব হৃদিস্থোঽয়ং মঙ্গলায়তনোহরিঃ॥

(হরিভক্তিবিলাস ১০।২৩৪)

শ্রীসনাতনটীকা—হৃদিস্থোঽপি ন স্যাৎ মনসাপি ন চিন্ত্যেত ইত্যর্থঃ।

যাহারা হৃদয়স্থ ভগবানের চিন্তা করে না, তাহাদের পাপনাশও হয় না এবং মঙ্গলও হয় না।

প্রঃ—ভক্তের বিচার কিরূপ হইবে?

উঃ—'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি' জানে।' ইহাই ভক্তের বিচার। কৃপাময় কৃপা না করিয়া পারেন না বা পারিবেন না, আমরা যতই অযোগ্য হই। তবে আমরা কৃপাপ্রার্থী হইয়া সবই ইষ্টদেবের কৃপা জানিয়া উত্তরোত্তর কৃপাপ্রাপ্তির আশায় অনুক্ষণ ভজন করিব। ইহাই আমাদের কার্য্য।

শাস্ত্রও বলেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।৭৬)—

তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ॥

ভগবান্ অবশ্যই কৃপা করিবেন, ইহা দৃঢ়ভাবে যিনি মনে-প্রাণে জানেন, তিনি কৃপা পাইবেনই, ইষ্টদেব তাঁহাকে কৃপা করিবেনই।

'বিশ্বাসে প্রভুর কৃপা অবিশ্বাসে নয়।
এ এক রহস্য ভক্ত জানিহ নিশ্চয়॥'
'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর'।
'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় কৃপা-অধিকারী'।
'যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

কৃপার প্রতি যাহার নির্ভরতা বা বিশ্বাস নাই, তাহার পক্ষে কৃপালাভ সম্ভব নয়। কিন্তু কৃপা-প্রার্থী বা কৃপামুখী ভক্ত কৃপা পায়ই।

শাস্ত্র বলেন (ভাঃ ১০।১৪।৯)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

সুখ-দুঃখ সবই ভগবৎ-কৃপা জানিয়া পূর্ণ কৃপার প্রতীক্ষায় যিনি কায়মনোবাক্যে ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত থাকিয়া সতত ভজন করেন, তিনি ইষ্টদেবের কৃপা, সঙ্গ, দর্শন ও সেবা পাইয়া চিরসুখী হনই।

যিনি নিজেকে দীন, অযোগ্য, অপদার্থ বলিয়া জানেন, যাঁহার গুরু ও নামে ঈশ্বর-বুদ্ধি ও আপন-জ্ঞান আছে, ইষ্টদেবের পূর্ণ আনুগত্য যিনি করেন, সেই গুরুনিষ্ঠ ও নামনিষ্ঠ ভক্তই 'গুরু-কৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই কৃপা পাইব,' এইরূপ দৃঢ়তা

ও মহতী আশা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতে পারেন। কিন্তু স্বতন্ত্র ও অহঙ্কারী ব্যক্তি এরূপ সৌভাগ্য ও দৃঢ়তা লাভ করিতে পারেন না ও পারিবেন না। তাই শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি' জানে॥
দীনেরে অধিক দয়া, করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥

প্রঃ—ভগবান্ কৃষ্ণকে হরি বলে কেন?

উঃ—ভাঃ ১০।১১।৪২ বৈষ্ণবতোষণী টীকা—

হরিঃ দুষ্টানাং প্রাণহরণাৎ শিষ্টানাঞ্চ
মনোহরণাৎ যদ্বা মুক্তিপ্রদানেন
আসুরস্যাপি সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা ইতি ভাবঃ।

দুষ্টের প্রাণহরণকারী এবং শিষ্টগণের মন হরণ করেন বলিয়া কৃষ্ণের একটি নাম হরি। দুষ্ট অসুরগণকে বধ করতঃ তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া তাহাদের যাবতীয় দুঃখ হরণ করেন বলিয়া কৃষ্ণের নাম—হরি।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

'হরি'-শব্দে নানার্থ, দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ॥
তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্ম, অবিদ্যানাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ॥
নিজ গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয়-মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, হরে সবার মন।
'হরি' শব্দের এই মুখ্য কহিলু লক্ষণ॥ (চৈঃ চঃ ম ২৪)

প্রঃ—রাধাকৃষ্ণ নাম জপ করিলে কি ফল হয়?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—(গর্গসংহিতা)

রাধাকৃষ্ণেতি হে রাজন্ যে জপন্তি পুনঃ পুনঃ।
চতুষ্পদার্থাঃ কিং তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণোঽপি লভ্যতে॥

প্রত্যহ রাধাকৃষ্ণ নাম জপ করিলে পুণ্য লাভ হয়, অর্থ লাভ হয়, যাবতীয় বিষয়-সুখ লাভ হয়, বিবিধ কামনা পূর্ণ হয়, সংসার হইতে মুক্তি হয়, বিপদ্, আপদ্, অশান্তি দূর হয়, ভক্তি হয়, প্রেমলাভ হয় এবং ভগবৎপ্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

রাসোল্লাসতন্ত্রে—

রাধানামসুধাযুক্তং কৃষ্ণনাম-রসায়নম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ব্যাধিভিশ্চ ন বাধ্যতে॥

যাঁহারা প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া রাধাকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের কোন ব্যাধি হয় না।

যশ্চোচ্চৈরুচ্যতে রাগৈ র্রাধাকৃষ্ণপদদ্বয়ম্।
বামে চ দক্ষিণে তস্য রাধাকৃষ্ণোঽনুধাবতি॥

যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের নাম আদরের সহিত কীর্ত্তন করেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হন এবং তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য তাঁহাদের পশ্চাতে ধাবিত হন।

মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্য রাধাকৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
সুখেন প্রেমসম্পত্তিং লভন্তে হ্যাশু বৈষ্ণবঃ॥

রাধাকৃষ্ণ নাম জপ করিলে যাবতীয় পাপ নষ্ট হয় এবং শীঘ্র প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণই উপাস্যপরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কিছু নাই। এজন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।

শাস্ত্র বলেন (চৈঃ চঃ ম ৯।২৫৬)—

উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?
'শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম'॥

শাস্ত্র আরও বলেন—

রাধাকৃষ্ণেতি মহামন্ত্রং যো জপেদ্ভক্তি-মুক্তিদম্।
অন্তকালে ভবেত্তস্য রাধাকৃষ্ণেতি সংস্মৃতিঃ॥

যাঁহারা রাধাকৃষ্ণনাম প্রত্যহ জপ করেন, তাঁহারা দেহত্যাগের সময় শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিয়া ধন্য হন।

প্রঃ—কৃষ্ণকথা কাহার নিকট নিত্য-নূতন ও অশ্রুতপূর্ব্ব মনে হয়?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—কৃষ্ণকথায় যাঁহার অনুরাগ বা

রুচি হয়, তিনিই কৃষ্ণকথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া তাহা নিত্য নূতন বা অপূর্ব্ব বলিয়া মনে করেন। কৃষ্ণকথা শুনিয়া তাঁহাদের আশা মিটে না।

কৃষ্ণকথাকেই যাঁহারা সার ও জীবন করিয়াছেন, সেই ভক্তিমান্ সাধুগণই কৃষ্ণকথাকে কামুকগণের নিকট—কামিনী-কথার ন্যায় নিত্যনূতন ও অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া অনুভব করেন। তৃষ্ণাধিক্য বশতঃই কৃষ্ণকথা তাঁহাদের নিকট অপূর্ব্ব মনে হয়। (ভাঃ ১০।১৩।২ বৈষ্ণবতোষণী- ও চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রঃ—ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী কে?

উঃ—ভাঃ ১১।১৮।১৭ বলেন—

মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাম্।
ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ॥

যিনি কায়, মন ও বাক্যকে সংযত করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। কিন্তু যিনি কায়, মন ও বাক্য এই তিনটীকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন নাই, তিনি কেবল বাঁশের দণ্ড ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হইতে পারেন না।

সন্ন্যাসী মাত্রেই গুরুনিষ্ঠ, নামনিষ্ঠ ও সেবানিষ্ঠ হইবেন। যেখানে গুর্ব্বানুগত্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কোন কথা নাই, সেই সন্ন্যাসী ধর্ম্মধ্বজী ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে লোকবঞ্চক হইয়া নিজের ও পরের সর্ব্বনাশসাধনকারী।

প্রঃ—যৎকিঞ্চিৎ ভক্তিদ্বারাও কি জীবের মহা-মঙ্গল হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভাঃ ১০।১৪।৩—৪ শ্রীসনাতনটীকা—হে ভগবন্, যথাকথঞ্চিৎ তব ভজনেন ত্বং বশীক্রিয়সে। যথাকথঞ্চিদ্ ভজনেনাপি পরমফলং উক্তং সমগ্রায়াশ্চ ভক্তের্মাহাত্ম্যং কেন বর্ণ্যতাম্? ভাঃ ১০।১৪।৪ শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিনাং একতরয়াপি ভক্ত্যা কৃতার্থী-ভবন্তি। যদুক্তং শ্রীনৃসিংহপুরাণে—"পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু। ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্ত্যৈ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ॥"

অর্থাৎ পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকায় যেমন তাহা সহজেই পাওয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তিদ্বারা পরমপুরুষ ভগবান্‌কে অনায়াসেই লাভ করা যায়। অতএব মুক্তির জন্য চেষ্টার প্রয়োজন কি?

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌কে সহজে লাভ করা যায়।

প্রঃ—অচ্যুত-নামের সার্থকতা কোথায়?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—কিঞ্চিমাত্র ভক্তি দ্বারাও অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়। ভক্তিতে আদৌ চ্যুতি হয় না। 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' ভগবদ্ভক্তের বিনাশ, চ্যুতি, হতাশা বা নৈরাশ্য নাই।

হে অচ্যুত,—তব কথঞ্চিদপি ভক্ত্যা ইষ্টসিদ্ধেশ্চ্যুতি নাস্ত্যেব। (ভাঃ ১০।১৪।৫ বৈষ্ণবতোষণী)

প্রঃ—মহাপ্রভু কিভাবে গঙ্গাকে স্তব করিয়াছেন?

উঃ—শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ১।১১২-১২১ বলেন—

সবে এক নিত্যানন্দ-সিংহ করি' সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি বহু করিলা স্তবন॥
পূর্ণ করি' করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি' করয়ে প্রণাম॥
"প্রেমরসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার স্তব জানেন সকল॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তা'র বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার সে প্রসাদে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন॥
কীট পক্ষী কুক্কুর শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নাহি তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর॥
এইমত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
শুনিয়া জাহ্নবীদেবী লজ্জিত অন্তর॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা-প্রতি স্তুতি।
তাঁ'র হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি॥

প্রঃ—ভগবৎ-স্মরণ হয় না কেন?

উঃ—ভাঃ ১০।১৪।২৮ বৈষ্ণবতোষণী-টীকা—অসদ্বস্তু-ত্যাগেন বিনা সদ্বস্তু ন প্রাপ্যতে। বিনা বিষয়াদি-পরিত্যাগং, বিনা চ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-পরিত্যাগং ভগবৎ-স্মরণং ন সিদ্ধতি।

অসদ্বস্তু ত্যাগ বিনা সদ্বস্তু লাভ হয় না। বিষয়াদি পরিত্যাগ বিনা এবং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-পরিত্যাগ-বিনা ভগবৎ-স্মৃতি হয় না।

প্রঃ—ভগবৎকৃপা লাভের উপায় কি?

উঃ—ভাঃ ১০।১৪।৩০ বৈষ্ণবতোষণী-টীকা—

ভগবৎপ্রসাদস্তু ভগবদ্ভক্তানাং নিষেবয়া এব সিদ্ধেৎ। ভগবদ্ভক্তের সেবা দ্বারাই ভগবৎকৃপা লাভ হয়।

প্রঃ—শ্রীরাধাপ্রেষ্ঠ বা শ্রীরাধাপ্রিয় কে?

উঃ—শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বলেন—শ্রীরাধার অতিশয় প্রীতিকর্ত্তা অর্থাৎ যিনি শ্রীরাধাকে অতিশয় প্রীতি করেন, তিনি শ্রীরাধাপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ।

রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শ্রীল শ্রীজীব টীকা—'রাধায়াঃ প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্তা।' যিনি গুরুকে অত্যধিক প্রীতি করেন, তিনিই গুরুপ্রিয় বা গুরুপ্রেষ্ঠ। গুরুনিষ্ঠ স্নিগ্ধ গুরুভক্তই গুরুপ্রেষ্ঠ বা গুরুপ্রিয়। গুরু যাঁহাকে ভালবাসেন, তিনি গুরুপ্রিয় বা গুরুপ্রেষ্ঠ না হইতেও পারেন। কারণ স্নেহময় শ্রীগুরুদেব ত' সকল শিষ্যকেই ভালবাসেন। স্নেহ করা ও কৃপা করাই তাঁহার স্বভাব।

প্রঃ—মৃত্যু কি কৃষ্ণেচ্ছাতেই হয়?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ২।৩২-৩৩)

প্রঃ—কি করিয়া ভক্ত হইতে পারা যায়?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহভাজন হইতে পারিলেই ভক্ত হওয়া যায়। (ভাঃ ১০।১৪।৩৬ চক্রবর্ত্তী টীকা)

জীব যতদিন সাধু-গুরুর কৃপালাভ করিয়া ভক্ত হইতে না পারে, ততদিনই কামক্রোধাদি রিপু তাহার বিবেকাদি অপহরণ করিতে সমর্থ হয়, গৃহ তাহার নিকট কারাগারবৎ দুঃখকর এবং মোহ বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে।
(ঐ)

প্রঃ—ব্রজে কৃষ্ণসেবা লাভ কি দুর্লভ?

উঃ—নিশ্চয়ই। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী গুরুর আশ্রয়, আনুগত্য, সেবা ও কৃপাতেই ব্রজভজন সম্ভব। অন্য উপায়ে ব্রজে কৃষ্ণসেবা লাভ হইতেই পারে না। তা' ছাড়া শ্রীরাধাদাস্য লাভ আরও সুদুর্লভ।

ব্রহ্মা ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াও ব্রজে সেবা পান নাই। শ্রীলক্ষ্মীদেবীও সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া গোপীর আনুগত্য না করায় কৃষ্ণসেবা লাভে অসমর্থ হন।

প্রঃ—ভক্তি র্বিষ্ণৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাৎ অর্প্যেত। এখানে ভক্তি ভগবানে অর্পণ করা কিরূপ?

উঃ—শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১৬৯ শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বলিয়াছেন—

শ্রীবিষ্ণোরেব অর্পিতা তদর্থমেব ইদং ইতি ভাবিতা, ন তু ধর্ম্মার্থাদিষু অর্পিতা, এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত।

আমি সাধুগুরুর নির্দ্দেশে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যাহা কিছু করিতেছি, তাহা ভগবানের সুখের জন্যই করিতেছি, এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়াই করিতে হইবে, ন তু স্ব-পরসুখার্থ বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থ।

ভক্তি র্বিষ্ণৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত—জিনিসটী উত্তমা ভক্তি, নিষ্কামা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি। ভজনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং ন তু স্ব-সুখে ইহাই ইহার প্রকৃত অর্থ। কিন্তু ভক্তি কৃতা সতী পশ্চাৎ অর্প্যেত—জিনিসটা মিশ্রভক্তি বা সকামা ভক্তি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের

উদ্যোগে

শ্রীপুরুষোত্তমধামে কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা পালনের বিপুল আয়োজন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থিত মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে এই বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমধামে আগামী ২১ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর সোমবার শ্রীএকাদশী তিথি হইতে ২৪ কার্ত্তিক, ১০ নভেম্বর শনিবার শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত কার্ত্তিক-ব্রত, ঊর্জ্জব্রত, দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা পালনের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা চারিমাসকাল চাতুর্ম্মাস্য যাজনে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে দামোদর-ব্রত বা ঊর্জ্জব্রত অনুকল্প-বিধি অনুযায়ী অবশ্য পালনীয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তীর্থে কার্ত্তিক-ব্রত পালনের মহিমা এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে—"ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্। তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনীতি॥" 'হে ভাবিনি! বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে গৃহে কার্ত্তিক-ব্রত করিতে নাই, সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে তীর্থে কার্ত্তিক-ব্রত করিতে হয়।' তীর্থস্থানসমূহের মধ্যে শ্রীক্ষেত্রকে তীর্থ-মুকুটমণি বলা হইয়াছে। "মথুরা-দ্বারকা-লীলা যঃ করোতি চ গোকুলে। নীলাচলস্থিতঃ কৃষ্ণস্তা এব চরতি প্রভুঃ॥"—বৈষ্ণবতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে, মথুরা-দ্বারকাদি যে সকল লীলা বিস্তার করেন, তিনি শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিয়া সেই সকল লীলাই প্রকট করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম ২৪ বৎসর নবদ্বীপে গার্হস্থ্যলীলা এবং সন্ন্যাসলীলার শেষ ২৪ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর পুরী হইতে গমনাগমন বা প্রচারলীলা এবং অবশিষ্ট ১৮ বৎসর একাদিক্রমে শ্রীপুরুষোত্তমধামেই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত নিগূঢ় প্রেমরসাস্বাদনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এজন্য নবদ্বীপবিহারী শ্রীগৌরহরি অপেক্ষা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগগণের নিকট শ্রীক্ষেত্রবিহারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অধিকতর চমৎকার-বৈশিষ্ট্য অনুভূত হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা ভগবদ্ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিগণকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ কিঞ্চিদধিক একমাসের জন্য সময় লইয়া সাধুভক্তবৃন্দের আনুগত্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, শ্রীধামবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তি-সেবনরূপ পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলনমুখে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীদামোদর-ব্রত পালনের এই সৌভাগ্য বরণ করেন।

কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত যাইতে ইচ্ছুক যাত্রিগণ আগামী ২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর রবিবার কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করিবেন। পরদিবস ২১ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর সোমবার হইতে শ্রীপুরুষোত্তমধামে ব্রত আরম্ভ হইবে। ২১ কার্ত্তিক, ৭ নভেম্বর বুধবার ব্রত সমাপ্ত হইবে। নিয়মসেবাকালে প্রত্যহ প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীপুরুষোত্তমধাম পরিক্রমা, তত্রস্থ

বিভিন্ন মন্দির ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলীসমূহ দর্শন এবং গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, শিক্ষাষ্টক, দামোদরাষ্টক, অষ্টযামে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা কীর্ত্তন, প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করা হইবে। ব্রতকালে শাস্ত্রবিহিত আহারের ব্যবস্থা থাকিবে। আগামী ২৫ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর রবিবার পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা হইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে যোগদান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত শ্রীমঠের ব্যবস্থাধীনে শ্রীপুরুষোত্তমধামে মাসাধিকব্যাপী ব্রত-পালনের ও অবস্থানের জন্য রেলভাড়া ও বাসভাড়া ব্যতিরিক্ত দুইবেলা ভগবৎপ্রসাদ সেবন ও প্রাথমিক চিকিৎসাদির ব্যয় বাবদ প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ২০০৲ দুই শত টাকা ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহারা সাধুগণের সহিত কলিকাতা হইতে যাইবেন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাঁহাদিগকে রেলভাড়া ও বাস ভাড়াদি বাবদ প্রত্যেককে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পৃথক দিতে হইবে। রেলওয়ে পাশ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেলভাড়া বাদ যাইবে।

যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এখন হইতে নিজেদের নাম ও ঠিকানাসহ খরচের নির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ টাকা অথবা ৫ আশ্বিন, ২২ সেপ্টেম্বর শনিবারের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করতঃ নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি লইবেন। ছোট থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটী, টর্চ্চ আদি সঙ্গে লইতে পারিলে ভাল হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬ (ফোন ৪৬-৫৯০০) ঠিকানায় সাক্ষাৎভাবে কিংবা পত্রের দ্বারা সম্পাদকের নিকট বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—

শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক

উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ও হরিয়ানায় শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উৎসবানুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তাঁহার সতীর্থদ্বয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ ও শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ প্রভু এবং ব্রহ্মচারী শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ দেরাদুন সহরে গত ১১ শ্রাবণ, ২৭ জুলাই শুক্রবার প্রাতে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় বহু শত ভক্ত ও নাগরিকগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। একটী সুসজ্জিত যানে শ্রীল আচার্য্যদেব সমাসীন হইলে ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন সহযোগে নির্দ্দিষ্ট আবাস স্থান পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা অনুগমন করেন।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে দেরাদুন সহরের প্রসিদ্ধ স্থান গীতাভবনে ১৬ শ্রাবণ, ১লা আগষ্ট বুধবার ও ১৭ শ্রাবণ ২রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব শতবার্ষিকীর শুভারম্ভ উপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় দুইটী বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলেখ্যার্চ্চার শতদীপ দ্বারা আরতি করতঃ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিলে দেরাদুনের সেসন্ জজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত গর্গ ও

শ্রীনিত্যানন্দ স্বামী এম্-এল্-এ যথাক্রমে সভাপতি পদে এবং স্থানীয় পুলীশ সুপারিন্টেডেণ্ট্ শ্রী জি, এল্ সিংহ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাংস্কৃতিক সমিতির (Tagore Cultural Society) সভাপতি ডক্টর শ্রীবলবীর সিং প্রধান অতিথি পদে বৃত হন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীগয়াপ্রসাদ শুক্লা মহোদয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণও শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। সভার আদি ও অন্তে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনামোদের মূলগায়কত্বে সুললিত ভজন-কীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

২রা আগষ্ট মধ্যাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উপলক্ষে গীতাভবনে যে বিরাট মহোৎসবের আয়োজন হয় তাহাতে স্থানীয় সহস্রাধিক নরনারী যোগ দেন এবং মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

জগদ্ধ্রী (হরিয়ানা) :—হরিয়ানা রাজ্যের আম্বালা জেলান্তর্গত জগদ্ধ্রীনিবাসী বিশিষ্ট নাগরিকগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব পার্ষদবৃন্দ সমভিব্যাহারে ১৮ই শ্রাবণ, ৩রা আগষ্ট দেরাদুন হইতে শুভযাত্রা করতঃ মোটরযানযোগে অপরাহ্ণে জগদ্ধ্রী সহরে শুভাগমন করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুল-ভাবে সম্পূজিত হন। শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় মাড়োয়ারী অতিথিভবনে ৩রা আগষ্ট হইতে ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত চারিটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্যদেব প্রত্যহ বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা বৈশিষ্ট ও অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ সভায় বিপুলসংখ্যক শ্রোতা সমাবেশ হয়।

বৃন্দাবন, মথুরা (উত্তর প্রদেশ) :—শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বুধবার এবং ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবার্ষিকীর শুভারম্ভ উপলক্ষে তুইটী সান্ধ্য বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী এবং মথুরা দেওয়ানী আদালতের অতিরিক্ত সেসন্ জজ শ্রীবিশ্বেশ্বরী প্রসাদ মাথুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তুই দিনই সভার প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলেখ্যার্চ্চার পূজা ও শতদীপ দ্বারা আরতি সম্পাদন করেন।

প্রথম দিন ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীগৌরকৃষ্ণ গোস্বামী শাস্ত্রী কাব্য-পুরাণতীর্থ, আয়ুর্বেদাচার্য্য ও শ্রীবনমালী দাস শাস্ত্রী শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রীবনমালী দাস শাস্ত্রীর রচিত ও পঠিত শ্রীল প্রভুপাদের মহিমাসূচক সংস্কৃত-স্তব শ্রীল প্রভুপাদাশ্রিত ব্যক্তিগণের চিত্তে উল্লাস বর্দ্ধন করে।

পরদিবস সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রাচ্যদর্শন সংস্থার (I.O.P.) সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বক্তৃতা করেন। অদ্যকার সভায় 'মানবসেবা সঙ্ঘে'র স্বামী শ্রীশরণানন্দজী উপস্থিত ছিলেন।

পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তদীয় সতীর্থ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ এবং উদালা মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারী শিষ্যবর্গ ও ভক্তবৃন্দসহ গত ১৬ আষাঢ় ১লা জুলাই রবিবার সংকীর্ত্তনসহযোগে পুরীধামে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনসেবা সম্পাদন ও শ্রীনৃসিংহমন্দির ও ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরাদি দর্শন করেন। পরদিবস রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দির হইতে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ পরমোল্লাসের সহিত অবিশ্রান্তভাবে নৃত্য ও সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত পথ চলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভাব লইয়া রথাকর্ষণ করিয়াছিলেন ভক্তগণের হৃদয়ে উক্ত ভাব উদ্দীপনার্থে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থকে 'হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, বৃন্দাবনে চলো হে গোপীনাথ', কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ করিলে শ্রীগুরু-কৃপায় উক্ত সংকীর্ত্তনে ভক্তগণের হৃদয়ে এরূপ ভাবের উদ্দীপনা হইল যে, রথে যোগদানকারী বহু ব্যক্তিও আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে থাকেন। আগরতলায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ স্থাপনের জমীদাতা শ্রীগোপাল চন্দ্র দে মহাশয়ও উক্ত সংকীর্ত্তনে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ...

'শ্রীচৈতন্য-বাণী' মাসিক পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক
শ্রীপাদ যাদবেন্দ্র দাসাধিকারী, ভক্তিসুহৃদ্
(শ্রীযোগেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার, বি-এ., বি-এল্)
বিগত ১৪ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল শুক্রবার ইনি কলিকাতায়
নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন।

স্বধামে ডাঃ উপেন্দ্র চন্দ্র সাহা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত এবং শ্রীমঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ডাঃ শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সাহা বিগত ২৯শে শ্রাবণ, ১৪ই আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ণে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অকস্মাৎ দেহত্যাগের সংবাদে শ্রীমঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তমাত্রেই মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়াছেন। ডাক্তার বাবু শ্রীল গুরুদেবের ও মঠবাসী ভক্ত মাত্রেরই প্রিয় ছিলেন। মঠবাসী কেহ অসুস্থ হইলে যখনই তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইত, তিনি আসিয়া বিনা পারিশ্রমিকে রোগীকে অতিযত্নের সহিত পরীক্ষা করতঃ ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। তাঁহার বিনয় নম্র ব্যবহারে মঠবাসিগণ সকলে তাঁহাকে মঠেরই একজন সেবক বলিয়া মনে করিতেন। করুণাময় শ্রীগৌর-হরির শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার নিত্য কল্যাণ আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত [illegible]য় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) [illegible] অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৩শ বর্ষ

৮ম সংখ্যা

আশ্বিন ১৩৮০

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪১৭৭৪০

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৮০। ২০ পদ্মনাভ, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, মঙ্গলবার; ২ অক্টোবর ১৯৭৩। | ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক জোহান্স্

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৪৫ পৃষ্ঠার পর]

অধ্যাপক—আপনাদের দর্শন-শাস্ত্রে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ ও শরণাগতির কথা অতি দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। এরূপ শরণাগতির কথা অন্যত্র কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি 'হারমনিষ্টে' শরণাগতির ইংরাজী তর্জ্জমা পড়িয়া খুব আনন্দিত হই।

প্রভুপাদ—শ্রীল রূপ গোস্বামী—যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের একজন প্রিয়তম পার্ষদ—যাঁহাতে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সর্ব্ব-শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তিনি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে ষড়্‌বিধা শরণাগতির কথা লিখিয়াছেন। 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থখানা ভক্তির বিজ্ঞান, সুতরাং তাহাতে যেরূপ ভক্তির সুষ্ঠু বিশ্লেষণ আছে, তাহা অদ্বিতীয়!

প্রভুপাদ অধ্যাপক জোহান্স্ মহোদয়কে শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-রচিত 'তত্ত্বসূত্র' গ্রন্থখানা উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন,—এই গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণব-দর্শনের যাবতীয় কথা সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে; ব্রহ্মসূত্রে যেরূপ সংক্ষেপে শ্রুতির তাৎপর্য্য গ্রথিত করিয়াছে, তত্ত্ব-সূত্রেও সেইরূপ বেদান্তভাষ্য ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য্য স্বল্পাক্ষরে অতি সুষ্ঠুরূপে গ্রথিত হইয়াছে। আচারবান্ বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন না করিলে কখনও ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভাগবত—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য। শ্রীজীব গোস্বামীর যাবতীয়-গ্রন্থ ভাগবত অবলম্বনেই রচিত। গোস্বামিগণের যাবতীয় গ্রন্থও তাহাই। ভাগবতই বেদান্ত-সূত্রের মূল ভাষ্য—এই কথা শ্রীজীব গোস্বামী বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। শঙ্করের ভাষ্য—বিজাতীয় (foreign) ভাষ্য, আর ভাগবত স্বয়ং সূত্র-কর্ত্তার সূত্রের ভাষ্য বলিয়া তাহাই একমাত্র প্রকৃত ভাষ্য। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য একমাত্র ভাগবতেই পাওয়া যায়। যদিও ভাগবতে নানাপ্রকার ইতিহাস ও আখ্যায়িকা রহিয়াছে, তথাপি ইহাই একমাত্র পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক-গ্রন্থ।

অধ্যাপক—চৈতন্যভাগবতের কথা বলিতেছেন কি?

প্রভুপাদ—চৈতন্যভাগবত ভিন্ন পুস্তক, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বলিতেছি। উহা ফরাসী-ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইংরাজী-ভাষায় অসম্পূর্ণ অনুবাদ আছে মাত্র।

অধ্যাপক—শ্রীমদ্ভাগবত ফরাসী-ভাষার অনুবাদের আমি কিয়দংশ পড়িয়াছি।

প্রভুপাদ—আপনি যে শ্রীচৈতন্যভাগবতের কথা বলিলেন, তাহা ইংরেজী-ভাষায় অনূদিত হইতেছে এবং হার্ম্মনিষ্ট সাময়িক পত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক—হাঁ আমি দেখিয়াছি, অতি সুন্দর অনুবাদ হইতেছে। আমি তাহা খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করি। আমার একখানা চৈতন্যভাগবত আবশ্যক।

প্রভুপাদ—আমাদের চৈতন্যভাগবতের মূল সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। এক্ষণে নূতন সংস্করণ বিস্তৃত-ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইতেছে, তাহা প্রকাশিত হইলে আপনি পাইতে পারিবেন।

অধ্যাপক—আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবের মত সংক্ষেপে বলুন।

প্রভুপাদ—শ্রীচৈতন্যদেবের মত আমরা একটী প্রাচীন শ্লোকে সংক্ষেপে এইরূপ শুনিতে পাই—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

—ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যেভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতই—নির্ম্মল শব্দ-প্রমাণ এবং প্রেমই—পরম পুরুষার্থ, ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পূর্ণ-বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ প্রতীতিতে তত্তদ্ অধিকারী ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হন। সেই ত্রিবিধ প্রতীতি সকলেই পূর্ণ প্রতীতি। উহা শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্ম বা ব্রহ্ম-প্রতীতির ন্যায় আংশিক বা অসম্যক্ প্রতীতি নহে। ঐ ত্রিবিধ পূর্ণ-প্রতীতি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত। ভগবানের এই ত্রিবিধ পূর্ণ-প্রতীতি দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে প্রকাশিত। দ্বারকায় কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ, মথুরায় পূর্ণতর, এবং ব্রজে পূর্ণতম। আমরা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূলোকে বাস করি। এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড অধঃ সপ্তলোক ও ঊর্দ্ধ সপ্তলোক লইয়া গণিত হয়। ঊর্দ্ধ-সপ্তলোক মধ্যে ভূলোকই প্রথম। ভূ, ভুবঃ ও স্বর্ —এই ত্রিবিধ লোক সকাম পুণ্যকারী গৃহমেধিগণের ভোগ-স্থান; আর তদূর্দ্ধবর্ত্তী মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই লোক-চতুষ্টয় অগৃহস্থ-ব্যক্তিগণের প্রাপ্য স্থান। এতন্মধ্যে উপকুর্ব্বাণ অর্থাৎ যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময় গুরু-গৃহে বাস করিয়া গুরু-দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্য স্থান—মহর্লোক; নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাঁহারা আজীবন গুরু-গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্য-স্থান—জনলোক, বানপ্রস্থাশ্রমিগণের প্রাপ্য স্থান—তপোলোক এবং যতিগণের প্রাপ্য স্থান—সত্যলোক। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, অর্থাৎ যাঁহাদের ইহ-জগতে ভোগ বা ব্রহ্মে বিলীন হইবার দুষ্টাশা নাই, সেই সকল পুরুষ দুর্লভ বৈকুণ্ঠ-লোক লাভ করেন। সেই বৈকুণ্ঠেরও উপরে দ্বারকা, তদুপরি—মথুরা, তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন। এই সকল ধাম ভগবানেরই অন্তর-অঙ্গে যে সম্বাবিস্তারিণী শক্তি আছে সেই শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। পরব্যোমে যে যে ধাম আছে সেই সেই ধামই এই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অপ্রপঞ্চে যাহা নাই, তাহা প্রপঞ্চেও থাকিতে পারে না। বৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত-প্রকাশই—গোলোক। জল-সম্পর্ক-শূন্য হইয়া সরোবরে যেমন পদ্ম অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রপঞ্চ-সম্পর্ক-শূন্য হইয়া গোলোক পৃথিবীতে অবস্থান করেন, যাহাদের চিত্ত সেবোন্মুখ নহে, তাহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ধামের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করিতে পারে না। অযোধ্যা, দ্বারকা, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাদি বৈকুণ্ঠেরই প্রদেশ বিশেষ। বৈকুণ্ঠ-সুখ হইতে অযোধ্যা-সুখ মহৎ, অযোধ্যাসুখ হইতে দ্বারকা-সুখ মহত্তর; গোলোকবাসি-গণের যে সুখ, তাহা সকল সুখের শিরোমণি। রস-বিশে-ষের তারতম্যই এই সুখ-তারতম্যের কারণ। গোলোকে যে দুঃখ বর্ত্তমান আছে, সেই দুঃখসকলও সমস্ত সুখের মস্তকোপরি নৃত্য করে। আর তথায় যে শোক বর্ত্তমান আছে, সেই শোকও সমগ্র আনন্দরাশির উপর পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়া থাকে; সেখানকার দুঃখ-শোক প্রভৃতি পরমানন্দেরই পুষ্টিকারক। শ্রীচৈতন্যদেব এই বৃন্দাবনেশ বা গোকুলেশের সেবানুসন্ধানেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সমগ্র বিষ্ণুর অবতারের মূল অবতারী—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ দ্বারকেশ, মথুরেশ ও গোকুলেশরূপে প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যদেব গোকুলেশ-

কৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণে পঞ্চ মুখ্যরস বর্ত্তমান; তিনি স্বয়ং রসসাগর।

অধ্যাপক—'রস' কাহাকে বলে ?

প্রভুপাদ—শ্রীরূপগোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে রসের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য রস জড়রস নহে। জড়রস সেই অপ্রাকৃত-রসেরই হেয়, বিকৃত, খণ্ড প্রতিফলন মাত্র। রসের সংজ্ঞা এই—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

—ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল-হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত হয়। এই রসের দ্বিবিধ আলম্বন—আশ্রয় আলম্বন ও বিষয় আলম্বন। যাঁহার উদ্দেশ্যে রতির প্রবৃত্তি হয়, তিনি—'বিষয়-আলম্বন' এবং যিনি ঐ রতির আধার, তিনি—'আশ্রয়-আলম্বন'। জগতে বিষয় ও আশ্রয়ের বহুত্ব, কিন্তু মূল আদর্শে বিষয় একমাত্র এক অদ্বয়তত্ত্ব, তিনিই কৃষ্ণ; তাঁহারই সমস্ত আশ্রিতবর্গ। কৃষ্ণ আশ্রিত-বর্গের কাহারও নিকট নিরপেক্ষ, কাহারও প্রভু, কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও কান্ত। বৃন্দাবন, যমুনা, কদম্ববৃক্ষ, পুলিন, বংশী, গাভী, বেত্র, বিষাণ প্রভৃতি অচেতনপ্রায় চিন্ময়-বস্তু শান্তরসের আশ্রয়। কৃষ্ণ তাঁহার অনুগতবর্গের প্রভু। রক্তক, পত্রক, মধুকণ্ঠ প্রভৃতি তাঁহার অনুগামী-ভৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সখা। ব্রজে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় সখা। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে ভগবত্তার প্রকাশ দ্বিবিধ। নর-লীলার অপেক্ষা না করিয়াই যে পরমৈশ্বর্য্যের আবির্ভাব, তাহাকেই 'ঐশ্বর্য্য' বলে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব ও জননী দেবকীর নিকট চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনকে যোগৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রকাশ ভগবানের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ। আর পরমৈশ্বর্য্যের প্রকাশ বা অপ্রকাশে যদি নরলীলার অতিক্রম না হয়, তাহাকে 'মাধুর্য্য' বলে। যেমন, পূতনার প্রাণ-হরণকালে শ্রীকৃষ্ণ স্তন-চূষণরূপ নর-বালকচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজ্জু দ্বারা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে না পারিলেও শ্রীকৃষ্ণ জননীর ভয়ে ভীত হইবার লীলা দেখাইয়াছিলেন। বাল্য-লীলায় কোমল-চরণের আঘাতে অতীব কঠিন শকট পাতিত করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও উহা নর-লীলাকে অতিক্রম করে নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য থাকিলেও কোথায়ও তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া সামান্য নর-বালকের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন; যেমন দধি-দুগ্ধ-চৌর্য্য প্রভৃতি। সমস্ত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিলেও যশোমতী তাঁহাকে তাঁহার সামান্য পুত্র-মাত্রই বিচার করিয়াছেন। যিনি নিখিল বিশ্বের পালক-গণের পালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ-যশোদা তাঁহাদের পাল্য জ্ঞান করিয়াছেন। সখাগণ অতিশয় বিশ্রম্ভ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধের উপরে আরোহণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিয়াছেন। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবগণের দ্বারা বন্দিত দর্শন করিয়াও তাঁহাকে কান্ত-জ্ঞান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই একমাত্র পরিপূর্ণতা রহিয়াছে। ইহাই মূল আদর্শ। এই পরম উপাদেয় মূল আদর্শের বিকৃত প্রতিফলনই মায়িক জগতের অনিত্য, হেয়, খণ্ডরস-সমূহ। শ্রীকৃষ্ণে কোন প্রকার হেয়তা আরোপিত হইতে পারে না। ব্রজগোপীগণের সহিত যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, তাহা এই প্রাকৃত-রাজ্যের অন্তর্গত নহে। প্রাকৃত-রাজ্যের বিন্দু-মাত্র অভিনিবেশ থাকা পর্য্যন্ত তাহা আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না।

অধ্যাপক—অতীব কঠিন বিষয়। বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

প্রভুপাদ—কোন কোন পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণ-লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে 'অশ্লীল' মনে করেন, কেহ বা রূপক-ব্যাখ্যাদি করিয়া সেই অশ্লীল-তাকে শ্লীলতায় পর্য্যবসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু উভয়-চেষ্টারই কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণ-চরিত্র is death blow to অক্ষজজ্ঞান (অক্ষজ-জ্ঞানের পক্ষে নিদারুণ লগুড়াঘাত সদৃশ)। So-called morality is rather stumbling block to কৃষ্ণপাদপদ্ম। (বরং তথাকথিত নীতি কৃষ্ণ-পাদপদ্মের পক্ষে বুদ্ধিভ্রংশের হেতু।) কৃষ্ণ স্বরাট্-পুরুষ, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়, পরম-স্বতন্ত্র;

সুতরাং তাঁহাতে 'অশ্লীলতা' বলিয়া কোন প্রকার জিনিষ থাকিতে পারে না। তাঁহার সমস্তই 'শ্লীল' অর্থাৎ পরম শোভাযুক্ত। বদ্ধ-জীবের পক্ষেই 'শ্লীল' 'অশ্লীল'-বিচার। কিন্তু কৃষ্ণ All powerful, Absolute (সর্ব্বশক্তিমান্, নিরঙ্কুশইচ্ছাময়) অধোক্ষজ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৪৯ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—কৃষ্ণলীলা কি আধ্যাত্মিক বা রূপক?

উঃ—"আমরা বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে অপ্রাকৃত মনে করি, আধ্যাত্মিক মনে করি না। রূপক-বর্ণনদ্বারা শুষ্ক অভেদবাদকে বুঝাইবার জন্য যে-সকল চেষ্টা হয়, তাহা আধ্যাত্মিক; কেন না, তাহাতে প্রাকৃত-বৈচিত্র্য অবলম্বন-পূর্ব্বক তন্নিরসনদ্বারা অদ্বৈতবাদ বলা হয়। কিন্তু ব্রজলীলা বর্ণন সেরূপ নয়। প্রাকৃত-বৈচিত্র্যের আদর্শ-স্থলীয় অপ্রাকৃত-চিন্ময়-বৈচিত্র্য আছে। যে-সকল বর্ণন পাঠ করিয়া অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়, তাহাকে অপ্রাকৃত বর্ণন বলে।"

—'সমালোচনা,' সঃ তোঃ ৬।২

প্রঃ—কৃষ্ণলীলা কেন আধ্যাত্মিক নহে?

উঃ—"কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিকী নয়। যে-স্থলে সকল তত্ত্বই একমাত্র ব্রহ্মাত্মায় পর্য্যবসিত করা যায়, সেই স্থলে আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার উদয় হয়; মায়াবাদই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক অর্থের ও ভাবের যেখানে প্রবলতা, সেখানে কৃষ্ণলীলা ও চিন্ময় বৃন্দাবন-লীলার নির্ব্বাণ হয়। কৃষ্ণলীলা বিচিত্র। আধ্যাত্মিক-ভাব ও বৈচিত্র্য-ভাব—পরস্পর বিপরীত। আধ্যাত্মিক-ভাবে সেই পরম তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয় সুপ্তশক্তিক ব্রহ্ম। বিচিত্রশক্তি-ক্রিয়াতেই কেবল নিত্যরূপে কৃষ্ণলীলার উদয় হয়। এই দুইটী ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরম-তত্ত্বে পরস্পর বিরোধ করে না। সুতরাং জ্ঞানমার্গে আধ্যাত্মিকভাবে যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্ম উদিত থাকেন, সেই কালেই বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন পরমতত্ত্ব নিত্যধাম বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিতে থাকেন। মানব-বিচারে এইরূপ যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব স্থান পায় না; কিন্তু যাঁহার প্রতি সেই পরম-তত্ত্বের কৃপা হয়, তিনিই সেই বিরুদ্ধ তত্ত্বে সামঞ্জস্য দেখিতে পান। অচিন্ত্যশক্তিক্রমেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ সিদ্ধ হইয়াছে।"

—'সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৭

প্রঃ—কৃষ্ণলীলা কি পাঞ্চভৌতিক ব্যাপার-বিশেষ?

উঃ—"অপ্রাকৃত-লীলায় যে-কিছু ব্যাপার বর্ণিত আছে, সকলই নিত্য সত্য, কখনই রূপকভাবে কল্পিত হয় নাই। জড়ীয় ইতিহাস ও অপ্রাকৃত-লীলার ভেদ এই যে, জড়ীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ ভৌতিক ও দেশ-কালের অধীন, সুতরাং অনিত্য। অপ্রাকৃত-লীলা জড়ীয় ব্যাপারের ন্যায় ভাসমান হইলেও তাহাতে ভৌতিকত্ব নাই; সে-সমস্তই চিন্ময়। ভৌতিক চক্ষে কৃষ্ণ-কৃপায় দৃষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাহার কোন অংশই এই পাঞ্চভৌতিক জগতের ব্যাপার নয়। কৃষ্ণ-লীলা প্রকৃতির অতীত, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াতীত বলিলে জড়েন্দ্রিয়ের অতীত—এইমাত্র বুঝিতে হইবে; তাহা চিন্ময় জীবের চিদিন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য বটে।"

—'সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৭

প্রঃ—কৃষ্ণলীলা কিরূপে নির্গুণ? কৃষ্ণলীলার উপকরণ কি?

উঃ—"এই জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলিত তত্ত্ব। এখানে মায়াদ্বারা সকলই কলুষিত হইয়া আছে। চিজ্জগতে মায়া ও তদীয় ত্রিগুণ না থাকায় সমস্তই অনবদ্য; সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়। কালও তদ্রূপ; দেশও

তদ্রূপ। কৃষ্ণলীলা মায়াতীত—ত্রিগুণাতীত; সুতরাং নির্গুণ। সেই লীলার রস পুষ্টি করিবার জন্য নির্দ্দোষ-কাল, নির্দ্দোষ-দেশ ও নির্দ্দোষ-আকাশ-জলাদি কৃষ্ণ-লীলার উপকরণ। সুতরাং সেই চিন্ময়কালে (যাহাতে জড়ীয় কালের বিক্রম নাই) কৃষ্ণলীলা অষ্টকালীয়;—নিশান্তকাল, প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্ন-কাল মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্নকাল, সায়ংকাল, প্রদোষকাল ও রাত্রিকাল—এইরূপ অষ্টকালে দিবা-রাত্রি বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার নিত্য অখণ্ডরসের পুষ্টি করিতেছে।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

প্রঃ—প্রকট-ব্রজলীলা কয় প্রকার?

উঃ—"প্রকট-ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দুই প্রকার—ব্রজে অষ্টকালীয়া লীলাই নিত্য; আর পূতনা-বধাদি ও দূর-প্রবাসাদি নৈমিত্তিক লীলা।"

—জৈঃ ধঃ ৩৮শ অঃ

প্রঃ—অসুর-মারণাদি-লীলায় কি শিক্ষা আছে?

উঃ—"অসুর-মারণাদি-লীলায় ব্যতিরেকরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব জানা যায়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭

প্রঃ—ভগবান্ সাকার,—না নিরাকার?

উঃ—"তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও চিৎসাকার। চিৎসাকার হইতে পারেন না—এ কথা বলিলে তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি অস্বীকার করা হয়।"

—জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

প্রঃ—বেদ পরমেশ্বরকে নিরাকার বলেন কেন?

উঃ—"জড়পদার্থের যেরূপ একটি স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না—এইজন্যই বেদে কোন কোন স্থলে তাঁহার নিরাকার (?) বলিয়া উক্তি হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—পরমেশ্বরকে সাকার, অথবা নিরাকার, কোন্ বিচারে বিচার করা ভাল?

উঃ—"পরমেশ্বর—বস্তুতঃ চিৎসাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। যে-সকল ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে কোন একটীর প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না, বলিতে হইবে।"

—তঃ সূঃ, ৪সূঃ

প্রঃ—নিরাকার ও চিদাকারের স্বরূপ কি?

উঃ—"বেদশাস্ত্র-মতে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নিত্য। নিরাকার ধর্ম্ম প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বৈপরীত্যরূপ বিকার-বিশেষ অর্থাৎ জড়ীয় সত্ত্বে যে আকার আছে, তন্নিষেধক ভাববিশেষ। প্রকৃতির অতীত যে চিন্ময় বিগ্রহ, তাঁহার আকারও চিন্ময়। মায়িক-সত্ত্বের নিরাকারত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৬৬-১৬৭

প্রঃ—সাকার ও নিরাকার উভয় কথাই পরমেশ্বরের প্রতি যুগপৎ সত্য কিরূপে?

উঃ—"সাকার ও নিরাকার লইয়া বিবাদ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই, কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-সকল—ভক্তেরই গ্রাহ্য। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত-চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত-চক্ষের পক্ষে সাকার,—ইহা বলা যাইতে পারে; অতএব তাঁহার উভয় স্বরূপই স্বীকৃত।" —তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

প্রঃ—কিরূপে ভগবানের একই কালে সর্ব্বব্যাপী ও সাকার থাকা সম্ভব হইতে পারে?

উঃ—"বিচিত্র শক্তিক্রমে ভগবান্ একই কালে সর্ব্বব্যাপী ও চিৎসাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মেতর পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য।"

—তঃ সূঃ, ৪সূঃ

প্রঃ—পরমেশ্বর কি জীবকৃত অথবা স্বকৃত বিধি-বাধ্য?

উঃ—"শারীরিক নিয়ম এই যে, একহস্ত পরিমিত দড়িতে এক হস্ত দড়ি সংযোগ করিলে দুই হস্ত হইবে, কখনই তিন হস্ত হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত নিয়মে পরমেশ্বর বাধ্য নহেন। তিনি বিধিসকলের বিধাতা; অতএব স্বকৃত বিধিতে তিনি বাধ্য হন না।"

—তঃ সূঃ, ৪সূঃ

প্রঃ—পরমেশ্বর কি দেশ-কালের অধীন-তত্ত্ব?

উঃ—"Our ideas are constrained by the idea of space and time, but God is above that constraint."

—The Bhagabat :
Its philosophy, Its Ethics & Its Theology.

প্রঃ—কোন্ সময়ে সাকার-নিরাকারের বিবাদ-ভঞ্জন হয় ?

উঃ—"সাত্বত-তত্ত্ব—সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত। অতএব সাকার-নিরাকার-রূপ বিবাদে সারগ্রাহিগণ কদাচ লিপ্ত হইবেন না। ভক্তির উদয় হইলেই মানবের বুদ্ধি-বৃত্তিতে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রতীত হইবেন।"

—তঃ সূঃ, ৪সূঃ

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধত্ব কেন ?

উঃ—"চতুঃষষ্টি গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ চিদ্ভাবে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য-দেদীপ্যমান। শেষোক্ত চারিটী গুণ কেবল শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ব্যতীত তাঁহার কোন বিলাস-মূর্ত্তিতেও নাই। সেই চারিটী পরিত্যাগ করিয়া ষষ্টি-সংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিদ্ভাবে চিদ্ঘনবিগ্রহ পরব্যোম-পতি নারায়ণে দেদীপ্যমান। শেষোক্ত নয়টী গুণ বিযুক্ত হইয়া অবশিষ্ট পঞ্চান্নটী গুণ অংশরূপে শিবাদি দেবতায় আছে। প্রথমোক্ত, পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সমস্ত জীবে পরিলক্ষিত হয়। শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণেশ ও ইন্দ্র—ইঁহারা সেই ভগবানের অংশ, গুণ-বিশিষ্ট, জগদ্ব্যাপারে অধিকার-প্রাপ্ত ভগবদ্বিভূতিরূপ অবতার-বিশেষ ; স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই ভগবদ্দাস। তাঁহাদের কৃপায় বহু বহু জন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিলাভ করিয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতের নিকট কিরূপ ?

উঃ—"সদা শুদ্ধ সিদ্ধকাম, ভকত-বৎসল নাম,
ভকত-জনের নিত্য স্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যা'রে, কে তা'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি॥"

—শঃ

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ লীলাময় কেন ?

উঃ—"শ্রীকৃষ্ণ—পরম তত্ত্ব, তাঁ'র লীলা—শুদ্ধ সত্ত্ব,
মায়া যাঁ'র দূরস্থিতা দাসী।
জীব প্রতি কৃপা করি, লীলা প্রকাশিল হরি,
জীবের মঙ্গল-অভিলাষী॥"

—শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ, ২৮, গীঃ মাঃ

প্রঃ—পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত-স্বরূপ-সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ কি ?

উঃ—" 'বহুস্যাম্' (তৈঃ উঃ ব্রঃ—৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতি-মতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন 'স ঐক্ষত' (ঐতঃ উ—১।১) এই বাক্য-মতে প্রাকৃত শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময় প্রাকৃত-মন-নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। তবে ভগবান্ যে মনে চিন্তা করিলেন, যে নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সে মন-নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত নেত্র-মন ছিল, ইহা সর্ব্ববেদ-সম্মত।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৪৩-১৪৮

প্রঃ—ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-বিচার কিরূপ ? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কি স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব,—না আপেক্ষিক ?

উঃ—"সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্। এই গুণগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাবে ন্যস্ত। ইহার মধ্যে অঙ্গী কে ? অঙ্গই বা কাহারা ? অঙ্গী তাহাকেই বলি—যাহাতে অঙ্গগুলি ন্যস্ত থাকে, যথা, বৃক্ষ—অঙ্গী, তাহার ডাল-পালা—অঙ্গ। শরীর—অঙ্গী, হস্ত-পদাদি—অঙ্গ। এই গুণগুলি অঙ্গ-স্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে, তাহাই অঙ্গী। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের শ্রীই অঙ্গী এবং আর গুণগুলি—অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ—এই তিনটী অঙ্গ ; যশঃ হইতে বিস্তৃত জ্যোতিঃ-স্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ-কিরণরূপে প্রতীয়মান ; যেহেতু উহারা গুণের গুণ, স্বয়ং গুণ নয়। নির্ব্বিকার জ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ-কান্তি। নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব ন'ন—শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ত্ব। অগ্নির প্রকাশ-গুণ স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নয়,—অগ্নির স্বরূপাশ্রিত গুণবিশেষ।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

সাত্বত শ্রাদ্ধ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৫৭ পৃষ্ঠার পর]

বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ ও কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০; ইং ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩ তারিখে লিখিত একখানি পত্রে জানাইতেছেন —

"** আপনার পিতা মহাশয় ১২ই কার্ত্তিক শ্রীপুরুষোত্তমধাম লাভ করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। শ্রীহরিনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে জীব ধাম প্রাপ্ত হন। লৌকিক বিচারের অবলম্বনে যাহা কিছু করা যায়, তদ্দ্বারা সংসারে পুনর্জ্জন্ম হয়। বৈদিক ক্রিয়াগুলি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মফলপ্রাপ্তির প্রাপ্য বিষয়। তবে শ্রাদ্ধবাসরে ভগবৎপ্রসাদ পিণ্ডরূপে পরলোকগত হরিনাম পরায়ণ জনগণকেও দেওয়া যায়। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য পিণ্ড দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কর্ম্মপদ্ধতি ফলভোগের আবাহন করে। যাঁহারা হরিনাম করেন, তাঁহাদের কর্ম্মফল ভোগের বিচার নাই। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের কৃত্য এই যে, শ্রাদ্ধবাসরে ভগবানের ভোগ দিয়া কিয়ৎপরিমাণে প্রসাদ দ্বারা পরলোকগত আত্মার মঙ্গলবিধানের সাহায্য করা। ভগবদ্ভক্তগণকে প্রসাদ দ্বারা তৃপ্তি-বিধান ও হরিনামযজ্ঞের আবাহন করা কর্ত্তব্য। আমাদের এই বিচার শুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত। যাঁহারা বিদ্ধা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের শাস্ত্রের ধারণা অন্যপ্রকার অধিকার গত। উহা আমরা আদর করিতে পারি না।"

—পঃ ৩য় খঃ ১০পৃঃ

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪২; ৩০শে জুলাই, ১৯৩৫ তারিখের একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—

"একাদশদিবসে শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবন্নৈবেদ্য স্বধামলব্ধ শ্রীযুক্ত সু—প্রভুকে দিবেন এবং পাঁচজন বৈষ্ণবের সেবা করাইবেন। লৌকিক শ্রাদ্ধ পুত্র বা Proxyর (অপরের হইয়া কাজ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির) দ্বারা করাইতে আপনারা কোন আপত্তি করিবেন না। সু—প্রভুর পুত্র এখন নাবালক, তারপর লৌকিক সমাজও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া শুদ্ধ হয় নাই। তিনি নিজে শুদ্ধভক্ত ছিলেন বলিয়া আপনারাই মহাপ্রসাদ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদান করিবেন। স্মার্ত্তমতে তাঁহার শ্রাদ্ধে আপনারা বাধাও দিবেন না।"

—পঃ ৩য়ঃ খঃ ৮০ পৃঃ

ভগবদ্ভক্তের কামনামূলক পিতৃশ্রাদ্ধ বা গয়াশ্রাদ্ধাদির কোনও আবশ্যকতা হয় না, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ২রা পৌষ, ১৩২৩; ইং ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৬ তারিখে লিখিত একখানি পত্রে জানাইয়াছেন—

"** যে বংশে ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশীয় পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ মঙ্গল হয় এবং তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হইয়া যান। সেই পিতৃপুরুষদের জন্য কোন কামনা করিতে হয় না। গয়ায় কর্ম্মময় ভোগ্যবুদ্ধিতে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিবার দরকার নাই। "বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ" (ভাঃ ৬।৩।২৫) প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোকদ্বারা তাদৃশ বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ড নিরস্ত হইয়াছে। আপনারা ঐসকল বৃহৎব্যাপারে প্রবিষ্ট হইবেন না। **"

—পঃ ২য় খঃ ১৭পৃঃ

শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও অদীক্ষিতের বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধবিচার-প্রণালী-সম্বন্ধে পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার ৩রা ফাল্গুন, ১৩৪১; ইং ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ তারিখে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ পুরী হইতে লিখিত পত্রে জানাইয়াছেন—

"* * মহাশয়ের পিতৃদেবের স্বধাম-প্রাপ্তি হইয়াছে, জানিলাম। তাঁহার যে পুত্র দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহার দশাহের পরে একাদশদিবসে মহাপ্রসাদ দ্বারা পিণ্ড দিতে এবং শুদ্ধভক্ত বিপ্রগণকে সেবা করাইতে হইবে। উহা

শ্রীগৌড়ীয় মঠে করিলে বৃথা ও অবিবেচক স্মার্ত্তের হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে না। আর যে-সকল পুত্র হরিনাম করেন না ও সমাজের বাক্যবাণ সহ্য করিতে পারিবেন না, তাঁহারা স্মার্ত্তমতে পিণ্ড দান করিবেন, উহাতে * * মহাশয়ের আপত্তি থাকিবে না। শ্রীহরিনাম করিয়া পিতৃপুরুষগণকে প্রেতজ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তবে স্মার্ত্তমতে যেসকল ব্যবস্থা আছে, উহা অধিকার-বিচারে ব্যবস্থিত। বিশেষতঃ স্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধ করিলে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণ তাহা কখনও স্বীকার করেন না।

শ্রীমানের জননী হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি পুত্রের বিচার গ্রহণ করিবেন। তিনি স্মার্ত্তের পললান্ন (রাক্ষসান্ন) শ্রাদ্ধের বিষয়ে মৌন থাকিবেন। স্মার্ত্তের বিচার যখন শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ভগবানের নিজজনগণ জানাইয়াছেন, তখন অবিচারক স্মার্ত্ত-পদ্ধতি ভক্তগণ স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। আর মুক্তগণের শাস্ত্র ও বিচারপ্রণালীও স্মার্ত্তের বোধগম্য নহে। আপনি এই সকল কথা বিলক্ষণ অবগত আছেন; সুতরাং আমার উক্তি অনুসারে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

শ্রীমান্ * * শূদ্রবিচারে শোকের চিহ্ন ধারণ করিবেন না; কারণ ভক্তের প্রাপ্তিতে ভক্তগণের শোক হয় না। কিন্তু তাঁহার অন্য শোকতপ্ত ভ্রাতৃগণ শূদ্রবিচারে ত্রিংশৎদিবস শোকচিহ্ন ধারণ ও কাচা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

শ্রীমান্ * * ও অন্যান্য নামাশ্রিত ভক্তগণ প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের স্মার্ত্ত-বিধির জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। পরলোকে গমন করিয়া বৈষ্ণব প্রেত হন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধ অনিবেদিত বস্তুতে হইবে বলিয়া যে কুমত চলিত আছে, সে-সকল কথা হইতে আপনি দূরে থাকিবেন।"

— পঃ ৩য় খঃ ৪১ পৃঃ

বৈষ্ণবের অশৌচ বা শোক নাই, হরিসেবা দ্বারাই তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সমাধা হয়, তথাপি লোকব্যবহার রক্ষণার্থ তিনি যে কোন দিনে মহাপ্রসাদান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতে পারেন,—এতৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিগত ১১ই মে, ১৯২৩ তারিখে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে লিখিত একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা ত্যক্তগৃহই হউন, তাঁহার কোন অশৌচ বা শোক নাই। হরিসেবা করিলেই পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সমাধা হয়। স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয় না। তবে লোক-ব্যবহারের জন্য গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ হরিনাম-গ্রহণজনিত নিত্য শুচি হইয়া যেকোনও দিন মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারেন—তাহাই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ।" — পঃ ১ম খঃ ১৬পৃঃ

শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীগোবিন্দ ভক্তগণের নিমিত্ত যে 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' নামক পদ্ধতি-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"শ্রীমদ্‌গোবিন্দভক্তানাং সেবানামাপরাধতঃ।
কৃতেয়ং পদ্ধতিঃ কিন্তু পিতৃদেবার্চ্চনং বিনা॥"

অর্থাৎ অনন্যশরণ শ্রীগোবিন্দ-ভক্তগণের সেবাপরাধ ও নামাপরাধ নিবারণার্থ পিতৃদেবার্চ্চন বর্জ্জনপূর্ব্বক এই পদ্ধতি লিখিত হইল।

শ্রীবিষ্ণুযামলসংহিতায় লিখিত আছে—

যৎপূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ
তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূত সলোকপালাঃ।
সর্ব্বেগ্রহাস্তরণি সোম-কুজাদি মুখ্যা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অর্থাৎ যাঁহার পূজা-দ্বারা দেবতা-পিতৃ-ঋষি-প্রাণী-লোকপালসমূহ এবং সূর্য্যচন্দ্রমঙ্গল-প্রমুখ গ্রহগণ পূজিত ও তুষ্ট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ৪।৩১।১৪) 'যথা তরোর্মূল নিষেচনেন' ইত্যাদি শ্লোকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীগোবিন্দ পূজাতেই যে সকল-দেবতা ও পিতৃবর্গ নিরতিশয় তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে উত্তরগীতায় ভগবৎপূজা দ্বারাই দেবতা-ঋষি-পিতৃ-বর্ণাশ্রমী প্রভৃতি সকলেরই যে সুনিশ্চিত পূজা হইয়া যায়, ইহা নিঃসংশয়িতভাবে উক্ত

হইয়াছে—

দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোঽহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয়।
মৎপূজনেন সর্ব্বার্চ্চা স্যাদ্ধ্রুবং নাত্র সংশয়ঃ॥

ঋগ্বেদে কৃষ্ণোপনিষদে "ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলং কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বৈকার্য্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ কৃষ্ণোঽনাদিস্তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী।"

[অর্থাৎ ওঁ কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দঘন, কৃষ্ণ আদি পুরুষ, কৃষ্ণ পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ কর্ম্মাদিমূল, কৃষ্ণ সকলের একমাত্র প্রভু (সর্ব্ব-এক-আর্য্য), কৃষ্ণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি-ঈশ্বরপ্রমুখ দেবগণের প্রভু ও পূজ্য (কো ব্রহ্মা, অকারো বিষ্ণুঃ, শংকৃৎ মহাদেবো......), কৃষ্ণ অনাদি, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যত মঙ্গল, কৃষ্ণসেবক কৃতী ব্যক্তি তৎসমস্ত মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণেই লাভ করিয়া থাকেন।] এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ১৫।১৮ শ্লোকে "যেহেতু আমি ক্ষর-বস্তুর অতীত, অক্ষর বস্তু হইতেও উত্তম, অতএব বেদে ও লোকে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ।" ইত্যাদি ভূরি ভূরি শাস্ত্রবাক্যে শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বময়ত্ব ও সর্ব্বপূজ্যত্ব কথিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার পূজাতেই সকলের পূজা হইয়া যায় বলিয়া অন্যকর্ম্ম অকরণজনিত কোন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণপূজা হইলেও অন্য দেবতাঋষি-পিত্রাদির তর্পণ হইল না, এইরূপ সংশয়ই সেবা-নামাপরাধব্যঞ্জক, তজ্জন্য দেবপিত্রাদির স্বতন্ত্র পূজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপূজাকেই মুখ্য রাখিয়া পিত্রাদিকে সেই শ্রীভগবৎপ্রসাদ ও শ্রীভগবচ্চরণামৃত প্রদান সাত্বত শ্রাদ্ধরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে কথিত হইয়াছে—

সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্য্যাৎ কুশধারণম্॥

অর্থাৎ যদি মানব বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি সঙ্কল্প, দান, পিতৃদেবার্চ্চনাদি করিবেন না। এস্থলে পিতৃশব্দে—সকল পিতৃমাতৃ লোক গ্রহণ, তাহার অর্চ্চন অর্থাৎ শ্রাদ্ধতর্পণাদি কৃত্য, দেবার্চ্চন পদে গণেশাদি সকল দেবতার পূজা, আদি শব্দে নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি নামাপরাধজনক অপর যাবতীয় কর্ম্ম, 'সঙ্কল্প' বলিতে বিবিধ কর্ম্মফলের উদ্দেশ্যে মনঃস্থাপন, 'দান'—ফলাকাঙ্ক্ষিরূপে বাক্য-রচনা-পূর্ব্বক দান, কুশধারণ এবং চকার হইতে ভগবদ্ধর্ম্মে নিষিদ্ধ যে-সকল কর্ম্ম, তৎসমস্তও করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু যদি আপত্তি উত্থাপিত হয়, যথা বিষ্ণুসংহিতা-বাক্য—"দেবতা পিতৃবন্ধূনামৃষিভূতনৃণান্তথা। ঋণী স্যাত্তদধীনশ্চ বর্ণাদি জন্মমাত্রতঃ॥" [অর্থাৎ বর্ণাদি জীব জন্মমাত্রই দেবতা-পিতৃ-বন্ধু-ঋষি-প্রাণি-মনুষ্যের নিকট ঋণী ও তাহাদের অধীন হয়।], তদুত্তরে শ্রীমদ্‌ভাগবত (ভাঃ ১১।৫।৪১) বলিতেছেন—

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥"

অর্থাৎ "হে রাজন্, যিনি অপর কর্ম্ম পরিহার করিয়া শরণ্য মুকুন্দের সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত, আপ্ত, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট ঋণী ও কিঙ্কর হন না।"

এস্থলে শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ উক্তভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধার পূর্ব্বক বিচার প্রদর্শন করিতেছেন যে, শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত অনন্যশরণ গৃহস্থাদি মনুষ্যমাত্রকেই দেবপিত্রাদির ঋণে ঋণী হইতে হয় না।

দেবতাদির তর্পণ পূজাদি পৃথক্‌ভাবে করিলে তাঁহাদের কিঙ্কর হইয়া তত্তৎপ্রদত্ত দেবলোক, পিতৃলোক, ভূতলোকাদি নশ্বর লোক প্রাপ্ত হইয়াও আবার ক্ষীণপুণ্য হইয়া তত্তল্লোক হইতে পুনরাবৃত্ত হইতে হয়। আবার ঐ সকল না করিলেও ঋণগ্রস্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ গতাগতি লাভ করিতে হইবে। এজন্য যিনি সেবা-নামাপরাধজনক নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে মুকুন্দ-সেবন-রত হন, তাঁহাকে আর ঋণী বা কিঙ্কর হইয়া ইতরগতি লাভ করিতে হয় না।

শ্রীগীতা ৯ম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ 'যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ',

'যান্তি দেবব্রতা দেবান্' ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্ট করিয়াই তাঁহার পাদপদ্ম ব্যতীত অন্যদেবতাভক্তিকে অবিধি বলিয়াছেন এবং দেবপিত্রাদি আরাধনার ফলেরও নশ্বরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাতে অনন্যশরণ ব্যক্তিই তাঁহার গোলোক বা বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধাম প্রাপ্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।

উত্তরগীতায় উক্ত হইয়াছে—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কর্ম্ম ত্রিবিধমুচ্যতে।
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসো ন্যাসী তদ্ধর্ম্মমাচরন্॥

অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-ভেদে কর্ম্ম তিনপ্রকার বলিয়া কথিত হয়। এই কর্ম্মসকলের ন্যাস বা বর্জ্জনকে 'সন্ন্যাস' কহে। সেই ন্যাসধর্ম্ম আচরণকারী 'সন্ন্যাসী'।

'প্রত্যহ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে' ('অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত') এই শ্রুতি বাক্যে অকরণজনিত প্রত্যবায় পরিহারার্থ সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে মহর্ষি হারীত বলিতেছেন—

প্রত্যহং যস্ত্রিকালজ্ঞঃ সন্ধ্যোপাসনকৃদ্দ্বিজঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি গায়ত্রীজপতৎপরঃ॥

অর্থাৎ "প্রত্যহ ত্রিকালজ্ঞ সন্ধ্যোপাসনাকারী গায়ত্রী-জপতৎপর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।" (ত্রিকালজ্ঞ বলিতে প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্ন সন্ধ্যোপাসনার এই কালত্রয় যিনি অবগত।) ফলসঙ্কল্প ব্যতীতও এই সন্ধ্যোপাসনার ফল হইবে—ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক নহে।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিতে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম। ইহাও ফলাকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত না হইলেও ব্রহ্মলোক প্রাপক হইবে। যথা স্কান্দে—

"গয়ায়াং বিরজে চৈব মাহেন্দ্রে জাহ্নবীতটে।
অত্র পিণ্ডপ্রদো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥"

অর্থাৎ গয়ায়, বিরজাক্ষেত্রে, মহেন্দ্র পর্ব্বতে, জাহ্নবীতটে পিণ্ডদানকারিব্যক্তি অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

শ্রীগোস্বামিপাদ উহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—গয়ায় শ্রীবিষ্ণুপদাদি একক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমির সর্ব্বত্র। অথবা পুরাণান্তর মতে যোজনপরিমিত বিষ্ণুপাদক্ষেত্রে; বিরজে—বিরজক্ষেত্রে, মাহেন্দ্রক্ষেত্রে। 'এব' নিশ্চয়ই, চকার হইতে — কুরুক্ষেত্র-বদরী-কেদারক্ষেত্র-বেঙ্কটাচলক্ষেত্র-শ্রীরঙ্গনাথক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদি অপর সকলতীর্থ ও পুণ্যভূমিতে। জাহ্নবীতটে শ্রীগঙ্গাগর্ভস্থ জল হইতে এক-ক্রোশপর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমির যে কোন স্থানে। এই সকল স্থলে শ্রাদ্ধকার্য্যে যাঁহাকে পিণ্ড দেওয়া হয়, সেই পিণ্ডপ্রদ ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া অবশ্যই কৃতার্থ হন। শ্রাদ্ধ-কর্তৃরূপে পিণ্ডপ্রদানকারীর পুত্রাদিও অনাময় অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত রোগশোকাদি তাপত্রয় ও অপর সর্ব্ব-প্রকার উপদ্রবশূন্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন অর্থাৎ সত্য-লোক প্রাপ্ত হন।

কিন্তু কাম্যকর্ম্ম কেবল ফল-সঙ্কল্পেই হইয়া থাকে। তাহাতেও কাম্যকর্ম্মের ফল-কামনা ব্যতীতও ফল হইয়া থাকে। যথা শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

যঃ কশ্চিৎ পুরুষোঽপীহ কৃত্বা চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যস্তথা দ্বাদশবার্ষিকম্॥

অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি ইহলোকে চান্দ্রায়ণ ও দ্বাদশ-বার্ষিক ব্রত করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ করিতেছেন— "শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—কাম্যকর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মকে নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠান করার নামই 'সন্ন্যাস'। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগ করার নামই 'ত্যাগ'। বিচক্ষণ কবিসকল সন্ন্যাস ও ত্যাগের এই পার্থক্য বলিয়াছেন।"

বস্তুতঃ এই সকল কর্ম্ম-বিচার বড়ই জটিল রহস্যপূর্ণ। এই জন্য সদ্গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মাগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক "শ্রীমদ্ গোবিন্দে পূজিতে সতি সর্ব্বেদেবাঃ পিতরশ্চ পূজিতা ভবন্তি" এই বিচার বরণই শ্রেয়ঃ। ইচ্ছা হইলে নৈবেদ্যার্পণ-বিধি অনুসরণে ভগবৎপ্রসাদ পিত্রাদিকে নিবেদন করিতে পারেন। স্কন্দপুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে —

অর্চ্চিতে দেবদেবেশে অব্জশঙ্খ গদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ পিতরো দেবা যতঃ সর্ব্বময়ো হরিঃ॥

অর্থাৎ পদ্মশঙ্খগদাধর দেবদেবেশ শ্রীভগবান্ অর্চ্চিত হইলে দেবগণ ও পিতৃগণ অর্চ্চিত হন, যেহেতু হরি সর্ব্বদেবময়।

শ্রীমদ্‌গোস্বামিপাদ বলিতেছেন—

"কলিযুগে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপূজাদিপরায়ণবর্ণাদয়ো লোকযাত্রা নিত্যাদিকর্ম্মাকরণত্বেনাপি সম্পূর্ণ কর্ম্মকর্ত্তারো ভবন্তীত্যত্রাহ বৃহন্নারদীয়ে—

হরিনামপরা যে চ হরিকীর্ত্তনতৎপরাঃ।
হরিপূজাপরা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলৌযুগে॥

অর্থাৎ কলিযুগে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপূজাদিপরায়ণবর্ণাশ্রমী প্রভৃতি ব্যক্তি লোকযাত্রা নিত্যাদি কর্ম্মের অকরণেও সকল-কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। এবিষয়ে শ্রীবৃহন্নারদীয়ে উক্ত হইয়াছে—যাঁহারা হরিনামপরায়ণ, হরিকীর্ত্তনে তৎপর ও হরিপূজা-পরায়ণ, তাঁহারা কলিযুগে কৃতার্থ।

ঐকান্তিক ভক্তগণের অন্যকোন কৃত্যও রুচিপ্রদ হয় না, যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২০শ বিলাস উপসংহারে ধৃত শ্রীবিষ্ণুরহস্য-বাক্য—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥

অর্থাৎ এইরূপ যে সমস্ত ঐকান্তিক ভক্ত পরম প্রীতিসহকারে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন ও স্মরণরত, তাঁহাদিগের প্রায়ই অন্য কোন কৃত্যে রুচি হয় না।

যাঁহারা সেরূপ ঐকান্তিকতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদেরই 'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়' এই সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের অভাব-হেতু নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে কিছু কিছু রুচি থাকে। সেক্ষেত্রে যাহাতে তাঁহারা ভক্তিপথভ্রষ্ট হইয়া না যান, এজন্য বৈষ্ণবশ্রাদ্ধাদির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে ভগবৎ-পূজা ও পিত্রাদির উদ্দেশ্যে ভগবন্নিবেদিতান্ন দানই বিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ এতৎসহ যে ষোড়শ বা ষড়ঙ্গ দানাদির ব্যবস্থা দেন, তাহা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনা-মূলে বিষ্ণুভক্তকে দান করা হইলে দোষাবহ হয় না। নতুবা গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া বৈতরণী নদী পার হইবার কাম্যবিচার-মূলে ধেনুদান বা ঐরূপ নানা কামনা-বাসনামূলে অন্যান্য দ্রব্য উৎসর্গীকৃত হইলে সেই সকল 'দানসাগর' হইলেও তাহা পরলোকগত আত্মাকে এই ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যেই ঘুর-পাক খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবার্থ দানে গোলোক-বৈকুণ্ঠগতি লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন—

বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যৎকিঞ্চিদ্বিষ্ণুভক্তায় দীয়তে।
দানং তৎ **বিমলং** প্রোক্তং কেবলং মোক্ষসাধনম্॥

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি উদ্দেশ্যে যাহা কিছু বিষ্ণুভক্তকে দেওয়া যায়, সেই দানই **বিমলদান** নামে কথিত এবং এইরূপ দানই একমাত্র মোক্ষসাধক।

পরন্তু নামাশ্রিত **একান্তী-বৈষ্ণব** শ্রাদ্ধাদির আবশ্যকতাই বিচার করেন না। শ্রীবশিষ্ঠ সংহিতায় আছে—

নিতং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবো গৃহী॥

বৈষ্ণবো গৃহী অনন্যশরণত্বেন কেবলং শ্রীবিষ্ণুপূজাদিকং বিনা নিত্যাদিকং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম ন করিষ্যতি—অর্থাৎ বৈষ্ণবগৃহস্থ অনন্যশরণত্ব-হেতু কেবল শ্রীবিষ্ণুপূজাদি ব্যতীত নিত্যাদি কিঞ্চিন্মাত্র কর্ম্মও করেন না।

"বৈষ্ণব গৃহী নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সংকল্প, দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম করিবেন না।" এস্থলে দৈব-অর্থে দেবপূজাদি কৃত্য, পৈত্র-অর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কৃত্য। স্বতন্ত্রভাবে পূজনই বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। নতুবা বৈষ্ণব-বিচারানুসরণে শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদনির্ম্মাল্য-চরণামৃতদান একান্তী বৈষ্ণবের রুচিপ্রদ না হইলেও তাহা অনুন্নত অধিকারীর পক্ষে ভক্তিপ্রতিকূল-বিচার হয় না।

শ্রাদ্ধবাসরে শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় প্রস্থানত্রয় [শ্রুতি—কঠাদি উপনিষদ্, স্মৃতি—(গীতা ভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যভাগবতাদি), ন্যায়—ব্রহ্মসূত্র] পাঠের ব্যবস্থা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বলি-বামন-সংবাদ, অজামিল-উপাখ্যান, গজেন্দ্রমোক্ষণাদি-প্রসঙ্গ পঠিত হইয়া থাকে। এতদ্-ব্যতীত কঠোপনিষদ্, মহাভারতের বিরাট্‌পর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব হইতে শ্রীভগবদ্‌গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে—নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ, শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নামাদিও পঠিত হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র এবং

অন্যান্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত পদাবলী-কীর্ত্তনও শ্রাদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া বিচারিত হয়। শুদ্ধভক্তমুখনিঃসৃত শ্রীনামসংকীর্ত্তনে সকল বৈগুণ্য—সকল ত্রুটী-বিচ্যুতিরই সমাধান হইয়া পরলোকগত আত্মা এবং সকল জীবাত্মার পরম কল্যাণ বিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীনৈমিষারণ্যে যেমন শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষিসমীপে শ্রীভাগবত বর্ণন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীভাগবতপঠনাত্মক শ্রাদ্ধবাসরকেও হয়ত 'নৈমিষারণ্য-শ্রাদ্ধ' নাম প্রদত্ত হইতে পারে। শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীশুকমুখামৃতদ্রবসংযুত ভাগবতামৃত নিবেদনাত্মক শ্রাদ্ধ ব্যতীত 'দানসাগর' শ্রাদ্ধ—'ভূরিদা' জনের ভূরিদানাত্মক শ্রাদ্ধ আর কি থাকিতে পারে? ভগবৎকথামৃতদ্বারাই ত' পরলোকগত আত্মার প্রকৃত তর্পণ বিহিত হইতে পারে। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবসেবাদ্বারাই সর্ব্বজীবাত্মার প্রকৃত তর্পণ বিহিত হইয়া থাকে।

"রাসক্রীড়াকালে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণৈকপ্রাণা গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত কাতরা হইয়া তন্ময়চিত্তে রাসক্রীড়াস্থল হইতে যমুনাতটে আসিয়া 'জয়তি তেঽধিকং' অধ্যায়ের এই সমস্ত গীতে কৃষ্ণের বিবিধ গুণগান করিতেছেন"—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

অর্থাৎ "হে প্রিয়, বহুজন্মের বহু সুকৃতকারী পুরুষগণ জগতে আসিয়া, তোমার প্রেমতপ্ত ব্যক্তিদিগের জীবনস্বরূপ, কবিদিগের সংগীত, কলুষনাশী, শ্রবণ-মঙ্গল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত গান করিয়া থাকেন। (ইঁহারাই 'ভূরিদা' অর্থাৎ বদান্যবর)।"

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পঠিত এই শ্লোকটি শ্রবণ করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে 'ভূরিদা' বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

পাদ্মোক্ত শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—ভক্তবর শ্রীগোকর্ণ তাঁহার প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ভ্রাতা ধুন্ধুকারীর উদ্দেশ্যে ভারতের সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থে—এমন কি তীর্থরাজ গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়াও তাহার উদ্ধার সাধন করিতে পারেন নাই। পরিশেষে শ্রীসূর্য্যদেবের উপদেশে সপ্তাহকাল সমগ্র শ্রীভাগবত শ্রবণ করাইয়া তাহার দিব্য গতি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামপ্রাপ্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সুতরাং 'নৈমিষারণ্য শ্রাদ্ধ' এইরূপ শ্রীভাগবতশাস্ত্র পাঠ বা পারায়ণাত্মক শ্রাদ্ধ বলিয়া উদ্দিষ্ট হইতে পারে।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমতে পরলোকগত আত্মার প্রেতযোনিত্ব বিচারে প্রেতশ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থায় আদ্যশ্রাদ্ধে প্রেতযোনির ভোজ্যস্বরূপে যে আমিষাদি (মাছপোড়া অভাবে কাঁচকলা পোড়া) কল্পিত হয়, তাহা বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধে সর্ব্বতোভাবে গর্হিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, মহামন্ত্র নামাশ্রিত বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভক্ত সদ্গুরুপাদাশ্রিত ভক্ত-বৈষ্ণব দেহান্ত হইলে তাঁহাকে কখনও প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না। সুতরাং অসাত্বত স্মৃতিবিধানানুযায়ী প্রেতশ্রাদ্ধাদিবিধানদ্বারা তাঁহাকে অধঃপাতিত করিবার ব্যবস্থা করা হয় না। সাত্বতস্মৃতি-বিধানে ভগবৎপূজন বা মহাপ্রসাদ অর্পণ মূলক-শ্রাদ্ধদ্বারা বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব-আত্মার প্রকৃত তৃপ্তি এবং উর্দ্ধগতি বা গোলোক বৈকুণ্ঠগতি বিহিত হইয়া থাকে। এই জন্যই কুলে কোন বিষ্ণুভক্ত জন্ম গ্রহণ করিলে স্বর্গে পিতৃলোকের আর আনন্দের সীমা থাকে না—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরশ্চ তেষাং যেষাংকুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ঃ॥

শ্রীভগবৎপাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত ভোজ্য, আসন-বস্ত্র-ছত্র-পাদুকা-শয্যাদি পিত্রাদি উদ্দেশ্যে সাত্বত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণকে দানও কর্ম্মাঙ্গীভূত দান নহে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে
পাঞ্জাবের মহামান্য গভর্ণর কর্ত্তৃক
শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসব উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব বিগত ২৪ শ্রাবণ, ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ২৯ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাত্যহিক স্থানীয় ও বহিরাগত সহস্র সহস্র দর্শনার্থী ব্যতীতও উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং দিল্লী হইতে কএক শত অতিথি উৎসবে যোগদানের জন্য মঠে উপস্থিত হন।

পাঞ্জাবের গভর্ণর শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী (মালাভূষিত), তৎপার্শ্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, দীর্ঘকাল পর মিলিত হইয়া উভয়ে প্রসন্ন

উপরি উক্ত শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসব উপলক্ষে কলিকাতার শেঠ সজ্জনবর শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামরিয়াজীর পূর্ণানুকূল্যে বিদ্যুচ্চালিত মূর্ত্তির সাহায্যে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে যে শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রদর্শনীর বিপুল সজ্জা ও আয়োজন হয় তাহার দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য আহূত হইয়া পাঞ্জাবের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী মহোদয় তাঁহার Personal Secretary, A. D. C. এবং বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবসহ ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রবেশদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা অভ্যর্থিত হন। সংকীর্ত্তনভবন ও অতিথি-ভবনের মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট অপেক্ষমাণ মথুরার ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, এস্-পি, ডি, এস্-পি, মথুরার জেলা ও সেসন্ জজ প্রভৃতি এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া রাজ্যপালকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন কএক সহস্র নরনারীর অসম্ভব ভীড়ে মঠের দুই পার্শ্বের সদর রাস্তার যাতায়াত পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। ভীড় নিয়ন্ত্রণে সরকারের বহু পুলিশ নিযুক্ত হওয়ায় অনুষ্ঠানটি যথারীতি সম্পন্ন হইতে কোনও অসুবিধা হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের পূর্ব্বে পাঞ্জাবের গভর্ণর ভাষণ দিতেছেন

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার স্বাগত অভিভাষণে বলেন,—

"পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী মহাশয় আমাদের সুপরিচিত ও মঠের শুভানুধ্যায়ী। আসামে মন্ত্রীপদে ও মুখ্যমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি আমাদের আহ্বানে দুইটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে গৌহাটিস্থ শাখা মঠে আসিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সুযোগ্য ব্যক্তির ধর্ম্ম বিষয়ে রুচি দেখিয়া আমরা উল্লসিত হইয়াছি। তিনি পাঞ্জাবের রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছেন এই সংবাদে আমরা উল্লসিত হইয়া তাঁহাকে সাদর আহ্বান জানাইলে, তিনি স্নেহপরবশ হইয়া উক্ত আহ্বান স্বীকার করতঃ আজ এখানে এতটা কষ্ট সহ্য করিয়াও শুভাগমন করিয়াছেন; তজ্জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগঢ়ে আমাদের একটি শাখা মঠ আছে। আশা করি তিনি আমাদের উক্ত শাখা মঠের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইবেন এবং তথায় পদার্পণ করতঃ সেবকগণকে প্রোৎসাহিত করিবেন।

পরিশেষে আজকের এই শুভবাসরে আমি অনুরোধ করিতেছি, তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করতঃ আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।"

মহামান্য রাজ্যপাল তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন—"আমি মঠের সাধুগণের-আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এখানে আসিয়াছি এবং আসিয়া সুখী হইয়াছি। চণ্ডীগঢ় মঠেও আমার যাইবার ইচ্ছা আছে। উক্ত মঠের জনকল্যাণকর কার্য্যে আমার সহানুভূতি সর্ব্বদাই থাকিবে। স্বামীজীর ইচ্ছানুযায়ী আজ এই শুভবাসরে আমি শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতেছি।" এই বলিয়া সংকীর্ত্তনভবনের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক মহামান্য রাজ্যপাল তাঁহার দলবল ও শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনীর সমস্ত প্রকোষ্ঠ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রহ্মমোহন লীলার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ-মুখে বলেন, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্ব ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মা নিজ ইষ্ট চতুর্ভুজ বাসুদেবকেই সর্ব্বকারণ-কারণ চরমতত্ত্ব বলিয়া জানিতেন, কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় দেখিতে পাইলেন অগণিত বাসুদেবমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে বহির্গত হইতেছেন, তখন বুঝিলেন, বাসুদেবেরও কারণ দ্বিভুজ মুরলীধর

কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ অবধারণে সমর্থ হন না।

সংকীর্ত্তনভবন হইতে বাহির হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব রাজ্যপালকে শ্রীমন্দিরে লইয়া আসেন। তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দ-জীউর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, প্রণাম ও শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণান্তে রাজ্যপাল শ্রীল আচার্য্য-দেবের নিবাস প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপবিষ্ট হন এবং কিয়ৎকাল তাঁহার সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ আলোচনা করেন।

অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুরোধক্রমে রাজ্য-পাল ও তাঁহার পারিষদবৃন্দ ও ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্, এস্-পি, জেলাজজ প্রভৃতি সমুপস্থিত বহু বিশিষ্ট অফিসার, সঙ্গীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

প্রবল বর্ষণহেতু দুই দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে প্রত্যহই অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের লুধিয়ানা নিবাসী একনিষ্ঠ গৃহস্থ সেবক শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর ভক্তিবিলাস মহোদয় ১৫ই আগষ্ট বুধবার শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উৎসবের প্রথম দিবসের মাধ্যাহ্নিক মহোৎসবের পূর্ণানুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হন। ঐ দিন বৈষ্ণবগণ ব্যতীতও বহু বিশিষ্ট অভ্যাগত এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিগণও বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতুষ্ট হন।

শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দিবসদ্বয়ব্যাপী শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উৎসবের প্রথম দিবস (গত ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সভার প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত-আলেখ্যার্চ্চায় শতদীপ দ্বারা আরতি সম্পাদন করিতেছেন।

[বিস্তৃত সংবাদ সপ্তম সংখ্যা ১৬৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত]

শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উৎসবের প্রথম সান্ধ্য-ধর্ম্মসভার অধিবেশন মঞ্চে উপবিষ্ট বাম হইতে-শ্রীল আচার্য্যদেব, আচার্য্য শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীবনমালী দাস শাস্ত্রী ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ গোস্বামী শাস্ত্রী আয়ুর্বেদাচার্য্য প্রভৃতি।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিগত ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট সোমবার হইতে ৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত ষষ্ঠদিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে এইবার কএক শত নরনারী মঠের অতিথিরূপে উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ মঠে ও সম্মেলনে স্থানীয় সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর ভীড় ও বিপুল শ্রোতৃসমাগম হয়।

৩ ভাদ্র শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায়—শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, হাজরা রোড, ডাঃ শরৎ বোস রোড, মনোহর পুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীনদাস রোড, ডাঃ শরৎ বোস রোড, লেক রোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, প্রতাপাদিত্য রোড, সদানন্দ রোড, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, মনোহর পুকুর রোড ও সতীশ মুখার্জি রোড দক্ষিণ কলিকাতার উক্ত পথসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা ৬ টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ প্রভুর নৃত্যসহযোগে প্রাণমাতান কীর্ত্তন ও আনন্দপুর নিবাসী ভক্তবৃন্দের মৃদঙ্গ বাদনসেবা ভক্তগণের সংকীর্ত্তনে প্রচুর উল্লাস বর্দ্ধন করে। শ্রীঠাকুরদাস প্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও কিছু সময়ের জন্য মূল কীর্ত্তন করেন। বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডসহ হিন্দুস্থানী কীর্ত্তনপার্টির সংকীর্ত্তনে উৎসাহ ও উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

পরদিবস শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-বাসরে মঠের সাধুগণের আদর্শ অনুসরণে শত শত নরনারী শ্রীমঠে সমবেত হইয়া উপবাসাদি-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবতিথি-পূজা ও ব্রত যথাবিধি পালন করেন। সমস্তদিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ, সন্ধ্যারাত্রিক, শ্রীমন্দির পরিক্রমা, সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট 'পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধে ভাষণ শ্রবণ, রাত্রি ১১ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা-প্রসঙ্গ-পাঠ শ্রবণ, তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সমস্ত ভক্তির অনুষ্ঠানে ভক্তবৃন্দ রাত্রি ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সহিত যোগ দেন। অতঃপর রাত্রি ২-৩০ টায় ভক্তগণ ফল-মূলাদি ব্রতানুকূল প্রসাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করেন। রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত কিয়ৎকালের জন্য পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ বিশ্রাম গ্রহণ করতঃ পরদিবস মঙ্গলারাত্রিক দর্শন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমাদি ভক্ত্যঙ্গে যোগদানানন্তর শ্রীনন্দোৎসবের বিরাট আয়োজনে নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী বিভিন্ন সেবায় পরমোৎসাহে ব্যাপৃত হন। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় এই ঘোরতর দুর্দ্দিনেও দ্রব্যাদি বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া পৌঁছিতে থাকে এবং মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করিতে পারিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে ৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে ৮ ই ভাদ্র শনিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পঞ্চ-দিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি

শ্রীঅনিল কুমার সিংহ, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীকুমার জ্যোতি সেনগুপ্ত, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা যথাক্রমে সভাপতি-পদে বৃত হন। সভার প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এ্যাড্‌ভোকেট্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য। সভায় 'পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তাধীন ভগবান্', 'ভগবদারাধনার প্রয়োজনীয়তা', 'ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়', 'বৈদিক ধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্ম' প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষরূপে উপকৃত হন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ,বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন।

মূল কীর্ত্তনীয়রূপে শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনামোদ এবং দোহাররূপে অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণের মুখে প্রত্যহ সুললিত মহাজনপদাবলী ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সমুপস্থিত সকলেই পরিতৃপ্ত হন।
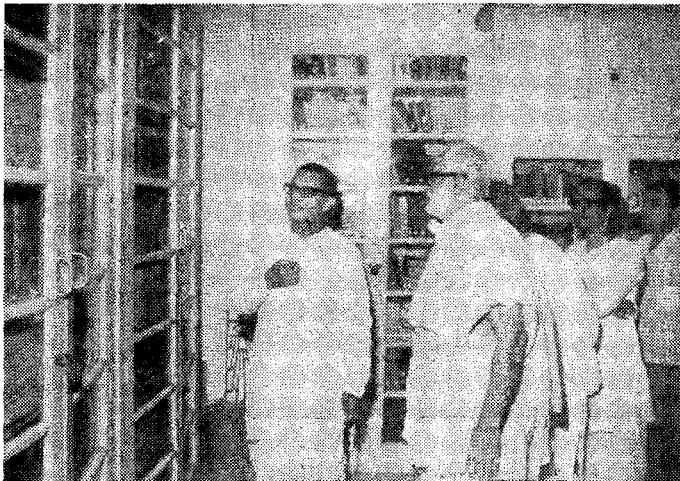
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের গ্রন্থাবলী অর্থ-মন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতেছেন, পার্শ্বে শ্রীল আচার্য্যদেব বুঝাইয়া দিতেছেন।

ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীমঠাধ্যক্ষ মহারাজ এতক্ষণ আমাদিগকে জড়বাদ হ'তে ভগবানের দিকে আকর্ষণ কর্‌ছিলেন তাঁর অভূতপূর্ব্ব সুন্দর কথাদ্বারা। দেহাত্মবোধে নিবিষ্ট হঠাৎ আমাদিগকে এখানে ধরে আনা হয়েছে। ভূমি-রাজস্ববিভাগ ও রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকি, ধর্ম্মকর্ম্ম করার সময় কোথায়? তবে কালো মেঘে বিদ্যুৎ চম্‌কান মত কখনও কখনও ভগবদ্‌ভাব তমসাচ্ছন্ন চিত্তে যে উদয় না হয় এমন ও নয়। আজ যদিও অনেক রাত্রি হয়েছে আমরা জানি' কিন্তু এখনও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মুহূর্ত্ত এসে উপস্থিত হয়নি; সুতরাং আমাদিগকে ধৈর্য্য ধারণ ক'রে অপেক্ষা কর্‌তে হবে। জড়বাদে নিমজ্জিত আমাদের চিত্তকে একদিন শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি আকর্ষণ কর্‌বে এবং সেদিন আমাদের সমস্ত ভাবনা সমস্ত চিন্তা তাতে পর্য্যবসিত হয়ে প্রশান্তি লাভ করবে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলকেই কৃপা কর্‌ছেন, তবে আধার অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। মানুষ আনন্দ চায়, শান্তি চায়, কল্যাণ চায়। পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি তখনই আস্‌বে যখন ভগবান্ আমাদের চিত্তে আসন পেতে বস্‌বেন এবং আমরা ভক্তি নিয়ে তাঁর আরাধনা কর্‌তে পার্‌বো। হয়ত কোটীতে একজন হবে। তথাপি হতাশার কোনও কারণ নাই। দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম যখন পেয়েছি, একটুকু ভক্তি যদি আন্‌তে পারি, তা'হলে তাঁর স্পর্শ লাভ করে আমরা কৃতকৃতার্থ হ'তে পার্‌বো।"

প্রধান অতিথি **অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ** তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"এরূপ মহদনুষ্ঠানে আস্‌লে ভারতের বিরাট ধর্ম্মীয় কৃষ্টির কথা বার বার মনে হয়। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নহে, উদারতার ধর্ম্ম। পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতার জন্য ভারতবর্ষে প্রত্যেক ধর্ম্ম ও প্রত্যেক কৃষ্টি স্থান পেয়েছে এবং সম্মানিত হয়েছে।

এই সমন্বয়ের মনোভাব ও উদারতার জন্য ভারতবর্ষের তিন হাজার বৎসরের সুপ্রাচীন ধর্ম্ম এখনও তার অক্ষুণ্ণ মহিমা নিয়ে অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয় ধর্ম্ম কেবল মাত্র কল্পনা বিন্যাস-মতবাদেই আবদ্ধ নয়, ব্যবহারিক জীবনে তা' আচরণের মধ্যে পরিস্ফুট। ভারতীয় ধর্ম্ম আচরণের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গীতা ভারতের মনীষীবৃন্দের ভাবধারাকে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছে। শান্তি কেবল অর্থে আসে না, পার্থিব সাফল্যে আসে না, আধ্যাত্মিকতার উন্নতিতেই শান্তি আস্‌বে। বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে কিন্তু শাশ্বতী শান্তি বিজ্ঞান দিতে পারে না। গীতা, ভাগবত, বেদান্তাদি শাস্ত্রে শাশ্বতী শান্তির কথা আছে। এই

শ্রীজন্মাষ্টমীবাসরে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ ভাষণ দিচ্ছেন, তাঁর বামদিকে ভূমিরাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

শান্তির বাণী এনেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। যে সাম্যের জন্য আমরা চীৎকার কর্ছি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে আচরণ করে সেই সাম্য দেখিয়ে গিয়েছেন, তিনি অস্পৃশ্যকেও কোল দিয়েছিলেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের বাণী যদি ঠিক ঠিক আমরা জীবনে আচরণে আন্তে পারি আমরা অবশ্য শান্তি লাভ কর্তে পার্বো।"

মাননীয় **বিচারপতি শ্রীঅনিল কুমার সিংহ** ধর্ম্ম-সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"আমি এখানে পূর্ব্বে কএকবার এসেছি। শৈশব হ'তেই আমাদের গৌড়ীয় মঠের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ। তাঁ'র শ্রীমুখ হ'তে হরিকথা শুন্বার ইচ্ছা নিয়ে আমি এখানে আসি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি আজ হরিকথা বল্তে অক্ষম-লীলা কর্ছেন। যদিও আজ আমরা তাঁর নিকট হ'তে শুন্তে বঞ্চিত হ'লাম, আশা করি অচির ভবিষ্যতে আমরা তাঁর নিকট হ'তে হরিকথা শুন্তে পাবো। শ্রীমদ্ মাধব মহারাজ যেরূপ-ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেন আজকাল এরূপ ব্যাখ্যা শুন্তে পাওয়া খুবই কঠিন।

আমি তাত্ত্বিক নই, দার্শনিক নই বা ধর্ম্মতত্ত্ব আ'লোচনা করার অধিকার রাখি কিনা, তা'ও জানি না। অদ্যকার বিষয় বস্তু খুবই কঠিন—'ভক্তের ভগবান্।' আপনারা সকলে এখানে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম কর্ছেন, চার ঘণ্টা ধরে বসে আছেন, আপনারা কি ভক্ত ন'ন? পুরীতে হিন্দু মহাসভার সভাপতি এক সভায় বল্ছিলেন—'এক সময় তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং অনেকে যাচ্ছিলেন নৌকাতে, নদী পার হ'য়ে কলিকাতায় যাবেন ব'লে। ভীষণ ঝড়ের মধ্যে প'ড়ে নৌকা ডুব্তে বসেছে। সকলেই হরিকে ডাক্ছেন, তিনিও ডাক্ছেন, শ্রীহরির কৃপায় তাঁদের নৌকাটী একটি খালের মধ্যে ঢুকে পড়্লো, তাঁরা বেঁচে গেলেন।' সভাপতি মহাশয়ের নিকট এ কথা শুনে একজন শ্রোতা চ'টে বল্লেন—'বহু নৌকা ছিল, বহুলোক ভগবান্‌কে ডেকেছিলেন, কিন্তু ডাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অনেকে ডুবে মর্লো, আপনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন, এতে ভগবান্‌কে ডাক্লেন বলে বেঁচে গেলেন তার প্রমাণ হয় না।' যারা ভগবান্‌কে ডাক্লো তাদের মধ্যে অনেকে ডুব্লো এবং কেহ কেহ বেঁচে গেল। এর কারণ ডাকার মত ডাক না হ'লে ফল হয় না। আমরা ত' ডাক্ছি, কিন্তু শুদ্ধভাবে ডাক্ছি না। কামনা বাসনা ছেড়ে ভগবান্‌কে ডাক্তে পার্লে আমরা ভগবানেতে ভক্তি লাভ কর্তে পার্বো। শুদ্ধভক্তির দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। প্রবৃত্তির দ্বারা নয়, নিবৃত্তির দ্বারাও নয়। ভগবান্ শুদ্ধ ভক্তেরই অধীন।

শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"আমি শাস্ত্র জ্ঞানী নহি, যে শাস্ত্রের কথা ব'লে আপনাদিগকে সুখ দিতে পার্বো। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করে আপনাদিগকে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছেন। আমি তাঁদের মতো বল্তে পার্বো না। আমরা সব বিষয়টা আইনের চোখ দিয়ে দেখি, তা'তেও বুঝ্তে অসুবিধা হয় না। ভক্ত ভগবানের জন্য থাকেন, সুতরাং ভগবান্ও ভক্তের জন্য থাক্বেন। এখানে ভক্তের মন ও ভগবানের মন এক হ'য়ে যাচ্ছে। এজন্য ভগবান্ সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হ'য়েও ভক্তাধীন। আপনারা এতক্ষণ শুন্‌লেন বিভিন্নভাবে যে শুদ্ধভক্তিতেই ভগবান্ বশীভূত হন। প্রকৃত ভক্তের আশ্রয়ে থেকে ভক্তিচর্চার দ্বারা আমরা ভগবানের নিকট পৌঁছাতে পার্বো। যেমন বৈশাখ মাসের রৌদ্রের তাপে তপ্ত হয়ে আমরা একটুকু আশ্রয় খুঁজে বেড়াই, কোথাও ছায়া আছে কিনা, তাপ হ'তে রেহাই পাবার জন্য; তদ্রূপ সংসারের বিবিধ তাপে ক্লিষ্ট হ'য়ে, ঘাত প্রতি-ঘাতে ছট্‌ফট্ ক'রতে ক'রতে আমরা খুঁজে বেড়াই একটুকু আশ্রয়—সেই আশ্রয় হ'লো সাধু, শুদ্ধভক্ত। শুদ্ধভক্তের সান্নিধ্যে এসে সদ্বাণী শুন্তে পেলে আমাদের প্রাণ-মন জুড়িয়ে যায়, শান্তি আসে। তাই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান হ'তে মধ্যে মধ্যে এরূপ

ধর্ম্মসভার আয়োজন ক'রে আমাদিগকে হরিকথা শুনবার সুযোগ দিয়ে আমাদের কল্যাণবিধান করে থাকেন।"

দ্বিতীয় দিনের বিশিষ্ট বক্তা **শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা** তাঁহার ভাষণে বলেন,—"ছেলে যেমন মায়ের জন্য ছট্‌ফট্‌ করে, মাও তেমনি ছেলের জন্য ছট্‌ফট্‌ করেন। তদ্রূপ ভক্ত ভগবানের জন্য ছট্‌ফট্‌ করেন ব'লে ভগবানও ভক্তের জন্য ছট্‌ফট্‌ করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের জন্য কতই না লীলা করেন। ভক্তের বাক্যকে সত্য করার জন্য ভগবান্ অলৌকিক নরসিংহরূপ ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হলেন এবং প্রহ্লাদের প্রতি অপূর্ব্ব বাৎসল্য-স্নেহ প্রকাশ করলেন। হিরণ্যকশিপুকে নিধন করাই তাঁর আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। গোপী যশোদা মাতার বাৎসল্য-প্রেমে বশীভূত হয়ে ভগবান্ শ্রীগোপাল মায়ের তাড়ন, ভৎর্সন, উদূখলে বন্ধন সব কিছুই স্বীকার করলেন, ভক্তকে সুখ দিবার জন্য। দরিদ্রলীলাভিনয়কারী বিপ্র সুদামার ভক্তিতে বশীভূত হ'য়ে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং তাঁর পাদধৌতাদি পরিচর্য্যা এবং তাঁর আনীত তুচ্ছ চিপিটক পরমাদরের সহিত জোর পূর্ব্বক গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ অম্বরীষ মহারাজের ভক্তিতে বশীভূত হ'য়ে দুর্ব্বাসা মুনিকে বলেছিলেন—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥"

তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হ'য়েও ভক্তাধীন। ভক্তগণ তাঁর হৃদয়কে গ্রাস ক'রেছেন। ভক্তের জনও তাঁর প্রিয়। সুতরাং ভক্তকৃপাতেই আমরা ভগবান্‌কে লাভ করতে পারি। যাঁরা এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েও ভক্তের চরণাশ্রয় করলো না, তারা দুর্ভাগা। এই মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ, তার চেয়ে দুর্ল্লভতর ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির ইচ্ছা, দুর্ল্লভতম ভক্তের সান্নিধ্য লাভ।"

ব্যারিষ্টার **শ্রীনিতাই দাস রায়** ধন্যবাদ প্রদানমুখে বলেন—"শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পূজনীয় মহারাজ পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভা ও নগর-সংকীর্ত্তনে যে হরিকথার প্রবাহ ও হরিনাম প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন তাঁর দ্বারা জনসাধারণের প্রচুর কল্যাণ হবে। আজ মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅনিল কুমার সিংহ মহাশয় সভাপতির ভাষণে এবং প্রধান অতিথি জয়ন্তবাবু তাঁর ভাষণে যে সারগর্ভ কথাগুলি ব'লে আমাদের হৃদয়ে উল্লাস ও উৎসাহ বর্দ্ধন করলেন, তজ্জন্য আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।"

[কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বক্তৃতার সারার্থ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে]
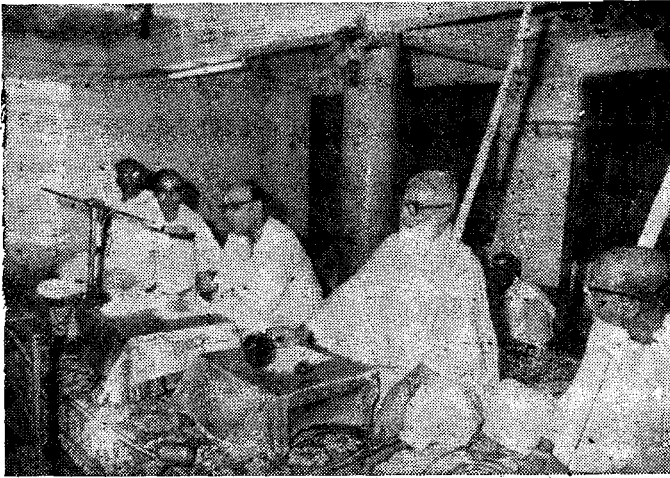
ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী ভাষণ দিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণে অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং বামে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমদ যাযাবর মহারাজ

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৩শ বর্ষ

৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক ১৩৮০

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রাদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪১৭৪০

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৮০। { ৯ম সংখ্যা
২০ দামোদর, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার; ১ নভেম্বর ১৯৭৩।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[২৩ শে ডিসেম্বর (১৯৩২) অপরাহ্ণে ঢাকা নরমেল-স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় সপরিবারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণার্থ আগমন করিয়া তারকব্রহ্ম-নামের তাৎপর্য্য ও শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হয়, তদ্‌বিষয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে প্রশ্ন করেন।]

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—যাহা পরিত্রাণ করে, তাহাই তারক। যাঁহার যেরূপ অবস্থার বিপদের অনুভূতি, তিনি তদ্রূপ বিপদ হইতে পরিত্রাণের অভিলাষী। যাঁহারা সাংসারিক অভাব, অসুবিধা, ত্রিতাপকেই 'বিপদ' মনে করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য ধর্ম্মার্থকাম-কামী বা মোক্ষকামী হইয়া পড়েন। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উভয়েই স্ব স্ব অপস্বার্থ পরিপূরণের অভাবকে বিপদ মনে করেন। আর ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণসেবায় অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে যাহাতে যাহাতে বাধা উপস্থিত হয়, তাহাকেই "বিপদ" জ্ঞান করেন। ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষচেষ্টায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া তাঁহারা সেই সকল বিপদ হইতে ত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন অর্থাৎ ভগবৎসেবক ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা—এই উভয় ব্যাপার হইতেই পরিত্রাণ চাহেন। এজন্য ভগবদ্ভক্তের নিকট তারকব্রহ্মনামের স্বরূপ অন্যরূপ, 'তারক' সেখানে—'পারক'।

'হরে', 'কৃষ্ণ', 'রাম'—এই তিনটি পদ 'তারকব্রহ্ম'-নামে দৃষ্ট হয়। লোকের সেবাবৃত্তির তারতম্যানুসারে উক্ত ত্রিবিধ পদের তাৎপর্য্যও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। কেহ 'হরি'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' বিচার করেন; যাঁহারা বিষয়-তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর আশ্রয়-তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহাদের সেবাবৃত্তি অধিকতর প্রকাশিত, তাঁহারা 'হরা'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ বুঝিয়া থাকেন।

'কৃষ্ণ' অর্থে—যিনি আকর্ষণ করেন। জীবের সেবাবৃত্তির তারতম্যানুসারে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—অংশ, কলা, বিকলা প্রভৃতি মূর্ত্তিতে উদিত হন। কখনও কখনও 'কৃষ্ণ'কে বিকৃত করিয়া দেখিবারও চেষ্টা হয়। যিনি আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কি আকর্ষণ করেন? স্থূল ও সূক্ষ্ম অচিদ্‌বস্তুকে কৃষ্ণ কখনও আকর্ষণ করেন না। তাহা কৃষ্ণমায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

'রাম'-শব্দের তাৎপর্য্যও সেবাবৃত্তির তাৎপর্য্যানুসারে প্রকাশিত হয়; পরশুরাম, দাশরথিরাম, রৌহিনেয়রাম, রাধারমণ রাম। রাধারমণ রামেই সেবা-র' পূর্ণতা সম্প্রকাশিত হইতে পারে।

রাধারমণের অভিলাষ পরিপূরণ

নিত্যধর্ম্ম। পাঁচপ্রকারে তাহা পূর্ণ হয়। রামানুজীয়গণ নাভির ঊর্দ্ধদেশে উত্তমাঙ্গে যে-যেস্থানে হরিমন্দির অঙ্কিত হয়, তত্তৎ উন্নতাঙ্গ-দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিতে চাহেন। কিন্তু পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বস্তু কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ চিন্ময় সর্ব্বাঙ্গের সেবা চাহেন। কেবল চিন্ময় সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা কৃষ্ণের সেবা হয়। তাহাতে "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং" শ্লোকের বিচার উপস্থিত হয়। সেই কৃষ্ণ ঐতিহ্য ও রূপকের অতীত বস্তু। অণুচেতন-বৃত্তি আবৃত হইলে বিশ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়।

পৃথিবীর হাঙ্গামা দেখিয়া যাঁহারা ভয় পান, সেই-সকল ভয়াতুর-সম্প্রদায় শ্রুতি ও মহাভারতের উপাসনা করেন; কিন্তু বৎসল-প্রেমিকগণ ভয়াতুর নহেন, তাই তাঁহারা নন্দকে বন্দনা করেন, নন্দকে 'গুরু' করেন—যে নন্দ সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন,—পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে তাঁহার বারান্দায় বাঁধিয়া রাখিতে।

একমাত্র ভগবদ্ভক্তি-ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদির যাবতীয় চেষ্টা মূঢ়তা—অনাচার। "পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।" কিন্তু অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণ পিতৃশ্রাদ্ধ করা, পুকুরে ডুব্ দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যকেই 'সদাচার' মনে করিতেছে! শ্রীরূপ-সনাতনের চরণাশ্রয় করিলেই বিশেষ সুবিধা হইবে, তাঁহারা "ভক্তি-সদাচারের" মূল মহাজন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা জগৎকে দান করিয়াছেন,—

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।"

সেবোন্মুখতা হইলেই জিহ্বা-দ্বারা 'কৃষ্ণ'-নাম বহির্গত হইবেন। যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব, সেখানেই শব্দ ও শব্দীতে ভেদ। শব্দ ও শব্দীতে যেখানে অদ্বয়জ্ঞান, সেখানে বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত।

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-ব্যতীত আর যত কথা, সব আত্মার নিত্যবৃত্তিকে ঢাকিয়া ফেলিবার কথা। হরি সব হরণ করিয়া থাকেন। কি হরণ করেন? চামড়া, মাংস তিনি হরণ করেন না। তিনি চান 'আমাকে'—আত্মাকে; সেই আত্মা পাঁচ প্রকার রসে তাঁহার সেবা করেন। মানুষের এই পচা চক্ষু-কর্ণাদি তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না। যদি এই চক্ষু-কর্ণাদির বিষয় তিনি হইতেন, তাহা হইলে তিনি এই জগতেরই কোন ভোগ্যবস্তুমাত্র হইয়া পড়েন। সর্ব্বোজ্জ্বলা চেতনবৃত্তিতে তাঁহার আস্বাদন হয়।

"আমি ভগবান্‌কে দেখিব"—ইহার নাম সম্ভোগ-বাদ বা অভক্তি, আর "আমি ভগবান্‌কে দেখাইব,—যে রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে", ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তিনি দেখেন না, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাঁহার ভাল লাগে, তিনি তাহা দেখেন।

ভারতবর্ষে Semitesদের চিন্তাস্রোত উপস্থিত হইলে তাহারা Altruism কে—তথাকথিত জনহিতকর কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছে। উপনিষদের বিচার তাহা নহে,—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

অধোক্ষজ-সেবকমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা ethical. মায়া-দেবী মাপিয়া লইবার বুদ্ধি বা ধর্ম্মের কথা যাহাদের মগজে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে, তাহারা কাইসার (Kaisar), নেপোলিয়ন (Nepoleon) প্রভৃতির আদর্শকেই বড় মনে করে। কিন্তু ভক্তি আশ্রয় করিলে—ভগবানের উপর নির্ভর করিলে সমস্ত দায়িত্ব কাটিয়া যায়। ভগবান্ সুখ, দুঃখ যাহা প্রদান করেন, তাহাতেই তিনি ভগবৎসেবা করেন। ভগবানের সেবা করিলেই তদন্তর্ভুক্ত সকল বস্তুর প্রকৃত সেবা হইয়া যায়। একজন মানবের সেবা করিলে আর একজনের সেবা হয় না। এক দেশের মানবজাতির সেবা করিলে অন্য দেশের মানবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রদর্শন করা হয়, তাহাদিগকে নিরাশ করা হয়। মানবজাতিকে সেবা করিলে অপর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হয়।

সাধু আমাদের হৃদয়ের গোপনীয় গ্রন্থিগুলি তাঁহার বাক্যরূপ খড়্গের দ্বারা ছেদন করিয়া দেন। নামের প্রথম অবস্থা—'প্রণব', সম্প্রকাশিত অবস্থায়—'নাম'।

মায়াবাদ এই প্রদেশকে (পূর্ব্ববঙ্গকে) নানা প্রকারে

কলুষিত করিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে প্রায় ১১ কোটি লোক; ১১ জন লোক প্রকৃত সত্যকথা বুঝিলেই যথেষ্ট। "কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।"

অজ্ঞরূঢ়িতে 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—নিঃশক্তিক। চিদচিৎ ভূমার নাম—'পরমাত্মা'। নির্ব্বিশেষ শক্তির পূর্ণবিকাশই—'ভগবত্তা'।

'অন্তর্যামী'-শব্দের অর্থ—অন্তরে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। জড় বৈজ্ঞানিকগণ 'Electron theory' ও 'Molecular theory' নামে দুইটী বিষয় বিচার করেন। তিনটী atomএ একটী molecule, একটী atom-কে ভাঙ্গিলে নয়টী electron পাওয়া যায়। Positive electron একটী ভিতরে থাকে এবং অপর আটটী বাহিরে থাকে। ভগবান্ মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, আর তৎসঙ্গে একটি Positive electron ভিতরে থাকে, আটটী (প্রোষিতভর্ত্তৃকা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি) সেই একটীর ভাবই পুষ্টি করিবার জন্য কায়ব্যূহরূপে বাহির আছে।

সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম—পরমাত্মা; নিঃশক্তিমান্ পরমাত্মা—ব্রহ্ম। যিনি রুদ্ধ নহেন, তিনিই 'অনিরুদ্ধ'। পরমাত্মা ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পরমাত্মায় জড়াজড়—উভয়বিচারই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভগবত্তায় অচিদ্‌বিচারের স্থান নাই।

শ্রীভগবত্তায় ছয়টী ঐশ্বর্য্যের যুগপৎ অধিষ্ঠান। তাহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য যুগপৎ অবস্থিত। "বৈরাগ্য"-জিনিষ—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌন্দর্য্য, জ্ঞানহীনতা। তাহা negative assertion, আর পাঁচটি positive assertion. কিন্তু ভগবানে একাধারে যুগপৎ এই দুইটী বিষয় আছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও ঐশ্বর্য্যহীনতা যুগপৎ ভগবানেই সুন্দরভাবে সমন্বিত। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার যাঁহাতে প্রকাশিত, তিনিই ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ভগবত্তা প্রকাশিত। যাঁহারা তাঁহাদিগকে ভগবত্তা হইতে ছোট মনে করেন, তাঁহারা মূঢ়; তাঁহারা কৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হন নাই, কৃষ্ণের জ্ঞান পান নাই।

"প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তা'র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।"

তাহাদের মুখে কৃষ্ণনাম আসে না। তাহারা তৃণাদপি সুনীচ হয় নাই। বেদান্তে পূর্ণ পারঙ্গত ছিলেন—শ্রীস্বরূপ গোস্বামী। তাই তিনি বেদান্তের শিক্ষা-সার এই সারবান্ শ্লোকটীতে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

[২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিজ-ভক্তগণ-সমীপে "ত্রিদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডিগণের কৃত্য" সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন]

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—অত্যাহারেই জীবের মৃত্যু হয়। "জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ"—এই শ্লোকটী মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষিগণের অনুসরণীয়; কিন্তু উহা কৃত্রিমভাবে নহে, যেমন মায়াবাদী ও ফল্গুতপস্বী ব্যক্তিগণে দেখা যায়। সেবোন্মুখতার দ্বারাই অনায়াসে সকল ইন্দ্রিয় জয় হয়। 'Mollusk' নামক একপ্রকার প্রাণী একবার মাত্র স্ত্রীসম্ভোগ করিতে পারে, সন্তান জন্ম দিয়াই উহা (পুরুষ-শ্রেণীর ঐ প্রাণী) মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হংসগীতার শ্লোক শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু আহরণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥"

শ্রীরাধাগোবিন্দের গানের সহিত গ্রাম্যবার্ত্তা এক নহে। নগ্নশ্যামা-মাতার গান, শনির পাঁচালী, সত্য-নারায়ণের পাঁচালী, ঘেটু-মাকাল-চণ্ডী-বিষহরি প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার গান, কালীঘাটে বৈষ্ণবসভা (?), সাংসারিক মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্য—নিজের ভোগ বা ভোগ-ত্যাগের জন্য যে সকল কথা, তাহা সকলই—গ্রাম্যবার্ত্তা।

"কলের্দশসহস্রানি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি ভূতলে।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতাঃ॥"

গ্রাম্যবার্ত্তা বেশী কাহারা বলেন?—Archeologist epigraphist প্রভৃতি হইয়া পড়িয়াছেন যাঁহারা।

জিহ্বোপস্থকে জয় করার নাম 'ধৃতি'। যাঁহারা ত্রিদণ্ডী হইয়াছেন, তাঁহারা কায়, মন ও বাক্য দণ্ডিত করিয়াছেন। খবরের কাগজগুলি সব গ্রাম্যবার্ত্তা। মায়ার কথার যত কাগজ-পত্র আছে, তাহা পড়িতে নাই। ঐ সকল পড়িলেই হয় তাহাদের সহযোগিতা, না হয় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য চিত্ত ধাবিত হয় —'Rai Sahib' হইতে হইবে, 'Rai Bahadur' হইতে হইবে, এজন্য প্রতিযোগিতা ও প্রয়াস আরম্ভ হয়। ইহা স্বপ্নে খুব বড় বড় ধনী হইবার অভিলাষের উদ্দেশ্যে জগতের ধন-মানাদির জন্য আকাঙ্ক্ষা; চার্ব্বাক, বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত; আকবর, জাহাঙ্গীরের ন্যায় রাজ্যভোগ, নেপোলিয়নের ন্যায় বীরত্ব, ম্যালথাসের (Malthusএর) ন্যায় মানবজাতির উপচিকীর্ষা প্রভৃতির জন্য যাহারা লালায়িত, তাহাদের চেষ্টা স্বপ্নে রাজা হওয়ার ন্যায়। এইজন্য ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট।"

বহির্ম্মুখের চিত্তবৃত্তি—"কোনক্রমে ভগবৎসেবা করিব না; গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যচিন্তা, গ্রাম্যব্যবহার, গ্রাম্য-আচারেই সর্ব্বক্ষণ ভরপুর থাকিব!" পাছে কোনরূপে মঙ্গল হয়, এজন্য তাহারা ঐ সকল পরিখাযুক্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। তাহারা বিচার করে, তুলসীগাছে জল দিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা বেগুনগাছে জল দেওয়া,—সময় ও অর্থের অধিক সদ্ব্যবহার; কারণ, তাহাতে অধিক বেগুণ খাওয়া যাইবে। কিন্তু বেগুণ খাইবে কে? যদি বানরে নিয়া যায়, তবে খাইতে পারা যাইবে না, আর যদি বানরকে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে বানরের সহিত প্রতিযোগিতা হইয়া যাইবে। মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোত্তম আশা—'ত্রিদণ্ডী' হওয়া। "ত্রিদণ্ডী' অর্থে—অমানী, মানদ ও সহিষ্ণু হরিকীর্ত্তনকারী। বৈষ্ণবই দেবতা; কিন্তু তিনি 'দেবতা'-অভিমান, 'শর্ম্মা'-অভিমান করেন না। ত্রিদণ্ডী—"নিরাশীর্নির্ণমক্রিয়ঃ।"

ত্রিদণ্ডী কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিবেন না, নমস্কারও গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যিনি ত্রিদণ্ডীকে নমস্কার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে "কৃষ্ণে মতিরস্তু"—এই আশীর্বাদ গ্রহণ না করিবেন, তাঁহাকে উপবাস-দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—যতবার নমস্কার না করিবেন, ততবার উপবাস করিতে হইবে।

'ত্রিদণ্ড'-গ্রহণ ব্রাহ্মণজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। দেবতারা ভোগের বিঘ্ন বিনাশ করেন, ভোগের পথ অনর্গল করিয়া দেন। গণেশ—ভোগ-সাধক অর্থের বিঘ্ন বিনাশ করেন, সূর্য্য—ধর্ম্মের (পুণ্যের) বিঘ্ন বিনাশ করেন। অন্ধকার মূর্খতার স্বরূপ, সূর্য্য অন্ধকার-বিনাশক, আলোক-প্রদাতা, শক্তি—কামনার সিদ্ধি-প্রদাত্রী। শক্তির পূজা করিয়াছিল রাবণ সীতা-হরণের জন্য। জড়শক্তি-পূজক শক্তির নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া শক্তির শক্তিকে হরণ করিবার চেষ্টা করে! রুদ্রের উপাসকগণ সকল বিচিত্রতাকে ধ্বংস করে। গণেশ, সূর্য্য, শক্তি ও রুদ্রের উপাসকগণ—সকলেই অহংগ্রহোপাসক—চরমে মূর্ত্তি-ভঙ্গকারী (Iconographer ও Iconoclastic)

বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুর নিকট হইতে কিছু চাহেন না। বিষ্ণু জীবের সর্ব্বস্ব হরণ করেন। যে-সকল পুষ্পে গন্ধ নাই, তাহা বিষ্ণুভক্তগণ প্রদান করেন না। 'সুগন্ধিপুষ্প প্রদান করা' অর্থ - নিজে সৌগন্ধ ভোগ না করা। রুদ্রকে গন্ধহীন পুষ্প দেওয়া হয়, ধুতুরা ফুলে রুদ্রের পূজা হয়। রক্তজবার দ্বারা শক্তির পূজা হয়। বিষ্ণুকে যাঁহারা অনিত্য দেবতা মনে করেন, কৃষ্ণকে মারিয়া (?) ফেলিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইল কল্পনা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুকে পঞ্চদেবতার অন্যতম অনিত্যবস্তু জ্ঞান করেন। ইঁহারা ব্যাসের সিদ্ধান্তের বিরোধী, বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী। ব্যাস বলেন,—

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদীতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।" বেদ বলেন,—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ **পরমং পদং**"

যাঁহারা বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতাকে সমান জ্ঞান

করেন, তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী। তাঁহারা সর্ব্বদেবতা-সংহারক-সূত্রে "শিবোঽহং" "শিবোঽহং" (শিব—সর্ব্ব-সংহারক) বলিতে থাকেন। কর্ম্মকাণ্ড সংহার করা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু যে কর্ম্ম কৃষ্ণকর্ম্ম—ভগবৎসেবা, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা সংহার (?) করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। ইঁহারা রাবণের ন্যায় ত্রিদণ্ডি-বেষধারী,—প্রকৃত ত্রিদণ্ডী নহেন। কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণ ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন,—

"গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্॥"

যখন সন্তানোৎপাদন করিতে হইবে, গৃহস্থ কেবল সেই সময় স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিবেন, নিজের গ্রাম্যসুখের জন্য বাস করিতে হইবে না। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণটা পরার্থ-পরতার ব্যাঘাতকারক। হরিভজনকারী ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবে, এজন্য গৃহস্থ সন্তানোৎপাদন করিবেন. ইহা একটা service. বিষ্ণুভক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করুক, এই কামনায় দ্বিতীয়সংস্কারের মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। সাংসারিক কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তিময় জীবন—বিষ্ণুভক্তি।

আমি একটী কথা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক কথা আনিয়া ফেলি, খুব লম্বা-চৌড়া করিয়া বলিতে থাকি; ভাবি,—শ্রোতার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্তও এই সব কথার শ্রবণ শেষ হইবে না। মনুষ্যজাতি তাহাদের যে-সকল Common errors (সাধারণ ভ্রম-সমূহ) আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে, সেগুলি প্রতি পদে নিরাস করিবার জন্য এত লম্বা-চৌড়া করিয়া বলি, তাহাতে খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া লোকের মনে হয়; কিন্তু একটুকু আত্মমঙ্গলকামী হইয়া বিচার করিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, আমার সকল প্রসঙ্গই এক উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্"

একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনা-ব্যতীত অন্য উপাসনার কল্পিত উপাস্যসমূহ সেব্যের পরিবর্ত্তে 'চাকর' মাত্র। কৃষ্ণ একাই লক্ষ। সেই একের পূজায় সকলের পূজা হয়। মনুষ্যজাতি! তোমরা গৃহস্থই থাক, ব্রহ্মচারীই থাক, বান-প্রস্থই থাক, সন্ন্যাসীই থাক, তোমরা সকলেই—ব্রাহ্মণ। "সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ।" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"তোমাদের সকলেরই আমার উপাসনাই একমাত্র কৃত্য; আমাকে লইয়াই তোমাদের কাজ—তোমাদের অন্য কোন প্রকার কার্য্য নাই। তোমাদের চোখ, কাণ, মুখ, নাক—সব দিয়া আমাকে লইয়াই কাজ।"

"মুগের ডাল পাই না, তাই খাই না"—এইজন্য সাধুসাজার নাম—প্রকৃত সাধু হওয়া নহে। কেহ কেহ বলেন, "ভারতের ৪৪ লক্ষ সাধু বিবাহের পয়সা যোগাড় করিতে পারেন না বলিয়া সাধু হন; কাপড় ধোয়াইবার পয়সা নাই বলিয়া তাঁহারা গেরুয়া গ্রহণ করেন।"

জাগতিক বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা প্রভৃতি সাধুত্বের লক্ষণ নহে। পিপীলিকা বলিতেছে,—"হাতী অনেক খাইয়া ফেলে, আমি অত খাই না, সামান্য খাই!" তাহা হইলে হাতী অপেক্ষা পিপীলিকাই বড় সাধু হইয়া পড়িল! কিন্তু হাতী শুমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যায়, আর পিপীলিকা হয় ত' সেই কৃষ্ণকে কামড়াইয়া দেয়। হাতীটা বেশী খাইয়াও কৃষ্ণকে বহিয়া আনিল. কৃষ্ণসেবা করিল, আর পিপ্ড়ে কম খাইয়াও কৃষ্ণকেই হয় ত' কামড়াইয়া দিল! আমরা অনেক সময় সন্ন্যাসী (?) হইয়া ধাতুপাত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিলাম, গাছতলায় থাকিলাম; কিন্তু গাছ-তলায় থাকিয়া গাঁজা খাইতে শিখিলাম। এইরূপ গাঁজা-খাওয়ার জন্য সন্ন্যাসী না হইয়া ঘরে থাকিলে ভাল সন্ন্যাসী হওয়া যাইত।

"ত্রিদণ্ডমুপজীবতি"—ভোজন ভাল চলে বলিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভিক্ষুকের আশ্রম লইয়া যদি নিজের তহবিলে সঞ্চয় করি, তবে ত্রিদণ্ড উপ-জীবিকা হইয়া পড়িল। যেমন মু* * *; পূর্ব্বে অনেক অসৎসঙ্গ করিয়াছে—মূর্খ—অশিক্ষিত; অশিক্ষিত মূর্খ-দিগকে লাল কাপড় পরিতে বলি না—লেখাপড়া শিখিতে বলি না; উহার ভোজনটা বেশী ছিল। অসৎসঙ্গে অনেক ভোজন করিতে করিতে আবার একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, শেষে কাঁটালপাতা খাইতে আরম্ভ করিল। ঐরূপ ভূরিভোজন বা কাঁটালপাতা খাওয়া কিংবা বায়ু-ভক্ষণ—গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য নহে বা তাহাতে

ভক্তির কোন কথা নাই।

আমাদের গৌড়ীয়মঠের নিয়ম,—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ইঁহারা ভাল কাপড় পরিতে পারিবেন না, জুতা পরিতে পারিবেন না, নিজের জন্য এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাঁহাদের অনেক অর্থ আহরণ করিতে হইবে,— বৈষ্ণবসেবার জন্য।

ভারতের ৪৪ লক্ষ সাধুনামধারিগণ যে-সকল কার্য্য করিতেছেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য সেইরূপ বা তাহাদের ন্যায় নহে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলেই ভিক্ষুক। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিতেছি। আমি এক্টা কাজের ভার নিয়াছি, কাজেই আমি নিজে একাকী সকল বাড়ীতে যাইতে পারি না। এজন্য সকলের দ্বারে দ্বারে আমার লোকদিগকে সর্ব্বদা ভিক্ষার জন্য প্রেরণ করিতেছি। তোমরা কৃষ্ণের নাম-প্রচারের জন্য—জগতের যাহাতে শ্রেষ্ঠ উপকার হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু না কিছু গ্রহণ কর, তাহা কৃষ্ণকার্য্যে নিযুক্ত হউক। অর্থ সঞ্চয় করা, আর উহা মল-মূত্ররূপে বাহির করিয়া দিবার ন্যায় বাঁদুরে-কার্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য নহে। "কোটি কোটি বৈষ্ণবের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে," আমার এই কার্য্য পড়িয়া গিয়াছে।

ত্রিদণ্ডিগণের সমাজ আছে, তাঁহারা একটি শ্রেণীর মধ্যে অনেক লইয়া এক। কিন্তু পরমহংস তাহা নহেন, তিনিই এক। তাঁহার কোন সমাজ বা শ্রেণী নাই, তিনি একায়নস্কন্ধী।

প্রফেসার বাবু * * টাকা মাহিনা পান, তিনি সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় দিতেছেন, আর আমরা এক পয়সারও লোক নহি; তিনি ত্রিদণ্ডী, না আমরা ত্রিদণ্ডী? কৃষ্ণের জন্য আহৃত খাদ্য, অর্থ সমস্ত আমার কাছে আনিয়া দিলেই ত' হয়।

* * *

অকপট হরিসেবার জন্য—শুদ্ধ হরিকথা সুষ্ঠুভাবে জগতে প্রচারের জন্য আমি প্রচারকগণকে হাজার হাজার মোটর-গাড়ী দিয়া দিতেছি, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু জড়পিণ্ড গাড়ীতে উঠিবে কেন? তাহার গাড়ীতে উঠিবার কোন অধিকার নাই। তাহা হইলে ত' সে বিষয়ীই হইয়া যাইবে। যাহার মোটর-গাড়ী চড়িবার পিপাসা আছে — হরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবার পরিবর্ত্তে বাহাদুরী দেখাইবার ইচ্ছা আছে, সেইরূপ জড়পিণ্ডকে কিছুতেই বিষয়ী, ভোগী, নরকপথের যাত্রী হইবার জন্য গাড়ীতে চ'ড়তে দেওয়া হইবে না। তাহা হইলে তাহা তাহার উপজীবিকা হইয়া যাইবে। যিনি অকপটভাবে, কায়মনোবাক্যে হরিভজন করিতেছেন না, যিনি সর্ব্বস্ব হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় প্রদান করিতেছেন না, তিনি কেন গাড়ীতে চড়িবেন? আবার যদি সহজিয়া-সম্প্রদায় বৃদ্ধি হয়, উহারই অন্যপ্রকার দ্বিতীয় সংস্করণ বৃদ্ধি হয়, তবে আমরা ত' মরিয়া গেলাম!

এইজন্য আমি প্রস্তাব করিতেছিলাম, ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ, সকলে একায়নমঠে আসুন, আপনারা আর ভিক্ষা করিবেন না, আমি আপনাদিগকে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব। আপনারা আমার অনুকরণ কেন করেন? আমি ত' ত্রিদণ্ডী নহি। আমি ত' পতিত; * আপনারা ত' তাহা নহেন, আপনারা ত' 'পাবন'। আপনাদিগকে পাবন মনে করিয়া আপনাদিকে গুরু করাই কি তাহা হইলে অসুবিধা হইয়াছে? আমি আপনাদিগকে পাবন জানিয়া 'গুরু' করিয়াছি, আর আপনারা অন্যরূপ অভিনয় দেখাইতেছেন কেন? ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুগণ কায়মনোবাক্য সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত করুন। আমরা কত আশা-ভরসা করিয়া হরিভজন করিতে আসিয়াছি, আর আমরা কোথায় চলিয়া গেলাম!

---

* পাবন-পূজ্য পরমহংসশিখামণি জগদ্-গুরুর দৈন্যময়ী উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, অকৃত্রিম গুরু ও শিষ্যকে, অনর্থমুক্ত ও অনর্থযুক্তকে সমশ্রেণী জ্ঞান করা বা আচার্য্যের আচরণ অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ করা— প্রাকৃত-সহজিয়া-বিচার ও গুর্ব্বপরাধ । মহাপ্রভু "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" বলিয়া তাঁহার অদ্বৈত-প্রভুর প্রদত্ত ভূরি অন্নভোজন ও গোবিন্দের দ্বারা গম্ভীরায় পাদ-সম্বাহনাদির আচরণও শিষ্য ও সাধকজীবগণ অনুকরণ করিবে,— মহাপ্রভুর শিক্ষা তাহা নহে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

সাধুসঙ্গ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

প্রঃ—মহাশয় ব্যক্তি কিরূপভাবে কৃষ্ণ ভজনা করেন?

উঃ—"এ সংসার সারহীন, এতে মজে অর্ব্বাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয়।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-ভজে, রাধাকৃষ্ণে সেবে ব্রজে,
নিরন্তর কৃষ্ণনামাশ্রয়॥"

—অঃ প্রঃ ভাঃ উপসংহার

প্রঃ—কোন্ সময় জীবের সাধুসঙ্গের স্পৃহা জন্মে?

উঃ—"বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবদ্‌কৃপা-ক্রমে জীবের সংসারবাসনা দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে; তখন স্বভাবতঃই সাধু-সঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবান্‌কে পাইবার লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধচরিত্র তত্ত্বজ্ঞ গুরুর চরণ আশ্রয় করত ভজন শিক্ষা করিতে হয়। ভজন-বলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কি?

উঃ—"সাধুদিগের চরিত্রের অনুসরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত-সমূহ শিক্ষা করিবেন॥"

—'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—গুরুপদাশ্রয় কি?

উঃ—"অন্তরঙ্গ-সাধুর সঙ্গই গুরুচরণাশ্রয়।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

প্রঃ—তীর্থ-ভ্রমণের প্রকৃত ফল কি? সাধুসঙ্গে কি লাভ হয়?

উঃ—"তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ-চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥"

—'উপদেশ' ১৪, কঃ কঃ

প্রঃ—সাধুগণ কি কখনও অপস্বার্থপর হন না?

উঃ—"দেবতাগণ স্বার্থপর হইতে পারেন, কিন্তু সাধুগণ কখনও স্বার্থপর হন না। অতএব মঙ্গল-সাধনের জন্য যেখানে-যেখানে বিশুদ্ধ প্রীতি-লালসা, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণকথা প্রসিদ্ধ, যেখানে-যেখানে হরিসংকীর্ত্তন, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণযশঃশ্রবণেচ্ছা, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে সাধুবাদ, সেই-সেই স্থানে ভজন-প্রয়াসিগণ তৎপর হউন।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ—জীবের লুপ্ত-স্বভাব কিরূপে জাগ্রত হইতে পারে?

উঃ—"নিজ-স্বভাব যাহার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গবল-ক্রমেই জীবের গুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব-ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধা লাভ করেন—ইহাই একটী ঘটনা। সেই সুকৃতি-বলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুর সঙ্গ হয়—ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা।"

—'দশমূল-নির্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

প্রঃ—মানব-স্বভাবের মূল কি?

উঃ—"সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্ব-জন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মের দ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে;

সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

প্রঃ—বৈষ্ণপ্রায় বা বালিশ ব্যক্তিগণের উন্নতির একমাত্র কারণ কি?

উঃ—"পক্বযোগি-গণ ভক্তিযোগারূঢ় উত্তম ভক্ত এবং অপক্বযোগি-গণ ভক্তি-যোগারুরুক্ষু কর্ম্ম-ধর্ম্মসাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত; কর্ম্মাসক্ত ভক্তপ্রায় ব্যক্তিগণ কোমলশ্রদ্ধ কনিষ্ঠভক্ত বৈষ্ণবপ্রায় বা 'বালিশ' মধ্যে পরিগণিত—ইঁহাদের হৃদয়ে ভক্ত্যাভাসমাত্র উদিত হইয়াছে; শুদ্ধভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র উদয় হইলে ইঁহারা কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত হইতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই সকল উন্নতির একমাত্র কারণ।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ—কাহার সঙ্গ করা উচিত? কিরূপ সঙ্গদ্বারা পরমার্থানুশীলনে উন্নতি হয়?

উঃ—"যাঁহার হৃদয়ে **শুদ্ধভক্তির** উদয় হইয়াছে, তিনি অনন্য কৃষ্ণভক্ত; **মধ্যম হইলেও সঙ্গযোগ্য**। * * * সাধক নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তকে আশ্রয় করিলেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ - শুদ্ধভক্তের সহিত বাহ্য-ব্যবহারেও কিরূপভাবে সঙ্গ করা উচিত?

উঃ—"বাজারে দ্রব্য ক্রয় করিবার সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে।" —'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—বৈষ্ণবগণের নিকট বসিয়া থাকিলে কি সময় নষ্ট হয় না?

উঃ—"শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরম উপদেশ এই—'তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় যদি শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার মঙ্গল হইবে'।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—বৈষ্ণব-সঙ্গে মঙ্গল-লাভের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

উঃ—"বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্ত-চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যে মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদিত হয়; এমত কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবোচিত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর এবং মৎস্য-মাংস-মদ্য-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বুলসেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে—ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথাজল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থসকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটুকু আদরের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্গ করিলে সংস্কার ও আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়—ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসাসক্ত, রাজ্য-লাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে। এমত কি, 'বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব'—এরূপ দুরভি-সন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি-শোধনে উপায়ান্তর দেখি না।

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—সাধুগণ কি করেন?

উঃ—"সাধুগণ অন্তর্হৃদয়ে চক্ষুদান করেন।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ,' ভাঃ মঃ ১৫।১৭

প্রঃ—সাধুগণের স্বভাব কি?

উঃ—"অপরের দোষ সাধুগণ কদাচ গ্রহণ করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে, তাহাকে বহুল করিয়া তাঁহারা সম্মান করেন।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', ভাঃ মঃ ১৫।২৬

প্রঃ—সাধুর সংখ্যা কি খুব বেশী? বাহ্যবেশ দেখিয়া সাধু নির্ণয় করা সঙ্গত কি না?

উঃ—"কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে-তাহাকে বাহ্য বেশ দেখিয়া 'সাধু' বলিয়া সঙ্গ করত আমরা ক্রমশঃ সকলেই 'কপট' হইয়া পড়িতেছি — আমাদের এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধুর সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু দেশভ্রমণ করিয়াও, বহু দিন অনুসন্ধান করিয়াও একটি প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্ল্লভ হইয়াছে।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

প্রঃ—শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঞ্চকের পার্থক্য-নিরূপণে গোজামিল দেওয়া উচিত কি?

উঃ—"বিশুদ্ধ ভক্তির ও শুদ্ধভক্তের পৃথক্ 'থাক্' নিরূপণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভক্তদিগের শাখা-নির্ণয়ের পন্থা দেখাইয়াছেন। তদ্দৃষ্টেই আমরা এখনও শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঞ্চকদিগকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারি। এ বিষয়ে 'গোলে হরিবোল' দেওয়া উচিত নয়। সৎসঙ্গ ব্যতীত কখনও জীবের মঙ্গল নাই; সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবকে পৃথক্ করিয়া দেখাই উচিত।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৫

প্রঃ—বদ্ধাবস্থায় সৎসঙ্গ কি ভক্তির অঙ্গ?

উঃ—"বদ্ধাবস্থায় সৎসঙ্গ কেবল হরি-বিষয়ে রুচির উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অঙ্গ নহে।" —তঃ সূঃ, ৩৩ সূঃ

প্রঃ—ভক্তিপ্রদা সুকৃতি কি?

উঃ—"সাধুসঙ্গই একমাত্র ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি।"

—জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

প্রঃ—কপটতার সহিত সাধুসঙ্গের অভিনয় কিরূপ?

উঃ—"অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া স্থির করা যায়, তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ-সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থদান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুর সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না-কোন-প্রকার লাভও আছে। কিন্তু তাহাই যে সাধু-সঙ্গ, তাহা নয়। *** কেবল শুদ্ধ ভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধান-পূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতি-পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন—'হে দয়াময়, আমাকে কৃপা করুন, আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার সংসার-বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?' **বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট-বাক্য-মাত্র। তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহরহঃ জাগ্রত আছে।** কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়'—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্য ও কপট ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—'ওহে, তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক'; তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন—'হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র, সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।' এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি বিষয়িগণের এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা মাত্র। জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট-ব্যবহারে আমরা সাধু-সঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্ন-পূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্র-বাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

প্রঃ—সৎসঙ্গ বরণ না করিয়া দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন হয় কি?

উঃ—"কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্ন-পূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

প্রঃ—অসদ্‌গুরুর দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর সৎসঙ্গ-বরণ কি অন্যায় ?

উঃ—"অযোগ্য কুলগুরুকে তাঁহার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত সদ্‌গুরু অন্বেষণ করা আবশ্যক।" —'গুর্ব্ববজ্ঞা', হঃ চিঃ

প্রঃ—সঙ্গের জন্য কিরূপ বৈষ্ণব অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ?

উঃ--"যাঁহার বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

প্রঃ—সাধু কি সকল সময়ই পৃথিবীতে থাকেন ? সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ কেন ?

উঃ—"সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল 'অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়।" —জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

প্রঃ—সাধুর নিকট প্রজল্প করা কি উচিত ? কাহাকে প্রকৃত সাধুসঙ্গ বলে ?

উঃ—"সাধুর নিকট গিয়া 'এ দেশে বড় গরম, সে দেশে শরীর ভাল থাকে, ঐ বাবুটি বড় ভাল, এ বৎসর চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে ?'—ইত্যাকার মায়া-বিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয় ত' প্রশ্নকারীর কথার দু'একটি উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় ? **সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎকথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ, তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়।**"

—'সাধুজন-সঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।৪

শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যান

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর তাঁহার দিব্যনেত্রে দিব্যধাম শ্রীনবদ্বীপের চিন্ময় সৌন্দর্য্য দর্শন ও সেই শ্রীচিন্ময়ধামে ধামেশ্বর স্বয়ংভগবান্ শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের বিভিন্ন চিন্ময় লীলা-বিলাসের সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করিয়া 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ' প্রভৃতি চিদ্ধাম-মহিমাসূচক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"মায়াপুর, শ্রীপুলিন মধ্যে ভাগীরথী।
সব ল'য়ে গৌরধাম জান মহামতি॥
ভাগীরথী পূর্ব্বতীরে হয় মায়াপুর।
মায়াপুরে নিত্য আছেন আমার ঠাকুর॥
লোকদৃষ্টে সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্বম্ভর।
ছাড়ি' নবদ্বীপ ফিরে দেশদেশান্তর॥
বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ মোর নবদ্বীপ-ধাম।
ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম॥"

এই শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশে জাহ্নবীতটে—ভাগী-রথী ও সরস্বতী (খড়িয়া বা জলঙ্গী) সঙ্গমের অতীব নিকটে ঈশোদ্যান নামক উপবন বিরাজিত। সেই বনে শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত—শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীশচী-নন্দন গৌরহরি মধ্যাহ্নে ভক্তগণ লইয়া লীলা করেন। শ্রীল ঠকুর তাঁহার অপ্রাকৃত ভাবোদ্বেলিত চিত্তে—সেই লীলা স্ফূর্ত্তির ও ভাবোদ্দীপ্ত নেত্রে সেই বনশোভা দর্শনের এবং সেই বনেই সর্ব্বদা তাঁহার ভজনস্থান হউক, ইহারই আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন—

"মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
'ঈশোদ্যান'-নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা ল'য়ে ভক্তজন॥
বনশোভা হেরি রাধাকৃষ্ণ পড়ে মনে।

সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে ॥
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌর-গুণগান ॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতিশোভা তায়।
হিরণ্য-হীরক-নীল-পীতমণি ভায় ॥
বহির্ম্মুখজন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে ॥
দেখে মাত্র কণ্টক-আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনী-বন্যার বেগে সদা লণ্ড-ভণ্ড ॥"

*　　　*　　　*

'ঈশোদ্যান-সন্নিকটে নিজ কুঞ্জে বসি'।
ভজিব যুগল ধন শ্রীগৌরাঙ্গ-শশী ॥''

"নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-ক্ষেত্রবাসিগণ।
ঈশাক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন ॥"

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীনিজজন ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, নিত্যধামপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ প্রমুখ ভজন-বিজ্ঞ-বৈষ্ণবগণ এই ঈশোদ্যানের চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের মঠমন্দির-রূপ ভজনকুঞ্জ রচনা করিয়াছেন।

গঙ্গায় গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী—মুখ্যতঃ এই ত্রিধারা প্রবাহিতা হইয়া থাকেন। "পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার" (চৈঃ চঃ ম ৩।৩৬), সরস্বতী অন্তঃসলিলা। প্রয়াগে যুক্তবেণী, হুগলী ত্রিবেণীতে মুক্তবেণী। এখানে সরস্বতীর প্রবাহ ব্যক্ত, অবশ্য বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায়। এক সময়ে এই সরস্বতী প্রবাহ খুবই প্রবল ছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জলঙ্গী বা খড়িয়া নদীকে 'সরস্বতী'-রূপে দর্শন করিতেন। ('কবে গৌরবনে সুরধুনী তটে' এই গীতি মধ্যে 'পিব সরস্বতী-জল' ইত্যাদি পদ দ্রষ্টব্য।) এই সরস্বতী ও ভাগীরথীর পরমপূত সঙ্গমস্থলের অতি নিকটেই পরম দিব্যভূমি **'ঈশোদ্যান'** অবস্থিত এবং যেহেতু ইহা শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশ, সুতরাং মায়াপুরেই অবস্থিত। এই শ্রীমায়াপুর ও পুলিন মধ্যে ব্যবধান ভাগীরথী মাত্র। গঙ্গার পশ্চিমভূমিতে যে উচ্চচড়া, তাহার নাম পারডাঙ্গা, তাহার উত্তরে জাহ্নবীপুলিন, তাহাকে প্রবীণগণ ছিন্নডাঙ্গা বলিয়া জানেন। ঐ পুলিনে যে নগর বসিবার এবং কালক্রমে ঐ স্থানে যে গানকোলাহল হইবার কথা আছে, সেই স্থানই বর্ত্তমান নবদ্বীপ মিউনিসিপাল টাউন—কোলদ্বীপান্তর্গত। পারডাঙ্গা—সটিকার-স্বরূপ এবং ঐ পুলিন—সাক্ষাৎ বৃন্দাবন রাসস্থলী-স্বরূপ। মায়াপুর— সাক্ষাৎ শ্রীগোকুল-মহাবন-স্বরূপ। কুলিয়া পাহাড়পুর বলিয়া খ্যাতস্থান—সাক্ষাৎ গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন স্বরূপ। সুতরাং ভাগীরথীর উভয় পারের সবস্থানগুলি লইয়াই গৌরধাম। যখন গঙ্গা মায়াপুর আচ্ছাদন করিবেন, তখন ভগবদ্‌গৃহটি জলাচ্ছাদিত হইবে না, 'মায়াপুর এক কোণ রবে বিদ্যমান'। কিন্তু যখন গঙ্গাদেবী মায়াপুর-আচ্ছাদন উঠাইয়া লইবেন, তখন ভক্তগণ কোন্ চিহ্ন ধরিয়া গুপ্তস্থান ব্যক্ত করিয়া প্রকাশ করিবেন, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইয়াছে—

''শিবডোবা বলি' খাত দেখিতে পাইবে।
সেই খাত 'গঙ্গাতীর' বলিয়া জানিবে ॥"

এই চিহ্ন ধরিয়াই ভক্তগণ লুপ্তস্থান উদ্ধার করিবেন। এখানেই বৃদ্ধ শিবালয়। এই শিবডোবার নিকটই শ্রীজগন্নাথমিশ্রভবন অবস্থিত।

"মায়াপুর-সীমাশেষে বৃদ্ধশিবালয়।
জাহ্নবীর তটে দেখে জীব মহাশয় ॥"

এইস্থলে 'মায়াপুর-সীমাশেষ' বলিতে **'গঙ্গাতীর'** বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং বর্ত্তমানে শ্রীযোগপীঠের দক্ষিণে 'হুলোর ঘাট' পর্য্যন্ত সমস্ত অংশই শ্রীমায়াপুর।

হান্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ য্যাকাউন্ট্ ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—নবদ্বীপনগর ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে এবং জলঙ্গীর (খড়িয়ার) পশ্চিমে অবস্থিত ছিল:—

"It was on the east of the Bhagirathi and on the west of Jalangi."

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্রে (আঃ ১।৮৬) লিখিত আছে—

''গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়।"

ঐ চৈঃ চঃ আদি ১৩শ পরিচ্ছেদেও লিখিত আছে:—

"নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয় ॥"

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও তাঁহার শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা-গ্রন্থে লিখিতেছেন—

"শ্রীসুরধুনীর পূর্ব্বতীরে।
অন্তর্দ্বীপাদিক চতুষ্টয় শোভা করে ॥
জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেতে।
কোলদ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে ॥
নবদ্বীপ-মধ্যে মায়াপুর।
যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর ॥
নবদ্বীপে নব দ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥"

উর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রেও লিখিত আছে—

"বর্ত্ততেহ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি।
ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরন্ত গোকুলম্ ॥"

নদীয়া গেজেটীয়ারে লিখিত আছে—"নবদ্বীপ একটি অতি প্রাচীন নগর এবং ইহা ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় জনৈক নৃপতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। 'আইনী আকবরী'তে অবহিত হওয়া যায় যে, লক্ষ্মণ সেনের সময় নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল।"

হান্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল য়্যাকাউন্ট ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"নদীয়া লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ক্যাল্‌কাটা রিভিউর ৩৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"নদীয়া সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বপ্রাথমিক যে বিবরণ পাই, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই নগরী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল।"

এইরূপ বহু প্রমাণ হইতে স্পষ্টীকৃত হয় যে, ভাগীরথীর পূর্ব্বতটেই প্রাচীন নবদ্বীপ সহর অবস্থিত এবং তাহাই সেন বংশীয় রাজগণের রাজধানী। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার আকস্মিকভাবে কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রাজপ্রাসাদের সহিত নবদ্বীপ নগরের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। দুই শতাব্দী যাবৎ মুসলমানগণ তথায় কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই। ১৫শ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তিসময়ে মুসলমানগণ নবদ্বীপে তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ অবগত হওয়া যায়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ট্রাভেল্‌স্ অফ্ এ হিন্দু' গ্রন্থের ২৭শ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—দ্বাদশ শতাব্দীতেও নবদ্বীপ লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। অদ্যাপি রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ 'বল্লালঢিবি' নামে খ্যাত হইয়া জাজ্জ্বল্য-প্রমাণ-রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। নদীয়া গেজেটীয়ার লিখিতেছে—"নদীর অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে, বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে 'বামনপুকুর' নামক গ্রামে 'বল্লালঢিবি' নামে খ্যাত এক বৃহৎ উচ্চ স্তূপ দৃষ্ট হয়, উহাই রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া কথিত হয়।" হান্টার সাহেবের ষ্টাটিষ্টিক্যাল্ য়্যাকাউন্ট্ গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—"নদীর (ভাগীরথীর) অপর পার্শ্বে একটি বৃহৎস্তূপ এখনও বল্লাল-সেনের নামানুসারে পরিচিত। রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাতা লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান।" ঐ রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী বল্লালদীঘীর কথাও উক্ত নদীয়া গেজেটীয়ার, ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ য়্যাকাউন্ট্ প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। মেজর রেণেল, ব্লকম্যান, হলওয়েল প্রভৃতির মানচিত্রের সহিত বিবরণ মিলাইয়া আলোচনা করিলে প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি নিঃসংশয়িতভাবে সুমীমাংসিত হয় এবং মায়াপুরের দক্ষিণাংশস্থ ঈশোদ্যান যে মায়াপুরেরই সংলগ্ন স্থান, সুতরাং শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত, এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ (অধুনা পরলোকগত) মহোদয় সঙ্কলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক প্রাচীন ঐতিহ্যবিৎ 'প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব' পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পরে রচিত বলিয়া অনুমিত 'ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড' নামক একখানি প্রাচীন পুঁথিতে 'মায়াপুর' শব্দের উল্লেখ পাইয়া ঐ পুঁথির ৭ম অধ্যায়ের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ ইংরাজ পণ্ডিত H. H. Wilson সাহেব এই পুঁথিখানির বিষয় বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে লিখিত আছে—

মায়াপুরঃ কলেঃ সায়ং বৃহদ্‌গ্রামো ভবিষ্যতি।

*　　*　　*　　*

কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽসৌ মহীতলে।
ভাগীরথীতটে পুণ্যে ভবিষ্যতি শচীসুতঃ॥ ইত্যাদি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯।১৮ শ্লোকের টীকায় ভারতবর্ষের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষ্ণুপুরাণ-বচন (২।৩।৬-৭) উদ্ধার করিয়া লিখিতেছেন—

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ॥
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংভৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥"

'সাগরসংভৃতঃ' ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তীতি শ্রীস্বামি ব্যাখ্যা। নবমস্যাস্য পৃথঙ্‌নামাকথনাৎ নাম্নোঽপি নবদ্বীপোঽয়মিতি গম্যতে।

অর্থাৎ শ্রীপরাশর বলিতেছেন, এই ভারতবর্ষের নয়টি ভাগ আছে, শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ—এই আটটী এবং সাগরসংভৃত এইটি নবম দ্বীপ। এই দ্বীপ উত্তর-দক্ষিণে সহস্র যোজন বিস্তৃত।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'সাগর-সংভৃতঃ' এই শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তী'। এই নবম দ্বীপের অন্যান্য অষ্টদ্বীপের মত পৃথক্ নাম না বলায় এবং তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ ভারতবর্ষের নয়টি ভাগের মধ্যে ইহা নবম দ্বীপ বলায়, ইহা নামেও যে নবদ্বীপ, ইহাই বোধগম্য হইতেছে।

প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরের অবস্থিতি সম্বন্ধে গত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখের হাইকোর্টের রায় ও ডিক্রী হইতে প্রকাশ—(আমরা 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে প্রকাশিত ঐ ইংরাজী রায়টির বঙ্গানুবাদ মাত্র নিম্নে উদ্ধার করিলাম—)

"১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মেজর রেণেলের ম্যাপ হইতে জানা যায় যে, বেলপুকুরের দক্ষিণদিকে গঙ্গার তিন স্থানে দুইটি স্রোতঃ অর্থাৎ গঙ্গার স্রোতঃ এবং জলঙ্গীর স্রোতঃ মিশিয়াছে; একটী স্থান নবদ্বীপের উত্তরে (অর্থাৎ জলকর দমদমার নিকট), একটি উক্ত নবদ্বীপের দক্ষিণে (অর্থাৎ জলকর কাসিমপুরের বা হুলোর ঘাটের নিকটে) এবং তৃতীয়টি মহীশুঁড়ার দক্ষিণে।" ১১৯৯ সালের হুদ্দাবন্দী কাগজে 'দোগাঙ্গনীর মূড়া' বলিয়া যে সঙ্গমের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ বেলপুকুরের দক্ষিণে অবস্থিত প্রথম সঙ্গমস্থলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমাতে মিঃ ড্যাম্পীয়ার সাহেব নদীয়ার জজ মুর সাহেবের ১৮৩০ সালের একটি রায়ের উপর নির্ভর করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, জলকর কাশিমপুরের দক্ষিণপ্রান্তে প্রাচীন-নবদ্বীপের উভয়পার্শ্বস্থ স্রোতঃ দুইটি (অর্থাৎ ভাগীরথী ও জলঙ্গী) একত্রে মিশিয়াছে। এই পুস্তকে (অর্থাৎ 'চিত্রে নবদ্বীপ' পুস্তকে) মুদ্রিত বা অন্য কোন সেটেল্‌মেণ্ট সার্ভে ম্যাপ দেখিলেই এই তিনটি সঙ্গমস্থল পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং জানিতে পারা যাইবে যে, নক্‌সার জলকর দমদমা নামক স্থানটি প্রথম সঙ্গমস্থল ও তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে **'হুলোর ঘাট' নামক স্থানটি দ্বিতীয় সঙ্গমস্থল** এবং ইহা প্রাচীন-নবদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত।

সুতরাং আদালতের বিচারের এই রায় হইতে আমাদের আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, শ্রীমায়াপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বল্লালদীঘী ইত্যাদি স্থানসমূহই প্রাচীন নবদ্বীপ। বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের পূর্ব্বদিকে হুলোরঘাটের সঙ্গমস্থলটী যে জলকর কাসিমপুরের দক্ষিণ সীমা, তাহা আরও অনেক জমিদারী সেরেস্তার কাগজে ও আদালত-সংক্রান্ত কাগজে প্রকাশিত আছে। ১১৯৯ সালের হুদ্দাবন্দী কাগজে যে 'শ্রীমায়াপুর' গ্রামের উল্লেখ ছিল, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং কৃষ্ণনগরের বহু উকিল, জমিদার এবং শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন।"

—'চিত্রে নবদ্বীপ' ২৮-৩০ পৃঃ

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, 'হুলোর ঘাট' পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'নবদ্বীপভাবতরঙ্গে' লিখিত

'ঈশোদ্যান' শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশে সুতরাং তাহা শ্রীধাম মায়াপুরেই বিরাজিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' নামক গ্রন্থে ১ম ও ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—"নদীয়ার নীচে গঙ্গা নাম মিশ্রঘাট। * * * শ্রীবাস অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে। প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়ে॥ বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে। ভাঙ্গাচুর প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥"

ঐ গ্রন্থের ৪র্থ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর। পাঁচখানি বড়ঘর দেখিতে সুন্দর॥ প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় নিয়ড়ে তাহার। কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল-সাগর॥"

বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালে ১লা আশ্বিন তারিখে আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, নবদ্বীপ এবং বহুস্থানের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষর-সমন্বিত 'কায়স্থকৌস্তভ' নামক গ্রন্থে সেনরাজবংশীয়গণের রাজধানীতেই মায়াপুর গ্রাম এবং সেই মায়াপুরেই শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে ঃ—

এই (সেন বংশীয়) রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে (অর্থাৎ নবদ্বীপে) রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী মায়ায়াং এই নগর সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্ববিদ্যালয় হইয়াছিল, এইজন্য ইহার এক নাম মায়াপুর। 'মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ' ইতি উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র"

(—কায়স্থকৌস্তভ ৯৮ পৃঃ)

"লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপের রাজা হইলেন।" (ঐ ১২৪পৃঃ)

"নবদ্বীপে গঙ্গাবেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও একনগর নির্ম্মাণ করিলেন, ইহার একনাম মায়াপুর শাস্ত্রে কহিয়াছেন।" (ঐ ১২৩ পৃঃ)

"অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনীপরিবারিতে॥"

—'অনন্তসংহিতা ৫৭অঃ' (কায়স্থকৌস্তভ ১২৪ ও ১৩০পৃঃ)

এই কায়স্থকৌস্তভ ১২৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব ১২৪৫ বঙ্গাব্দ ১৮ই ভাদ্র ভরিবিবার। সুতরাং তাঁহার আবিবের ৭ বৎসর পরে ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহাতে নবদ্বীপেরই এক নাম মায়াপুর—এইরূপ কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঈশোদ্যান এই শ্রীমায়াপুরেই অবস্থিত।

হান্টার সাহেবের ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ারে লিখিত আছে—"নদীয়া (নবদ্বীপ) নদীয়া জেলার প্রাচীন রাজধানী এবং লক্ষ্মণসেনের বাসস্থলী। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরী লক্ষ্মণসেনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এইস্থানে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—"Here in the end of the 15th Century was born the great reformer Chaitanya."

হান্টার সাহেবের 'ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল য়্যাকাউণ্ট অফ্ বেঙ্গল(vol I)নামক পুস্তকের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"বয়রার নিকট 'মায়াপুর' নামক একটি ছোট সহর (বর্দ্ধমান জেলার সীমান্তের নিকট) অবস্থিত। আমি শুনিয়াছি সেখানে এক মৌলানা সিরাজউদ্দিনের কবর আছে। তিনি বঙ্গের বাদসাহ (১৪৯৪-১৫২২) হুসেনসাহের শিক্ষক ছিলেন বলিয়া কথিত।"

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হলওয়েল্‌স্ হিন্দুস্থান' গ্রন্থ-সংলগ্ন মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলে ঐ বয়রা ও মায়াপুরের অবস্থিতি বুঝা যাইবে।

'নদীয়াকাহিনী' গ্রন্থ-লেখক রায় বাহাদুর কুমুদ নাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে "মায়াপুর গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বকোণে কাজির সমাধি, তদুপরি সুবৃহৎ গোলোক-চাঁপা বৃক্ষ, কাজির নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন এবং নদীয়ার কাজিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত থাকিবার কথা" স্বীকার করিয়াছেন।

প্রাচীন কুলিয়া নবদ্বীপসহরের প্রাচীন অধিবাসী বহুলোকমান্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহোদয়ের স্বহস্তলিখিত স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রে লিখিত আছে—

"আমি স্বর্গীয় কেদার বাবুর মতের বিরুদ্ধ কোন মত প্রকাশ করি নাই। * * * কেদার বাবুর মুখে (যাহা

শুনিয়াছি) এবং তাঁহার পুস্তকে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আমার মত। এ সকল কথা ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ কুণ্ডের নিকট হইয়াছিল।"

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ, সিদ্ধ পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, নবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজ প্রমুখ সিদ্ধ মহাজনগণ একবাক্যে সকলেই সুপ্রসিদ্ধ বল্লালদীঘীর নিকটবর্ত্তী স্থানকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বিল্বপুষ্করিণীর পণ্ডিত শ্রীসারদাকান্ত পদরত্ন মহোদয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মুক্তকণ্ঠে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে প্রাচীন-নবদ্বীপ ও শ্রীধাম মায়াপুরের অবস্থিতির কথা স্বীকার করিয়াছেন।

Hunter's Statistical Account of Bengal vol. II. P.142 এ লিখিত আছে—There is a large mound still called after Ballal Sen. It was recently dug up by one Mullah Shahib, who discovered some bar-koses or wooden trays and box containing remnants of Shawls and silken dresses; and also some small silver coins. There is also a dighi or lake called Ballal dighi. It is on the east of Bhagirathi and on the west of the Jalangi. The founder Laksman Sen built a palace of which the ruins are still extant.

অর্থাৎ বল্লালসেনের নামানুসারে বল্লালঢিবি নামক একটি বৃহৎ স্তূপ আছে। সম্প্রতি জনৈক মোল্লা সাহেব উহা খনন করত তন্মধ্য হইতে কএকখানি বারকোষ বা কাঠের থালা, একটি বাক্স তাহাতে কতকগুলি জীর্ণ শাল ও রেশমী পোষাকের অবশেষ এবং কএকটি ছোট রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছিলেন। বল্লালদীঘী নামে একটি দীর্ঘিকা বা হ্রদও আছে। ইহা ভাগীরথীর পূর্ব্বে ও জলঙ্গীনদীর পশ্চিমে অবস্থিত।

উক্ত বল্লাল ঢিবি বা সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজ-প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ বর্ত্তমানে সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য ৩য় পঃ) লিখিত আছে—

কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসিমণি।
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি' মাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥

ঐ গ্রন্থে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপ থাকাকালে এইরূপ আরও বর্ণিত আছে—

খালা-ছাড়া, বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত আছে—

"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতবাট্যামভ্যাযযৌ। ততো অদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিত স্তথৈব তরণীবর্ত্মনা **নবদ্বীপস্যপারে** কুলিয়ানামগ্রামে মাধব-দাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনৈব চলিতবান্।"

অর্থাৎ অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাস-পণ্ডিতগৃহে গমন করিলেন। তৎপরে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইয়া হরিদাস কর্ত্তৃক অভিবন্দিত হইলেন। অতঃপর তথা হইতে নৌকাপথে নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়া নামক গ্রামে মাধবদাস (চট্টোপাধ্যায়) ভবনে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং সপ্তদিবস তথায় অবস্থান পূর্ব্বক তথাহইতে পুনরায় গঙ্গাতটপথে চলিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে বিংশতিসর্গে লিখিত আছে—

"অন্যেদ্যুঃ স নবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈ র্নেত্রানন্দং সমাগাগত্য তেনে।"

অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু পরদিবস শ্রীনবদ্বীপধামের পশ্চিমে গঙ্গার পরপারে কোন স্থানে গিয়া তত্রস্থ সর্ব্বপ্রাণীর তাঁহার শ্রীঅঙ্গদর্শনজনিত নেত্রানন্দ বিধান করিতে লাগিলেন।

তৎকালীয় কুলিয়াই বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ। শ্রীমায়াপুর ও ঐ কুলিয়ার মধ্যে সবে মাত্র ব্যবধান গঙ্গা।

সত্য স্বপ্রকাশ-বস্তু। তাঁহাকে বাহিরের কোন

যুক্তিতর্ক দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা যায় না। ঈশোদ্যান চিন্ময় ধাম, তাঁহার যখন আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইল, তখন তাঁহারই ইচ্ছানুসারে ভক্তগণের হৃদয়ে তথায় কুঞ্জবাটী-নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। তাহাতে এক একটি অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। তথায় অনুক্ষণ শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-মৃদঙ্গ-মন্দিরাদি বাদ্য-ধ্বনিসহ সহস্র সহস্র কণ্ঠ-নিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন ধ্বনি মিলিত হইয়া ঈশোদ্যানের আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেছে, তাহাতে সঙ্কীর্ত্তননাথ গৌরসুন্দর সপার্ষদে কতই না আনন্দ অনুভব করিতেছেন। যে শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের স্বরূপবৈভব—সন্ধিনীশক্তিবিলাস চিদ্ধাম ধামেশ্বর প্রভু ইচ্ছায় সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইয়া প্রভুর লীলা-সুখসম্পাদনে সর্ব্বদা তৎপর, সেই ধামকে স্বীয় স্বকপোল-কল্পিত যুক্তিদ্বারা সঙ্কুচিত করিবার প্রয়াস নিতান্ত অনুদারচিত্ততার পরিচায়ক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ পরমৌদার্য্যলীল মহাবদান্য গৌরহরির ভৃত্যানুভৃত্যরূপে আত্মপরিচয়-প্রদানশীল ভক্তগণের অসীম অনন্ত ভগবদ্ধামের সীমানির্দ্দেশদম্ভ-প্রদর্শন-দ্বারা অনুদারতা-প্রকাশ অতীব শোচ্য। যে শ্রীমায়াপুর ধাম মধ্যে অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যথাবকাশে বিদ্যমান, সেই ধামমধ্যে তাঁহারই পরমপ্রিয় মাধ্যাহ্নিক বিহারস্থলী ঈশোদ্যান-ঈশাক্ষেত্র স্থান পাইবেন না, তাঁহাকে বহির্দ্বারে বহিষ্কৃত অনাদৃত হইয়া থাকিতে হইবে, ইহা কোন উদারচেতা গৌরভক্তের বিচার্য্য হইতে পারে না। যোগীন্দ্র-দুর্গমগতি মহাজনের বাক্যের মর্ম্ম আধ্যক্ষিকতার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিলে নিজজন-সঙ্গে মহাপ্রেমে নৃত্যকীর্ত্তনরঙ্গে বিহারকারী প্রেমের ঠাকুর গৌরহরির ঈশোদ্যানগমনপথে গণ্ডী দিয়া বাধা সৃষ্টিজনিত মহাপরাধে লিপ্ত হইতে হইবে। সর্ব্বনবদ্বীপেই সপার্ষদ মায়াপুরচন্দ্র মহাপ্রভুর অবাধ নর্ত্তনকীর্ত্তনগতি—সর্ব্বনবদ্বীপই এক অখণ্ড মায়াপুর। সর্ব্বনবদ্বীপই শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের কেলিভবন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ কীর্ত্তন করিতেছেন—

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানাচিত্রমনোহরং খগমৃগাদ্যাশ্চর্য্য-রাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভিস্তন্মে
গৌরকিশোর-কেলিভবনং মায়াপুরং জীবনম্॥

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেঽপি যায়াদহো
শ্রীগৌরাঙ্গপুরস্য যত্র মহিমা নাত্যদ্ভুতঃ শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতামাপ্নুয়ু-
র্যে মায়াপুর-বৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো
নো খলাঃ॥

অর্থাৎ যে স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বল-রত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে ধাম বিচিত্র মনোহর শোভা-যুক্ত, যেখানে পশুপক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্যপ্রীতিতে আবদ্ধ, অথবা যে ধাম পশুপক্ষিকুলের আশ্চর্য্যনিনাদে মুখরিত, যেস্থানে ফুলেফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুতা শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়াবি-লাসভূমি শ্রীমায়াপুরই আমার জীবন।

শ্রীগৌরধামের অত্যদ্ভুত মহিমা যে শাস্ত্রে শ্রুত হয় না, অহো! সেই অসৎশাস্ত্র স্বপ্নেও যেন আমার শ্রুতিপথে আগমন না করে; যে-সকল খল-ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিম্বা সম্ভাষণের বিষয় না হয়।

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ—ভক্তি কিঞ্চিন্মাত্র করিলেও কি মহা-মঙ্গল হয়?

উঃ—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—স্বল্পশ্রমেণাপি ভগবদ্ভক্ত্যা মহার্থঃ সিদ্ধ্যেৎ।(ভাঃ ১০।২৩।৯ বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

প্রঃ—স্নেহশীল ভক্তগণ কিভাবে গৃহে থাকেন?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—স্নিগ্ধ ভক্তগণের দেহমাত্র গৃহে থাকে কিন্তু তাঁহাদের মন-প্রাণ নিরন্তর ভগবানের উপরেই পড়িয়া থাকে। (ভাঃ ১০।২৩।১৪)

প্রঃ—কৃষ্ণকে অচ্যুত বলা হয় কেন?

উঃ—শ্রীসনাতনটীকা—

হৃদয়াৎ কদাচিদপি ন চ্যুত ভবতি ইতি অচ্যুতঃ।

শ্রীকৃষ্ণ অনুক্ষন হৃদয়ে থাকেন, হৃদয় হইতে কদাপি অন্যত্র যান না, এজন্য তাঁহাকে অচ্যুত বলে।

(ভাঃ ১০।২৩।১৮)

প্রঃ—ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া আমাদের ভয় আসে কেন?

উঃ—'ভগবান্ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন'—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস শরণাগত ভক্তের আছে। এজন্য শরণাগত ভক্ত নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী। কিন্তু যে সব সাধকের ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই, তাহাদেরই ভয় হয়। নতুবা ভক্তিপথাশ্রিত ব্যক্তির ভয়ের অন্য কারণ নাই।

ভাঃ ১০।২৩।৫২ বৈষ্ণবতোষণী টীকা—

কংসাৎ ভীতাঃ শ্রীভগবতি দৃঢ়-বিশ্বাসানুৎপত্ত্যা নিজ অনিষ্ট আশঙ্কয়া।

অর্থাৎ ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না হওয়ার জন্যই যাজ্ঞিক-বিপ্রগণ কংস-ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন নাই।

প্রঃ—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতির পাত্র কে?

উঃ—ভাঃ ১০।২৬।১৩ চক্রবর্ত্তী টীকা—বিত্ত অপেক্ষা পুত্রে, পুত্র অপেক্ষা দেহে, দেহ অপেক্ষা জীবাত্মায় এবং জীবাত্মা অপেক্ষা পরমাত্মায় উত্তরোত্তর অধিক প্রীতি হয়। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়।

প্রঃ—গো-হত্যা কি মহাপাপ ও নরকপ্রাপক?

উঃ—নিশ্চয়ই। মহাপ্রভু-কাজী-সংলাপে আমরা ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাই। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রভু কহে,—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা॥
পিতা-মাতা মারি' খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম॥
কাজী কহে,—তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব 'কোরাণ'॥
সেই শাস্ত্রে কহে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ।
নিবৃত্তি মার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ॥
প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ-ভয়॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি॥
প্রভু কহে,—বেদে কহে গোবধ নিষেধ।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধ॥
জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী॥
অতএব 'জরদ্গব' মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তা'র বধ নহে, হয় উপকার॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে॥
তোমরা জিয়াইতে নার,—বধমাত্র সার।
নরক হৈতে তোমার নাহিক নিস্তার॥
গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর।
গোবধে রৌরব-মধ্যে পচে নিরন্তর॥
তোমা-সবার শাস্ত্রকর্ত্তা—সেহ ভ্রান্ত হৈল।
না জানি' শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল॥
শুনি' স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি'॥
তুমি যে কহিলে, পণ্ডিত, সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র, বিচার-সহ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র,—আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥
সহজে যবন-শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।

(চৈঃ চঃ আ ১৭।১৫৩—১৭১)

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ কত বৎসর বয়সে রাসলীলা করেন?

উঃ—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম বৎসর বয়সে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করাইয়া শুক্ল প্রতিপদে

গোবর্দ্ধন-মহোৎসব করেন। দ্বিতীয়াতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব করিয়া ইন্দ্রের কোপ হইতে গোকুলরক্ষার্থ তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন ধারণ করেন। দশমী তিথিতে গোপগণ বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কথোপকথন করেন। পরে একাদশীতে গোবিন্দের অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হয়। দ্বাদশীতে বরুণের নিকট হইতে শ্রীনন্দের মোচন করিয়া পৌর্ণমাসীতে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে ব্রহ্মলোক প্রদর্শন করান। সুতরাং ৭ম বর্ষের শরৎকাল সমাপ্ত হইল। পরে অষ্টম বর্ষের আশ্বিনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসব হইয়াছিল।

যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের সুখার্থ এই রাস-রজনীতে শতকোটি রাত্রি আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম বৎসর বয়সে তিনশতকোটি গোপীর সহিত রাস করিয়াছিলেন।

(ভাঃ ১০।২৯।১ চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রঃ—বিঘ্ন কি ভক্তের কোন ক্ষতি করিতে পারে?

উঃ—কখনই না। শ্রীধরস্বামী টীকা—(ভাঃ ১০।২৯।৮) —'ন চ কৃষ্ণাকৃষ্ট-মনসাং বিঘ্নাঃ প্রভবন্তি।' শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করেন, কোন বিঘ্নই সেই কৃষ্ণাকৃষ্টচিত্ত ভক্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

প্রঃ—কে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, কে নিষ্কাম হইতে পারে?

উঃ—যিনি প্রত্যহ অমৃত পান করেন, তিনিই মৃত্যু, সংসার বা কাম জয় করিতে পারেন।

যাঁহারা আদর ও প্রীতির সহিত হরিনামামৃত, হরিকথামৃত, হরিলীলামৃত, কৃষ্ণাধরামৃত, শ্রীচরণামৃত—এই সব অপূর্ব্ব অমৃত পান করেন, তাঁহারাই মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন, নিষ্কাম হইতে পারেন এবং সংসার হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব বা পার্ষদত্ব লাভ করেন।

প্রঃ—যে হরিনাম করে, সে কি ভাগ্যবান্?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভাগ্য ভাল না হইলে হরিনাম করিতে ইচ্ছা হয় না। পাপী হউক্ বা ধার্ম্মিক হউক্, পণ্ডিত হউক্ বা মূর্খ হউক্, ধনী হউক্ বা গরীব হউক্, ব্রাহ্মণ হউক্ বা চণ্ডাল হউক্, যে ব্যক্তি হরিনাম করে, সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান্। শাস্ত্র বলেন—

গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
'হরি' 'হরি' বলি' ডাকে উচ্চ করিয়া॥
শুনি' তা'-সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
'বল' 'বল' বলে, সবার শিরে হস্ত ধরি'॥
তা'-সবার স্তুতি করে—তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাইয়া হরিনাম॥

(চৈঃ চঃ ম৩।১৩-১৫)

প্রঃ—সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি সংসার হইতে উদ্ধার হয়?

উঃ—কখনই না। সন্ন্যাস-গ্রহণ-দ্বারা সংসার হৈতে উদ্ধার হয় না পরন্তু ভগবৎ-সেবা দ্বারাই সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

শাস্ত্র বলেন—(ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ॥

(চৈঃ চঃ ম ৩।৭-৮)

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

(চৈঃ চঃ)

প্রঃ—শুদ্ধ প্রীতি কি?

উঃ—প্রিয় ব্যক্তি উপেক্ষা করিলেও যদি প্রীতির লেশমাত্র হ্রাস না হয়, তবে তাহাই শুদ্ধ প্রীতি জানিতে হইবে।

(ভাঃ ১০।২৯।১৭ চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রঃ—কি করিলে প্রীতি হয়?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—ভগবানের কথা শ্রবণ, ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং নিরন্তর ভগবন্নাম-প্রধান-কীর্ত্তন দ্বারা ভগবানে প্রীতি হইয়া থাকে।

(ভাঃ ১০।২৯।২৭ শ্রীসনাতনটীকা)

শাস্ত্র আরও বলেন—

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় 'মুক্তি' পাবে, পাবে প্রেমধন॥
'শ্রবণ-কীর্ত্তন' হৈতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

(চৈঃ চঃ)

প্রঃ—শ্রীবিগ্রহ-রূপী ভগবানের কি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় কষ্ট হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। শীত ও গ্রীষ্মে ঠাকুরের আমাদের ন্যায় কষ্ট হয়। এজন্য ভক্তগণ শীতকালে ঠাকুরকে গরম-চাদর, গরম-জামা প্রভৃতি দেন। গ্রীষ্মকালে যাহাতে ঠাকুরের কষ্ট না হয়, তজ্জন্য পাখার ব্যবস্থা করেন এবং মন্দির যাহাতে ঠাণ্ডা থাকে তজ্জন্য যত্ন করেন।

কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপালদেব স্বপ্নে নিজ ভক্ত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে বলিয়াছেন—

কুঞ্জ দেখাঞা কহে,—আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-বাতাগ্নিতে মহাদুঃখ পাই॥
গ্রামের লোক আনি' আমা কাঢ়' কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত-উপরি লঞা রাখ ভালমতে॥
এক মঠ করি, তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি' সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
অনেক ঘট ভরি' দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥

(চৈঃ চঃ ম ৪র্থ ৩৬—৪০, ৭৬)

প্রঃ—পরমাত্মা মানে কি?

উঃ—পরম + আত্মা = পরমাত্মা। পরমাত্মা অর্থে পরম প্রিয়তম। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়, যিনি প্রাণাপেক্ষাও অত্যধিক প্রীতির পাত্র, সেই কৃষ্ণই পরমাত্মা। (ভাঃ ১০।৩০।২৪ বৈষ্ণবতোষণী) পরমাত্মা অর্থে অন্তর্য্যামী—অন্তরাত্মা। ব্রহ্ম ভগবানের অঙ্গ জ্যোতিঃ এবং পরমাত্মা ভগবানের অংশ।

শাস্ত্র বলেন—পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥

(চৈঃ চঃ ম ২০।১৬১)

আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥

(চৈঃ চঃ আ ২।১৮)

প্রঃ—হরিকথামৃত-পানের দ্বারা কি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ-ব্যাধি সবই দূর হয় এবং বল ও পুষ্টি-লাভ হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভাঃ ১০।৩১।৯ শ্রীসনাতন টীকা বলেন—হরিকথৈব অমৃতং তস্য ক্ষুত্তৃট্—রোগাদিহরণাৎ বল-পুষ্ট্যাদি-করত্বাৎ।

হরিকথারূপ অমৃত জীবের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ-ব্যাধি সবই দূর করে এবং তদ্দ্বারা বল ও পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে। হরিকথামৃত মহারোগাদি-দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিগণের, সংসারতপ্ত জীবগণের এবং বিরহী ভক্তগণের যাবতীয় দুঃখ দূর করিয়া থাকে, এত তাহার অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব। হরিকথামৃত কামের হাত হ'তে নিষ্কৃতি দিয়া জীবকে নিষ্কাম করে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

দেহাদি-হৃৎপুষ্টিদং গোবিন্দ-লীলামৃতম্।

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ কি শতকোটী গোপীর সহিত রাস করিয়াছিলেন?

উঃ—শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—(ভাঃ ১০।৩২।১০)

শ্রীকৃষ্ণ তিনশত কোটি গোপীর সহিত রাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ষোড়শসহস্র গোপী মুখ্য। তন্মধ্যে সহস্র গোপী মুখ্যতর। তন্মধ্যে অষ্ট গোপী মুখ্যতম। অষ্ট গোপী মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী অতিমুখ্যতম। তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধা সর্ব্বমুখ্যতম।

প্রঃ—ভক্তের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে শরণাগত ভক্ত কি বলেন?

উঃ—গৌরপার্ষদ শ্রীরামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—

রায় কহে—ইহা আমি কিছুই না জানি।

তুমি যেই কহাও, সেই কহি বাণী ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝিবে তোমার নাট ॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি ॥
(চৈঃ চঃ ম ৮।১২০-১২২)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন-মোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৮।৭৮-৭৯)

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুকে বলিলেন—
আর এক কথা রায় কহিলা আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি' না জানিহ মোরে ॥
মোর মুখে কথা কহেন আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি,—যেন বীণাযন্ত্র ॥
(চৈঃ চঃ অ ৫।৭২-৭৩)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন—
'আমি লিখি,' ইহা মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ-পুতলী-সমান ॥
শ্রীমদন-গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি'।
কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না পারি ॥
(চৈঃ চঃ অ ২০।৯২, ৯৯)

অদ্যাপি কোন কোন ভক্ত বলেন—
মোর মুখে কথা কহেন, গুরু-গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি, যেন বীণাযন্ত্র ॥

প্রঃ—ব্রজবাসী ভক্তগণ কি কৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি করেন ?

উঃ—না। ব্রজবাসী ভক্তগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করেন না। পরন্তু নিজ পতি, পুত্র, মিত্রাদিরূপে কৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে নন্দনন্দন এবং নিজ পতি, বন্ধু বলিয়াই জানেন। কৃষ্ণে ব্রজবাসিগণের লেশমাত্রও ঈশ্বরবুদ্ধি নাই। কিন্তু দ্বারকা-মথুরায় ভক্তগণের কৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি আছে।

শাস্ত্র বলেন—

প্রভু কহে—কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বাঁধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কাঁধে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১২৭-১৩১)

প্রঃ—আমরা কোন্ বিষয়ে যত্ন করিব ?

উঃ—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—যদি যত্ন করিতে হয়, তবে হরিভজনের জন্যই যত্ন করা দরকার। তাহা হইলেই আমাদের জন্ম সার্থক হইবে, জীবন সুখময় হইবে, সময়ের সদ্ব্যবহার করা হইবে এবং কায়, মন ও বাক্যকে সৎকার্য্যে বা যথাস্থানে নিযুক্ত করা হইবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গাহিয়াছেন—
এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব,
জীবন-যাপন লাগি।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥

প্রঃ—যোগমায়া কি যশোদা-গর্ভ হইতে নবমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ?

উঃ—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—নবম্যামেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ।
(ভাঃ ১০।৩।৪৮ বৃঃ বৈষ্ণবতোষণীধৃত হরিবংশবচন।)
হরিবংশ বলেন—যোগমায়া কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতেই জন্মগ্রহণ করেন।

বিষ্ণুপুরাণে (৫।১।৭৬) ভগবান্ মায়াদেবীকে বলিলেন—
প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যাসি ॥

আমি কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রাত্রে জন্মগ্রহণ করিব, আর তুমি (মায়াদেবী) নবমীতে জন্ম গ্রহণ করিবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৩শ বর্ষ

১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৮০

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৭৪০

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮০। ২১ কেশব, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, শনিবার; ১ ডিসেম্বর ১৯৭৩। { ১০ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

কভুর-গোদাবরীতট

৫ই জুলাই ১৯৩২

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরতত্ত্বের (Absoluteএর) নিকট হইতে আমরা সকলেই কৃপা প্রার্থনা করি। পরতত্ত্ব অনন্ত-ব্যক্তিত্ব এবং অব্যক্তিত্বরূপবিশিষ্ট। এই উভয়বিধ রূপ-বিশিষ্ট তত্ত্ব আমাদের উপাস্য। আমরা নিত্য ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন সত্তা। অতএব আমাদের নিত্য ও পূর্ণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পরতত্ত্বের উপাসনারই প্রয়োজন আছে। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধই স্বাভাবিক এবং সম্যক্ প্রয়োজনপ্রদ। পরতত্ত্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রয়োজনীয় হইলে আমাদের সমুদয় কার্য্য পরতত্ত্বের উদ্দেশ্যে কৃত হওয়াই সঙ্গত।

আমাদের অনেক কার্য্য আছে। তন্মধ্যে কোন্‌টী একান্তকর্ত্তব্য? পঞ্চরাত্র বলেন,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

জীবের যতপ্রকার কর্ত্তব্য-কৃত্য আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের সেবা অধিকতর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

তুলনামূলক আলোচনা-দ্বারা পরতত্ত্বের স্বরূপ-নিরূপণের চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। পরতত্ত্বের সন্ধান ইহজগতে পাওয়া যায় না। যে সত্তা পরতত্ত্বের একান্ত উপাসনার বৃত্তি প্রদর্শন করে, তাঁহার নিকটই পরতত্ত্বের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

উপাসকের পঞ্চবিধ অবস্থান। পঞ্চবিধ অবস্থানের মধ্যে যেখানে নিরপেক্ষ অবস্থানের কথা আছে, তাহাও কিছু প্রতিকূল ভাবময় নহে, তাহাও অনুকূলভাবযুক্ত। গীতায় যেমন দেখিতে পাই—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

এইরূপ, যদি আমরা অন্যান্য যাবতীয় খণ্ড-সত্তার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যশূন্য, উদাসীন বা নিরপেক্ষ হই, তখন আমাদের পরতত্ত্বের সেবার যোগ্যতা উদিত হয়।

এখানে পরতত্ত্বের সাক্ষাৎলাভ হয় না। আমাদের বর্ত্তমান নশ্বর ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারা পরতত্ত্বের নিকট পৌঁছান' যায় না। তাহা হইলে উপায় কি?

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

আমরা অকপট সেবোন্মুখ হইলে পরতত্ত্ব স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া, আমাদের ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বহির্ম্মুখ ভাব ঘুচাইয়া ইন্দ্রিয়গ্রামকে সেবা করিবার মত যোগ্যতার উদ্ঘাটন করিয়া দেন।

যদি আমরা পরতত্ত্বে সেবাবৃত্তি প্রদর্শন করি, তাহা হইলে অন্যবস্তুর সেবা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। সমুদয়-সত্তার সেবা সমর্থনকারী সাহিত্য (altruistic literature) অপ্রয়োজনীয় অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিরহিত। আমাদের পূর্ব্ব-পশ্চাৎ (antecedents and consequents) বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞান আমাদের নাই। প্রপঞ্চগত অত্যন্ত স্থূল প্রত্যক্ষ ঘটনাই আমাদের বর্ত্তমান যোগ্যতায় একমাত্র দৃষ্টি-সম্মুখে উপস্থিত হয়। এজন্যই স্থূলে সমাধিগ্রস্ত মনীষিগণ বিচার করিয়াছেন যে, জাগতিক সম্বন্ধ অঙ্গীকার পূর্ব্বক আমাদের মরণশীল মর্ত্ত্যজীবের সেবা করাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু প্রপঞ্চাতীত ঘটনাসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিতে পারিলে আমরা বাঁচিতে পারি না। আমাদিগকে এই জগৎ ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আত্মা প্রপঞ্চান্তর্গত দেহাদি নহে। দয়ার আদর্শ জাগতিক সত্তায় সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত নহে। পাপ-পুণ্য—ধর্ম্ম-অধর্ম্ম-বিচার খর্ব্ব-দৃষ্টি সম্পন্ন বিচার। ইহাই জগতের তথাকথিত পরোপকারের মূলের কথা। জগতে পাপ-পুণ্য-আচরণ অপরিহার্য্য। আমরা জগতে বাধ্য হইয়া পাপপুণ্যে প্রবৃত্ত হই। তদ্দ্বারা আমাদের কোনও মঙ্গল হয় না। স্বয়ং স্বেচ্ছায় গাধার টুপি মাথায় দিয়া দর্পণে নিজের প্রতিফলিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে দর্পণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশকরা এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা মূর্খতা মাত্র। দর্পণের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব-মাত্র আমাদের সম্বল। পাপপুণ্যাদি ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুশীলনে আবদ্ধ থাকা গর্হিত। প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বের পাদমূলেই সর্ব্বরসের উৎস।

এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোদাবরী পার হইয়াছিলেন, এইস্থানেই রামরায়ের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন হইয়াছিল। শ্রীরামানন্দরায় পুষ্করস্নানে আসিয়াছিলেন। বহির্ম্মুখ লোকের বহির্দৃষ্টিতে শ্রীরামানন্দ রায়ের গোদাবরীর পবিত্র জলে স্নান-দ্বারা পাপক্ষয় করিবার আদর্শ প্রতীয়মান হইয়াছিল ; কিন্তু রামানন্দের এইস্থানে আগমনের তাৎপর্য্য অন্যরূপ ছিল।

পাপপ্রবণ জীবন নির্ম্মিত করিয়া উহার ফলস্বরূপ 'পুণ্যবান্' বলিয়া খ্যাতি লাভ, বৈদিককর্ম্মকাণ্ডেরই অনুসরণীয় বিষয়।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥"

উত্তমরূপে বর্ণাশ্রম পালন করিবার পরও দেখি, আরও কিছু কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে,—তাহা পরতত্ত্বের ঐকান্তিকী সেবা।

আত্মার কোনরূপ মলিনতার প্রয়োজন নাই। দৈহিক তাৎকালিক প্রয়োজনসমূহই আবর্জ্জনা। মন পুণ্যের অনুশীলন-দ্বারা সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ নিয়মিত মনে হইলেও উহা স্বভাবতঃই বড় বিশ্বাসঘাতক, উহার উপর নির্ভর করা যায় না।

"শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।"

বালকের ন্যায় চাপল্যপ্রিয় না হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের যাবতীয় কৃত্য পরতত্ত্বের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। আত্মা—দ্বারা পরতত্ত্বের সেবা সম্ভব। সেবালাভের উপায়-শরণাগতি গীতায় পাওয়া যায়—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আমরা নিজের উপর নির্ভর করিয়া বিপন্ন হইব না ; তাঁহার উপর নির্ভর করিব। অন্যকার্য্য না করিবার জন্য অর্থাৎ ইতর কার্য্য করিতে পারিলাম না বলিয়া শোক করিব না। দক্ষিণ দেশে এক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট্ কুলশেখর। তিনি বলিয়াছেন,—

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভবত্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।
নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বম দ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয় ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

আমাদের নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও বলিয়াছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

আত্মার উন্নত আকাঙ্ক্ষা শাস্ত্রবিধিপালনমাত্র নহে। কিংবা বৈদান্তিকব্রুবের ন্যায় নির্ব্বেদ জ্ঞানানুশীলন মাত্রও নহে। আত্মার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র নিত্য আকাঙ্ক্ষা পরতত্ত্বের নিত্যসেবা। পরতত্ত্বের সেবা-বিহীন হইলে জাগতিক পরোপকারে নিযুক্ত হওয়া 'কর্ত্তব্য' বলিয়া বিবেচিত হইবে। জাগতিক ব্যাপারে তুলনামূলক বিচার-দ্বারা এই সমুদয় লোকহিতকর কার্য্য প্রথম দৃষ্টিতে অত্যন্ত লোভনীয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পরতত্ত্বের সেবা আচরণীয়

কিন্তু পরতত্ত্বের অধিষ্ঠান কোথায়? পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতি পাঁচটী অধিষ্ঠানের কথা বলে— (১) সূর্য্য, (২)গণেশ, (৩) শক্তি, (৪) শিব ও ৫। কর্ম্মফলবাধ্য বিষ্ণু (?)।

পঞ্চোপাসক বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন না। বিষ্ণু সকলের মূল বস্তুতত্ত্ব—ভগবান্ পুরুষোত্তম। ভগবান্ পূর্ণব্যক্তিত্ব সম্পন্ন-সত্ত। অপর তত্ত্ব-গুলির ব্যক্তিত্ব অনর্থযুক্ত দ্রষ্টার বিভিন্ন অবস্থা-অনুযায়ী—তাহা ভগবানের বিকৃত দর্শন। যেরূপ, ধর্ম্মকামীর বাসনা বিষ্ণুকে বিকৃত (?) করিয়া সূর্য্যরূপে দর্শনচেষ্টা, অর্থকামীর গণেশরূপে দর্শন চেষ্টা, কাম-কামীর শক্তিরূপে দর্শন-চেষ্টা এবং মোক্ষকামীর রুদ্ররূপে দর্শন-চেষ্টা। পয়স্বিনী-তটের আদিকেশব মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে গ্রন্থটী ("ব্রহ্মসংহিতা"র ৫ম অধ্যায়) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল অতিসুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের গীত ঐরূপ অনর্থময় দর্শনের গর্হণ করিয়াছেন। বাসনাতাড়িত অবিধিপূর্ব্বক উপাসনায় কখনও গতাগতির নিবৃত্তি বা আত্যন্তিক মঙ্গল হইতে পারে না।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই চরম গানেও অপর অনর্থময় অধিকারের পুতুলখেলা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বাস্তব-সত্য অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবার উপদেশই আছে।

ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে ব্যাসের মঙ্গলাচরণের মধ্যে উক্ত হইয়াছে—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অপর ভাষায় বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত - নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি 'অশান্ত'॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ও ভজনক্রিয়া

প্রঃ—ভজন-নৈপুণ্য কি?

উঃ—"সাধনযোগেনাচার্য্যপ্রসাদেনচ তূর্ণং তদপনয়নমেব ভজননৈপুণ্যম্।" অর্থাৎ "সাধনযোগে এবং আচার্য্য-প্রসাদে শীঘ্র (সেই) অনর্থ চারিটী দূর করাই ভজন-নৈপুণ্য।" —আঃ সূঃ ৭৫

প্রঃ—ভজন-ক্রিয়া কি কি?

উঃ—"সকল আত্মাতেই ভক্তির বীজ আছে। সেই বীজকে অঙ্কুর ও ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হইল তাহার মালীগিরি করা আবশ্যক। ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা, পরমেশ্বরের উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্ত-নিষেবিত স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যকতা আছে। ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক ও কঠিন কঙ্করাদি দূরীকরণরূপ কার্য্যসমূহ নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তিবিজ্ঞান জানিলে ঐসকল কার্য্য সুচারু-রূপে হইতে পারে।" —প্রেঃ প্রঃ, ৬ষ্ঠ প্রঃ

প্রঃ—কাঁহার আশ্রয় ঘটিলে ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা?

উঃ—"মহাভাগবতের আশ্রয়ই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ—ইহা জানিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে।" – শ্রী'রামানুজস্বামীর উপদেশ' ১০, সঃ তোঃ ৭।৩

প্রঃ—সদ্গুরুকরণ-ব্যাপারে কুলগুরু গ্রহণের অপেক্ষা আছে কিনা?

উঃ—"গুরুবরণের পূর্ব্বেই গুরু-শিষ্যের পরীক্ষা শাস্ত্রে

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইস্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা নাই।"

—'গুর্ব্ববজ্ঞা' হঃ চিঃ

প্রঃ—বৈষ্ণবসেবায় উপেয়-বুদ্ধি কি?

উঃ—"বৈষ্ণবসেবায় 'উপায়-বুদ্ধি' পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 'উপেয়-বুদ্ধি' সর্ব্বদা করিবে। বৈষ্ণবসেবা করিয়া অন্য কোন ফল পাওয়া যায়—এরূপ বুদ্ধিকে 'উপায় বুদ্ধি' বলে। অন্য বহু সুকৃতির ফলেই বৈষ্ণবসেবা কৃত হয়—এই বুদ্ধিকেই 'উপেয় বুদ্ধি' বলে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ১২, সঃ তোঃ ৭।৩

প্রঃ—ভজন-প্রয়াসীর নিদ্রাভঙ্গের সময় হইতে কর্ত্তব্য কি?

উঃ—"নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া গুরুপরম্পরা-প্রথানুসারে ভগবৎ-ভাগবতের নাম উচ্চারণ করিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ'১৬, সঃ তোঃ ৭।৩

প্রঃ—ভজন-প্রয়াসীর দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কি?

উঃ—"প্রতিদিন এক ঘটিকা গুরুর সদ্‌গুণ-সকল বিশ্বাস-পূর্ব্বক বর্ণন করিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ,' ৪৪,সঃ তোঃ ৭।৪

প্রঃ—গুরু ও বৈষ্ণবে কিরূপ সেবাবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে হইবে?

উঃ—"স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করত তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ৪, সঃ তোঃ ৭।৩

প্রঃ—বৈষ্ণবের তিরস্কার কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে?

উঃ—"যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া বসিবে।"

—'শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ' ৫৩' সঃ তোঃ ৭।৪

প্রঃ—ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি ও আচরণ কিরূপ হইবে?

উঃ—"ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য এবং সংসারের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন।"

—'শ্রীঅর্থ-পঞ্চক,' সঃ তোঃ ৭।৩

প্রঃ—অনর্থ দূর করিবার কৌশল কি? ব্রজভজনের রহস্য কি?

উঃ—"কৃষ্ণ যে-সকল অসুরকে বধ করিয়াছেন, স্বীয় চৈত্তারাজ্যে সেই সকলের উৎপাত দূর করিবার অভিপ্রায়ে হরির নিকট সদৈন্য ক্রন্দন করিয়া বলিলে হরি সেই সকল অনর্থ দূর করেন। আর যে-সকল অসুরকে বলদেব নাশ করিয়া থাকেন, সেই অনর্থগুলি সাধক নিজ-চেষ্টায় দূর করিবে,—ইহাই ব্রজ-ভজনের রহস্য।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৬

প্রঃ—ভজনের ক্রম কি?

উঃ—"ভক্তিমূলা সুকৃতি হইতে শ্রদ্ধোদয়।
শ্রদ্ধা হৈলে সাধুসঙ্গ অনায়াসে হয়॥
সাধুসঙ্গ ফলে হয় ভজনের শিক্ষা।
ভজন শিক্ষার সঙ্গে নামমন্ত্র দীক্ষা॥
ভজিতে ভজিতে হয় অনর্থের ক্ষয়।
অনর্থ খর্ব্বিত হইলে নিষ্ঠার উদয়॥
নিষ্ঠা নামে যত হয় অনর্থ বিনাশ।
নামে তত রুচি ক্রমে হইবে প্রকাশ॥
রুচিযুক্ত নামেতে অনর্থ যত যায়।
ততই আসক্তি নামে ভক্তজন পায়॥
নামাসক্তি ক্রমে সর্ব্বানর্থ দূর হয়।
তবে ভাবোদয় হয় এইত নিশ্চয়॥"

—ভঃ রঃ, 'প্রথমযাম-সাধন'

প্রঃ—ক্রমপথ পরিত্যাগ করিলে কি অনর্থ উপস্থিত হয়?

উঃ—"অধিকার না লভিয়া সিদ্ধ দেহ ভাবে।
বিপর্য্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে॥
সাবধানে ক্রম ধর' যদি সিদ্ধি চাও।
সাধুর চরিত দেখি' শুদ্ধ বুদ্ধি পাও॥"

—ভঃ রঃ, 'প্রথম যাম-সাধন'

শরণাগতি মাহাত্ম্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি—এই সংসারটা বদ্ধ-জীবের কারাগার। কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়াই এই সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া নানাবিধ দুঃখ পায়। ভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় সাধুসঙ্গ পাইয়া যদি কোন জীব ভগবৎপাদপদ্মে শরণগ্রহণ করে, তবেই সে দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। ভগবদাশ্রয় ব্যতীত দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার-লাভের অন্য কোন রাস্তা নাই।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণাশ্রয় বিনা নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা, কুল, কোটিকোটি ধন॥
অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ॥
অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণাশ্রয়ে তাহা হয়, নহে বিদ্যা-ধনে॥

শাস্ত্র আরও বলেন—

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজ মন্দিরে বা
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা।
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনমৃতে ন সুখং কদাপি॥

বৃন্দাবনেই বাস করি কিম্বা নিজগৃহেই থাকি, কৃষ্ণ-ভজন না করিলে কোথাও সুখলাভ হইবে না। কৃষ্ণভজন না করিলে রাজসিংহাসনে বসিয়াও সুখ মিলিবে না। কিন্তু কারাগৃহে থাকিয়াও যদি কৃষ্ণভজন করি, তাহা হইলে জেলের মধ্যে থাকিয়াও সুখলাভ হইবে। কৃষ্ণভজন না করিলে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র হইয়াও সুখ পাওয়া যাইবে না। কিন্তু নারকীব্যক্তি যদি নরকেও কৃষ্ণভজন করে তাহা হইলে সেও দুঃখ না পাইয়া সুখে থাকিবে।

বৃন্দাবনবাস, রাজ্যলাভ, ইন্দ্রত্ব-প্রাপ্তিও সুখের কারণ নহে। কৃষ্ণাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণভজনই সুখলাভের একমাত্র উপায় বা পন্থা।

এইজন্যই শাস্ত্র বলেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও সে নরকে পড়ি মজে॥
জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী, পাতকীর জন্মজন্ম তাপ॥

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এখানে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগ বলিতে একমাত্র কৃষ্ণাশ্রয় ব্যতীত পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে, সবই ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। 'একং মাং শরণং ব্রজ' কৃষ্ণের এই উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

নিজভক্ত অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ আমা-দিগকে জানাইতেছেন—হে জীবগণ, তোমরা সব ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমাকে আশ্রয় কর। আমি তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব। তোমাদের কোন চিন্তা নাই।

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতের পাপমোচন-ভার, সংসার-মোচনভার, ভগবৎ-প্রাপ্তির ভার প্রভৃতি সকলই সানন্দে গ্রহণ করেন এবং বলেন, হে ভক্তগণ, তোমাদের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যাবতীয় ভার আমি গ্রহণ করিলাম। এখন তোমরা নিশ্চিন্তে ও সুখে থাক।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

দুর্ব্বল বদ্ধজীব আমরা সত্ত্ব-রজ-স্তম-গুণময়ী মায়াকে কোন দিনই জয় করিতে পারিব না। কিন্তু আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি, তাহা হইলে ভগবৎ কৃপায় অনায়াসে আমরা মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব।

তাই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এই অমূল্য উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যদি আমরা কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমাদের জন্মজন্মান্তর দুঃখ যে অনিবার্য্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

তাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—

প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষং বিবুধেপ্সিতম্।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দ স্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্॥

দেবদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যাহারা শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ না করে, তাহারা আজীবন বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

যথোক্তভক্ত্যশক্তৌ তু ভগবচ্চরণাম্বুজম্।
শরণাগত-ভাবেন কৃৎস্নভীতিঘ্নমাশ্রয়েৎ॥

যাঁহারা ভয়, চিন্তা ও দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি চান, তাঁহারা অবশ্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিবেন।

শ্রীসনাতন টীকা—শ্রবণাদি-অসমর্থস্য শরণাগত মাত্রেণাপি কৃতার্থতা স্যাৎ। শরণাগতত্বে চ কেবলং ভগবদীয়োঽহং এতাবন্মাত্রং।

শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অসমর্থ ব্যক্তিও ভগবচ্চরণে শরণাগত হইবামাত্র কৃতার্থ হয় অর্থাৎ নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হইয়া থাকে। 'আমি একমাত্র ভগবানের'—এইরূপ বিচারই শরণাগতি।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও বলিয়াছেন—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥

যে ব্যক্তি শরণাপন্ন হইয়া 'হে ভগবন্, আমি তোমার হ'লাম,'—এই বলিয়া একবার আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকি। কারণ শরণাগতকে রক্ষা করাই আমার ব্রত বা প্রতিজ্ঞা।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ্' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবও বলিয়াছেন—

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্॥

'হে ভগবন্, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম'—এই বলিয়া যে ব্যক্তি আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি তাহাকে যাবতীয় দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—

পরমার্থমশেষস্য জগতামাদি কারণম্।
শরণ্যং শরণং যাতো গোবিন্দং নাবসীদতি॥

জগতের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে তাহার কোন দুঃখই হয় না।

শ্রীসনাতন-টীকা—শরণাগত ভক্ত নাবসীদতি কিঞ্চিৎ দুঃখং নাপ্নোতি। শরণাগত ব্যক্তি ভগবানের কৃপায় বিন্দুমাত্রও দুঃখ পায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥

হে উদ্ধব, হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত আমাকে আশ্রয় কর, তাহা হইলে তোমার ভয়, চিন্তা ও দুঃখ থাকিবে না।

শ্রীসনাতন-টীকা—মামেব একং শরণং যাহি। ময়া এব অকুতোভয়ঃ স্যাঃ ভব। সর্ব্বদেহিনাং আত্মানং অন্তর্য্যামিত্বেন হৃদি নিবসন্তম্। অনেন তদীয়ক্ষেত্র-বিশেষ-আশ্রয়ণ নিয়মো নিরস্তঃ।

হে উদ্ধব! হৃদয়স্থ আমাকে আশ্রয় করিলে হৃদয়বাসী ভগবান্ আমি সেই শরণাগত ভক্তের যাবতীয় ভয় ও দুঃখ দূর করিয়া থাকি।

ভগবান্ অন্তর্য্যামীরূপে সকলের হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন বলিয়া নিজ হৃদয়ই ভগবদ্ধাম। এজন্য অন্য ভগবদ্ধাম-আশ্রয় বিধি এখানে নিরস্ত হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন—

ন হি নারায়ণং নাম নরাঃ সংশ্রিত্য শৌনক।
প্রাপ্নুবন্ত্যশুভং সত্যমিদমুক্তং পুনঃ পুনঃ॥

ভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু। এজন্য শ্রীহরির মঙ্গলময় শ্রীনাম আশ্রয় করিলে জীবের কিঞ্চিন্মাত্রও অমঙ্গল বা অনিষ্ট হয় না। পরন্তু সেই নামাশ্রিত-ব্যক্তি যাবতীয় মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।

মহাভারত বলেন—

সর্ব্বজীবের একমাত্র আশ্রয় শ্রীহরিকে আশ্রয় করা মাত্রই সমস্ত দোষ ও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় এবং দুস্তর সংসার-দুঃখ হইতেও মুক্তি হইয়া থাকে।

শ্রীসনাতন-টীকা—সর্ব্বজীবৈকাশ্রয়ং হরিঞ্চ আশ্রয়-মাত্রেণ সর্ব্বদোষ-দুঃখহরং মনোহরঞ্চ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যাহারা ভগবান্‌কে আশ্রয় করে, কোন শত্রু তাহাদের কিছু করিতে পারে না। তাহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

বামনপুরাণ বলেন—যাহারা ভগবান্ শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়, যমরাজ তাহাদের কিছু করিতে পারেন না। শরণাগতের নরক হয় না, সংসার-ভয়ও থাকে না, এমন-কি ভগবৎ-প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুরাণ বলেন—

কর্ম্মণা-মনসা-বাচা যেহচ্যুতং শরণং গতাঃ।
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ॥

যাহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিকে আশ্রয় করে, যম তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারেন না। পরন্তু তাহারা ভগবৎ-কৃপায় যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করে।

শ্রীসনাতন-টীকা তেষাং ন সমর্থঃ জাতেহপি পাপে কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ ইত্যর্থঃ। যতো মুক্তেঃ ফলং ভক্তিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তি র্বা তদ্ভাগিনঃ।

শরণাগতের পাপ হইলেও যম তাহাকে শাস্তি দিতে সমর্থ হন না।

ঐ টীকা—শরণাগতানাং কিঞ্চিদপি অসাধ্যং নাস্তি। তেষাং দুষ্করং কিং, অপি তু সর্ব্বমেব সুকরং।

শরণাগত ভক্তের অসাধ্য কিছু নাই। ভগবৎ-কৃপায় শরণাগত ভক্ত সবই করিতে সমর্থ।

ঐ টীকা—শরণাগতানাং সর্ব্বদুঃখ-হানিঃ সুখপ্রাপ্তিশ্চ উক্তা।

শরণাগতের কোন দুঃখ ত' থাকেই না, উপরন্তু যাবতীয় সুখ লাভ হয়।

এখন প্রশ্ন—ভগবদ্-আশ্রয় কাহাকে বলে?

উত্তর—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপেই জীবকে আশ্রয় দেন ও কৃপা করেন, নতু স্বয়ং। এজন্য সদ্গুরুচরণাশ্রয়ই ভগবদ্-আশ্রয়।

জগতের মঙ্গল-বিধানার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ। এইজন্য গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্। এই গুরুরূপী ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতিই ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগতি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনই ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মনিবেদন।

শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২৯।৩৪) "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে"—শ্লোকের টীকায় জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—নিবেদিতাত্মা ভগবৎস্বরূপভূতায় ভগবন্মন্ত্রোপদেশকায় গুরবে।

অর্থাৎ ভগবন্মন্ত্র-উপদেষ্টা ভগবদভিন্ন দীক্ষাগুরুর শ্রীপাদপদ্মেই আত্মনিবেদন করিতে হইবে।

শাস্ত্র বলেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামীরূপে শিখায় আপনে॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জনৈক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন—হে দ্বিজোত্তম! আমি ভগবদ্ভক্ত গুরুরূপে জীবগণকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকি।

শাস্ত্র আরও বলেন—

ভগবানেব সর্ব্বত্র ভূতানাং কৃপয়া হরিঃ।
রক্ষণায় চরল্লোঁকান্ ভক্তরূপেণ নারদ॥

হে নারদ! জগতের জীবগণকে রক্ষা করিবার

জন্য ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তরূপেই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন— শরণাগতির লক্ষণ কি?

উত্তর— শাস্ত্র বলেন—কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণাশ্রয়ই শরণাগতির লক্ষণ।

শ্রীসনাতন-টীকা—

বাচা আশ্রয়ণং 'তব অস্মি' ইত্যাদি বচনং।
মনসা আশ্রয়ণং—'তস্যৈব অহং' ইত্যাদি চিন্তনং।
কায়েন আশ্রয়ণং—তৎক্ষেত্র-সেবনাদি।

হে ভগবন্, 'আমি তোমার হইলাম'—এইরূপ উক্তিই বাক্যের দ্বারা আশ্রয়।

হে ভগবন্, 'আমি তোমার'—এইরূপ চিন্তাই মনের দ্বারা আশ্রয়। ভগবদ্ধাম, মঠ বা গুরুগৃহে বাসই কায়ের দ্বারা আশ্রয়।

এখন প্রশ্ন— শরণাগত শিষ্যের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হইবে?

তদুত্তরে মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"অহঙ্কার বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ ক'রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত বা শরণাগত হওয়াই শিষ্যের কর্ত্তব্য।

হে গুরুদেব, হে কৃষ্ণ, আজ হ'তে আমি তোমার আশ্রিত হ'লাম, আমি তোমার সেবক হ'লাম, এখন তুমি আমাকে চালিত কর, সেবায় নিযুক্ত কর; আজ হ'তে আমি আমার কর্ত্তৃত্ব বা অহঙ্কার পরিত্যাগ কর্‌লাম, এখন তোমার উপদেশ ও নির্দ্দেশই আমার জীবনের ধ্রুবতারা বা নিয়ামক হউক—ইহাই শিষ্য আমার প্রার্থনা।

শিষ্য গুরুর হ'য়ে কৃষ্ণসেবাকে জীবন ক'রবেন, তা' হ'লেই শিষ্য কৃষ্ণানুভূতি লাভ কর্‌তে পার্‌বেন, পরমস্বতন্ত্র কৃষ্ণকে করায়ত্ত কর্‌তে পার্‌বেন।

নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ শ্রীগুরুদেবের পদরজে অভিষিক্ত হ'তে পার্‌লেই অর্থাৎ প্রীতির সহিত শ্রীগুরুদেবের সেবা করার সৌভাগ্য হ'লেই সত্য বস্তু আমাদের উপলব্ধির বিষয় হ'বে, নতুবা নহে।"

সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি ও কিঙ্কর বলিয়া জানা ও প্রীতি পূর্ব্বক গুরুসেবাই মহৎপাদরজোঽভিষেক।

মহতের পদরজে অভিষেক জিনিষটী 'প্রীত্যাসেবনম্'।
(শ্রীসনাতন-টীকা)

শরণাগতি জিনিষটী সাক্ষাৎ ভক্তি। ইহা চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। এইজন্য শরণাগতি দ্বারা যাবতীয় দুঃখ নিবৃত্তি, সুখপ্রাপ্তি, সংসার হইতে মুক্তি ও ভগবৎ-প্রাপ্তি সবই হয়। ভগবৎ-কৃপায় শরণাগত ভক্তের শুদ্ধভক্তি, প্রেম ও ভগবদ্দর্শন সহজলভ্য হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন—অনেক জন্মের পর মনুষ্যজন্ম লাভ হ'য়েছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য কিন্তু পরমার্থপ্রদ। স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগত হ'য়ে নিষ্কপটে ভজন কর্‌লে এক জন্মেই ভগবৎ-প্রাপ্তি হ'তে পারে। অতএব ধীরব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে নিঃশ্রেয়ঃ বা চরম মঙ্গল লাভের জন্য যত্ন কর্‌বেন। আহার-বিহারাদি বিষয় সকল-জন্মেই পাওয়া যায় কিন্তু পরমার্থ অন্য-জন্মে লভ্য নহে।

এখন প্রশ্ন— শরণাগতের মঙ্গল কি হবেই?

তদুত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"নিশ্চয়ই হইবে। যে মুহূর্ত্তে শরণাগত, সেই মুহূর্ত্তেই মঙ্গল আমাদের হস্তামলক। মূল মালিকের উপর নির্ভর করিলেই সকল মঙ্গল। কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করাই শরণাগতের লক্ষণ। কর্তৃত্ব পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতির স্বরূপ-লক্ষণ। আমরা যে যতটা যতক্ষণ অশরণাগত, সে ততটাই ততক্ষণ অমঙ্গলকে আলিঙ্গন ক'রে র'য়েছি।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'আরো দুই জন্ম'—অর্চ্চাবতার ও নামাবতার

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছা জানিতে পারিয়া ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া কহিতে লাগিলেন—

(প্রভু বলে,—) "তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা, তথা আমি সর্ব্বক্ষণ॥
তোমরা বা ভাব 'আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা' সবারে ছাড়িয়া॥'
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা' সবা' আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥
সর্ব্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে তুমি সব যেন আমা' সঙ্গে।
নিরবধি আছ সংকীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে॥
যুগে যুগে অনেক আমার অবতার।
সে সকলে সঙ্গী সবে হ'য়েছ আমার॥
এই মত আরো আছে দুই অবতার।
'কীর্ত্তন'-'আনন্দ'-রূপ হইবে আমার॥ ১৩॥
তাহাতেও তুমি-সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা' সঙ্গে॥
লোকশিক্ষা-নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৭।৭-১৫

এইরূপে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছা শ্রবণে শ্রীশ্রীশচীমাতাও অত্যন্ত বিরহ-বিহ্বলা হইয়া পড়িলে শ্রীমন্মহাপ্রভু মাতৃদেবীকে প্রবোধদানচ্ছলে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন—

(প্রভু কহে—) "মাতা তুমি স্থির কর মন।
শুন, যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণগ্রাম।
কোন কালে আছিল তোমার 'পৃশ্নি'-নাম॥
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলে 'অদিতি' আপনি॥
তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার॥
তবে তুমি 'দেবহূতি' হৈলা আর বার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার॥
তবে ত' 'কৌশল্যা' হৈলা আর বার তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥
তবে তুমি মথুরায় 'দেবকী' হইলা।
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দেবকী, তোমার পুত্র আমি॥
**আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥ ৪৭॥
'মোর অর্চ্চা-মূর্ত্তি' মাতা তুমি সে ধরণী।
'জিহ্বা রূপা' তুমি মাতা নামের জননী॥ ৪৮॥**
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥
অমায়ায় এই সব কহিলাঙ কথা।
আর তুমি মনোদুঃখ না কর' সর্ব্বথা॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৭।৩৯-৫০

উপরি উক্ত পয়ার সমূহ মধ্যে ১৩শ ও ৪৭শ পয়ারদ্বয়ের 'গৌড়ীয়ভাষ্যে' পরমারাধ্য প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—আমার এই প্রকার আরও দুইটি অবতার হইবে। ভগবন্নামকীর্ত্তনের সহিত আমি অবতীর্ণ হই; আর আমার সচ্চিদানন্দরূপ প্রদর্শন করিবার জন্য আমি অর্চ্চনকারীর নিকট আনন্দরূপ অর্চ্চায় আবির্ভূত হই।

পাষণ্ডী মৎসর স্বভাব জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের আরও

দুই অবতারের ছলনায় শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চার পরিবর্ত্তে কদর্য্যশীল মানবগণকে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার-রূপে স্থাপন করে ! শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের দুই অবতারের বিচারকে 'আবেশাবতার'-বিচারে প্রতিষ্ঠিত করায় অসদ্ব্যক্তিসকল কর্ম্মফলবাধ্য, 'দিবসে তিনপ্রকার অবস্থালাভকারী' জীবের মধ্যে Apotheosis (মনুষ্যে দেবত্বারোপ) চালাইবার চেষ্টা করে—(চৈঃ ভাঃ আ ১৪শ অঃ ৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)—'অর্চ্চা ও নাম—এই দুইরূপ' বাক্যটি তাহাদের আদরের বিষয় হয় না। এইরূপ নব-গৌরাঙ্গবাদ স্থানে স্থানে উৎপন্ন হওয়ায় পরমার্থের পথ বহু পরিমাণে রুদ্ধ ও ব্যাহত হইয়াছে ॥১৩ ''

"অর্চ্চামূর্ত্তি মৃণ্ময়ী প্রভৃতি হইয়া থাকে, আর ভগবন্নাম—শব্দাত্মক, সুতরাং শচীনন্দনের দুই অবতার – অর্চ্চাবতার ও নামাবতার। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার' (চৈঃ চঃ আ ১৭।২২)—ইহাই গৌরসুন্দরের বাণী। অর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীস্বরূপ ও শ্রীনামের সহিত অভিন্ন—'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ ॥' (চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩১) ॥৪৭॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যাবিলাসচ্ছলে পূর্ব্ববঙ্গ উদ্ধারার্থ এবং নিজমজ্জন ও তীরে অবস্থিতি দ্বারা পদ্মাবতী নদীকে সৌভাগ্যবতী করিবার জন্য যখন পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাতীরে (কাহারও মতে ফরিদপুর জেলান্তর্গত মগ্‌ডোবা গ্রামে) শুভবিজয় করেন, সেই সময়ে সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীচরণ-কমলস্পর্শে সেই বঙ্গভূমি ধন্য এবং সেই বঙ্গভূমি-বাসী ভাগ্যবান্ জনগণ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবাপরায়ণ হইয়াছিলেন—

"হেন মতে গৌরসুন্দর ধীরে ধীরে।
কতদিনে আইলেন পদ্মাবতী তীরে ॥
দেখি' পদ্মাবতী প্রভু মহাকুতূহলে।
গণ-সহ স্নান করিলেন তাঁর জলে ॥
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈল সর্ব্বলোক পবিত্র করিতে ॥
পদ্মাবতী দেখি' প্রভু পরম হরিষে।
সেই স্থানে রহিলেন তাঁর ভাগ্যবশে।
যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে।
শিষ্যগণ সহিত পরম কুতূহলে ॥
সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী।
প্রতিদিন প্রভু জলক্রীড়া করে তথি ॥
বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ ॥
পদ্মাবতী তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।
শুনি' সর্ব্বলোক বড় হইল আনন্দ ॥
সবে আসি' প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা অতি করি' পরিহার ॥
আমা সবাকার অতি ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার বিজয় আসি' হৈল এদেশেতে ॥
এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যা দান কর কিছু আমা সবাকারে ॥
হাসি প্রভু সবা প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কতদিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস ॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে ॥''

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ পঃ

এই সময়ে কতকগুলি পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অহংগ্রহোপাসনাময় অপকৃষ্ট বাউল মত প্রচার-দ্বারা শ্রীগৌরপ্রবর্ত্তিত শুদ্ধ কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে নানাপ্রকার বিঘ্ন উত্থাপিত করিতেছিল। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় তাহার কএকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে ॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ' ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার ? ॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে ॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।

অতএব তা'রে সবে বলেন 'শিয়াল'॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।

যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৮২-৮৮

[পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঐ সকল পয়ারের যে বিস্তৃত 'গৌড়ীয়ভাষ্য' লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে ঃ—]

"মহাপ্রভুর অপ্রকটের শতবর্ষমধ্যে কতকগুলি 'গুরু-ত্যাগী' মূর্খ পাষণ্ডীব্যক্তি যে আপনাদিগকে 'ঈশ্বরাবতার' বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত বলিয়া কথিত 'গৌরগণচন্দ্রিকা' নাম্নী পুস্তিকায় এরূপ লিখিত আছে,—

"চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্ কেচিজ্জনান্ বীক্ষ্য চ রাঢ়বঙ্গে।
স্বস্যেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো ধৃত্বেশবেশং হ্যাচরন্ বিমূঢ়াঃ॥
তেষান্তু কশ্চিদ্দ্বিজবাসুদেবো গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গ-জোঽহম্।
এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী শৃগালসজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে॥
শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ।
ভক্ত্যা মমেচ্ছন্ননাপরাধাত্ত্বাক্তঃ কবীন্দ্রেতি (কপীন্দ্রেতি ?) সমাখ্যয়ার্য্যৈঃ॥

দ্বারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীল নারায়ণোঽহং
সম্প্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্দ্ধি চূড়াং নিধায়।
মন্দং হ্যষ্মিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য-
শ্চূড়াধারী স্থিতিজনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে॥
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ॥
অতিভব্যাদয়োঽপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্তু বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি॥
আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥"

[ভক্তিরত্নাকর (১৪ শ তরঙ্গে ১৫৩-১৬৮, ১৮০-১৮৩) লিখিত আছে—]

কেহ কহে,—'ওহে ভাই, বহির্ম্মুখগণ।
হইয়া স্বতন্ত্র, ধর্ম্ম করয়ে লঙ্ঘন॥
বহির্ম্মুখগণ-মধ্যে যে প্রধান, তা'রে।
'রঘুনাথ' সাজাইয়া ভাঁড়ায় লোকেরে॥
স্বমত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার।
কহয়ে 'কবীন্দ্র' বঙ্গদেশেতে প্রচার॥'
কেহ কহে—'দেখিলাম মহাপাপিগণ।
আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন॥'
কেহ কহে,—'রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম।
'মল্লিক'-খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তা'র সম॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে 'গোপাল' কহায়।
প্রকাশি' রাক্ষস-মায়া লোকেরে ভাঁড়ায়॥'

*　　*　　*　　*

"রাঢ়দেশে 'কাঁদরা'-নামেতে গ্রাম হয়।
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥
তথায় কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি।
বিদ্যা-অহঙ্কারে তা'র জন্মিল দুর্ম্মতি॥
'গুরু—বিদ্যাহীন, ইথে হেয় অতিশয়।'
জিজ্ঞাসিলে 'পরমগুরু'কে 'গুরু' কয়॥
প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈলা।
লজ্ঝিল প্রসাদ, তেঞি তা'রে ত্যাগ দিলা॥"

[এতৎপ্রসঙ্গে প্রভু শ্রীবীরচন্দ্রের শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-সমীপে লিখিত পত্রখানি আলোচ্য বলিয়া এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

ভবদীয়াবশ্যস্মরণীয়-শ্রীবীরচন্দ্রদেবঃ প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকং নিবেদয়তি—

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য! ত্বং শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভোঃ শক্তিঃ, অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তিরূপাদি শ্রীমদ্ রূপগোস্বামি-দ্বারা গ্রন্থং প্রকাশিতং অপরয়া শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজনসংসদি গ্রন্থবিস্তারং করোষি, ইতি ভবতোঽন্তিকে মদীয়বার্ত্তাং প্রেষয়ামি, জয়গোপাল দাসেন মহাপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং, তচ্চ জগতি বিদিতমিতীহ তেন সার্দ্ধং মদীয়জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে যদ্যপি নিষিদ্ধং ভবতাপি তথালাপাদিকং ন কর্ত্তব্যমিতি।

*　　*　　*　　*

'প্রভু-বীরচন্দ্র-গুণে কেবা নাহি ঝুরে।
করিলেন ত্যাগ পাপি-জয়গোপালেরে॥

এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র বিদিত।
আলাপাদি কেহ না করয়ে কদাচিত ॥']

এতৎ প্রসঙ্গে দ্বাপরযুগে কৃষ্ণকর্তৃক তদনুকরণকারী অহংগ্রহোপাসক করূষদেশাধিপতি পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের বধ বৃত্তান্ত,—ভাঃ ১০ম স্কঃ ৬৬ অঃ ও বিষ্ণু পুঃ ৫ম অং ৩৪ অঃ দ্রষ্টব্য; এবং করবীরপুরাধিপতি শৃগাল-বাসুদেবের বৃত্তান্ত, —হরিবংশে ৯৯—১০০ অঃ (অর্থাৎ ২।৪৪-৪৫ অ। দ্রষ্টব্য।

মায়াবশ অজ্ঞ পাষণ্ডি-জীবের আপনাকে 'ঈশ্বর', 'বিষ্ণু' বা 'অবতার' প্রভৃতি সংজ্ঞায় প্রচার-চেষ্টা-রূপ অহংগ্রহোপাসনার বিগর্হণ-সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু (ভক্তিসন্দর্ভে ২৭৬ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—

"তথান্যত্রাহংগ্রহোপাসনা চ ন্যক্কৃতা,—পৌণ্ড্রক-বাসুদেবাদৌ যদুভিরিব শুদ্ধভক্তৈরুপহাস্যত্বাৎ, 'সালোক্য-সার্ষ্টি সারূপ্য' ইত্যাদিষু তৎফলস্য হেয়তয়া নির্দ্দেশাৎ। তদুক্তং শ্রীহনূমতা—('কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি?' ইতি। তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্য নিষ্কিঞ্চনাং ভক্তিমেব তাদৃশ ভক্তপ্রশংসাদ্বারেণ সর্ব্বোর্দ্ধমুপদিশতি (ভাঃ ১১।২০।৩৪), —'ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যম-পুনর্ভবম্ ॥'

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্থানেও অহংগ্রহোপাসনা (মায়াবশ কর্ম্মফলবাধ্য যমদণ্ড্য বদ্ধজীবের 'আমিই মায়াধীশ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্ বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার'—এই বলিয়া অভিমান বা প্রচার। নিরতিশয় ঘৃণা-ভরে নিন্দিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, 'আমিই ভগবান্ বাসুদেব'—এইরূপ অভিমানী হইয়া পৌণ্ড্রক-বাসুদেব ভগবান্ কৃষ্ণের সমীপে স্বীয় দূত প্রেরণ করিলে তাহার দূতমুখে উহার ঢঙ্গ-চেষ্টা-বিষয়ক প্রলাপ-শ্রবণে উগ্রসেনাদি শুদ্ধভক্ত যাদবগণ উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিয়া উঠিয়াছিলেন। কেন-না, শাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে,—শুদ্ধভক্তগণকে ভগবান্ বিষ্ণু 'সার্ষ্টি,' 'সালোক্য,' 'সামীপ্য,' 'সারূপ্য' ও 'সাযুজ্য'—এই পঞ্চবিধ মুক্তির সমস্তই বা যে-কোন একটি মুক্তি দিতে গেলেও তাঁহারা ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না। মহাভাগবত শ্রীহনূমান্‌জীও ইহাই বলিয়াছেন,—'এমন কোন্ মূঢ় আছে যে, সাক্ষাদ্ভগবদ্দাস্য লাভ করিয়াও সে নিজ-প্রভু ভগবানের পদবীলাভের ইচ্ছা করে?' অতএব এইসকল অভিপ্রায় করিয়াই ভগবান্ নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের প্রশংসাপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চনা অর্থাৎ নিষ্কামা-ভক্তিকেই সর্ব্বোচ্চ অভিধেয় বা সাধনরূপে এই শ্লোকে উপদেশ করিতেছেন,—হে উদ্ধব, আমার ঐকান্তিক ভক্ত বুদ্ধিমান্ সাধুজনগণ, আমি আত্যন্তিক 'কৈবল্য'-রূপ 'সাযুজ্য'-মুক্তি দিলেও উহা গ্রহণ দূরে থাকুক, উহাতে অভিলাষ পর্য্যন্ত করেন না।"

যাহারা মায়া-বশ্য ক্ষুদ্র-জীবাধমকে মায়াধীশ 'ঈশ্বর' জ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত অধম; তাহাদিগের শোচনীয় অধম চরিত্রের আর তুলনা নাই। চতুর্দ্দশ-ভুবন ও তদতীত পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ-গোলোক-ব্রজ-নবদ্বীপ-পতি অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে স্বয়ংরূপ অবতারী সাক্ষাদ্-ভগবান্ বা পরমেশ্বর বলিয়া সংকীর্ত্তিত ও সংস্তুত হইতে দেখিয়া যে পাষণ্ডী জীবাধম তদনুকরণে ঐরূপ মিথ্যা প্রতিযোগিতা করিতে যায়, তাহার দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৩২ শ্লোকে—)

'ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ
ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূ-
ন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোহপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥'

অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক বা কাম্যকর্ম্মাদিতে আসক্ত কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণকে ধিক্, উৎকট তপস্বিগণকে ধিক্, অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে ধিক্, আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ আমিই 'ব্রহ্ম', 'ঈশ্বর' বা 'অবতার' এইরূপ বাক্যের উচ্চারক বা প্রচারক জড়াসক্তবুদ্ধি প্রফুল্লবদন অহংগ্রহো-পাসকগণকেও ধিক্ !! এই সকল ভগবদ্-বিষ্ণু-সেবা-সম্বন্ধহীন বিষয়রস-ভোগ-প্রমত্ত নরপশুগণের নিমিত্ত আর কি-ই বা শোক করিব? হায়, হায়, ইহাদিগের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে গৌরপাদপদ্মমধুর লেশ (বিন্দু) মাত্রও লাভ হয় নাই !!

অধুনা মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি মায়া-বশ

রিপুদাস সামান্য ইতর-মনুষ্যকে কৃষ্ণাবতার, রামাবতার, গৌরাঙ্গাবতার, গোপালাবতার, কল্কি-অবতার, নিতাই-গৌর মিলিত অবতার, জগদ্গুরু, বিশ্বগুরু, যুগাবতার, মহা-মহাপ্রভু সাজাইবার দুর্ব্বুদ্ধিবশে যে অপরাধের আবাহন করিয়াছেন, তৎফলে শ্রৌতপথ অর্থাৎ অবরোহ বা বিষ্ণুর অবতারবাদের বিরোধী কুতর্কপথাশ্রিত হেতুবাদী তথা-কথিত অবতার-পুঙ্গবগণ জীবিতোত্তরকালে ঈশ্বরত্ব-লাভের পরিবর্ত্তে শৃগালযোনি লাভ করিবেন,—('আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ'—মহাভারত শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বে ১৮০ অঃ ৪৮-৫০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)॥

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৮৭-৮৮ গৌঃ ভাঃ

এইরূপে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-নিজজন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবাবিরোধী, অপ্রাকৃত মায়াতীততত্ত্বে শ্ব-শৃগালভক্ষ্য কৃমিবিড্ভস্মান্ত প্রাকৃত মায়িক দেহের সাম্যবুদ্ধিপ্রয়াসী আপনাকে—'রঘুনাথ', 'নারায়ণ,' 'গোপাল' বা 'গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি ঈশ্বরবুদ্ধি-কারী অতীব শোচ্য ব্যক্তিগণের দুরভিসন্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখে তাহাদিগকে পাপিষ্ঠ, ব্রহ্মদৈত্য, রাক্ষস, শিয়াল প্রভৃতি বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। শ্রীহনূমানজীর ন্যায় ভক্তবৃন্দ অনন্ত অলৌকিক মহিমা-মণ্ডিত হইয়াও নিজদিগকে ভগবদ্দাসদাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিতেই পরমগৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন। আর অধুনা কাহারও কোন সামান্য এক আধটুকু বিভূতি প্রকাশ পাইতে না পাইতেই তিনি নিজেকে 'ভগবান্' বলিয়া জাহির করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন! যদি তিনি বলেন, 'আমি আমাকে ভগবান্ বলি না, আমার শিষ্যেরা বলিলে আমি কি করিব?' তাহাতে বলা যায় যে, মহাশয়, 'আপনার অনুমোদন না থাকিলে আপনার শিষ্যেরা কি বেশী বাড়াবাড়ি করিতে পারে?' ধন্য রুচি, আর ধন্য সাহস! শ্রীভগবানের দাস্য কি একটা তুচ্ছ—হেয় ব্যাপার? স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর সদৈন্যে নিজেকে 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ' বলিয়া পরিচয় দিবার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবস্বরূপের প্রকৃত পরিচয় শিক্ষা দিতেছেন।

অনন্তব্রহ্মাণ্ডধৃক্ স্বয়ং প্রভু বলরামও শ্রীনিত্যানন্দরূপে গৌরদাস্য-রত। তাঁহার কৃপায়ই শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও শ্রীচৈতন্যে রতি লভ্য হয়,—

> অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
> সেই প্রভু-দাস্য করে, কেবা হয় আন?
> জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ রায়।
> চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
> তাঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্যেতে রতি।
> যত কিছু বলি, সব তাঁহার শকতি॥
> আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
> এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

—চৈঃ ভাঃ ম ১৭।১১৪-১১৭

সুতরাং স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুও যে গৌরদাস্যকে লোভনীয় শ্লাঘনীয় বিচার করিতে পারেন, সেই গৌরদাস্যে অনাদর-পূর্ব্বক নিজের তুচ্ছ নশ্বর হাড়-মাসের থলিটীকে গৌর সাজাইবার চেষ্টা অতীব দাম্ভিকতা, ধৃষ্টতা ও অজ্ঞতার পরিচয় ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে!

বিশেষতঃ কৃষ্ণদাস্য বা তদ্দাসদাসানুদাসদাস্য সৌভাগ্য লাভ কখনই সাধারণ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে—

> "অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণদাস'-নাম।
> অল্পভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥
> উদর-ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
> লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি,'—মূলে জরদ্গব॥
> গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লঞা।
> কেহ বলে,—'আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া'॥
> কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ, ইহারে লইয়া।
> বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়া মুগ্ধ হঞা॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪৬৮,৪৮০-২

['জরদ্গব' শব্দার্থ—বৃদ্ধ ষাঁড়, সর্ব্ববিষয়ে অক্ষম ও অলস ব্যক্তি। উক্ত চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৭।১০৫-১১২ প্রভৃতি অনুরূপ পয়ারও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।] অতএব শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ন্যায় মহাজনগণের লেখনী অসমোর্দ্ধ গৌরতত্ত্বকে কখনও কোন মতেই মর্ত্ত্য মানব-সাম্যে জ্ঞান করেন নাই বা কাহাকেও তদ্রূপ করিবার প্রশ্রয়ও দান করেন নাই, করিবেনও না। শ্রীভগবানের

জীবমোহবিস্তারিণী বহিরঙ্গা মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়াই মায়াবদ্ধ জীব তাহার কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য দেহটিকে 'ঈশ্বর' সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, ইহা অবিসংবাদিতরূপে অতীব ঘৃণ্য নগণ্য জঘন্য ও শোচ্য বিষয়।

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে দামোদরব্রত

সপার্ষদ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলার চতুর্ব্বিংশতিবর্ষব্যাপী বিপ্রলম্ভ-লীলাস্থলী এবং শ্রীগৌর-করুণাশক্তি পরমকরুণাবতার শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরমপূত আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথধামে পরম পূজ্য-পাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়া-মকত্বে এবার পূর্ব্বপ্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসারে গত ২১শে আশ্বিন, ১৩৮০; ইং ৮ই অক্টোবর ১৯৭৩ সোমবার শ্রীএকাদশী তিথি হইতে ২৪শে কার্ত্তিক, ১০ই নবেম্বর শনিবার শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত শ্রীউর্জ্জব্রত, দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আমরা গত ২০শে আশ্বিন, ইং ৭ই অক্টোবর রবিবার পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের সমভিব্যাহারে হাওড়া হইতে পুরী প্যাসেঞ্জারে শ্রীপুরুষোত্তমধামে যাত্রা করি। একটি বগি রিজার্ভ করা হইয়াছিল। বেলা ১ টার সময় ছাড়িবার কথা থাকিলেও প্রায় দেড়ঘণ্টা লেট্ হইয়া যায়। আমাদের যাত্রিসংখ্যা প্রথমে ১০৫ এইরূপ ছিল, পরে তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে দুই শতের মত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ, আসাম, উৎকল, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের বহুস্থানের বিভিন্ন ভাবাভাবী ভক্ত সজ্জন ও মহিলা নিয়মসেবায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপার অনুগ্রহে আমরা তাঁহার শ্রীমন্দির-সান্নিধ্যে বাগাড়িয়া নামধেয় বিশাল ধর্ম্মশালায় একতালায় ও দোতালায় স্থান পাইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আলেখ্য, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-জিউর ধাতুমূর্ত্তি, শ্রীশ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা এবং শ্রীবৃন্দাদেবী কলিকাতা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠের মন্দির হইতে আমাদিগকে সেবা-সৌভাগ্য দান করিবার জন্য সুরম্য সিংহাসন-সহ সঙ্গে চলিয়া-ছিলেন। তাঁহাদিগকে উপরতলার একটি পরিষ্কৃত পৃথক্ ঘরে স্থাপন করিয়া যথারীতি অর্চ্চনের ব্যবস্থা করা হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব তচ্ছিষ্য ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের উপর উক্ত শ্রীবিগ্রহ-গণের সেবাভার ন্যস্ত করেন। তিনি ত্রিসন্ধ্যা আরাত্রিক, পূজা, ভোগরাগাদি বিশেষনিষ্ঠার সহিত নিয়মিতভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। প্রত্যহ প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকের পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরদ্বারে শ্রীগুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তিত হইবার পর 'ভজন-রহস্য' হইতে প্রথম-যাম-সাধন-কথা পাঠ হয়; তৎপর শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতোক্ত প্রথম-যামোচিত শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তিত হইলে কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলারাত্রিক আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবই ভজনরহস্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃপর ধর্ম্মশালার নীচের তালায় আয়োজিত সভায় শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক ও দ্বিতীয়-যামোচিত কীর্ত্তনাদি হইবার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং তৎপর তৃতীয়-যামোচিত কীর্ত্তনাদি হইয়াছে। এইরূপ অষ্টকালে শ্রীশিক্ষাষ্টকের অষ্টশ্লোক ও তৎসহ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের অষ্টযামোচিত অষ্টশ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। কোন কোন দিন পূর্ব্বাহ্ণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীধামের বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা বাহির হইয়াছে। অপরাহ্ণে এবং রাত্রেও

কীর্ত্তনসহ পাঠ বা বক্তৃতাদির ব্যবস্থা রাখিয়া কৃপাময় আচার্য্যদেব আমাদিগকে প্রায় সবসময়েই কৃষ্ণকথামৃতের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিভিন্ন সময়ে হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন— পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব স্বয়ং, তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে তদীয় সতীর্থ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছাক্রমে তচ্ছিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্‌ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, তেজপুরের শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দও মধ্যে মধ্যে হরি-কথামৃত পরিবেশন করিয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

২১ শে আশ্বিন, ৮ই অক্টোবর সোমবার একাদশী তিথি হইতে আমাদের নিয়মসেবা আরম্ভ হয়। ঐ দিনই আমরা শ্রীপুরী ধামে পৌঁছাই। আমাদের ট্রেন প্রায় ৩ ঘণ্টা লেট্ ছিল, বেলা ১২ টায় ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আমরা বাস-রিক্শাদি-যোগে বাগাড়িয়া ধর্ম্মশালায় পৌঁছাই। স্নানাদি করিয়া অনুকল্প করিতে প্রায় ৪ টা বাজিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরেই পূজ্যপাদ আচার্য্য-দেব আমাদিগকে লইয়া সর্ব্বপ্রথমে কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান দর্শন করান, তৎপর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে লইয়া আসেন। আমরা প্রথমে শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথবিগ্রহকে প্রণাম করতঃ বাইশ পাহাচস্থিত শ্রী ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা ভিক্ষা করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র সেবিত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার শ্রীপাদপীঠ মন্দির দর্শনান্তে শ্রীগরুড়স্তম্ভ বন্দনা পূর্ব্বক বলরাম-সুভদ্রা-জগন্নাথদেব-সুদর্শনচক্র এবং শ্রীজগন্নাথদেবের উভয় পার্শ্বে শ্রীদেবী ও ভূদেবী দর্শন করি। অতঃপর শ্রীমদনমোহন, দোলগোবিন্দাদি বিজয়-বিগ্রহ-মন্দির দর্শনান্তে আদিনৃসিংহ, রোহিণীকুণ্ড, শ্রীবিমলাদেবী, সাক্ষীগোপাল, সত্যভামা ও মহালক্ষ্মী মন্দিরাদি দর্শনান্তে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। তথায় সভার আয়োজন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকে শ্রীমদ্‌ভাগবত ৮ম স্কন্ধ হইতে শ্রীভগবানের গজেন্দ্রমোক্ষণ-লীলা পাঠ আরম্ভ করিতে বলেন। ১৮।১০ তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় ইহা পঠিত হইয়া গজেন্দ্রের স্তব ব্যাখ্যা সমাপ্ত হয়, ৩১।১০ তারিখে তিনি ৮।৪ অঃ হইতে গ্রাহ ও গজেন্দ্রের পূর্ব্বজন্মকথা ও ফলশ্রুতি প্রভৃতি, ১।১১ তারিখ হইতে দিবসত্রয় শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন-লীলা এবং ২৭।১০ তারিখে মধ্যাহ্নে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব বিভিন্ন সময়ে ভজনরহস্য হইতে বিবিধ প্রসঙ্গ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনা-তন শিক্ষার ব্যাখ্যা এবং শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ বিভিন্ন দিবসে শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা ব্যাখ্যা শ্রবণ করান।

১৯।১০ তারিখ হইতে ২৯।১০ তারিখ পর্য্যন্ত একাদশ দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বার সন্নিহিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণস্থ বিশাল মণ্ডপে পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নে মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রথম দিবস (১৯।১০) শ্রীবহুলাষ্টমী তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দে-শানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শুদ্ধভক্তি-প্রশস্তি কীর্ত্তন করিলে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীসনাতন-শিক্ষা ও বহুলা গাভীর প্রসঙ্গ এবং তন্নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ অরিষ্টাসুর নিধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডাবির্ভাব-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। যামকীর্ত্তনাদি যথাসময়ে হইতে থাকে। অপরাহ্নেও সভার অধিবেশন হয়। এই সভা প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৯॥ টা, ১০ টা বা ১০॥ টা পর্য্যন্তও চলিতে থাকে। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমৎ হৃষীকেশ মঃ শ্রীমৎ ভারতী মঃ, শ্রীমৎ ভক্তিসুহৃৎ দামোদর মঃ এবং শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মঃ বক্তৃতা করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ যামকীর্ত্তন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ বঙ্গভাষা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে হিন্দী ও উৎকল ভাষায়; পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবও

মধ্যে মধ্যে হিন্দীতে, বৃন্দাবনের শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ হিন্দিতে, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় এবং শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন।

শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ গত ১১।১০ তারিখে মেদিনীপুর হইতে এবং শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজ কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে ১৬।১১ তারিখে শ্রীমৎ অপ্রমেয় ব্রহ্মচারীসহ শুভাগমন করেন।

১৩।১০ তারিখে শ্রীল আচার্য্যদেবে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ আমাদিগকে লইয়া শ্রীগঙ্গামাতা মঠ, শ্রীসার্ব্বভৌম ভবন, শ্বেতগঙ্গা, গম্ভীরা—শ্রীরাধাকান্ত মঠ ও শ্রীসিদ্ধবকুল দর্শন করাইয়া আনেন। শ্রীসার্ব্বভৌম ভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং এবং গম্ভীরায় তন্নির্দ্দেশানুসারে কালনার শ্রীপাদ পুরী মহারাজ বক্তৃতা দেন ও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কীর্ত্তন করেন। সিদ্ধবকুল এক অপূর্ব্ব-বিস্ময়কর দর্শন। একটি পাতলা ছালের (বৃক্ষত্বক্) উপর বৃহৎ সতেজ ফল-ফুলসমন্বিত বৃক্ষটি কি সুন্দর দাঁড়াইয়া আছে, দেখিলেই চিত্ত নামাচার্য্যচরণে স্বতঃই অবনমিত হয়।

১৫।১০ তারিখে শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন-সহ আমাদিগকে প্রথমে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-স্থলী 'ভক্তিকুটী' দর্শন করান। উহার বহির্দ্দেশে প্রস্তরফলকে খোদিত আছে—

"গৌরপ্রভোঃ প্রেমবিলাসভূমৌ
নিষ্কিঞ্চনো ভক্তিবিনোদনামা।
কোঽপি স্থিতো ভক্তিকুটীর-কোষ্ঠে
স্মৃত্বানিশং নামগুণং মুরারেঃ॥"

অক্ষরগুলি এখনও স্পষ্ট আছে। গৃহটি বড়ই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, আশু আমূল সংস্কার প্রয়োজন। আমরা তথায় শ্রীল ঠাকুরের শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণতি-জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠে যাই। তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউকে প্রণাম করতঃ তথা হইতে শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজের মঠে যাই, তথায় শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সমাধি মন্দির ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দজিউর মন্দিরে প্রণাম করতঃ নাট্যমন্দিরাদির গাত্রে শ্রীগৌর, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণলীলার স্মারক বহু বিচিত্রবর্ণের মূর্ত্তি দর্শনে প্রচুর আনন্দ লাভ করিলাম। তথা হইতে আমরা নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধি মন্দিরে যাই। তথায় সমাধি-মন্দির ও স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠত্রয়স্থ শ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ বিগ্রহত্রয়কে বন্দনা ও কীর্ত্তন-মুখে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আমরা শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের মঠ—শ্রীচৈতন্য আশ্রমে যাই ও শ্রীতুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করি। তথায় তাৎকালিক মঠরক্ষক শ্রীপাদ গোপালদাস প্রভু আমাদিগকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের গজা প্রসাদ অর্পণ করেন। তথা হইতে আমরা শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি মহারাজের মঠে গমন পূর্ব্বক তথায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাশ্যামসুন্দরজিউ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করি। তথা হইতে আমরা যাই চটক-পর্ব্বতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে। তথায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরগদাধর-বিনোদমাধব-মন্দির দর্শন করতঃ চটকপর্ব্বতোপরিস্থ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজন-কুটীর দর্শন করি, তথায় শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-মূর্ত্তি, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ব্যব-হৃত খট্টা, আরাম কেদারা, গৃহদ্বারাদি দর্শন ও বন্দনা করি। তথা হইতে যাই শ্রীটোটা গোপীনাথে, তথায় মধ্য প্রকোষ্ঠে দর্শন করি—শ্রীরাধা-ললিতা-সহ গোপীনাথ। গোপীনাথ এখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট মুদ্রা ধারণ করিলেও কার্ত্তিক মাসে সিংহাসনোপরি পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকেন। তদ্দক্ষিণপ্রকোষ্ঠে রেবতী ও বারুণী সহ শ্রীবলরাম এবং তদ্ বামদিকস্থ প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধামদন-মোহন বিগ্রহ বিরাজিত। আমরা শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দির দ্বারদেশে কিছুক্ষণ বাস। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীগোপীনাথ বিজ্ঞপ্তি কীর্ত্তন করেন। এই গোপীনাথ-মন্দিরেই পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূজারী পূজ্যপাদ মহারাজের নিকট শ্রীবিগ্রহ গণের পরিধেয় বস্ত্র ভিক্ষা করিলে পরম উদারচেতা মহারাজ তাহা দিতে স্বীকৃত হন এবং তাঁহার

জন্মদিন শ্রীউত্থান-একাদশী তিথিতে তাহা প্রদান করিয়া নিজ বাক্যের সত্যতা সংরক্ষণ পূর্ব্বক পরমাতৃপ্তি লাভ করেন। আমরা অতঃপর শ্রীযমেশ্বর-শিবলিঙ্গ দর্শন ও প্রণাম করতঃ তথা হইতে বরাবর ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

১৮।১০ তারিখে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আমাদিগকে লইয়া প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে, তৎপর শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান দর্শনে গমন করেন। তত্রত্য শ্রীমন্দিরে প্রথম প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধাললিতা-সহ চতুর্ভুজ গোপীনাথ বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের পৈঠগ্রামে শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি ধারণের ন্যায় কি এখানে চতুর্ভুজধারণ লীলা? অথবা অন্য কোন হেতু আছে, তাহা নিঃসংশয়িতভাবে জানা গেল না। তবে শ্রীগোপীনাথ রাসরসারম্ভী বলিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। গোপীনাথের দক্ষিণ-দিকৃস্থ প্রকোষ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ এবং তদ্দক্ষিণস্থ প্রকোষ্ঠে শ্রীবলদেব সুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ বিরাজমান। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ গোপীনাথ-সমক্ষে অনেকক্ষণ যাবৎ আর্ত্তিভরে জয়গান ও শ্রীরাধা-রাণীর কৃপা প্রার্থনা করেন। তৎপর পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজ 'রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে' ও 'জয় রাধে জয় কৃষ্ণ' ইত্যাদি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর উদ্যান মধ্যে শ্রীহনূমানের মন্দিরে প্রণাম করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলীর পশ্চাদ্দিকস্থ উদ্যান দর্শন করা হয়। তথা হইতে আমরা সকলে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

২২।১০ তারিখে শ্রীহরিবাসরে শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে লইয়া গিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবের রাধাদামোদর বেষ দর্শন করান। ২৫।১০ তারিখেও আমরা শ্রীজগন্নাথ দর্শন করি। অদ্য সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ রাজপথে বহ্ন্যুৎসব হয়। অগণিত লোক পাটকাঠির গুচ্ছে আগুন ধরাইয়া তাহা চক্রের দিকে দেখাইতেছে। দম্ দম্ করিয়া বাজী ফুটিতে থাকে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্যাণ্ডেলের উপর পড়ায় ভয় হইয়াছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া আমাদের সকল ভয় নিবারিত হইল। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ বলিতে লাগিলেন—"অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্।" কতিপয় ব্রহ্মচারী জলের বাল্‌তী লইয়া প্যাণ্ডেলের চতুর্দ্দিকে সন্ত্রস্ত চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। এমনসময় অভয়দাতা শ্রীহরি মুষলধারে বারি বর্ষণ করাইয়া সকলভয় দূর করিলেন। আবার বৃষ্টির সময়ে বহুলোক প্যাণ্ডেলে আশ্রয় গ্রহণ করায় তাহাদের সম্মুখনিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তনও শ্রবণের অবকাশ হইল। অদ্য উড়িষ্যায় দীপান্বিতা অমাবস্যা। দেখা গেল বহুলোক অদ্য বাইশপহাচের দুই ধারে বসিয়া মহাপ্রসাদ পিণ্ডদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতেছে, এস্থানে শ্রাদ্ধই নাকি প্রশস্ত।

২৭।১০ তারিখে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজাবাসরে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠ দর্শনান্তে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির প্রদক্ষিণ-কালে দক্ষিণপার্শ্ব মঠের মন্দিরও দর্শন করিয়া আসা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা প্রসঙ্গ পাঠ হয়।

২৮।১০ তারিখে—শ্রীমার্কণ্ডেয় সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর মহাদেবকে দর্শন করা হয়। পরে তথা হইতে শ্রীলোকনাথ-মন্দিরে গমনকালে পথে শ্রীল পরমানন্দ পুরী গোস্বামীর কূপ দর্শন ও সেই কূপজল মস্তকে ধারণ করা হয়। এই কূপে সাক্ষাৎ গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রথমে অত্যন্ত ক্ষারী জল ছিল, পরে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাবে তাহা সুমিষ্ট ও সুপেয় হয়। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-দুহিতা শ্রীমৃণালিনী দেবী এই কূপ সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা তথা হইতে শ্রীলোকনাথ মন্দিরে যাই। শ্রীলোকনাথের আদিলিঙ্গ সর্ব্বদা জলমধ্যে থাকেন। বৎসরে শ্রীশিবচতুর্দ্দশীর দিন মাত্র একদিন তিনি দর্শন দেন। সে সময়ে নাকি আপনা হইতেই জল সরিয়া যায় আবার পরদিনই জলে নিমজ্জিত হন। তাঁহার প্রতিনিধি লিঙ্গই সব সময়ে দর্শন দান করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের পঞ্চসেবক—শ্রীলোকনাথ, কপালমোচন, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, যমেশ্বর ও নীলকণ্ঠ, ইঁহাদিগকে পাণ্ডারা পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া থাকেন। শ্রীমদন-মোহন, দোলগোবিন্দাদি বিজয়বিগ্রহ-মন্দিরে ঐ পঞ্চ-শিবের প্রতিনিধি পঞ্চলিঙ্গ পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া কথিত হন। চন্দনযাত্রা সময়ে শ্রীমদনমোহন-সহ উঁহারা নরেন্দ্র-সরোবরজলে নৌকাবিহার করেন। শুনা যায় ইঁহাদের

মধ্যে শ্রীলোকনাথকে উড়িষ্যাবাসী সকলেই বিশেষভাবে মান্য করিয়া থাকেন।

আমরা লোকনাথ মন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীকপালমোচন শিবলিঙ্গ দর্শন ও বন্দন করিয়া ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হই।

১।১১ তারিখে নবদ্বীপ হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামি মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভাগবতানন্দ বনচারী ও বালক শ্রীমান্ নিমাই দাস ব্রহ্মচারী, এবং কলিকাতা হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রমুখ অষ্ট মূর্ত্তি মোট ১২ মূর্ত্তি এবং উদালা হইতে শ্রীমদ্ গিরিধারী দাস বাবাজী ও শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ প্রভৃতি আসিয়াছেন। উদালার গিরিধারী বাবাজী মহাশয়ের নিকট শুনিলাম বালেশ্বর ও বারিপদা প্রভৃতি স্থানে ভয়াবহ বন্যায় বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত, বহু শস্য ও প্রাণ হানি হইয়াছে। শুনা যায়, এ সকল দেশে অত্যন্ত নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

২।১১ তারিখে সকালে আমরা চক্রতীর্থ পরিক্রমায় বহির্গত হই। আমরা প্রথমে শ্রীবেরী হনুমান্‌জীর মন্দিরে যাই। তিনি চক্রতীর্থে সমুদ্রের বেগ ধারণ করিতেছেন। তদারাধ্য 'জয় সীতারাম' বলিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও নতি স্তুতি করি। শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ এই মন্দিরে বসিয়া চক্রতীর্থ মহিমা কীর্ত্তন করেন। পরে তথা হইতে শ্রীনৃসিংহমন্দিরে গিয়ে শ্রীচক্রনৃসিংহ (মধ্যে), তদ্দক্ষিণে শ্রীঅনন্ত নৃসিংহ ও তদ্‌বামে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ বন্দনা করি। নৃসিংহদেবের সম্মুখে এক বিশাল শালগ্রাম বিরাজিত। কএকমূর্ত্তি ছোট শালগ্রামও আছেন। এই মন্দিরের নিম্নদেশে চক্র মন্দির বিরাজিত। আমরা এই শ্রীমন্দির বার চতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করি। অতঃপর চক্রজল মস্তকে ধারণ করিয়া তৎপার্শ্বস্থ মিষ্টজলপূর্ণ চক্রহ্রদে আচমনাদি করিয়া সমুদ্রতীরে যাই এবং মহাতীর্থ সমুদ্রজল মস্তকে ধারণ করি। তথা হইতে সমুদ্রতট ধরিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে আসি। অনেকে ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া যান। আমরা কএক মূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথ ও চক্রবেড়স্থিত অন্যান্য শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম করিয়া একটু পরে যাই।

৪।১১ তারিখে পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের নির্দেশানুসারে আমরা নগর-সংকীর্ত্তনে বাহির হইয়া পূজ্যপাদ পরমহংস মহারাজ ও হৃষীকেশ মহারাজ প্রভৃতিসহ আমরা শ্রীরাধাকান্ত মঠে যাই। গম্ভীরা-সমক্ষে খুব নৃত্যকীর্ত্তন হয়। আমি 'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ' ও 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি কীর্ত্তন করি এবং শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীরাধাকান্ত যুগলের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার দর্শন করিয়া আমরা ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

সন্ধ্যারতির পর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আমাদিগকে লইয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে যান। তথায় শ্রীমন্দির সম্মুখস্থ প্রশস্ত গৃহে সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ স্বয়ং মৃদঙ্গ বাদন করিতে করিতে 'কলয় গৌর-মুদারম্' এই সংস্কৃতগীতি ও মহামন্ত্র উদ্বোধন সঙ্গীত রূপে কীর্ত্তন করিলে পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক সাম্যবাদাদি এবং কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিলভ্য ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধ্যাদির অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক রায় রামানন্দ-সংবাদের অত্যুন্নত দর্শন-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎপর তচ্ছিষ্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ কিছু বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রকৃত সুখ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় এবং তীর্থ মহারাজ কামময় ও প্রেমময় ভূমিকার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ভক্তের প্রাণস্বরূপ ষড়ঙ্গ শরণাগতির কথা ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ যাম-কীর্ত্তনাদি করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

৫।১১ তারিখে নরেন্দ্রসরোবর, আঠারনালা, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, শ্রীনৃসিংহ মন্দির ও শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির পরিক্রমা হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পুঃ পরমহংস মহারাজ, হৃষীকেশ মহারাজ প্রমুখ আমাদিগকে লইয়া প্রথমে নরেন্দ্রসরোবরে যান। তথায় মহাতীর্থ নরেন্দ্রসরোবরের সপার্ষদ শ্রীগৌরপাদাব্জপূত পরম পবিত্রোদক শিরে ধারণ ও আচমনাদি করিয়া আমরা আঠারনালা শ্রীগৌরপাদপীঠ মন্দিরে যাই। আমাদের পক্ষ হইতে নিয়োজিত পূজারী পোঃ ও গ্রাম গোপীনাথপুর নিবাসী

শ্রীহরিহর পাণ্ডা মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই পূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় মহা-সঙ্কীর্ত্তন মুখে পরিক্রমণান্তে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব সর্ব্ব-প্রথমে ষোড়শোপচারে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠার্চ্চার পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিধান করিলে আমরা সকলেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। শ্রীপাদপীঠের জমির দখলীভূত ২টি নারিকেল গাছ আছে, তাহা হইতে ডাব ও নারিকেল পাড়ান হয়। তাহার কএকটি সংস্কার করিয়া ভোগও দেওয়া হয়। প্রণামী যাহা পড়িয়াছিল, তাহা পূজারীকে দেওয়া হইল। পূজ্যপাদ মহারাজ তথায় সমুপস্থিত দরিদ্রগণকে যথাসাধ্য অর্থাদি বিতরণ করিয়া সকলেরই তুষ্টি বিধান করেন। অতঃপর তথা হইতে আমরা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে যাই, তত্রত্য বারি স্পর্শ, সরোবর তটস্থিত ইন্দ্রদ্যুম্ন ও গুণ্ডিচা মন্দির, শ্রীরাধা-গোপীনাথ মন্দির, শ্রীনীলকণ্ঠ শিবমন্দির, শ্রীপঞ্চ মুখী হনুমানের মূর্ত্তি, শ্রীনৃসিংহ মন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দিরাদি দর্শন করিয়া আমরা ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। গুণ্ডিচায় প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বস্থ একটি কাচমণ্ডিত প্রকোষ্ঠে শ্রীবসুদেব দেবকী প্রভৃতি কএকটি মূর্ত্তি দর্শনার্থ সংরক্ষিত রহিয়াছে। উহাকে 'দ্বারাবতী' বলা হয়। গৌড়ীয় দর্শনের বৃন্দাবন-স্বরূপ সুন্দরাচলস্থ গুণ্ডিচামন্দিরে বৃন্দাবন-লীলার মূর্ত্তি সংরক্ষণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পক্ষে তাহা ব্রজভাবোদ্দীপক হইতে পারে।

আঠারনালায় শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ ও বহির্দ্দেশস্থ দেওয়ালে সংস্কৃতভাষায় যে শিলালিপি খোদিত আছে, তাহা পূজ্যপাদ শ্রীধর দেবগোস্বামি-বিরচিত। আমরা স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ—

"শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৩১ শকাব্দায় আঠারনালায় শুভ পদার্পণ করেন। সেই স্মৃতি-সংরক্ষণ-কল্পে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশে ৪৫৭ শ্রীগৌরাব্দে তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক এই শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুপাদের অন্যতম শিষ্য শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীসখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় তদীয় জননী চন্দ্রমণি দাসী মহোদয়ার পারমার্থিক কল্যাণার্থ এই মন্দির নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্য করিলেন।"

শ্রীপাদপীঠমন্দিরে উঠিতে সম্মুখস্থ দক্ষিণ-দিকস্থ দেওয়ালে শিলাখণ্ডে উক্ত শিলালিপি বঙ্গভাষায় খোদিত এবং বামদিকস্থ শিলাখণ্ডে উহাই উৎকল ভাষায় লিখিত আছে।

ভিতর মন্দিরে —পশ্চিম দেওয়ালে লিখিত আছে—

"শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পূতং ভূতং জনগদমিদং প্রাপ্য পাদাব্জরেণুং
শ্রীচৈতন্যভগবতি জগৎপাবনে স্বাগতেঽত্র।
শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপর-যতীন্দ্রেশ-বেষেঽতিরম্যে
শাকে শব্দে বিধুগণযুগেন্দ্বদমে ফাল্গুনে তু॥
শ্রীগৌড়ীয় মঠো হি সর্ব্বজগতি খ্যাতঃ প্রতিষ্ঠানকঃ
তৎসংস্থাপকঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনতনুর্জীবৈককল্যাণধীঃ।
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীতিবিদিতো গৌড়ীয় গুর্ব্বন্বয়ে
ভাতো ভানুরিব প্রভাতগগনে রূপানুগৈঃ পূজিতঃ॥
শ্রীচৈতন্যপাদপূতে স্থানে পাদাঙ্ক মন্দিরং
নির্ম্মাতুমাদিদেশাসৌ সর্ব্বলোকহিতব্রতঃ।
তদ্ভৃত্যাঃ তৎপদং স্মৃত্বা কৃত্বাত্র মন্দিরং শুভং
তদাশীর্ব্বাদমিচ্ছন্তি গৌরাব্দেঽব্ধিশরাগমে॥"

৬।১১ তারিখে উত্থানএকাদশী তিথিতে পরমগুরু শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামীর তিরোভাব তিথি ও পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের আবির্ভাবতিথি পূজা-বাসরে রাত্রে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত আমরা অনেকেই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে যাই।

৮।১১ তারিখে আমরা ১২৩ মূর্ত্তি ৩ খানি বাসযোগে শ্রীসাক্ষীগোপাল. বিন্দুসরোবর, শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া আসি। অনেকে খণ্ডগিরি, উদয় গিরি প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের পারমার্থিক দ্রষ্টব্য কিছুই নাই।

৯।১১ তারিখেও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে দর্শনার্থ যাওয়া হয়। ১০।১১ তারিখে পূজ্যপাদ পরমহংস মহারাজের

সহিত শ্রীপাদ কেশব প্রভু ও আমি শ্রীগঙ্গামাতা মঠ, শ্বেতগঙ্গা, গম্ভীরা—শ্রীরাধাকান্তমঠ, সিদ্ধবকুল, মহাতীর্থ সমুদ্র, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-মন্দির, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, শ্রীটোটাগোপীনাথ মন্দির, শ্রীকপাল-মোচন, কাণপাতা হনুমান্‌জী, ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভু, শ্রীবিমলা-দেবী ও শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করি। দুঃখের বিষয় সম্ভবতঃ শ্রীবিমলা মন্দিরে শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজের ঘড়ীটি চুরী গিয়াছে।

ঐ দিবস রাত্রে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরামের সুবর্ণমণ্ডিত রাজবেষ দর্শনে বড়ই আনন্দ লাভ করি।

১১।১১ তারিখে আমরা অধিকাংশই বেলা ১০ টার প্যাসেঞ্জারে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করি। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ১২।১১ তারিখে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় সহ নবদ্বীপ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে ও উড়িষ্যা-প্রদেশের বিভিন্ন সহরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী আবির্ভাব সভার অধিবেশন

প্রথম অধিবেশন—গত ২৭শে অক্টোবর, ১০ই কার্ত্তিক শনিবার হইতে ২৯শে অক্টোবর সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পাদ-দেশস্থ প্রাঙ্গণে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী আবির্ভাব সভার মহাধিবেশন মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রথম দিবসের সভাপতি ছিলেন—পাটনা হাই-কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র ও প্রধান অতিথি ছিলেন—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরঘুনাথ মিশ্র। বক্তব্য বিষয় ছিল—'পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদ'। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা সভাস্থলে সুভূষিত উচ্চাসনে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব সন্ধ্যায় যথাবিধি শ্রীগুরুপূজা সমাধান করতঃ শতদীপ দ্বারা তাঁহার আরাত্রিক বিধান করিলে পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজ 'দেব ভবন্তং বন্দে' এই সংস্কৃত গীতিটি উদ্বোধন সংগীত রূপে কীর্ত্তন করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ উড়িষ্যার মাননীয় রাজ্যপাল প্রেরিত ইংরাজীতে লিখিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব সংক্ষেপে মহাপ্রভুর জীবনী—সন্ন্যাস গ্রহণান্তে নীলাচলে আগমনাদি ও শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবলীলা কীর্ত্তন করেন। তৎপর প্রধান অতিথি শ্রীরঘুনাথ মিশ্র বলেন। অতঃপর পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজ 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত মত কীর্ত্তন করিলে সভাপতির অভিভাষণ হয়। অতঃপর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন—(২৮-১০-৭৩) অদ্যকার সভাপতি কটক হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবালকৃষ্ণ পাত্র। নির্ব্বাচিত প্রধান অতিথি 'সমাজ'-সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ রথ শারীরিক বিশেষ অসুস্থতা বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় কটকের নিকটবর্ত্তী বাঁকী কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীরাজেশ্বর রায় মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীরঘুনাথ রথ মহোদয়ের টেলিগ্রাম সভাস্থলে পাঠ করেন। অদ্যকার বক্তব্য-বিষয় ছিল—'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীল প্রভুপাদ।' পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রথমে ভাষণ দান করিলে শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে তাঁহাদের ভাষণ দান করেন, তৎপর প্রধান অতিথি উৎকল ভাষায় এবং সভাপতি ইংরাজীতে বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীপাদ

যাযাবর মহারাজ উদ্বোধনে 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম' এবং উপসংহারে 'রাধাকৃষ্ণ বল বল' ইত্যাদি মহাজন গীতি কীর্ত্তন করেন। অদ্যকার প্রধান অতিথির ভাষণ খুবই শ্রুতিমধুর হইয়াছে। অদ্যও সভারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার পূজা ও আরতি বিহিত হয়।

তৃতীয় অধিবেশন— (২৯-১০-৭৩) অদ্যকার সভারম্ভের পূর্ব্বেই শ্রীল আচার্য্যদেব পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার যথাবিধি পূজা ও শতদীপারতি সম্পাদন করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অবদান-বৈশিষ্ট্য। সভাপতি ছিলেন—পুরী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান—শ্রীবামদেব মিশ্র এবং প্রধান অতিথি—পদ্মশ্রী পণ্ডিত শ্রীসদাশিব রথ। অদ্যকার প্রথম বক্তা—পূজ্যপাদ পরমহংস মহারাজ। তৎপর শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ সংস্কৃতে ভাষণ দেন (স্বলিখিত ভাষণ পাঠ করেন), তৎপর ৩য় বক্তা শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ৪র্থ বক্তা 'পরমার্থী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপাদ যতিশেখর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ৫ম বক্তা শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং, ৬ষ্ঠ বক্তা—বৃন্দাবনের শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ (হিন্দীভাষায়), ৭ম বক্তা—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ৮ম বক্তা—পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজ, ৯ম বক্তা—প্রধান অতিথি পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথ শর্ম্মা এবং ১০ম বক্তা—সভাপতি মহোদয়। অতঃপর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ 'গায় গোরা মধুরস্বরে' এবং মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন করেন। অদ্য সভার কার্য্য সমাপ্ত হইতে রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকা হইয়া যায়।

পরবর্ত্তি সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৬ নবেম্বর হইতে ১৮ নবেম্বর পর্য্যন্ত দিবসত্রয় কটক সহরে 'নারী সঙ্ঘ সদনে' মহাসমারোহের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী আবির্ভাব-সভার অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বক্তব্য-বিষয় ছিল যথাক্রমে—'বিশ্বসমস্যাসমাধানে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর', 'ভগবদারাধনার প্রয়োজনীয়তা' ও 'যুগধর্ম্ম শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন'। সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে—কটক হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি—শ্রীকে, বি পাণ্ডা, প্রাক্তন মন্ত্রী—শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র ও উৎকল-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস্-চ্যান্সেলার—ডঃ শ্রীসদাশিব মিশ্র এবং প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে—শ্রী পি, এন্ মহান্তী আই-এ-এস্, ব্যারিষ্টার শ্রীরণজিৎ মহান্তী ও পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র।

অতঃপর ভুবনেশ্বর শ্রীগুরুসঙ্ঘ-আশ্রমের সুবৃহৎ হলে ২০ হইতে ২২ নবেম্বর পর্য্যন্ত দিবসত্রয়, ২৪ নবেম্বর বালেশ্বর সহরে টাউন হলে, ২৫ নবেম্বর উক্ত সহরের মাড়োয়ারী ধর্ম্ম-মন্দিরে, ২৬ ও ২৭ নবেম্বর ময়ূরভঞ্জ জেলার সাবডিভিশান উদালায় শ্রীবার্ষভানবী দয়িত গৌড়ীয় মঠে এবং ২৮ ও ২৯ নবেম্বর ময়ূরভঞ্জ জেলার প্রধাননগর বারিপদায় শতবার্ষিকী সভার অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীউত্থান-একাদশী

[পরমারাধ্য পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি মহারাজের তিরোভাব তিথি ও পরমপূজনীয় শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভ আবির্ভাব তিথি]

গত ২০শে কার্ত্তিক, ইং ৬ই নবেম্বর উত্থান-একাদশী বাসর ভোরে মঙ্গলারাত্রিকের পূর্ব্বে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব 'ভজনরহস্য' পাঠ প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের শ্লোক সমূহের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকের যোগসূত্র বা সম্বন্ধ বিশ্লেষণ-মুখে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিক সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বাহ্নে যথাসময়ে সভার অধিবেশন হয়। বালক নিমাই পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ রচিত প্রেমধাম-স্তোত্রের ৭২টি শ্লোক সম্পূর্ণ কীর্ত্তন করে, যামকীর্ত্তনাদিও যথানিয়মে হয়। পূজ্যপাদ

আচার্য্যদেব অন্য তাঁহার শুভাবির্ভাব তিথিতে সতীর্থগণকে বস্ত্র-মাল্যাদি দ্বারা যথাক্রমে সম্বর্দ্ধিত করেন। যেমন প্রথমে পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ, পরে যথাক্রমে শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত সকল সতীর্থের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিলে আমরাও সকলে তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করি। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজী মহারাজের কথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব এই সময়ে শ্রীল শ্রীধর মহারাজ, শ্রীল পরমহংস মহারাজ, শ্রীল যাযাবর মহারাজ ও আমাদের প্রশস্তি কীর্ত্তনে তৎপর হন। আমরাও তাঁহার প্রশস্তি কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিপূজা বিধান করি। অতঃপর তাঁহার শিষ্যগণ পূজাপাদ শ্রীধর মহারাজ প্রমুখ প্রবীণ বৈষ্ণবগণের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করাইয়া যথাবিধি পূজা এবং তাঁহার সপ্ততিতম বর্ষারম্ভে সপ্ততি প্রদীপাবলী দ্বারা আরাত্রিক বিধান করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ প্রথমে পূজা করেন। তেজপুরের ভাগবত মহারাজ তাঁহার পূজায় সহায়তা করেন। অতঃপর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া সমাপ্ত হইলে অনুকল্পের ব্যবস্থা হয়। কেহ কেহ অহোরাত্র নিরম্বু উপবাস করেন।

অপরাহ্ণে সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ স্বয়ং শ্রীপাদ মাধব মহারাজের জীবন-চরিত আলোচনা করেন। শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজ, শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ এবং আমরাও কিছু কিছু প্রশস্তি কীর্ত্তন করি। তৎপর শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ আবেগভরে নিজ গুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিলে যামকীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। পুনরায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর সভার অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা লিখিত সংস্কৃত গদ্য, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী লিখিত বাংলা পদ্য, পণ্ডিত শ্রীজগদীশ পণ্ডা-লিখিত সংস্কৃত গদ্য, শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায় লিখিত সংস্কৃত গদ্য, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী লিখিত বাংলা পদ্য, শ্রীনবীন কৃষ্ণ ও বঙ্কবিহারী দাসাধিকারী লিখিত বাংলা পদ্য, শ্রীগোলোকনাথ দাস ব্রহ্মচারী লিখিত বাংলা গদ্য, শ্রীননীগোপাল দাস বনচারী লিখিত বাংলা গদ্য এবং শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারিলিখিত বাংলা পদ্য অভিনন্দন-পত্র-সমূহ পঠিত হয়। অতঃপর পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ ও তৎপর পূজ্যপাদ যাযাবর মহারাজ ভাষণ দেন। অবশেষে যামকীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভা ভঙ্গের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত আমরা অনেকেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে যাই।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ২৫শে আশ্বিন (১৩৮০) ইং ১২ই অক্টোবর (১৯৭৩) শুক্রবার শ্রীশ্রীশারদীয়া রাসপূর্ণিমা বাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম দাস ব্রহ্মচারীকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীজগদীশ চন্দ্র পণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ হোম কার্য্যাদিতে সহায়তা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি স্পর্শ করিয়া দেন। তাঁহাদের সন্ন্যাস নাম হয় যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন ও ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভলীলাক্ষেত্র সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্ম সান্নিধ্যে কায়-মনোবাক্যকে ভগবৎসেবায় দণ্ডিত করিবার প্রতিজ্ঞা-গ্রহণরূপ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ বহু ভাগ্যের পরিচায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভু ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতি উচ্চারণ পূর্ব্বক বেষের তাৎপর্য্য জানাইয়াছেন—পরাত্মনিষ্ঠা এবং ব্রত জানাইয়াছেন—শ্রীমুকুন্দচরণারবিন্দ-সেবা।

"পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দসেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥"

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত ীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৩শ বর্ষ

১১শ সংখ্যা

পৌষ ১৩৮০

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪১৭৭০

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৮০। { ১১শসংখ্যা
২১ নারায়ণ, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, সোমবার; ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৩।

শ্রীমহামন্ত্রের পাঠ-ক্রম ও বেদে নামের অধিষ্ঠান

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৩২) সন্ধ্যার পূর্ব্বে জনৈক ব্যক্তি কুতর্কের বশীভূত হইয়া 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র বেদে বা শাস্ত্রে কোথায় আছে, শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ঐরূপ এক প্রশ্ন করিতে আসিলে প্রভুপাদ বলিলেন যে, শাস্ত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র এই 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র বা শ্রীনামই ছিলেন, তৎপ্রমাণ আমরা চতুঃশ্লোকী ভাগবতের "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে পাই। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শাস্ত্রাধীন নহেন, শাস্ত্র যাঁহার ইচ্ছায় প্রকাশিত, সেই পরাৎপর-বস্তুই শ্রীনাম বা মহামন্ত্র। শাস্ত্র আগে, পরে 'নাম' বা মহামন্ত্র—এরূপ নহে; ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্ব্ব প্রথমে শ্রীনামই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ॥"—এই মন্ত্রে প্রাচীনতম ঋগ্বেদও নামের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের প্রতি সূত্রের আদি ও অন্ত্যে এই নামের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়াছেন। ভাগ্যহীন লোকদিগের জন্য 'গুহ্যতম নাম-সমূহ' বেদ সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন নাই। চোর, দস্যু প্রভৃতি অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তির নিকট হইতে অতি মূল্যবান বা প্রিয়তম বস্তু সকলেই গোপনে সংরক্ষিত করেন।

কলিসন্তরণোপনিষৎ, বৃহন্নারদীয়-পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, অনন্তসংহিতা এবং সর্ব্বোপরি যাঁহার কৃপায় নিখিল বেদ প্রকাশিত হন, সেই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ বাক্যে আমরা—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥'

এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। কর্ণেল Jacobi-র যে অষ্টোত্তরশত উপনিষদের তালিকা আছে, তন্মধ্যস্থ কলিসন্তরণোপনিষৎ—যাহা মুম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই উপনিষৎ বিদ্ধ রামায়েদ্গণের স্থান হইতে সংগৃহীত হওয়ায় মহামন্ত্রের পাঠ সংস্করণ-বিশেষে বিপর্য্যস্ত হইলেও তাহার অর্থ ও পদ বিপর্য্যস্ত হইতে পারে নাই। স্বয়ং নামী শ্রীগৌর-সুন্দর কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া অনায়াসে কলিসন্তরণ ও প্রেমলাভের জন্য যে মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, সেই পাঠ ব্যতীত অন্য পাঠ-ক্রম কোন সুধী ব্যক্তিই স্বীকার করেন না। যাহারা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম অর্থাৎ শ্রৌতপ্রণালী হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচারে ব্যস্ত, তাহারাই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ পাঠ-ক্রম অপেক্ষা বিদ্ধ সম্প্রদায়ের মনঃ-কল্পিত পাঠ গ্রহণ করিয়া-

গুরু ও শাস্ত্র-বিরোধ করিয়া থাকে। নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শস্ত্রোক্ত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট পাঠক্রম স্বীকার-পূর্ব্বক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র গ্রহণ করিতেন, কিন্তু নামাচার্য্যের শিষ্যাভিনয়কারী উৎকলের অতিবাড়ী পরবর্ত্তিকালে স্বতন্ত্র হইয়া পাঠ বিপর্য্যয় করেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী "নামার্থদীপিকা"য় মহামন্ত্রের যথার্থ পাঠ প্রচার ও মহামন্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। 'হরে রাম' বলিতেও হরা (শ্রীমতী রাধিকা) শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ এবং 'রাম' (রাধিকারমণরাম) শব্দের সম্বোধনে—'রাম' পদ। 'রাম'-শব্দ, 'হরি'-শব্দ—সকলেই 'কৃষ্ণ'; 'কৃষ্ণ' ছাড়া আর কোনও কথাই নাই। ব্রাহ্মী, খরোষ্টি, পুষ্করাসাদি, সান্‌কী প্রভৃতি বিভিন্ন লেখ-প্রণালীর যে কোনও ভাষা, যে কোনও শব্দ বিদ্বদ্রূঢ়িতে সব কৃষ্ণ। Greek, Latin, Hebrew, English য কোনও ভাষার অভিধানের যাবতীয় শব্দ বিদ্বদ্রূঢ় 'কৃষ্ণ'-নাম; শ্রীচৈতন্যদেব গয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অধ্যাপনা-কালে পড়ুয়াগণকে এই বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কেবল সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ-মাত্র নহে; অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে যেখানে যত ব্যাকরণ হইয়াছিল, হইয়াছে বা হইবে সকল ব্যাকরণের মূলতত্ত্বরূপে 'শ্রীকৃষ্ণনাম' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

বৈষ্ণব-তত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

প্রঃ—বৈষ্ণবতার লক্ষণ কি ?

উঃ—"বর্ণাশ্রম-স্বীকার, বর্ণাশ্রম-ত্যাগ বা ভেকাদি-গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা, তাহা নয় **একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ**। 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে যে-পরিমাণে কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য থাকা চাই।"

—'মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তৃতীয় প্রবন্ধ,' সঃ তোঃ ২।১২

প্রঃ—বৈষ্ণবতা কি ?

উঃ—"তত্ত্ব-বিচার, ভাষার সামাসিক বর্ণন ও সুন্দর-রূপে সজ্জীকরণ-দ্বারা বৈষ্ণব-তত্ত্ব প্রকাশ পায় না। যে কথাগুলি অভিধানে আছে, উহা যথাস্থানে সাজাইয়া দিলেই বৈষ্ণবী অপূর্ব্বতা হইতে পারে না। **শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়-পূর্ব্বক ভজনক্রমে যে রসোদয় করিতে পারা যায়, তাহারই নাম—বৈষ্ণবতা।**"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

প্রঃ—'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' ও 'বৈষ্ণবতম' কে ?

উঃ—"যতদিন নামাপরাধ আছে, ততদিন নাম হয় না। ক্বচিৎ কদাচিৎ অপরাধশূন্য নামাভাস হয়। নামাভাসের ফলে পাপসকল ক্ষয় পায়। পাপের ক্ষয় হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে নামাপরাধ হইবার অবসর হয় না। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলে তিনি 'বৈষ্ণব'। সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে তিনি 'বৈষ্ণবতর' হন। হ্লাদিনীশক্তির উদয় হইলে তিনি 'বৈষ্ণবতম' হন।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যচরণানুগত 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' ও 'বৈষ্ণবতমে'র মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি ?

উঃ—"শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবই শ্রীচৈতন্যচরণানুগত বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত। সান্তর নামানুশীলকই—'বৈষ্ণব'। নিরন্তর নামানুশীলকই 'বৈষ্ণবতর'। যাঁহার সন্নিধিমাত্র অন্যের মুখে শুদ্ধনাম হয়, তিনি—'বৈষ্ণবতম'। এই সকল সাধুর সঙ্গই কর্ত্তব্য।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

প্রঃ—কে কতদূর বৈষ্ণব ?

উঃ—"যত পরিমাণে যাঁহার কৃষ্ণনামে রতি হইয়াছে, তিনি ততদূর বৈষ্ণব।" —'সাধুনিন্দা, হঃ চিঃ

প্রঃ—অন্তর্ম্মুখের মধ্যে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমের ভেদ কি ?

উঃ—"অন্তর্ম্মুখ কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম-ভেদে তিন প্রকার। কনিষ্ঠ অন্তর্ম্মুখগণ অন্য দেবাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বকাম হইয়া কৃষ্ণার্চ্চন করেন ; কিন্তু স্ব-স্বরূপ, কৃষ্ণ-স্বরূপ ও ভক্ত-স্বরূপ-অনভিজ্ঞ ; মূঢ় হইলেও অপরাধী ন'ন। ইঁহাদের মধ্যেই-স্বনিষ্ঠ-প্রবৃত্তি ; সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব না হইলেও 'বৈষ্ণবপ্রায়'। মধ্যম অন্তর্ম্মুখ শুদ্ধ-বৈষ্ণব ও পরনিষ্ঠিত। উত্তম অন্তর্ম্মুখের ত' কথাই নাই ; তিনি—নিরপেক্ষ। **নামনামীতে অভেদ-বুদ্ধি ব্যতীত কেহ কখনও অন্তর্ম্মুখ হইতে পারে না।** অন্তর্ম্মুখ-মাত্রেরই ভগবানে অনন্য-শ্রদ্ধা আছে।" —'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

প্রঃ—মধ্যম বৈষ্ণবগণের স্বরূপ কি ?

উঃ—"মধ্যম বৈষ্ণবগণ উত্তম বৈষ্ণবের অনুগত এবং কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের উপকারক।"

—'শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১২

প্রঃ—নাম-ভজনকারী কোন্ অধিকারী ?

উঃ—"নাম-ভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই মধ্যমাধিকারী।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

প্রঃ—কোন্ ধর্ম্মের পরিমাণের দ্বারা বৈষ্ণবতা নিরূপিত হয় ?

উঃ—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষিত ধর্ম্মে দুইটী মাত্র কথা আছে অর্থাৎ **'নামে রুচি ও জীবে দয়া।'** এই ধর্ম্ম **যাঁহার যে পরিমাণে থাকে, তিনি ততই বৈষ্ণব।** অন্য সদ্‌গুণ লাভের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ভক্তজনের সকল-গুণই আপনি উদিত হয়।" —চৈঃ শিঃ ১।৭

প্রঃ—কোন্ সময় পুরুষ **'বৈষ্ণব'**-পদ বাচ্য হন ?

প্রঃ—"বৈষ্ণব-কৃপায় যখন কনিষ্ঠত্ব লোপ হইয়া মধ্যমাধিকার উদয় হইতে থাকে, তখনই তিনি 'বৈষ্ণব'-পদবাচ্য হন এবং জীবে দয়া তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়।"

—'জীবে দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

প্রঃ—বৈষ্ণবতার তারতম্য-নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি কি ?

উঃ—"গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ মনে না করেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা সম্মানে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব-সম্মানের যে তারতম্য আছে, তাহা কেবল উত্তম-বৈষ্ণব ও মধ্যম-বৈষ্ণব ভেদে,—ইহা জানা উচিত। গৃহস্থের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম, উভয়বিধ বৈষ্ণবই দৃষ্ট হয়। গৃহত্যাগীর মধ্যেও তদ্রূপ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এই যে, তাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ ও অর্থ লালসা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনেক প্রকার শারীরিক সুখ ছাড়িয়াছেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। অনেকে কায়ক্লেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণ-সেবা-পূর্ব্বক গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়বিধ বৈষ্ণবের সেবা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ **বৈষ্ণব গৃহস্থ হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ভক্তি-সমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ।** যাঁহার যতদূর ভক্তি-সম্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে ততই 'বৈষ্ণব' বলিয়া সম্মান করিতে হয় ; **অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই।"**

—'বৈষ্ণব-সেবা', সঃ তোঃ ৫।১১

প্রঃ—বৈষ্ণবতা কি বর্ণাশ্রম ও জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর উপর নির্ভর করে ?

উঃ—"যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি—গৃহস্থই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন, পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউন, দুর্ব্বলই হউন বা বলবান্ই হউন,—বৈষ্ণব।" —'বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

প্রঃ—কয়টী বিশেষ-গুণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন ? তন্মধ্যে স্বরূপ লক্ষণ কি ?

উঃ—"ছাব্বিশটী গুণ-লক্ষণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। এই গুণগণ-মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা-গুণটী বৈষ্ণবের স্বরূপ-লক্ষণ।"

—'বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ,' সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ—স্বরূপ-লক্ষণোদয়ে কি তটস্থ-লক্ষণের অভাব থাকে ? অনন্য-কৃষ্ণশরণজনে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে কি বলিয়া জানিতে হইবে ?

উঃ—"অনন্য কৃষ্ণৈকশরণই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। সে লক্ষণ যাঁহার হয়, তাঁহার **তটস্থ-লক্ষণগুলি অবশ্য হইবে।** কিন্তু কোন **অনন্য-কৃষ্ণশরণ ব্যক্তির যদি কোন অংশে তটস্থ-লক্ষণ পূর্ণোদিত না হওয়ায় দুরাচার লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি সাধু।"**

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

প্রঃ—বৈষ্ণবতার তারতম্যের একমাত্র পরিচয় কি?

উঃ—"যেখানে যে-পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে পঁচিশ প্রকার তটস্থ-গুণ অবশ্যই উদয় হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এই সকল গুণও তত বৃদ্ধি হইবে। **যে-স্থলে** এই সকল **তটস্থ-গুণের অত্যন্ত অভাব, সে-স্থলে ভক্তিরও অত্যন্ত অনুদয়** বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব-তারতম্যের একমাত্র পরিচয়।"

—'বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ', সঃ তোঃ ৪।১

প্রঃ—রুচি-অনুসারে ভক্তের প্রকার-ভেদ ও তারতম্য কি?

উঃ—"রুচি-অনুসারে ভক্তগণ তিন প্রকার, অর্থাৎ প্রচার-প্রধান-ভক্ত, আচার-প্রধান-ভক্ত ও আচার-প্রচার-সম্পন্ন ভক্ত। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচার-সম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেবল আচার-প্রধান-ভক্ত—মধ্যম, কেবল প্রচার-প্রধান-ভক্ত—কনিষ্ঠ।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

প্রঃ—উত্তম, মধ্যম ও কোমল-শ্রদ্ধের তারতম্য-বিচারটি কি?

উঃ—"শাস্ত্র-যুক্তিতে সুনিপুণ হইয়া যিনি সর্ব্বথা দৃঢ়-নিশ্চয়, তিনি প্রৌঢ়-শ্রদ্ধ। তিনিই ভক্তির উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে বিশেষ নিপুণ নহেন, অথচ দৃঢ়শ্রদ্ধ, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। যিনি পরম্পরা-গতিকে কিছু শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্র-যুক্তির আশ্রয় করেন নাই, তিনি কোমল-শ্রদ্ধ। সাধুসঙ্গ হইলে শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের সহিত তিনিও ক্রমশঃ প্রৌঢ়-শ্রদ্ধ হইতে পারেন।" —'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

প্রঃ—প্রাকৃত-ভক্তের স্বরূপ কি?

উঃ—"পুরুষানুক্রমে যাঁহারা কুলগুরু ধরিয়া অথবা লোক-দৃষ্টে অর্চ্চন-মার্গে লৌকিক-শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা-গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি পূজা করেন, তাঁহারা কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রাকৃত-ভক্ত—শুদ্ধ ভক্ত ন'ন।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ—মধ্যম-বৈষ্ণব কি বৈষ্ণবতার উচ্চাবচত্ব বা ভাল-মন্দ বিচার করিবেন না?

উঃ—"'বৈষ্ণবটী ভাল কি মধ্যম—এরূপ বিচার করা উচিত নয়', এ কথা কেবল উত্তম বৈষ্ণবের পক্ষে। মধ্যম বৈষ্ণব এ কথা বলিলে অপরাধী হইবেন।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ—কনিষ্ঠাধিকারীর বিপদ কোথায়?

উঃ—"কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব-তারতম্য বিচার করিতে না পারায় সময়ে সময়ে বড় শোচনীয় হন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

প্রঃ—কনিষ্ঠাধিকারীর কোন্ সময় শুদ্ধ-নামাধিকার ও বৈষ্ণব-সেবাধিকার লাভ হয়?

উঃ—"কনিষ্ঠাবস্থায় কিছুদিন নামাভাস হয়, নামাভাসে অনর্থ দূর হইলেই শুদ্ধনামাধিকার ও বৈষ্ণব-সেবাধিকার হয়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

প্রঃ—কোন্ অধিকারীর বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার? বৈষ্ণব-সেবায় তারতম্য-বিচার কর্তব্য কি নহে?

উঃ—"বৈষ্ণব-সম্মান ও বৈষ্ণব-সেবায় কেবল মধ্যম বৈষ্ণবেরই অধিকার। মধ্যম-বৈষ্ণবের পক্ষে—একবার যিনি কৃষ্ণনাম করেন, নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে,—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজন। **বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য-অনুসারে** উপযুক্ত **সেবা কর্ত্তব্য।"** —জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ—মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষায় কি তারতম্য-বিচার থাকা উচিত নয়?

উঃ—"মধ্যমাধিকারী শুদ্ধ ভক্তের কর্ত্তব্য এই যে, শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবেন। **ভক্তি-তারতম্য-অনুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত।** বালিশের **মূঢ়তার অথচ সরলতার পরিমাণ-অনুসারে কৃপার তারতম্য** উপযুক্ত। **দ্বেষি-ব্যক্তির দ্বেষের তারতম্য-অনুসারে তাঁহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য** উপযুক্ত।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

প্রঃ—কোন্ সময় জীবের চিন্ময়-অহঙ্কারের উদয় হয় ?

উঃ—"জীব যখন আপনাকে শুদ্ধ চিৎকণ বলিয়া জানিতে পারেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-দাস্যাভিমানরূপ চিন্ময় অহঙ্কারের উদয় হয়। সে-সময় বুদ্ধি তাঁহার শুদ্ধবৃত্তিস্বরূপে অচিৎকে তিরস্কার করিয়া চিদ্‌বস্তুর প্রতিষ্ঠা করে। সে-সময়ে জীবের কৃষ্ণদাস্য-কাম ব্যতীত অন্য কোন কাম থাকে না।" —'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ—বৈষ্ণবের আচরণ ও লক্ষণ কি ?

উঃ—"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ করাই বৈষ্ণবের আচরণ এবং কৃষ্ণনামৈক শরণই বৈষ্ণবের লক্ষণ।"

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—'বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবপ্রায়' কাহাকে বলা যায় ?

উঃ—"সেই নাম বদ্ধজীব শ্রদ্ধা-সহকারে।
শুদ্ধরূপে লইলে 'বৈষ্ণব' বলি তারে॥
নামাভাস যার হয়, সে 'বৈষ্ণব-প্রায়'।
নাম-কৃপা-বলে ক্রমে শুদ্ধ ভাব পায়॥"

—'নাম-গ্রহণ-বিচার,' হঃ চিঃ

প্রঃ—বৈষ্ণবগণ কি শাক্ত নহেন ?

উঃ—"বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শাক্ত, চিচ্ছক্তি স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন।" —জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

প্রঃ—জগতের প্রকৃত-মঙ্গল-বিধান কাঁহারা করেন ?

উঃ—"জগতের উন্নতিতে যদিও জীবের বিশেষ লাভ নাই, তথাপি ভক্ত-জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, **এ-জগতের যে-কিছু মঙ্গল-সাধন-হইবে, তাহা কেবল ভক্ত-কর্তৃকই হইবে।**"

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

প্রঃ—ভক্তির অনুচররূপে কি কি গুণ উদিত হয় ?

উঃ—"কৃষ্ণ-ভক্তির সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফলদক্ষতা, অসৎ কথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম-ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদিত হয়।"

—'সদ্‌গুণ ও ভক্তি', সঃ তোঃ ৫।১

প্রঃ—যথার্থ, সম্পূর্ণ ও মঙ্গলময় নরজীবন কি ?

উঃ—"ভক্ত-জীবনই যথার্থ নরজীবন, ইহা সম্পূর্ণ ও মঙ্গলময় ;—ইহাই জগতের মধ্যে একমাত্র বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব।"

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

প্রঃ—ভক্ত কি আপনাকে গুপ্ত রাখিতে পারেন।

উঃ—"ভক্ত যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, ভক্তি-প্রভায় তিনি কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না।"

—'প্রবোধিনী কথা', হঃ চিঃ

প্রঃ—বৈষ্ণবের স্বভাব কি ?

উঃ—"সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন ; আর সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চির-জীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।"

—'বৈষ্ণব স্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১

প্রঃ—কর্ম্ম ও জ্ঞানের সংঘর্ষকালে বৈষ্ণবগণ কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন ?

উঃ—"কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ডের যুদ্ধে বৈষ্ণবগণ নিরপেক্ষ-পরিদর্শক।" —'বুদ্ধগয়া', সঃ তোঃ ৭।১

প্রঃ—ব্রাহ্মণের কোন্ সময় বৈষ্ণবতায় দীক্ষা ও তাহা হইতে বিচ্যুতি ঘটে ?

উঃ—"ব্রাহ্মণ যে-সময়ে বেদ-মাতা বৈষ্ণবী গায়ত্রী লাভ করেন, সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব ; কাল-দোষ-বশতঃ পুনরায় অবৈদিকদীক্ষার দ্বারা বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করেন।"

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

প্রঃ—শ্রীগৌর-প্রীতির মাপকাঠি কি ?

উঃ—"শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যাঁহার যত প্রীতি আছে, তাঁহার আজ্ঞা-পালনে তাঁহার তত চেষ্টা হইবে।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—প্রকৃত-ভক্তের পরিচয় কি ?

উঃ—"অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মনুষ্য ভক্ত-মধ্যে গণিত হইয়া থাকেন।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—প্রকৃত সাধু কে ?

উঃ—"তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুর সঙ্গে নিজ-স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন।" —'দশমূল-নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

প্রঃ—বৈষ্ণবের জন্ম-কর্ম্ম কি কর্ম্মফল-বাধ্য জীবেরই অনুরূপ ?

উঃ—"শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়া-কলাপ—সমস্তই মায়িক কামফল-প্রসূ ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।" —'বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

প্রঃ—বৈষ্ণবের সহিত কর্ম্মী-ও জ্ঞানীর ভেদ কি ?

উঃ—"ভক্তদিগের সহিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের অনেক ভেদ। কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের সাধনকালে কর্ম্ম-জ্ঞান ও সিদ্ধিকালে আত্মারামতা অথবা মুক্তি। যে ভক্তদিগের সাধনকালে শুদ্ধা ভক্তি, তাঁহারাই ভক্তি-রসিক। সেই মহৎ ভক্তিতত্ত্ববাদীদিগের সিদ্ধিকালে সেই ভক্তিই কৃষ্ণচরণাব্জ-মকরন্দরূপ-প্রেমস্বরূপা।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

প্রঃ—বৈষ্ণবের কি বিনাশ ও কোন প্রকার বন্ধন আছে ?

উঃ—"কৃষ্ণ যাঁহাদের উদ্ধার-কর্ত্তা, তাঁহাদিগকে কেহই নাশ করিতে পারে না, তাঁহাদের উপর কোন বিধির বিক্রম নাই। বিধি-বন্ধন দূরে থাকুক, ভক্তদিগের প্রেম-বন্ধন ব্যতীত আর কোনপ্রকার বন্ধন নাই।" কৃঃ সং ৫।১২

প্রঃ—বৈষ্ণবের আনুগত্যে ব্রজে চলিবার জন্য আর্ত্তি কিরূপ ?

উঃ—"O *Saragrahi Vaishnab* Soul!

Thou art an angel fair ;
Lead, lead me on to *Vrindaban*
And spirit's power declare !!
There rests my soul from matter free
Upon my Lover's arms,
Eternal peace and spirit's love
Are all my chanting charms !!"

—'Saragrahi Vaishnava'

প্রঃ—সিদ্ধ ও সাধকের স্বরূপ কি ?

উঃ—"গোপীভাব-প্রাপ্ত পুরুষদিগকে সিদ্ধ বলা যায় এবং ঐ ভাবের যাঁহারা অনুকরণ করেন, তাঁহারা সাধক। অতএব পারমার্থবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধ ও সাধক,—এই দুই প্রকার সাধু আছেন বলিয়া স্বীকার করেন।"

—কৃঃ সং ৯।১৩

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকটলীলা-স্মরণে

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-কাল—১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ন ৩॥ ঘটিকার কিছু পরে। আবির্ভাব-স্থান—শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটস্থ 'বড়দাণ্ডে'র পার্শ্ববর্ত্তী 'নারায়ণ-ছাতা'র সংলগ্ন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিকীর্ত্তন-মুখরিত বাস-ভবনে। তিরোভাব-কাল—৩ নারায়ণ, ৪৫০ গৌরাব্দ ; ১৬ই পৌষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাচতুর্থী নিশান্ত ; ইংরাজী মতে—১লা জানুয়ারী, ১৯৩৭ শুক্রবার। তিরোভাব-স্থান—উত্তর কলিকাতাস্থ বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বিতলস্থ নিজবাস-প্রকোষ্ঠ। পূর্ণ শ্রীঅঙ্গের সমাধিস্থান শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠ। তথায় একটি সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানবর্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-পূজার তারিখ

পড়িয়াছে ৩রা নারায়ণ, ৪৮৭ গৌরাব্দ ; ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ ; ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ বৃহস্পতিবারে। ইংরাজী মতে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট তিথির বার 'শুক্র' হইলেও বাংলা মতে বৃহস্পতিবারই ধরা হইয়া থাকে। সুতরাং এবার বার-সাম্য আছে।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরহরির লীলা-সঙ্গোপনের পর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য অদ্বিতীয় দার্শনিক—বৈদান্তিক পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের প্রচারধারা একরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তৎপরবর্ত্তিসময়ে কিছুকাল ধরিয়া, বিশুদ্ধ ভজনানন্দী বৈষ্ণবাচার্য্য থাকা সত্ত্বেও গৌড়ীয়ের প্রচার-গগন অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় নানা অপসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে তাঁহারা মুখে বা কাগজে কলমে মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া বিশুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে নানা অপসিদ্ধান্ত প্রবেশ করাইবার অবকাশ পাইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষদুষ্ট বাক্য আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না, হৃদয়ে বড়ই বেদনা অনুভব করিতেন; তাই শ্রীগৌরেচ্ছায় গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীস্বরূপ-রূপই আবার শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া জগতে শ্রীস্বরূপরূপানুমোদিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার পূর্ব্বক সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতের অশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে এক বৈষ্ণব কবি গান করিয়াছেন —

"শুদ্ধভক্তি মত যত, উপধর্ম্ম-কবলিত,
হেরিয়া লোকের মনে ত্রাস।
হানি' সুসিদ্ধান্ত-বাণ, উপধর্ম্ম খান-খান,
সজ্জনের বাড়ালে উল্লাস॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ তথা শ্রীগীতা-ভাগবত-চৈতন্যচরিতামৃত-চৈতন্য-ভাগবতাদি গ্রন্থের ভাষ্যাদি প্রণয়ন পূর্ব্বক গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের যে অফুরন্ত বর্ণনাতীত হিতসাধন করিয়াগিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আজ সারগ্রাহী গুণগ্রাহী নিরপেক্ষ সজ্জনমাত্রেই সেই বৈষ্ণবাচার্য্যদ্বয়ের অপূরণীয় অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতঃ কতই না করুণ বিলাপ করিতেছেন। তাঁহাদের (সেই বৈষ্ণবাচার্য্যদ্বয়ের) অনুগত শিষ্য প্রশিষ্যগণের ত' আর দুঃখের সীমাই নাই। তাঁহারা সকলেই আজ দারুণ বিরহ-বিহ্বল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত—কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষশূন্য, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাদি বর্জ্জিত অনুকূলা অর্থাৎ কৃষ্ণেরোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণানুশীলনময়ী শুদ্ধা ভক্তির মাধুর্য্য—সৌন্দর্য্য—নবনবায়মান রসাস্বাদ চমৎকারিতা, সাধারণ চিজ্জড়সমন্বয়-প্রয়াসী প্রচ্ছন্নবৎ দলের বুঝিবার সামর্থ্য নাই, এজন্য সেই অপ্রাকৃত ভক্তিরসরসিক-প্রবর জগদ্গুরু আচার্য্যের অবদান বুঝিবার ও তাঁহাদের বিরহে সত্য সত্য কাতর হইবার লোক-সংখ্যা অতীব বিরল। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৩৫২ গৌরাব্দ, ১৭৬০ শকাব্দ, ১২৪৫ বঙ্গাব্দ, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্নে প্রকটলীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক ইং ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন, বাংলা ৯ই আষাঢ় মধ্যাহ্নের অনতিপূর্ব্বেই শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট তিথিতে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন, তাঁহাকে আমরা সাক্ষাদ্ দর্শনের সৌভাগ্য পাই নাই, পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীমুখে ও তদ্রচিত গ্রন্থাদি মাধ্যমে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিবার ও জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি; কিন্তু পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার যে-সকল অতিমর্ত্ত্য অলৌকিক চরিত্র স্ব-স্ব ক্ষুদ্র যোগ্যতানুসারে দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তাহা ভাষাদ্বারা প্রকাশে অসমর্থ। দেখিয়াছি তিনি কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের বিন্দুমাত্র অমর্য্যাদা সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ভবনে গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারে দিবসত্রয় নিরম্বু উপবাসী ছিলেন। কোন গোস্বামিসন্তানকে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীতে জাতি বুদ্ধি করিতে শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি বহু ঘটনা আছে। অসন্মত নিরসনে তাঁহাকে বজ্রাদপি কঠোর হইতে দেখা গেলেও শুদ্ধভক্তিরসাস্বাদনে তাঁহাকে

মৃদুনি কুসুমাদপি কোমল স্বভাব দেখিয়াছি, অজস্রধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। শিষ্যবাৎসল্যাদিতেও তাঁহাতে ঐরূপ কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যবাণীর তিনি ছিলেন মূর্ত্তবিগ্রহ-স্বরূপ।

যে হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রগাঢ়প্রীতি বিদ্যমানা, শ্রীগুরুদেবের প্রকটলীলাকালে যিনি তাঁহার শুদ্ধভক্তি-কথামৃতসিন্ধুতে সতত নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট আচার-প্রচারে অখিলচেষ্ট হইতে পারিয়াছেন, প্রকটলীলায় তিনিই তাঁহার প্রকৃষ্ট সঙ্গ বা 'মিলন'-সুখ-লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছেন; শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকটলীলাকালে আজ তাঁহারই হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে সুতীব্র বিরহবেদনা, কাঁদিয়া উঠিতেছে অন্তরের অন্তস্তল, ভাসিতেছে নেত্রজলে তাঁহার বক্ষঃ অনিবার শ্রাবণের ধারা-সম। আহা, অহর্নিশ শ্রীগুরু-মুখামৃতদ্রবসংযুত ভগবৎকথামৃতপানলালসায় তাঁহার প্রাণ আজ অস্থির-হইয়া উঠিতেছে। "যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর" —"স্বরূপ-সনাতন-রূপ, রঘুনাথ-ভট্টযুগ, লোক-নাথ সিদ্ধান্ত-সাগর (—গুরুদেব সিদ্ধান্তসাগর)। শুনিতাম সে সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা, তবে ভাল হইত অন্তর॥" ইত্যাদি বিরহগাথা গাহিতে গাহিতে তিনি আজ আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন। এমতাবস্থায় জগতের স্ব-পর-ভেদবুদ্ধি বিজৃম্ভিত কোন কথা কি তাঁহার নিকট প্রীতিপ্রদ হইতে পারে? থাকিতে পারে কি কোন ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-পিশাচী হৃদয়ে লুক্কায়িত? এজগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তুবিষয়ে অনুরাগ ও বিরাগ-জন্যই জীব-হৃদয়ে হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া আজ জগৎকে ছারখার করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে বিন্দুমাত্র শুদ্ধা প্রীতির উদয় হইলেও হৃদয়ে পরহিংসা পরপীড়ন পরশ্রীকাতরতাদি পশুপ্রবৃত্তির লেশ-মাত্রও স্থান পাইতে পারে না। জড় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয়-সংযোগ জন্য হর্ষ ও তত্তদ্‌বিষয় বিয়োগজন্য বিমর্ষাদি ভাবাক্রান্তচিত্তে কখনও মু অর্থাৎ মুক্তি সুখকেও কু অর্থাৎ কুৎসিৎকারী 'মুকু' বা প্রেম এবং সেই প্রেম দান-কারী মুকুন্দের অথবা মুখে কুন্দবৎ (প্রস্ফুটিত শুভ্র কুন্দ-পুষ্পবৎ) হাস্য যাঁহার, সেই মুকুন্দের স্ফূর্ত্তি সম্ভাবিত হইতে পারে না।

"হর্ষামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিঃ সম্ভাবনা ভবেৎ॥"

শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতার দ্বাদশাধ্যায়েও বলিয়াছেন—

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥"
"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥"

[অর্থাৎ যাঁহা হইতে কোন লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না ও যিনি কোন লোক হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি প্রাকৃত হর্ষ, অসহিষ্ণুতা বা ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, এরূপ শান্ত ভক্ত-সকলই আমার প্রিয়।

যিনি লৌকিক প্রিয়বস্তুলাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তুর উপস্থিতিতে দ্বেষ করেন না, লৌকিক প্রিয় বস্তু নাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, শুভাশুভ বা পুণ্য ও পাপকর্ম্ম ত্যাগকারী, যিনি ভক্তিমান, তিনিই আমার প্রিয়।]

যে হৃদয়ে 'রাধানিত্যজন' শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনুরাগের উদয় হইয়াছে, সে হৃদয়ে কোন জড় বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ স্থান পাইতে পারে কি? তথায় প্রত্যেক জীবাত্মার একমাত্র লভ্য পরমপ্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম-লাভাকাঙ্ক্ষারই অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা-বোধ সুস্পষ্ট-ভাবে জাগরূক হইয়া উঠে। তখন শ্রীগুরুমুখপদ্মবিনিঃসৃত "* * * শ্রীরূপানুগ-গণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাক্‌বেন। * * * সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্‌লেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে।' —এই সকল প্রকটকালীয় শেষবাক্যপালনের নিষ্কপট সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাই হৃদয়ে ঐকান্তিকভাবে বদ্ধমূল হয়। কোন লক্ষণার অবতারণা না করিয়া শুদ্ধ অভিধাবৃত্তির সহিত

শ্রীগুরুবাক্য বুঝিবার অকৃত্রিম চেষ্টা করিলে তাহাতে আমাদের সকলেরই এক মনে একপ্রাণে একতানে এক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্য্যই জীবনের চরম লক্ষ্যীভূত বিষয় হইয়া থাকে। সেই গুরুবাক্যপালনই প্রকৃত গুরুপ্রীতির নিদর্শন। শ্রীগুরু-দেবের বাণীর মর্ম্মার্থের প্রতি যথার্থ ধ্যান দিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বপু বা বপু-স্বরূপ মঠমন্দিরাদির সেবা-সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিতে চাহিলে তাহা কখনই সাক্ষাদ্ দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা গুরুপাদপদ্মে 'মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ' পরিমুক্ত হইতে পারিবে না। যেহেতু শ্রীভগবান্ও যেমন 'শ্রুতেক্ষিত-পথঃ'-স্বরূপ, তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহস্বরূপ গুরুদেবও তদ্রূপ শ্রুতেক্ষিতপথ-স্বরূপ। 'শ্রুতেক্ষিতপথঃ' শব্দে শ্রবণেন ঈক্ষিতঃ পন্থাঃ যস্য সঃ অর্থাৎ শ্রবণের দ্বারা ঈক্ষিত বা দৃষ্ট হইয়াছে পন্থা যাঁহার। এই জন্যই শ্রীগুরুদেবকে 'তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' বলিয়া প্রণাম করা হয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও তাঁহার সারার্থ-দর্শিনী টীকায় লিখিতেছেন —

"আদৌ গুরুমুখাৎ শ্রুতঃ পশ্চাদীক্ষিতঃ সাক্ষাৎকৃতশ্চ পন্থা যস্য সঃ। যেন পথা ত্বং হৃৎসরোজমায়াতোঽসি তং পন্থানং সাধনভক্তিপ্রকারং ত এব সুষ্ঠু পরিচিন্বন্তীতি ধ্বনিঃ। অতো যস্য তৎপ্রাপ্তীচ্ছা বর্ত্ততে স তত এব পন্থানং পরিচিনোত্বিত্যনুধ্বনিঃ।" (ভাঃ ৩।৯।১১ বিশ্বনাথ দ্রষ্টব্য।) অর্থাৎ আদৌ গুরুমুখ হইতে শ্রুত, পশ্চাৎ ঈক্ষিত বা সাক্ষাৎকৃত পন্থা যাঁহার তিনি (শ্রুতে-ক্ষিতপথ)। (হে ভগবন্!), যে পথে তুমি (তোমার ভক্তের) হৃৎপদ্মে আসিয়াছ (অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়াছ), সেই পথ অর্থাৎ সাধনভক্তিপ্রকার, তাঁহারাই (গুরুবর্গই) সুষ্ঠু ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ('চি' ধাতু চয়ন করা বা সংগ্রহ করা), ইহাই ধ্বনি। সুতরাং যাঁহার সেই ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা আছে, তিনি তাঁহার (অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের) নিকট হইতেই সেই (ভগবৎপ্রাপ্তির) পথ নিরূপণ করিয়া লউন।

"গুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা। শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তমা গতি, যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব-আশা॥" ইহাই মহাজন-বাক্য। গুরুবাক্যে নিষ্ঠা হইতেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। গুরুবাক্যের যথাযথ আচরণ বা প্রতিপালন-চেষ্টা ব্যতীত কেবল বাক্যবাগীশ প্রচারক বা লেখক হইলে তাহা কখনই গুরুদেবকে ভালবাসার বা তৎপ্রতি প্রীতির পরিচায়ক হইবে না। লোক দেখান' প্রীতি গুরুদেব ধরিয়া ফেলেন। শিষ্যের পক্ষ হইতে শ্রীগুরুবাক্য পালন করিবার অকৃত্রিম চেষ্টার উদয় হইলে, করুণাবারিধি শ্রীগুরুদেবই কৃপাপূর্ব্বক সেই চেষ্টার সাফল্য অবশ্যই বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরা-ঙ্গের সাক্ষাৎ কৃপাশক্তিস্বরূপ তিনি, সচ্ছিষ্যে তাঁহার কৃপাশক্তি অবশ্যই সঞ্চারিত হইবে। তাঁহার কৃপা হইলে ভগবৎকৃপা আর অলভ্যা হয় না। ভগবৎকৃপা ত' তাঁহার নিজ-জনেরই অনুগামিনী। 'যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ।' তাঁহার প্রসাদলাভে উদাসীন হইয়া অনন্ত-কোটি জীবন ধরিয়াও ভগবদ্ভজন করিলে ভগবানের প্রসন্নতা পাওয়া যাইবে না। শ্রীগুরুরূপ ধারণ করিয়াই কৃষ্ণ জীবগণকে কৃপা বিতরণ করেন। সেই গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণ-কৃপা লাভের কোন উপায়ই বেদবেদান্তাদি-শাস্ত্র নির্দ্ধারণ করেন নাই। বেদ কহিলেন—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

অদোষদরশী করুণাময় পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজী কিঙ্করানুকিঙ্কর আমাদিগের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার কৈঙ্কর্য্য করিবার যোগ্যতা প্রদান করুন, হৃদয়ের সকল কপটতা দূর করুন, সকল অপরাধের ক্ষমা বিধান করিয়া তাঁহার শ্রীচরণের জন্ম-জন্মান্তরের চিরদাসানুদাস-জ্ঞানে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করুন, জগতের সকল আকর্ষণ বিকর্ষণের চিন্তা ছাড়াইয়া তাঁহার শ্রীচরণসেবা-চিন্তায় আমাদিগকে বিভোর করিয়া রাখুন, ইহাই তচ্চরণে অদ্য আমাদের অন্তরের নিষ্কপট প্রার্থনা হউক।

শ্রীরূপের বিরহে তদনুগ রঘুনাথ যে পাষাণ গলান' ক্রন্দন করিয়াছিলেন—মহাগোষ্ঠকে শূন্য, গিরীন্দ্রকে অজগরের ন্যায়, রাধাকুণ্ডকে ব্যাঘ্রতুণ্ডের (মুখের) ন্যায়, নিজেকে জীবাতু রহিত শবতুল্য-রূপে দেখিয়াছিলেন,

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদবরের সেই বিরহ-চেষ্টা কি আর মাদৃশ বদ্ধজীবের অনুকরণের বস্তু? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপকবর শ্রীরূপ-পদান্তিক-প্রাপ্তি-লালসায় স্বীয় দীক্ষাগুরু শ্রীলোকনাথ-পাদপদ্মে যে-ভাবে কাতর ক্রন্দন জানাইয়াছেন, শ্রীরূপ-পাদপদ্মকে যে-ভাবে তাঁহার একমাত্র ভজনীয় ও পূজনীয় সম্পদ্, প্রাণধন, আভরণ, জীবনের জীবন রসনিধি, বাঞ্ছাসিদ্ধি, বেদের ধর্ম্ম, ব্রত-তপ-মন্ত্রজপ-ধর্ম্মকর্ম্ম—সর্ব্বস্ব ধন জানিয়া তৎকৃপা-প্রাপ্তি-লালসায় অহর্নিশ কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার সেই প্রাণময়ী প্রীতির কোট্যংশের এক অংশের অনুসরণ করিতে পারিলেও আমাদের জীবন সার্থক হইতে পারিবে! আমরা ধন্য—ধন্যাতিধন্য হইতে পারিব। জানিনা সে সৌভাগ্য আর কত জন্মে মিলিবে!

শ্রীভগবান্‌কে পাইবার একমাত্র উপায় গুরুভক্তি। শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ—প্রিয়তম নিজজন। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ সেবয়॥" শ্রীগুরুপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে যত সমর্পিতাত্ম হইতে পারিব, ততই কৃষ্ণ আমাকে তাঁহার নিজজনের জন জানিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইবেন—আপন জন জ্ঞানে আমাকে চিন্ময় কলেবর—অপ্রাকৃত দেহ দিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীচরণ-সেবার অধিকার দান করিবেন। সখা সুদামার কণ্ঠ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন —

"নন্বর্থকোবিদা ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমবতামিহ।
যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্॥"

অর্থাৎ "হে ব্রহ্মন্, এই মনুষ্যলোকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা গুরুরূপী আমার উপদেশ মাত্র অবলম্বন করিয়া সুখে এই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহারা বস্তুতঃই পরমার্থ-বিষয়ে সুপণ্ডিত জানিবেন।"

"নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥"

(ভাঃ ১০।৮০।৩৩—৩৪)

—অর্থাৎ "সর্ব্বভূতান্তর্যামী আমি গুরুশুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসধর্ম্ম দ্বারা তাদৃশ সন্তোষ প্রাপ্ত হই না।"

শ্রীভগবানে রত্যুদয় কিপ্রকারে হয়, তৎপ্রসঙ্গে ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ সহচর বালকগণকে বলিতেছেন—"গুরু শুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ ইত্যাদি (ভাঃ ৭।৭।৩০) অর্থাৎ ভক্তি-সহকারে শ্রীগুরুসেবা ও সমস্ত লব্ধবস্তু তাঁহাকে সমর্পণ দ্বারা ইত্যাদি। শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন—

"গুরোঃ শুশ্রূষয়া স্নপনসম্বাহনাদিকয়া তথা সর্ব্বেষাং লব্ধানাং বস্তূনাং অর্পণেন চ তচ্চার্পণং ভক্ত্যৈব, ন তু প্রতিষ্ঠাদিনা হেতুনা" অর্থাৎ গুরুদেবের স্নান, পাদ-সম্বাহনাদি সেবা তথা সমস্ত লব্ধবস্তু ভক্তি সহকারে পরন্তু প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তি হেতু নহে, গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ-দ্বারা ইত্যাদি। ভাঃ ৭।১৫।২৫ শ্লোকে শ্রীনারদ বলিতেছেন—"এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ" অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, মোহ, দম্ভ, হিংসা, ত্রিতাপ ও ত্রিগুণাদি (ভাঃ ৭।১৫।২২-২৫) জয় করিবার একমাত্র উপায় গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ। গুরুভক্তি-দ্বারা পুরুষ অনায়াসে এই সকল জয় করিতে সমর্থ হয়। এহেন শ্রীগুরুপাদপদ্মে মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য বুদ্ধি থাকিলে শিষ্যের সাধন-ভজনাদি সমস্তই নিরর্থক হইয়া যায়—

"যস্য সাক্ষাদ্‌ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥"

—ভাঃ ৭।১৫।২৬

অর্থাৎ "প্রত্যক্ষ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে যে ব্যক্তির মর্ত্ত্যজ্ঞান-রূপ দুর্ব্বুদ্ধি থাকে, তাহার সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়নাদি হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর ইহার টীকায় লিখিতেছেন—

"কিঞ্চ সত্যাং ভূয়সামপি ভক্তৌ গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিশ্চেৎ সর্ব্বমেব ব্যর্থং ভবতীত্যাহ,—যস্যেতি। সাক্ষাদ্‌ভগবতীতি ভগবদংশ-বুদ্ধিরপি গুরৌ ন কার্য্যেতি ভাবঃ, যদ্বা, উপাস্যে ভগবত্যেব সাক্ষাদ্‌বিদ্যমানে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি দুর্ব্বুদ্ধি-স্তস্য শ্রুতং ভগবন্মন্ত্রাদিকং শ্রবণমননাদিকঞ্চ ব্যর্থমিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ "আরও (বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে,) ভূয়সী ভক্তি থাকা সত্ত্বেও গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি থাকিলে

সাধকের সাধন-ভজন সমস্তই যে ব্যর্থ হইয়া যায়, ইহা বলিবার জন্যই 'যস্য' 'প্রভৃতি শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। 'সাক্ষাদ্ ভগবতি' এই পদদ্বারা স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে—গুরুদেবে ভগবদংশবুদ্ধিও করিতে হইবে না। সাক্ষাৎ সর্ব্বসেব্য অংশী ভগবান্ই সেবকবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ('কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব'), তিনি 'কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ' 'মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ'। অথবা উপাস্য ভগবান্ (শ্রীগুরুরূপে) সাক্ষাৎ বিদ্যমান্ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাঁহাকে মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মশীল মানব—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করেন, তাঁহার গুরুমুখে শ্রুত ভগবন্মন্ত্রাদি এবং শাস্ত্র শ্রবণমননাদি (সাধন-প্রয়াস), সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়, ইহাই অর্থ।

উহার পরবর্ত্তিশ্লোকেও (ভাঃ ৭।১৫।২৭) একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপে জানাইতেছেন যে, শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম পরাৎপর পরমেশ্বর—যোগীশ্বরগণেরও অন্বেষণীয় তত্ত্ব হইলেও তাঁহার স্বরূপানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন তাঁহার অবতারকালে তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলিয়া মনে করে, কিন্তু তিনি তাহাতে 'মনুষ্য' হইয়া যান না, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবের পিতৃ-পুত্রাদি ও প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করিলেও সচ্ছিষ্য তাঁহাকে ভগবদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহরূপেই বিচার করিবেন।

বিষ্ণুস্মৃতিতে কথিত আছে —

"ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ॥
আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১।৬১ সংখ্যা

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব কর্তৃক তাড়িত বা পীড়িত হইয়াও তাঁহার অপ্রিয় সাধন করিবে না, তাঁহার বাক্য অবমাননা বা অবহেলা করিবে না, তাঁহার অহিতাচরণ করিবে না। যে ব্যক্তি কর্ম্ম, মনঃ, বাক্য, প্রাণ ও ধন-দ্বারা আচার্য্যের প্রিয় সাধন করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেবের অমুক বাক্যটি ঠিক বলা হয় নাই, অমুক কার্য্যটি করা অনুচিত হইয়াছে, ইত্যাদি ভাবে গুরুদেবের কোন কার্য্যের সমালোচনা করিতে যাওয়া বা ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করা কখনই উচিত নহে। ইহাতে গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি দোষ আসিয়া গুর্ব্ববজ্ঞাপরাধে লিপ্ত হইতে হইবে। 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া' বিচারে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎ-প্রতিপালনে অবিলম্বে যত্নবান্ হইতে হইবে। আদেশ প্রতিপালনে একান্ত অসমর্থ হইলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কাতরভাবে নিবেদন করিতে করিতে পালনের শক্তি প্রার্থনা করিতে হইবে। গুরুদেবের তাড়ন ভর্ৎসনে বা পীড়নে কষ্ট পাইয়া তাঁহাকেও দু'কথা শুনাইবার চেষ্টা কখনও করিতে হইবে না। ইহা অত্যন্ত সর্ব্বনাশকর গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে শিষ্যের শাসনযোগ্যতা উল্লঙ্ঘিত হইয়া স্বাতন্ত্র্য জন্য উচ্ছৃঙ্খলতা দোষ আসিয়া পড়ে। তৎফলে তাহার নরকগতি লাভ অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। শাস্ত্রে ছয় প্রকার সেবকাধমের কথা লিখিত আছে ঃ—

অলি র্বাণো জ্যোতিষকঃ স্তব্ধীভূতঃ কিমেকাকী।
প্রেষিতপ্রেষকশ্চৈব ষড়েতে সেবকাধমাঃ॥

এই সকল সেবকাধমেরও সেবা-শৈথিল্য-দোষে গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি-রূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয়ে গুর্ব্ববজ্ঞা রূপ মহদপরাধ আসিয়া পড়ে। সুতরাং গুরুদত্ত সাধনে সিদ্ধি-প্রয়াসী সাধককে এই সকল গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ হইতে বিশেষভাবে সাবধান হইতে হইবে।

সাত্বত-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৭ শ বিলাসে অগস্ত্য-সংহিতাবাক্যে লব্ধদীক্ষ শিষ্যের মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণের ব্যবস্থা লিখিত আছে ঃ—

পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ।
হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে॥
গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন্ যথাবিধি।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং সিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে॥

অর্থাৎ "প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে নিত্য পূজা, নিত্য জপ, নিত্য তর্পণ, নিত্য হোম ও নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন—এই পঞ্চাঙ্গকে পুরশ্চরণ বলে। গুরুর প্রসাদক্রমে প্রাপ্ত মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য প্রথমেই পঞ্চাঙ্গ

উপাসনার বিধান; এই জন্যই ইহা পুরশ্চরণ নামে কথিত।

ঐ বিলাসে আগমবাক্য উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে—পুরশ্চরণই মন্ত্রের প্রধান বীর্য্য বা শক্তি। নির্ব্বীর্য্য দেহধারী জীব যেমন অকর্ম্মণ্য, পুরশ্চরণ-বর্জ্জিত মন্ত্রও তদ্রূপ শক্তিহীন। শতবর্ষব্যাপী জপ, হোম, মন্ত্রসিদ্ধিবিষয়ে বহু পরিশ্রম পুরশ্চরণ ব্যতীত নিরর্থক হয়।

জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন বিহিত। কাহারও কাহারও মতে জপের দশাংশ তর্পণ। যাহা হউক এই সকল কৃত্যের এত কঠোর বিধি-ব্যবস্থা আছে যে, তাহা সুষ্ঠুভাবে যথাবিধি সাধন করা কলিহতজীবের পক্ষে খুবই কঠিন। আবার কোন অঙ্গহীন হইলে তাহার সম্পূর্ণতা সিদ্ধ্যর্থ জপসংখ্যা দ্বিগুণ বা তদনুপাতে বৃদ্ধি করিতে হইবে। এজন্য করুণাময় শাস্ত্ররূপী জনার্দ্দন ব্যবস্থা দিতেছেন—

"অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য চ্ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥

তথা চোক্তম্—

যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদও উহার টীকায় লিখিয়াছেন—

"কেবল শ্রীগুরু-প্রসাদেনৈব পুরশ্চরণ সিদ্ধিঃ স্যাদিতি প্রকারান্তরমাহ অথবেতি ত্রিভিঃ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৩০)

অর্থাৎ "অথবা শ্রীগুরুদেবকে দেবতারূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিযুক্তচিত্তে শ্রীগুরুদেবের ছায়ানুগামী হইবে। যাবতীয় কর্ম্মই গুরুমূলক হওয়ায় নিত্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবারত হইবে। পুরশ্চরণাদিরহিত হইলেও ঐরূপ গুরুসেবাদ্বারা মন্ত্রী অর্থাৎ মন্ত্রাশ্রিতব্যক্তি নিশ্চিতই সিদ্ধি লাভ করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবিষয়ে কথিত হয় যে, সিদ্ধরস অর্থাৎ পারদ সংস্পর্শে যেমন তাম্র সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গুরুসন্নিধানে থাকিলে শিষ্যও বিষ্ণুময় হইয়া যান।

টীকাতেও বলা হইয়াছে—কেবল শ্রীগুরুপ্রসাদক্রমেই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়, এবিষয়ে অথবা ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে প্রকারান্তর কথিত হইয়াছে।

আবার সর্ব্বমন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—ইহা মন্ত্রান্তরের ন্যায় কোন সংস্কার-বিধির অপেক্ষা রাখেন না—

শ্রীগোপালমন্ত্রোঽয়ং নৈব কিঞ্চিদপেক্ষতে।
হৃন্মাত্রস্পৃক্ ফলত্যেব স্পৃষ্টো হি দহনো যথা॥
—হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৩৯

ইহার শ্রীসনাতন-গোস্বামিকৃতা দিগ্দর্শিনী টীকা যথা—

"তে চোপায়া মন্ত্রান্তরেষ্বেব, ন তস্মিন্ মোহনাখ্যাষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ইতি লিখতি শ্রীমদিতি। কিঞ্চিৎ সংস্কারাদিকম্। কিন্তু হৃন্মাত্রং স্পৃশতীতি তথা সন্নপি ফলত্যেব। তত্র দৃষ্টান্তত্বেনার্থান্তরমুপন্যস্যতি স্পৃষ্টোহীতি। যথা কথঞ্চিৎ স্পর্শমাত্রেণ দহনো দহেদেব তচ্ছক্তেস্তথাত্বাদিতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ এই অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্র কোন সংস্কারাদির অপেক্ষা রাখেন না। বহ্নি যেমন স্পর্শমাত্রে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ইহা কেবলমাত্র হৃৎপ্রদেশে স্পৃষ্ট হইবামাত্রই ফলিত হইয়া থাকেন।

টীকার অর্থঃ—মন্ত্রসিদ্ধিবিষয়ে যে দ্রাবণাদি সপ্তবিধ উপায় শ্রীমহেশ্বর কর্তৃক কথিত হইয়াছে, তাহা মন্ত্রান্তরের জন্য বিহিত। মোহনাখ্য অষ্টাদশাক্ষর শ্রীমদ্গোপালমন্ত্র কোন সংস্কারাদির অপেক্ষা রাখেন না। তিনি হৃৎপ্রদেশে স্পৃষ্ট হইবামাত্র ফলদ হইয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে অর্থান্তরের উপন্যাস করা হইতেছে—যথা-কথঞ্চিৎ স্পর্শমাত্রেই যেমন অগ্নি দহন কার্য্য করেন, ঐ মন্ত্ররাজও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধমহাশক্তিসম্পন্ন। (অবশ্য এই মন্ত্রলাভবিষয়ে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের এবং গুরুশুশ্রূষার অবশ্যই অপেক্ষা আছে।)

দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-সুদামা সংবাদে গুরুদেব শ্রীসান্দীপনি মুনি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

ইয়মেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতং।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ॥
— হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিলাস ৭৫ সংখ্যা ধৃত

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে বিশুদ্ধভাবে যে স্বীয় মমতাস্পদ সর্ব্ব-অর্থ এবং অহন্তাস্পদ আত্মসমর্পণ, তাহাই সচ্ছিষ্যের গুরুসকাশে প্রত্যুপকার স্বীকার। দিগ্দর্শিনীটীকায়ও লিখিত আছে—নিস্কৃতং প্রত্যুপকারঃ সর্ব্বেষামর্থানামাত্মনশ্চার্পণম্।

ঐ বিলাসে ৭৪ সংখ্যায় লিখিত আছে—

গুরুঞ্চ ভগবদ্দৃষ্ট্যা পরিক্রম্য প্রণম্য চ।
দত্ত্বোক্তাং দক্ষিণাং তস্মৈ স্বশরীরং সমর্পয়েৎ॥

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্বুদ্ধিতে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া শাস্ত্রবিহিতা (টীকাঃ—"উক্তাং শাস্ত্রেণ—স্ব বিত্তার্দ্ধং চতুর্থাংশং দশাংশং বাথ শক্তিত ইতি। এষা চ গুরুসন্তোষণার্থা প্রথমা দক্ষিণা মন্ত্র দাক্ষিণা চান্যা মন্ত্রদানানন্তরং লেখ্যা।") দক্ষিণা দিয়া আত্মশরীর তাঁহাকে সমর্পণ করিবে।

অবশ্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও শ্রীগুরুদেবের ঋণ কেহ শোধ করিতে পারেন না। গৃহস্থ ভক্তগণ ধনাদি অর্পণ দ্বারা গুরুদক্ষিণা দানের অভিনয় করিতে পারেন বটে, কিন্তু শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ" (ভাঃ ১১।১৯।৩৯)

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহার টীকায় লিখিতেছেন—"জ্ঞানস্য উৎসবান্তে মৎকীর্ত্তনাদিরসানুভবস্য সন্দেশঃ স্বেষ্ট-মিত্রেষ্ জ্ঞাপনৈব দক্ষিণা ন তু ধনবস্ত্রাদ্যর্পণম্।"

অর্থাৎ 'জ্ঞানের' অর্থাৎ উৎসবান্তে আমার কীর্ত্তনাদি রসানুভবের, 'সন্দেশ' অর্থাৎ নিজ ইষ্টমিত্রগণকে তাহা জ্ঞাপনই দক্ষিণা, মাত্র ধন-বস্ত্রাদি অর্পণের নাম দক্ষিণা নহে।

সুতরাং শ্রীগুরূপদিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব সবিশেষ অনুভব পূর্ব্বক তাহা নিজ ইষ্টমিত্রগণকে অধিকারানুসারে জ্ঞাপনই প্রকৃত দক্ষিণা দান। নিজে ভজন করিতে হইবে, ইহার নামই আচার, আচারবান্ হইয়াই প্রচার করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট সংস্থাপনই শিষ্যের গুরুদক্ষিণা। নিজে আদর্শচরিত্র সেবক না হইলে শ্রীগুরুমনোঽভীষ্ট প্রচার যোগ্যতা আসিবে না, সুতরাং গুরুদক্ষিণাও দেওয়া হইবে না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেই সিদ্ধান্তে নিজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥" "ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥" এই শ্রীমুখবাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে যত্নবান্ হইলেই গুরুদক্ষিণা দানের যোগ্যতা অর্জ্জিত হইতে থাকিবে। গুরুদেব প্রসন্ন হইবেন—অন্তরে থাকিয়া অজস্রশক্তি সঞ্চার করিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের যতই নিষ্কপট সেবা হইতে থাকিবে—যতই তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃতা বাণী কীর্ত্তন করা যাইবে, ততই তাঁহার অপ্রাকৃত বাণীর সঙ্গ হইতে হইতেই তাঁহার অপ্রাকৃত বপুর দর্শন-স্পর্শন-সেবনাদি সৌভাগ্য-লালসায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। তখনই তাঁহার প্রকৃত বিরহ উপলব্ধির বিষয় হইবে। তিনি শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিজজন—নয়নমণি মঞ্জরী-স্বরূপে তাঁহাদের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া যে-স্থানে তাঁহাদের সেবানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন আছেন, সেইস্থানে গিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-সেবা-সৌভাগ্য-লাভের জন্য প্রাণে নিষ্কপট আকাঙ্ক্ষা জাগিবে। 'চক্ষুঃ দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই।' তিনি যে আমাদের জন্ম-জন্মের প্রভু। তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার এই নিতান্ত অযোগ্য অধমাধম সেবকগণকে তাঁহার মনোঽভীষ্ট আচার-প্রচারের যোগ্যতা প্রদান করিয়া দেহান্তকালে তাঁহার শ্রীচরণ-সান্নিধ্য দান করুন, আত্মসাৎ করুন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে অবস্থিতি বড়ই বেদনাপ্রদ। প্রভুপাদ আমাদিগকে তাঁহার নিতান্ত অযোগ্য নগণ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর-জ্ঞানে নিজ-নিকটনিবাস প্রদান করুন, তাঁহার নিত্যযুগলবিলাসসেবায় যে-কোনরূপেই হউক, তন্নির্দ্দেশমতে তদানুগত্যে কিছু না কিছু কৈঙ্কর্য্য করিবার অধিকার দিউন, ইহাই তদ্বিঘসাশী দাসানুদাসগণের অন্তরের বিনম্র নিবেদন। অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থায় আপনাদিগকে এরূপ প্রার্থনাজ্ঞাপনের অযোগ্য পাত্র জানিলেও শিষ্যের গুরু ব্যতীত আপনার জন বলিতে ত' আর কেহই নাই। অদোষদরশী তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইলে শত সহস্র অসম্ভব বিষয়ও মুহূর্ত্তমধ্যে সম্ভব

হইয়া যাইতে পারে। বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় অধুনা ইহা হাস্যাস্পদ হইলেও তাঁহার অঘটন-ঘটনপটীয়সী কৃপায় কি আমাদের তাঁহারই প্রদত্ত নামভজনে নিরপরাধে নিষ্কপট রতি বর্দ্ধিত হইতে পারে না? নামপ্রভু ত' "ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ। পূর্ণ বিকশিত হইয়া ব্রজে মোরে যায় লঞা, দেখায় নিজ স্বরূপ-বিলাস॥" সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীনাম প্রভুর কৃপা লাভ করিতে পারিলেই "ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাক্য অবশ্যই সার্থক হইবে। "ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী। পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক দুর্ঘট-ঘটনবিধাত্রী॥" অর্থাৎ শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ আর্ত্তিভরে শ্রীভগবানের বন্দনা গীতি গান করিতে করিতে বলিতেছেন—হে মাধব, যদিও অধুনা তোমাতে আমার ভক্তি তিলমাত্রও উদিত হইতেছে না, তথাপি তোমার পরমৈশ্বর্য্যও ত' অপার, তাহা ত' আর অল্প নহে; তাহা ত' নিতান্ত দুর্ঘটকেও মুহূর্ত্তমধ্যে ঘটাইয়া দিতে সম্পূর্ণ সমর্থ—তাহা ত' নিতান্ত অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া দিতে পারে! তোমার কৃপাশক্তি যে সর্ব্বশক্তি-চক্রবর্ত্তিনী, তাহা ত' আমাদের যোগ্যতাযোগ্যতার অপেক্ষা রাখে না, তাহা যে নিতান্ত অযোগ্যকেও যোগ্য করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের এই কৃপা তাঁহারই অভিন্ন সেবা-প্রকাশবিগ্রহ বা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুকৃপানুগামিনী—"গুরু-রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে"। তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে "শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোহস্তু তে" বলিয়া প্রণাম করা হয়। শ্রীসনাতন শিক্ষায়ও কথিত হইয়াছে—"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামী-রূপে শিখায় আপনে॥" অর্থাৎ কৃষ্ণ যদি কোন ভাগ্যবান্‌জনকে কৃপা করেন, তাহা হইলে তিনি বাহ্যে ভক্তশ্রেষ্ঠ আচার্য্য মহান্তগুরু এবং অন্তরে অন্তর্যামী বা চৈত্ত্যগুরুরূপে কৃপা করিয়া থাকেন। (চৈঃ চঃ আদি ১।৪৫-৪৮ এবং মধ্য ২২।৪৭-৪৮ দ্রষ্টব্য)। চৈত্ত্যগুরুরূপে কৃপা করিয়া সদ্‌বুদ্ধি—সদ্‌বিবেক ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি প্রদান করেন, যদ্দ্বারা জীব ভজন-নৈপুণ্য বা 'সাসঙ্গভজন' সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মহান্ত বা আচার্য্যগুরু তচ্চরণাশ্রিত শিষ্যকে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা ও ভজন শিক্ষা দান করেন। কিন্তু 'বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা' ব্যতীত সাধনভজনে কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হওয়া বা সিদ্ধিলাভ করা যায় না। 'বিশ্রম্ভ'-শব্দার্থ—বিশ্বাস, প্রণয়, ভালবাসা ইত্যাদি। প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নসহ দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতি-মূলা সেবা-বৃত্তির সংযোগ হইলেই গুরুকৃপায় অধিকারোদয়-ক্রমে দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুসকাশে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। আমার ইহ-পরকালের—জন্ম-জন্মান্তরের নিত্যবান্ধব শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবা তাঁহার প্রকটা-প্রকট উভয়কালেই সম্ভব হইতে পারে। তিনি সর্ব্ব-কালেই নিত্য-শুদ্ধ, কখনও জাগতিক জন্মমৃত্যুর অধীন বস্তু নহেন, তাঁহাকে কখনই মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করিতে হইবে না। তাঁহার অপ্রকটলীলা-কালে তাঁহার বাণীর মাধ্যমেই তাঁহার অপ্রাকৃত বপু-স্বরূপের দর্শন মিলিয়া থাকে। শ্রীভগবানের ন্যায় 'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা' অর্থাৎ তিনি আমাদিগের সকলকেই জানিতে পারিতে-ছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিতেছি না। তিনি যখন কৃপা পূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিবেন, যখন দর্শন দিবেন, তখনই তাঁহার শ্রীচরণকমল দর্শন করিয়া ধন্য—ধন্যাতিধন্য হইতে পারিব। সুতরাং সর্ব্বতোভাবেই—"শ্রীগুরুকৃপা হি কেবলম্"। হে গুরুদেব! অতীব অজ্ঞান অধম দুরাচার ভৃত্যানুভৃত্য আমার জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাত-সারে কৃত্য সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে ভবদীয় শ্রীচরণে চিরআশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করুন। আপনি শ্রীরূপানুগবর।

"শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল-চরণ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা-প্রতি হয়।
সে-পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়॥
হা হা প্রভুপাদ কবে সঙ্গে লইয়া যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হও পূর্ণ তৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।

মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি' নিজ-পদতলে দেহ ঠাঞি ॥
রাধাকৃষ্ণলীলাগুণ গাঙ রাত্র-দিনে।
এ অধম বাঞ্ছাপূর্ণ নহে তুয়া বিনে ॥"

দয়াময় প্রভু তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণচরণ যেন সদা চিত্তে স্ফুরে ॥

—শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই প্রার্থনানুসরণে ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মে এ দাসাধমেরও এই প্রার্থনা নিবেদিত হইল—হে প্রভো, যেন—

"মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে"

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩ শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৮৮ পৃষ্ঠার পর]

কলিকাতা মঠের শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে ধর্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে কলিকাতার পুলীশ কমিশনার **শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"আজকের সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য যাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁরা আমাকে জোর ক'রে এখানে এনে অনেক মূল্যবান্ কথা শুনবার ও জানবার সুযোগ দিলেন। আমি স্বামীজীগণের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামীর ন্যায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দিতে পারবো না। শাস্ত্র বুঝ্‌তে হ'লে সংস্কৃত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ছাত্রজীবনে আমার সংস্কৃত পড়্‌বার কোনও ঝোঁক ছিল না, তখন ভাব্‌তাম কখন সংস্কৃত ঘাড় থেকে নাম্‌বে। আমার মনে আছে একজন ধনাঢ্য বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমার সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ দেখে বলেছিলেন—"It is Sanskrit which is keeping me living" 'সংস্কৃতই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।' তাৎপর্য্য সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও অধ্যাত্মিক সমুন্নতির জন্য সংস্কৃত শিক্ষার অত্যাবশ্যকতা র'য়েছে। বস্তুতঃ সংস্কৃত শিক্ষা ব্যতীত ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা সম্যক্ ধারণা নিতে পারি না। সংস্কৃত-জ্ঞান থাক্ বা না থাক্ সাধারণ বুদ্ধিতে একটুকু চিন্তা কর্‌লেই আমাদের বুঝ্‌তে অসুবিধা হবে না যে, সকলেই ঈশ্বরকে মানেন। কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ থাকতে পারে। ধর্ম্মের মূল কথা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। League of Nations 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এর জন্য চেষ্টা করেছিলেন, বর্ত্তমানে U. N. O. চেষ্টা কর্‌ছেন, কিন্তু এ সব চেষ্টার মধ্যে ত্রুটী র'য়েছে। কারণ এঁরা বিজেতা এই অভিমানে করতে যাচ্ছেন। বিজেতা ও বিজিত উভয়কে সমান মর্য্যাদা দিয়ে না কর্‌তে পার্‌লে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য প্রয়োজন ঈশ্বর-বিশ্বাস বা ঈশ্বরে ভক্তি ও তাঁর সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের প্রধান অধ্যাপক **শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে, আজ পরম পবিত্র দিবসে, ধর্ম্মসভামণ্ডপে ভক্তিনিবেদিত প্রাণ আপনারা সবাই সমবেত হয়েছেন। অতএব এই সভা সার্থক। সে সভা, সভা নয় যেখানে বৃদ্ধগণ থাকেন না। শুধু বয়সে বৃদ্ধের কথা বলা হচ্ছে না, ধর্ম্মে বৃদ্ধ, জ্ঞানে বৃদ্ধ। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা কর্‌লেও ভারত 'সত্যকে' নিয়েছেন প্রতীকরূপে—'সত্যমেব জয়তে।' 'যে বৈ ধর্ম্ম স বৈ সত্যম্।' সে সত্য, সত্য নয় যেখানে ছলনা আছে। সত্যস্বরূপ যে ধর্ম্ম সেটী হলো ধর্ম্মের আলোচ্য বিষয়। নিত্যসত্তাবান্ বাস্তবজ্ঞান ও বাস্তব

আনন্দময় তত্ত্বকেই সত্য বলে, তিনি বিষ্ণু। বিষ্ণুর তটস্থাশক্তিসম্ভূত অণুসচ্চিদানন্দ জীবও সত্য, সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ যে ভক্তি তা'ও সত্য। শাস্ত্র বিষ্ণু আরাধনাকেই শ্রেষ্ঠ আরাধনা এবং বিষ্ণুভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলে নির্দ্দেশ করেছেন। 'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরারাধনং পরম্।' 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।' ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সপ্তাহে একদিন বা বৎসরে একদিন পালনের জন্য নয়, উহা জীব-স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব আনন্দের অভাবের দিকে ছুটে চলেছে, আনন্দ মনে করে সে আলেয়ার পিছনে ছুট্ছে, সে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এখন About turn ক'রে সুখস্বরূপ ভগবানের দিকে মোড় ফিরান দরকার। পূর্ণানন্দময় ভগবানের সঙ্গে আনন্দকণ জীবের সম্বন্ধ রয়েছে। জীব ভগবান্ হচ্ছে না, ভগবান্ও জীব হচ্ছেন না। ভক্তিরূপ সেতু দ্বারা জীব ও ভগবান্ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই ভগবদ্ভক্তিই বিশ্বে Universal fraternity বা 'বসুধৈব কুটুম্বকম' আন্তে পারে। সমাজতন্ত্রবাদ, গণতন্ত্রবাদ এই সবের দ্বারা প্রকৃত Universal fraternity আস্বে না। কারণ এই সমস্ত বাদের মধ্যে অহঙ্কার সঙ্কীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতার ভাব রয়েছে। ভগবদ্-সম্বন্ধযুক্তভাবে বিশ্বকে দেখ্তে না শিখ্লে, যথার্থ অধ্যাত্মবাদকে আশ্রয় না কর্লে সকলকে আত্মীয়জ্ঞানে প্রীতি করা সম্ভব হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরিষ্কারভাবে আমাদিগকে বুঝিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের-দাসত্বের ভিতর দিয়েই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হ'তে পারে। জগতের জীব মাত্রই ভালবাসার কাঙ্গাল। সে ভালবাসতে চায় ও ভালবাসা পেতে চায়। ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে তখনই যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে পারবো। 'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ'। জীব যেমন প্রীতিবশ, ভগবান্ও শুদ্ধ প্রীতিতে বশীভূত হন।''

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি **শ্রীকুমার জ্যোতি সেনগুপ্ত** ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"এই সভায় সভাপতিত্ব কর্বার যোগ্যতা আমার নাই। বিরাট বিরাট পণ্ডিত, তাঁদের কথা যখন শুনি তখন মনে হয় শুন্তেই থাকি। যিনি ভগবানের নাম শুনেন তিনিও উপকৃত হন এবং যিনি বলেন তিনিও উপকৃত হন। ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় সাধুরা বল্লেন নিষ্কামভক্তি। সর্ব্বোত্তম ভক্তি ভগবান্কে হৃদয় দিয়ে ডাকা। যেমন শিশুরা মায়ের জন্য ছট্ফট্ করে, মাকে ডাকে, সেইভাবে ভগবান্কে ডাক্তে হবে। ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ, কোনও অবস্থাতেই সে সম্বন্ধ ছিন্ন হ'তে পারে না। পিতামাতার যেমন সন্তানে স্বাভাবিক স্নেহ রয়েছে, পিতামাতার পরিচর্য্যার দ্বারা সন্তান আশীর্ব্বাদ পায়, তদ্রূপ সর্ব্বজীবে ভগবানের স্বাভাবিক স্নেহ র'য়েছে, ভগবানের পরিচর্য্যা বা সেবার দ্বারা জীব সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ কর্তে পারে।''

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি **শ্রীঅজিত কুমার সরকার** চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

''আজকের আলোচ্য বিষয় 'ভগবদ্ প্রাপ্তির উপায়'। শব্দের অর্থ 'শক্তি'। সুতরাং 'ভগবান্' ব'লতে সর্ব্বশক্তিমান্কে বুঝায়। ভক্তি ত্রিবিধ—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক কিন্তু নিষ্কামভক্তিতেই ভগবান্কে পাওয়া যায়। ভক্তির সাধন অনেক প্রকার শুন্লেন, তার মধ্যেসাধুসঙ্গ ও হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনই মুখ্য। নিষ্কাম-ভক্তি অনেক বড় কথা। সাধারণতঃ আমরা শোক, মোহ আদি বিভিন্ন তাপ-ক্লিষ্ট হ'য়ে ভগবান্কে আকৃড়ে ধর্বার চেষ্টা করি—তাঁকে ডাকি। আমাদের এই উপাসনার মধ্যে স্বার্থ র'য়েছে। যেখানে নিঃস্বার্থ প্রীতি সেখানে ভগবানে প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি হবে, যদি তা' না হয়, তা' হ'লে বুঝ্তে হবে উহা শুদ্ধ প্রীতি নয়, তার দ্বারা ভগবান্কে পাওয়া যাবে না।''

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি **শ্রীসলিল কুমার হাজরা** পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"যার দ্বারা জানা যায় বা তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাকে 'বেদ' বলে। 'বেদ' অর্থ 'জ্ঞান'—'অখণ্ডজ্ঞান'। গুরু উপদেশ পরম্পরায় জগতে বেদ-জ্ঞান চলে আস্ছে, এজন্য
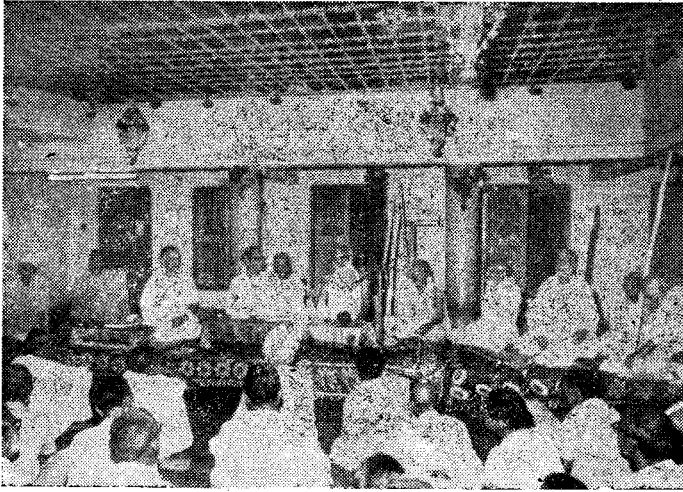
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে
ধর্ম্মসভার শেষ অধিবেশন
মঞ্চে উপবিষ্ট বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী,
তাঁহাদের উভয়পার্শ্বে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও
অন্যান্য বিশিষ্ট আচার্য্যগণ

বেদকে শ্রুতি বলে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ শ্রুতি, ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র। ঋক্ বেদ সনাতনধর্মের প্রথম বেদ, বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্। সমস্ত উপনিষদের সারনির্য্যাস শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সমস্ত উপনিষদ্ গাভী এবং গীতা দুগ্ধ সদৃশ। "সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"—গীতামাহাত্ম্য। গীতাতে বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন প্রকার উপদেশ রয়েছে—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। ভাগবতের কথা হ'লো শুদ্ধা ভক্তি—প্রেমভক্তি। এরূপ প্রেমের পরাকাষ্ঠা কুত্রাপি নাই। বেদব্যাসমুনি এই প্রেমভক্তির দ্বারাই শান্তি লাভ করেছিলেন। ভাগবতে বেদের অর্থ সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত বা বর্দ্ধিত হয়েছে। বেদ, বেদান্তাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ভাগবত অধ্যয়নের দ্বারাই সম্যক্ উপলব্ধির বিষয় হয়, এজন্য ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব। পরীক্ষিৎ মহারাজ সাত দিন শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট ভাগবত শ্রবণ ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। নৈমিষারণ্যে সূত গোস্বামীর নিকট ষাট হাজার ঋষি ভাগবত শুনেছিলেন। ভাগবতের কথা হলো, শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা—যে লীলাকথা শুনে শ্রদ্ধালু ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় প্রীতি লাভ করে থাকেন।"

অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

"আমরা ভারতবাসী, আর্য্য-শাস্ত্রের উত্তরাধিকারী— আমরা ভাগ্যবান্। পৃথিবীর আর কোনও জাতি এর উত্তরাধিকারী নহে। বেদ দুর্ল্লভ বস্তু, উত্তরাধিকারীসূত্রে পাওয়া যায়, অন্যভাবে পাওয়া যায় না। সংসারে মানুষ যারা আছে সকলের কিছু না কিছু প্রয়োজন আছে। এমন কোন মানুষ নাই যার কোনও প্রয়োজন নাই। প্রয়োজনের লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে মানুষের মর্য্যাদার তারতম্য হয়। যে খুব লঘু বস্তু চায় তার চেয়ে যে একটুকু বড় বস্তু চায় তাকে শ্রেষ্ঠ বলে। প্রয়োজনীয় বস্তু যত স্থূল হয়, তত তাঁর পরিচয় নিম্নস্তরের হয়। যে সবসময় খেতে ভালবাসে তার চেয়ে যে সবসময় খাওয়াতে ভালবাসে তাকে লোকে বড় বলে। যদি কেউ অর্থকে প্রয়োজন মনে করে, তবে সে বাণিজ্য করে, চাকুরি করে, না হয় চুরি করে। যে বিদ্যাকে প্রয়োজন মনে করে সে বিভিন্ন অধ্যাপকের সাহায্য গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন হয় তারজন্য তেমন চেষ্টা হয়। সংসারে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রার্থনীয় বস্তু আছে, যে যা চায় তদনুসারে উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু আমরা যদি এমন বস্তু চাই যার উপায় আমরা জানি না, সেই উপায়কে বলে দিবে কে? — বেদ। যা আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জান্‌তে পারি না, বেদ আমাদিগকে তা' জানিয়ে দেয়। বেদশাস্ত্র আমাদের প্রত্যেকটী আচরণকে নিয়ন্ত্রণ ক'রছে—সাধারণ ব্যক্তি হ'তে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পর্য্যন্ত। বেদ প্রত্যেকের অধিকার অনুসারে কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করতে পারেন। যিনি কিছু চান না বৈদিকধর্ম্ম সেখানে ভাগবতধর্ম্ম রূপে

প্রকাশিত হয়। জীবের অধিকার অনুসারে বেদ প্রথমেই গুরুতর তত্ত্বকথা না ব'লে তদুপযোগী উপদেশ করেছেন। শরীরটা আমি না, ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। একটুকু ক্ষুধা হ'লেই আমরা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি। শরীর আমি এই বোধে আমাদের পঞ্চ মহাভূত বা তার বিকার প্রয়োজন হয়। আমি শরীর নই, আমি চৈতন্যস্বরূপ এটা অনুভব হ'লে আমি ভাল খাবার চাইব না। ভাল বাড়ী চাইব না। চেতনের প্রয়োজন চেতন, বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা তার সুখ হবে না। আত্মতত্ত্ব অনুভূতি প্রাপ্ত ব্যক্তি জড় বস্তু চান না, পরমাত্মাকে চান। আমরা যখন বুঝ্‌বো আমরা ভগবানের তখন ভগবানে ভক্তি আমাদের প্রয়োজন হবে। দৈহিক স্পৃহা যাঁদের প্রবল তাঁদের পক্ষে ভাগবতধর্ম খুবই দুর্ল্লভ। ভগবান্ বা ভগবদ্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছু যাঁরা চান না, তাঁরাই ভাগবতধর্মের অধিকারী। তবে বদ্ধজীব আমরা আমাদের প্রথমেই নিষ্কাম-ভক্তি না আস্‌তে পারে, তজ্জন্য হতাশার কোনও কারণ নাই। যদি আমাকে চাইতেই হয় তবে আমি ভগবানের কাছে চাইব। ভগবানের নিকট চাওয়া আরম্ভ হ'লে দেখ্‌বেন ধীরে ধীরে তাঁর কৃপায় আমাদের চাওয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে। যতক্ষণ আত্মতৃপ্তির চেষ্টা ততক্ষণ বৈদিক-ধর্ম্মের প্রভাব। যখন আত্মতৃপ্তি ক্ষান্ত হয়ে ভগবদ্প্রীতির জন্য চেষ্টা হবে, তখনই ভাগবতধর্ম সুরু হবে। বিষ্ণুভক্তি বেদের প্রতিপাদ্য হ'লেও স্বসুখ-কামনাযুক্ত ব্যক্তিগণ তা' বুঝ্‌তে পারেন না। বৃক্ষের সঙ্গে ফলের যে-সম্বন্ধ বেদের সঙ্গে ভাগবতের সে-সম্বন্ধ। বেদরূপ কল্পবৃক্ষের প্রপক্ক ফলই শ্রীমদ্ভাগবত।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথিপূজা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয়-মিশন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-তিথি পূজা গত ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে উক্ত তারিখ হইতে ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী ডক্টর শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য। কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীজ্ঞানধীর শর্ম্মা সরকার যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার সম্পাদক সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয়-বস্তু ছিল যথাক্রমে—'শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার অন্তিম উপদেশ,' 'শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার অবদানবৈশিষ্ট্য', 'অধোক্ষজতত্ত্ব আম্নায়বেদ্য'।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথম দিন তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"তিরোভাব তিথির কেন পূজা হয়? বৈষ্ণবগণ তিরোভাব উৎসব, বিরহ উৎসব বা বিরহ মহোৎসব এ প্রকার ব'লে থাকেন। উৎসব অর্থ আনন্দ, মহোৎসব—মহানন্দ। বিরহ ত' শোকের ব্যাপার, এতে উৎসব বা

মহোৎসব শব্দ প্রয়োগ করা হয় কেন? জন্মে আনন্দ বুঝা যায়, কিন্তু তিরোভাবে আনন্দ, এ কি রকম? ভগবদিচ্ছাক্রমে মহাপুরুষগণ জগতে আসেন এবং ভগবদিচ্ছাক্রমেই তাঁরা চলে যান। সিদ্ধ পুরুষগণের বদ্ধজীবের ন্যায় কর্ম নাই। সুতরাং বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁদের জন্ম-মৃত্যু হয় না। তাঁদের আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র আছে। আমাদের গুরুপাদপদ্মকে ভগবৎপার্ষদ ব'লে আমরা জানি, তিনি যে বৈকুণ্ঠ-বস্তু এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভগবদিচ্ছাক্রমে ভগবৎ-পার্ষদগণ জগতে আবির্ভূত হন, আবার মনোভীষ্ট সেবা সম্পাদনের পর তাঁরা নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। ভগবদ্পার্ষদগণ পরম চমৎকারময়ী ভগবানের চিন্ময়ী লীলায় প্রবেশ করেন ব'লে তাঁহাদের তিরোধানে শোকের কোনও কথা নাই, উহা মহা আনন্দেরই দিন। দেহধারী জীবের নশ্বর দেহের জন্য শোক এবং ভক্তের—বৈকুণ্ঠপুরুষের সাক্ষাৎ সঙ্গের অভাব-জনিত বিরহ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্। শোকে জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আর ভক্ত-বিরহে অজ্ঞান নষ্ট হয়, শুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে সর্ব্ব শুভ লাভ হয়। সচ্চিদানন্দ বস্তু ভগবান্ ও তাঁর হলাদিনী-শক্তিস্বরূপ ভক্তেতে আবেশ এসে তাঁকে অসীম আনন্দের অধিকারী করে। বাহিরে বিষজ্বালা হয়, অন্তরে আনন্দময়—ভক্ত-বিরহের এই অত্যদ্ভুত মহিমা। সুতরাং বিরহতিথি-পালনকারী ব্যক্তিরও ইহা এক প্রকার মহোৎসব। বৈকুণ্ঠপুরুষ জগতে অবতীর্ণ হ'লেও সকলে তাঁকে চিন্‌তে পারেন না। কামময় দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা ভক্ত ও ভগবান্‌কে চিনা যায় না। অক্ষজজ্ঞানে বুঝ্‌তে গিয়ে অনেক দুর্ভাগা মানুষ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকেও এবং ভগবান্ রামচন্দ্রকেও মনুষ্য-বুদ্ধি করেছিল বা এখনও করে। যে চোখে আমরা দ্রষ্টারূপে জগৎ দেখি সেই চোখে ভক্ত ও ভগবান্‌কে দেখা যায় না। একমাত্র ভক্তিপূত নেত্রেই ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপ দর্শন হ'তে পারে।"

ডক্টর **শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ছিলেন বাংলার প্রাণের মূর্ত্তবিগ্রহ। তাঁর আসল কথা সর্ব্বজীবে প্রীতি। আজ ভারতবর্ষে সেই প্রীতির অনুশীলন নাই, অপরের দুঃখ অপনোদনের বা অপরকে সুখ দিবার চেষ্টার অভাব হ'য়ে পড়েছে। আমার ৮২ বৎসর বয়স হ'য়েছে, এ প্রকার অধঃপতন আমি কখনও দেখি নাই। আমাদের ত্রুটী কোথায় দেখ্‌তে হবে। ভগবান্ যাঁদের অর্থ দিয়েছেন তাঁদের কর্ত্তব্য যেটুকু তাঁর প্রয়োজন সেটুকু মাত্র নিয়ে বাকী অর্থ সমাজ-কল্যাণে বা জন-কল্যাণে ব্যয় করা। নতুবা অর্থ অমানুষ সৃষ্টি কর্‌বে। জীবের দুঃখে দুঃখী না হ'লে, জীবকে ভালবাসতে না শিখ্‌লে কখনও শান্তি আসবে না। মানুষের মধ্যে দেবত্বও আছে আবার পশুত্বও আছে। মদ্যপায়ী চরিত্রহীন লম্পটকেও কখনও কখনও জীবের দুঃখে দুঃখী হ'তে ও জীবের দুঃখ অপনোদনের চেষ্টা কর্‌তে দেখা যায়। মানুষের মধ্যে সেই দেবত্ব ভাবকে সমৃদ্ধ করা দরকার। বংশ, পরিবেশ, আবহাওয়া, খাদ্য, ব্যবহার ইত্যাদি অনুকূল ও সৎ হ'লেই মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ হ'তে পারে। অবশ্য সর্ব্বোপরি ভগবদনুগ্রহ। আজ এই শুভদিনে আমি সাধুদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছি যেন জাতি-ধর্ম্ম, পুণ্যাত্মা-পাপাত্মা নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রীতি কর্‌তে পারি।"

নির্য্যাণ

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী—যিনি পরে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব গোবিন্দ মহারাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি গত ২২ নভেম্বর বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে স্বীয় অভীষ্ট ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। শ্রীমঠের বৈষ্ণবগণ গঙ্গাতটে কাশীমিত্রঘাটে কৃষ্ণকীর্ত্তন মুখে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ গোবিন্দ মহারাজ স্নিগ্ধ স্বভাব, শান্ত-সৌম্য-মধুর মূর্ত্তি ভজনানুরাগী বৈষ্ণব ছিলেন। ভগবৎপ্রসঙ্গ-শুশ্রূষু গণের নিকট তিনি বিশেষ অনুরাগের সহিত হরি-কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগের সন্তোষ উৎপাদন করিতেন। শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের প্রকটকালে তিনি তাঁহার কৃপানির্দ্দেশ-ক্রমে দিল্লী, বোম্বে প্রভৃতি মঠ-সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর কৃপা ভাজন হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পরও পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ঔড়ুলোমী মহারাজের আনুগত্যে গৌড়ীয় মিশনের গভর্নিং বডির অন্যতম সভ্যরূপে তিনি বহুকাল বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমঠের বিভিন্ন সেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় একজন স্নিগ্ধ বৈষ্ণবের অভাব মঠবাসী ও গৃহস্থ—সকল বৈষ্ণবেরই মর্ম্মন্তুদ হইয়াছে। কিন্তু "স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গভঙ্গ"।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা :—নদীয়া
১৭ নারায়ণ, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ
১১ পৌষ, ১৩৮০ ; ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয়-পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ শুক্রবার হইতে ২৯ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ **১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ ও** ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ শুক্রবার **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা** উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ ও তৎপর দিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধবে উপরিউক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি।

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ	(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া	৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের

আবির্ভাব শতবার্ষিকী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১৩শ বর্ষ

১২শ সংখ্যা

মাঘ ১৩৮০

বিশেষ - সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪১৭৭০
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীল প্রভুপাদ
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৩শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৮০
২১ মাধব, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, মঙ্গলবার ; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৭৪। | ১২শ সংখ্যা

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদকী জয়

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদাবির্ভাবশতবর্ষপূর্ত্তৌ তদীয়
বন্দন-দ্বাদশকম্

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ]

ভুবনপতিতপাবি শ্রীজগন্নাথজাতং
উপচিতনরমাত্রোদ্ধারনাথ প্রসাদম্।
হরিবিরহমহার্ত্তিক্ষেত্রচৈতন্যচিত্তং
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥১॥

প্রকটিতচিরকৃষ্ণপ্রেমসংকীর্ত্তনাত্মং
নিরবধিগুরুগৌরধ্যানকারুণ্যভিক্ষম্।
নিয়মিত নিজভক্তি শ্রীবিনোদাদৃতার্থং
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥২॥

অধিগত নিজনিত্য শ্যামগৌরাঙ্গদাস্যং
অবহিত পতিসেবা-নাম-ধাম-প্রচারম্।
বিবিধ বিবুধশাস্ত্রালোচিত শ্রৌতলক্ষ্যং
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥৩॥

বিরহিত গুরুগৌরাভিন্নভক্তীবিনোদং
অতিশয়হতচিত্তাভাজনাত্মানুভাবম্।
গুরুপদশুভহার্দপ্রেরণাপ্রাপ্তসংজ্ঞং
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥৪॥

তদবধি বহু বিঘ্নোল্লঙ্ঘি লব্ধপ্রতিষ্ঠং
সুকৃতিবহুল বিদ্বৎ-ত্যাগবিত্তাঢ্যশিষ্যম্।
সুবহু সুভগদিব্যাশ্চর্য্যসিদ্ধিপ্রজুষ্টং
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥৫॥

বিধুগুণ যুগ গৌরাব্দাগতৈকপ্রভাতে
প্রভুজনি দিনমানন্যাস-বাস-ত্রিদণ্ডম্।
যদিহবিহিত সর্ব্বোৎসর্গগৌরাঙ্ঘ্রিপদ্মং
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥৬॥

সুরমুনিগণবন্দ্যানিন্দ্যবিদ্বদ্বরেণ্যং
বহুগুণ নিজযোগ্যপ্রাজ্ঞশাস্ত্রজ্ঞসঙ্গম্।
দশদিশি হরিগাথাগীতমত্তোৎসবাঢ্যং
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥৭॥

অনুসৃতগুরুদেবাভীষ্টমায়াপুরশ্রীং
তদনুগতহৃদশ্চৈতন্যনামপ্রসিদ্ধম্।
মঠমিহ কৃতবন্তং গৌরসংকীর্ত্তনার্থং
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥৮॥

দশদিশি নিজশিষ্যপ্রেরণপ্রাণদানং
বিরচিতবহুভাষাগ্রন্থ-পত্রিপ্রকাশম্।
প্রলসিত বহুমূর্ত্তি প্রেক্ষণ প্রেমতত্ত্বং
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥৯॥

নিখিলনিগম গূঢ়াস্বাদ তাৎপর্য্যপূর্ণং
অখিলরসধিকৃষ্ণপ্রাজ্ঞসর্ব্বস্বসিদ্ধম্।
মধুররসধিরাধাকৃষ্ণলীলাজয়শ্রীং
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥১০॥

উদয়-জলধিশৈলাঙ্কাব্দ গৌরীয়মানং
শর-নিধি-জলধীন্দূদ্ভাব শাকাব্দ মানম্।
অসিত শরজনিং শ্রীফাল্গুনস্যোশনাহে
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥১১॥

ব্রজভজনময়শ্রীরূপমাহাত্ম্যগীতৈঃ
সুচিরবিরহলীলাপ্রাগ্দিনস্য প্রভাতে।
নিরুপাধিকরুণঃ শ্রীরূপদাস্যং দদৌ তং
প্রভুপদমিহ বন্দে জাতশাতাব্দপূর্ত্তম্ ॥১২॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনান্বয়বর পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর্য্য নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট অষ্টোত্তরশতশ্রীক **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** ৩৮৭ গৌরাব্দ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ, ১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ, ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার **মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী** তিথিতে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার পর এক শুভ-মুহূর্ত্তে **"স্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"** এই শ্রীব্যাসবাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-সান্নিধ্যে **'নারায়ণ-ছাতা' নামক মঠ**-সংলগ্ন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখরিত বাসভবনে মাতা শ্রীভগবতী দেবীর ক্রোড়ে এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় শিশুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। **বর্ত্তমান বর্ষ তাঁহার আবির্ভাবের শততম বর্ষপূর্ত্তি বর্ষ।**

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবকালে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অস্ত্র স্বাভাবিক উপবীতাকারে ত্রিবৃদ্‌-বিজড়িত এবং ললাট প্রদেশে স্বাভাবিক উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রচিহ্ন দর্শন করিয়া তথায় উপস্থিত আপ্তবর্গ সকলেই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"অহো, এই বালক ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারসহই জন্মগ্রহণ করিল! শ্রীভগবান্‌ ইহার দ্বারা অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করাইবেন।" শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পরাশক্তি শ্রীবিমলা দেবীর নামানুসারে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই বালকের শুভ-নামকরণ করিয়াছিলেন—শ্রীবিমলাপ্রসাদ।

এই দিব্য শিশুর আবির্ভাবের ছয় মাস পরেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুপ্রসিদ্ধ রথযাত্রা-মহোৎসব আসিয়া পড়িল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সে বার এক অভাবনীয় লীলা প্রকট করিলেন। রথ যে প্রশস্ত রাস্তা দিয়া নীলাচলস্থ শ্রীমন্দির হইতে সুন্দরাচলস্থ গুণ্ডিচা মন্দিরে শুভ-বিজয় করেন, সেই রাস্তাটীকে উৎকলীয় ভাষায় 'বড়দাণ্ড' বলা হইয়া থাকে। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের নারায়ণ-ছাতা-সংলগ্ন বাসভবন ঐ বড়দাণ্ডের পার্শ্বেই অবস্থিত। শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথ সে বার স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবেরই নিরঙ্কুশ শুভ ইচ্ছায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাসগৃহের দ্বারে আসিয়া থামিয়া গেলেন। রথরজ্জু আকর্ষকগণের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রথ এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইলেন না। রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের সেই বাসগৃহ সম্মুখে ক্রমান্বয়ে তিন দিবসকাল অবস্থান করিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই তিন-দিবসই জগন্নাথ-সম্মুখে অহোরাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একদিবস ছয় মাসের

শিশু শ্রীল প্রভুপাদ মাতা শ্রীভগবতী দেবীর ক্রোড়ে শায়িত অবস্থায় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ ও তাঁহার গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী মালা গ্রহণ করিলেন। শিশু-প্রতি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ করুণা লক্ষ্য করিয়া সকলেই সবিস্ময়ে ধন্য ধন্য করিয়া কহিতে লাগিলেন—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বালককে কৃপা করিবার জন্যই দিবসত্রয় এখানে অবস্থান করিয়া চতুর্থ দিবস গুণ্ডিচা যাত্রা করিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যথাসময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন-দ্বারা বালকের অন্নপ্রাশনোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন। তদবধি সমগ্র জীবনব্যাপী শ্রীভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত কোন সাধারণ অন্ন প্রভুপাদকে গ্রহণ করিতে হয় নাই। পরম পবিত্র ভগবদ্ধামে অহর্নিশ কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখরিত-ভক্তগৃহে জন্মলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক সমগ্র জীবন শুদ্ধভক্তি পরিবেশের মধ্যে শুদ্ধভক্ত সঙ্গে শুদ্ধভক্তি যজন-যাজন-মুখে যাপনাদর্শ শ্রীভগবানের নিতান্ত অন্তরঙ্গজন ব্যতীত অন্য কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের পরমোজ্জ্বল রূপলাবণ্য, অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীমুখকমল, পরম কমনীয় সুকোমল শ্রীঅঙ্গ-শোভা, রক্তোৎপল শ্রীচরণ-কমল, রক্তিমাভ—নেত্রপ্রান্ত, ওষ্ঠদ্বয়, কররুহ, কর-চরণতল; আজানুলম্বিত ভুজ প্রভৃতি সমস্ত অবয়বই দিব্যপুরুষলক্ষণাক্রান্ত। তাঁহার চরণ-চারণ, বাক্‌প্রণালী, বাক্যবিন্যাস কৌশল—সমস্তই অনন্যসাধারণ। শ্রীভগবান্ যেমন তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মকে 'দিব্য'—অপ্রাকৃত—নিত্য—অলৌকিক বলিয়া জানাইয়াছেন (গী ৪।৯), তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ প্রভুপাদেরও জন্ম কর্ম্ম তদ্রূপ 'দিব্য'। তিনি এ জগতের বস্তু নহেন। কৃষ্ণ-নিজজন কৃষ্ণকার্য্য সম্পাদনের জন্যই অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন। তাই সাক্ষাৎ দিব্যধাম নীলাচলে তাঁহার আবির্ভাব—শ্রীভগবৎকৈঙ্কর্য্যার্থ—শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত প্রচারার্থ শিশুকালেই শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও তদীয় আজ্ঞামালা লাভাদি অলৌকিক লীলা দৃষ্ট হয়।

তখন বঙ্গদেশ হইতে পুরী গমনাগমনের জন্য রেলপথের ব্যবস্থা ছিল না। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আবির্ভাবের পর ১০ মাস কাল মাতৃক্রোড়ে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে বাস করিয়া পাল্কীর ডাকে স্থলপথে রাণাঘাটে আসিয়াছিলেন। জলপথেও আসা যাইত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার "মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর। অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দ-কিশোর॥"—এই শরণাগতি প্রার্থনা-সূচক গীতিতে গাহিয়াছেন—"জন্মাওবি মো-এ ইচ্ছা যদি তোর। ভক্তগৃহে যোনি জন্ম হউ মোর॥" আহা কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখরিত ভক্তগৃহে জন্মলাভ কি কখনও সাধারণ পুরুষের ভাগ্যে সম্ভব হইতে পারে? প্রভুপাদ তাঁহার শৈশবাবস্থা পিতা-মাতার শ্রীমুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে শিশুর বিদ্যারম্ভ হইল। শিশুর অলৌকিক মেধা ও বিদ্যোৎসাহিতা-দর্শনে জনক-জননী এবং আত্মীয়স্বজন—সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অধিক আনন্দ বালকের কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দ

দর্শনে। ক্রমে ক্রমে বালক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন শ্রীরামপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রভুপাদ তখন শ্রীরামপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। বালকের অত্যধিক কৃষ্ণানুরাগ দর্শনে প্রীত হইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুরী হইতে তুলসী মালিকা আনাইয়া তাঁহাকে শ্রীহরিনাম ও ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র প্রদান করিলেন। প্রভুপাদ যখন ঐ শ্রীরামপুর হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ফোনেটিক টাইপের (Phonetic type) মত একপ্রকার নূতন লিখন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন—বিকৃন্তি বা Bicanto. বাল্যকালেই তাঁহার এইপ্রকার উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার বিদ্যানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মানুরাগ দর্শন করিয়া অন্তরে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি বালককে তদ্‌রচিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-গ্রন্থ পাঠ করাইতে লাগিলেন। তাহাতে বালকের উত্তরোত্তর অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থ চর্চ্চায় অধিক সময় নিয়োগ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে যাহা যাহা শিক্ষা দিতেন, সময়ান্তরে তৎসম্বন্ধে প্রশ্নকরতঃ যথাযথ উত্তর পাইয়া অন্তরে বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন, প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ভগবচ্চরণে তাঁহার নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করিতেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা রামবাগানস্থ 'ভক্তিভবনের' ভিত্তিখননকালে মৃত্তিকা মধ্য হইতে একটি শ্রীকূর্ম্মমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হন। তখন শ্রীল প্রভুপাদের বয়স ৮।৯ বৎসর হইবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বালক প্রভুপাদকে শ্রীভগবানের কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া পৃষ্ঠে মন্দরাচল ধারণপূর্ব্বক সমুদ্র-মন্থনে সহায়তা করিবার কথা শুনাইতে শুনাইতে গাহিতে লাগিলেন :—

"ক্ষিতিরিহ-বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণি-ধরণ-কিণ-চক্র গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত-কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥"
—(দশাবতার-স্তোত্র, শ্রীগীতগোবিন্দ)।

"পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দ-মন্দরগিরি-গ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
ন্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ
পান্তু বঃ।
যৎসংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি
বিশ্রাম্যতি॥"
—(শ্রীভাগবত ১২।১৩।২)।

["হে কেশব, হে কূর্ম্মরূপধারিন্, হে জগদীশ, হে হরে! আপনার সুবিশাল পৃষ্ঠদেশে ধরিত্রী অবস্থান করিতেছে। নিরন্তর ধরণি-ধারণ জন্য আপনার পৃষ্ঠদেশ কিণচক্রে অর্থাৎ শুষ্ক ব্রণসমূহে অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে অথবা আপনার পৃষ্ঠদেশ পৃথিবীধারণ জন্য ব্রণাঙ্কিত হওয়ায় আপনি গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। আপনি জয়যুক্ত হউন।"]

["পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্র ঘর্ষণজনিত সুখ-হেতু নিদ্রালু কূর্ম্ম-রূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কারলেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্র-জলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে—কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।"]

শ্রীল ঠাকুরের ভাব-গদ্‌গদ কণ্ঠোচ্চারিত প্রেমাশ্রুপ্লাবিত মুখপদ্ম-বিনির্গত ঐ সমস্ত শ্লোকের আবৃত্তি এবং মর্ম্মার্থ শ্রবণে বালক প্রভুপাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি পরম করুণ কূর্ম্মদেবের সেবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতে থাকিলে ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীকূর্ম্মদেবের পূজার মন্ত্র ও পূজার বিধি শিখাইয়া দিলেন। বালক তদবধি তিলকাদি সদাচার গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যহ নিয়মিত-ভাবে শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চ্চন করিতে লাগিলেন।

ইংরাজী ১৮৮৫ সালে উক্ত শ্রীভক্তিভবনে 'বৈষ্ণব-ডিপজিটারী' নামক একটি ভক্তিগ্রন্থ প্রচার-বিভাগ খোলা হয়। Deposit শব্দার্থ—জমা করা বা গচ্ছিত রাখা। Depositary শব্দার্থ—যাহার নিকট কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখা হয়—one to whom something is entrusted. Depository শব্দার্থ—ভাণ্ডার বা গুদাম—store-house. এই শেষোক্ত বৈষ্ণবভাণ্ডার বা 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা' শব্দই বোধ হয় ঈপ্সিতার্থবোধক। পরমারাধ্য প্রভুপাদ পরবর্ত্তী সময়ে বৈষ্ণব-মঞ্জুষা নামে একটি বৈষ্ণবকোষ-গ্রন্থ মুদ্রণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার চারিখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মঞ্জুষা বলিতে Casket (মণিরত্নাদি রাখিবার ছোট বাক্স), Trunk (তোরঙ্গ, পেটরা) or Portmanteau (ভ্রমণকালে বস্ত্রাদি বহনের জন্য চামড়ার ব্যাগ) বুঝায়, সুতরাং 'মঞ্জুষা' উত্তমার্থবোধক।

এই সময় হইতেই গ্রন্থাদি মুদ্রণ-সৌকর্য্যার্থ শ্রীল প্রভুপাদ মুদ্রাযন্ত্র ও প্রুফ-সংশোধনাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া গ্রন্থ মুদ্রণাদি কার্য্যে শ্রীল ঠাকুরকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। শ্রীল ঠাকুরের সম্পাদিত সজ্জনতোষণী পত্রিকা—২য় বর্ষ এই সময় হইতেই পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। এই ১৮৮৫ সালেই প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুরের সহিত শ্রীগৌর-পার্ষদগণাধ্যুষিত কুলীনগ্রাম, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান দর্শন এবং তত্তৎস্থানে শ্রীল ঠাকুর-কথিত নামতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রবিচার শ্রবণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস-কালেই গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা প্রদর্শন করেন। তারকেশ্বর লাইনের শিয়া-খালা গ্রামের পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট গণিত-জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং আলোয়ার নিবাসী পণ্ডিত সুন্দরলাল নামক জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতের নিকটও জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করিয়া প্রভুপাদ জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে অল্পকাল মধ্যেই অভূতপূর্ব্ব পারদর্শিতা লাভ করেন। পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন এবং বলিতেন এত অল্প বয়সে এই প্রকার অদ্ভুত প্রতিভা একমাত্র ভগবদ্দত্ত শক্তি

ব্যতীত অন্য কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ কোন আমেরিকান্ বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদের জ্যোতিষ-গণনায় ভ্রম প্রদর্শন করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের অসামান্য প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে জ্যোতিষের চেয়ার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পরমার্থ-পথের বিঘ্নকারক বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ উহা স্বীকার করিতে চাহেন নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের মহাভাগবত গুরুবর্গ শৈশবকাল হইতেই তাঁহাকে 'শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী' নামে অভিহিত করিতেন। পরে ১৯১৮ সালে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণকালে তিনি 'পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' নামে অভিহিত হন। বিশেষ বিশেষ স্থলে তিনি 'শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস' বলিয়াও আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ৩৯৯ গৌরাব্দে. ইং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণ সিংহের গলিতে (যাহা অধুনা বেথুন রো বলিয়া প্রসিদ্ধ) স্বধামগত রামগোপাল বসুর ভবনে 'বিশ্ববৈষ্ণব সভা' নাম্নী একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ৪০০ গৌরাব্দ প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে শ্রীল ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চতুঃশতাব্দীর বার্ষিক আবির্ভাবোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত সম্পাদন করেন। শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী, শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী, শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই তৎকালে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব সভার বিভিন্ন বিভাগের সভ্য ছিলেন। প্রতি রবিবারে উক্ত সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন-কালে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ পাঠ করিতেন। বালক শ্রীসরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত উক্ত গ্রন্থ বহন করিয়া লইয়া সভাস্থলে যাইতেন এবং বিশেষ মনঃসংযোগ-সহকারে ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত সচ্ছাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শিশুকাল হইতেই গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। ক্রীড়ারত বালকগণের সহিত খেলাধূলা করিয়া সময়ক্ষেপ করা তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না। শিশুকাল হইতেই অনিন্দ্যসুন্দর পূতচরিত্র তাঁহার, বিদ্যাবত্তায় যেমন সরস্বতী নাম, চরিত্রেও তেমন শুদ্ধ পূত নির্ম্মল শুভ্র—অন্তর-বাহির সমান। দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে (তাৎকালিক ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসে) পাঠাভ্যাস কালেও ধর্ম্মগ্রন্থ ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রা-লোচনায়ই তিনি অধিক সময় ব্যয় করিতেন। স্কুলের পাঠাভ্যাস তাঁহার অল্প সময়ের মধ্যেই হইয়া যাইত। বিশেষতঃ স্কুলের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে স্কুল-পাঠ্য-পুস্তক স্পর্শ করা তিনি অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করিতেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত ভক্তিগ্রন্থসমূহ আলোচনাকেই তিনি সময়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার বলিয়া মনে করিতেন। অথচ পঠদ্দশায় সমস্ত পরীক্ষাই তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ কৃপাশক্তি তিনি, অতিমর্ত্ত্য

মহাপুরুষ, তাঁহার পক্ষে সকল অসম্ভবই অনায়াসে সম্ভব হইতে পারে। ঐ পঠদ্দশাতেই তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ভক্তিভবন-পঞ্জিকা প্রভৃতি গণিত জ্যোতিষগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার অপরাহ্নে তিনি কলিকাতা বিডন-উদ্যানে ছাত্রগণের সহিত নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ আলোচনায় সময়ক্ষেপ করিতেন। ১৮৯১ সালে এই আলোচনা-সভার নামকরণ করা হইল—'অগাষ্ট য়্যাসেম্ব্লী' (August Assembly—শ্রদ্ধাস্পদ বা মহিমান্বিত সভা বা সম্মিলনী) এই সভার সভ্যবৃন্দকে চিরকুমার-ব্রত পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত। সকল প্রকার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত তরুণ-প্রাচীন ব্যক্তি এই সভার আলোচনা-শ্রবণে সমুৎসুক হইতেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া কলেজ-লাইব্রেরীর প্রধান প্রধান পুস্তক অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—পাঠ্য পুস্তকের পাঠাভ্যাস করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগিত না। কলেজের অতিরিক্ত সময়ে তিনি বৈদিক পণ্ডিত শ্রীপৃথ্বীধর শর্ম্মা মহাশয়ের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতেন। পরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সারস্বত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনাকালে তিনি উক্ত শ্রীপৃথ্বীধর শর্ম্মা মহাশয়ের নিকট ভক্তিভবনে পৃথগ্ভাবে সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অল্পকালের মধ্যেই ঐ ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত করিলে শ্রীপৃথ্বীধর তাঁহাকে উহা আজীবন অভ্যাস করিবার পরামর্শ দিলেন। তাহাতে তিনি এই ক্ষণস্থায়ী মনুষ্যজীবনে সারাজীবন ব্যাকরণ পাঠাপেক্ষা হরিভজনেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশাতেই বালক শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মঃ মঃ বাপুদেব শাস্ত্রীর ছাত্র ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য কর্ত্তৃক সমর্থিত বিচারের প্রতিবাদ করিয়া পণ্ডিত সমাজকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি কলিকাতা ভক্তিভবনে উক্ত সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। লালা হরগৌরীশঙ্কর, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-বি, সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, নিত্যানন্দবংশীয় পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, শরচ্চন্দ্র জ্যোতি-র্ব্বিনোদ মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং কলেজের অনেক ছাত্র তাঁহার সারস্বত চতুষ্পাঠীতে গণিত-জ্যোতিষ অধ্যয়ন ও শিক্ষা লাভ করিতেন। এই চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ক্রমে 'জ্যোতির্ব্বিদ্', 'বৃহস্পতি' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্রমে এই সকল বিদ্যাচর্চ্চাকে তাঁহার হরিভজনময় জীবনের বিঘ্নকারক জানিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিসেবাময় জীবন রক্ষাকল্পে শুক্লবিত্ত অর্জ্জনা-ভিপ্রায়ে একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কিছুকাল স্বাধীন ত্রিপুরাষ্টেটে অবস্থান করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ এবং যুবরাজ বাহাদুর ও রাজ-কুমারের সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার সহিত পার-মার্থিক শিক্ষাদানাদির ভার গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে রাজগ্রন্থাগারের বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ উপস্থিত হইলেও হৃদয়ে একান্তভাবে ভগবদ্‌-ভজন-লালসা জাগরূক থাকায় তিনি রাজভবনে অধিককাল বাস করিতে পারিলেন না। ত্রিপুরাধীশ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর তাঁহার শুদ্ধপূত চরিত্র এবং অপূর্ব্ব ভগবদনুরাগ দর্শনে অতীব মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আজীবন ভক্তিময় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থানুকূল্য করিতে চাহিলেও তিনি উহা মাত্র ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ সাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদ সাত্বতশাস্ত্র-বিধানানুসারে কঠোর বৈরাগ্যের সহিত চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালনাদর্শ প্রদর্শন করিতে থাকেন।

১৮৯৮ সালে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত প্রভুপাদ গয়া, কাশী, প্রয়াগাদি তীর্থ ভ্রমণ করেন।

১৯০০ সালে 'বঙ্গে সামাজিকতা' নামক সমাজ ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় তথ্যপূর্ণ এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ সালে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম নবদ্বীপান্তর্গত গোদ্রুমে ভজনকুঞ্জ স্থাপন করেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া তাঁহাতে আকৃষ্ট হন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুমতিক্রমে ১৯০০ সালের মাঘ মাসে তাঁহার নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি দৈন্যভরে' শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত দাস' নামে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিতেন।

১৮৯৯ সালে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'নিবেদন' নামক সাপ্তাহিক পত্রে পারমার্থিক প্রবন্ধ প্রদান করিতে থাকেন।

উক্ত ১৯০০ সালের মার্চ্চ মাসে প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সহ রেমুণা (বালেশ্বর), ভুবনেশ্বর প্রভৃতি হইয়া শ্রীপুরীধামে গমন করেন। ১৯০২ সালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তথায় 'ভক্তিকুটী' নামক ভজনভবন-নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। পুরীতে থাকাকালে প্রভুপাদ বহু বিশিষ্ট সাধু সজ্জনের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কতিপয় ব্যক্তির কুসিদ্ধান্ত নিরসন পূর্ব্বক নির্ভীকভাবে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট নির্য্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছে। অতঃপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রবল অনুরাগের সহিত ভজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিকট বেষাশ্রিত মহাত্মা শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ বিশেষ যত্নের সহিত আলোচনা করিতেন। ১৮৯৮ সাল হইতে তিনি 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকায় শ্রীনাথমুনি, শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীমধ্বমুনি প্রভৃতি আচার্য্য-গণের শিক্ষা-সম্বলিত চরিত্র প্রকাশ করিতে থাকেন।

১৯০৪ সালে জানুয়ারী মাসে প্রভুপাদ চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ

করিয়া ডিসেম্বর মাসে পুরীতে গমন এবং ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হন। শ্রীপেরেম্বেত্বুরে এক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডিযতির নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বিধির তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। অতঃপর দাক্ষিণাত্য হইতে কলিকাতা হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ ১৯০৫ সাল হইতেই প্রবল উদ্যমে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার আরম্ভ করেন। এই সময়ে প্রতিদিন অপতিতভাবে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শতকোটি মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-ব্রত উদ্‌যাপন করেন।

১৯০৬ সালে জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরোহিণীকুমার ঘোষ স্বপ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ের ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার প্রথম দীক্ষিত শিষ্য হন।

১৯০৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুর চন্দ্রশেখর-ভবন ব্রজপত্তনে একটি ভজনকুটীর ও তৎসান্নিধ্যে একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্' এই প্রার্থনা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীরাধাকুণ্ড-তটবিচারে তথায় নিরন্তর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন করিতে থাকেন।

এই শ্রীব্রজপত্তনেই শ্রীল প্রভুপাদ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, তথায় উনত্রিংশ চূড়া-সম্বলিত শ্রীমন্দির ও তন্মধ্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর নিত্য-সেবা এবং সেই মন্দিরের চতুষ্কোণে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক —এই আচার্য্য চতুষ্টয়ের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহাদের-মূলগুরু যথাক্রমে শ্রীলক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, শিব ও চতুঃসন-সহ প্রকট করিয়া তাঁহাদের নিত্যসেবা-পূজা-ভোগরাগাদি প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ শ্রীমন্দিরের সম্মুখ-বর্ত্তী নাট্য-মন্দিরের নাম দিয়াছেন—শ্রীঅবিদ্যা-হরণ-নাট্যমন্দির। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রবেশদ্বারে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত অধুনা স্বধাম-প্রাপ্ত শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীগুরুদেবের জন্য একটি দ্বিতল ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহার নাম রাখা হয়—'ভক্তিবিজয়-ভবন'। এই গৃহে শ্রীল প্রভুপাদ বাস করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন ত্রিপুরাধীশও তাঁহার অমাত্যবর্গসহ এই গৃহে শ্রীল প্রভুপাদের আতিথ্য স্বীকার করতঃ বাস করিয়াছেন ও তাঁহার শ্রীমুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। বঙ্গের গভর্ণর স্যর জন এণ্ডারসন প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও এই গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-সান্নিধ্য লাভ ও তাঁহার শ্রীমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরস্থ যোগপীঠকে সাক্ষাৎ 'গোকুল মহাবন', শ্রীবাসঅঙ্গনকে সাক্ষাৎ 'সংকীর্ত্তন রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবন', শ্রীচৈতন্য-মঠকে দর্শন করিতেন—সাক্ষাৎ 'গিরিরাজ গোবর্দ্ধন' এবং তত্তটবর্ত্তী কুণ্ডকে দর্শন করিতেন—সাক্ষাৎ 'শ্রীরাধাকুণ্ড'। নবদ্বীপে

পরমগুরু পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামিপ্রভুর সমাধি গঙ্গাগর্ভগত হইবার উপক্রম হইলে শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের একমাত্র শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় গুরুদেবের সেই সমাধি উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার পরম প্রিয় এই শ্রীরাধাকুণ্ডতটে তাহা স্থাপন করিয়াছেন, তথায় একটি সুন্দর মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের নিত্য-সেবাও চলিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ-সন্নিহিত বল্লাল-দীঘিকার উত্তরতটে এক বিরাট্ পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। আচার্য্য স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের বহু শিক্ষণীয় বিষয় অতি সুন্দর মৃন্ময়ী মূর্ত্তির সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীরূপশিক্ষার ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম, গোলোক এবং গোলোকের দ্বারকা মথুরা গোকুল—এই প্রকোষ্ঠত্রয়, অজ ভগবান্ নারায়ণস্থান বৈকুণ্ঠ হইতেও কৃষ্ণজন্মস্থান মথুরার উৎকর্ষ, তাহা হইতেও গোকুল, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও রাধা-কুণ্ডের ক্রমোৎকর্ষ—লীলারস-চমৎকারিতা দেখান হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পরম প্রিয় উক্ত শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বেও শ্রীগোবিন্দলীলামৃতানুসারে অষ্টোত্তর-শত প্রধানা সখীর কুঞ্জ প্রকট করিয়া তন্মধ্যে আবার সর্ব্বপ্রধানা শ্রীললিতা বিশাখাদি অষ্ট সখীর কুঞ্জের, তন্মধ্যে আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ললিতাদেবীর কুঞ্জের সেবারস-মাধুর্য্য-চমৎকারিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার অন্তরের নিগূঢ়রসাস্বাদন-চমৎকারিতা বাহিরেও প্রকাশ করিয়া ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলারসাস্বাদনস্থল গৌরধামের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা 'বুঝিবে রসিকভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়',—(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৩২)। শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ ও তদ্রূপবৈভব ধামাদি সকলই যে চিন্ময় অধোক্ষজ-বস্তু, তাহা সাক্ষাদ্ভাবে জানাইবার জন্যই বঙ্গাব্দ ১৩৪১ সালে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৪ সালে ১৩ই জুন তারিখে বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের নূতন মন্দিরের ভিত্তিখনন-সময়ে এক অপূর্ব্ব শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্ধার্থ-সংহিতায় বর্ণিত অস্ত্রভেদানুসারে ঐ মূর্ত্তি দেখিলেন—'অধোক্ষজ' মূর্ত্তি। শ্রীগৌরধাম-গৌরনাম-গৌরবিগ্রহ-গৌরলীলা এবং সেই লীলা-পরিকরাদি যে সমস্তই অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয় বস্তু, শ্রীগৌর-করুণাশক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মও যে অধোক্ষজতত্ত্ব, তাহা জানাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ই অধোক্ষজ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই অধোক্ষজ-কথা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ শুনাইয়া সাবধান করিতে করিতে বলিতেন যে—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

তত্ত্বতঃ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম—সোপাধিক, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম—নিরুপাধিক। বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও গুরুস্থানীয়। "যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। তথাপিহ সর্ব্ববন্দ্য

সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥", "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ" ("অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ"—এই পাদ্মোক্ত শ্লোক আলোচ্য); "জাতি-কুল—সব নিরর্থক বুঝাইতে। জন্মাইলেন হরিদাসে অধম কুলেতে॥"; "বৈষ্ণবো বর্ণ-বাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্"; "মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ"; "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ" ইত্যাদি বহু বহু প্রামাণিক শাস্ত্র-বাক্যে বৈষ্ণবতার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এ-সকল শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত আচার্য্য-সন্তান নামধারিগণ যখন স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের অনুগ্রহ লাভাশায় ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবগণকে হেয় জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলেন, এমন কি সাক্ষাৎ ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর কুলে আবির্ভূত মহাপুরুষগণের প্রতিও জাতি-বুদ্ধিজনিত অমর্য্যাদা প্রদর্শিত হইতে লাগিল, সেই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শয্যাশায়ী থাকিবার লীলা অভিনয় করিতেছিলেন। বৈষ্ণবগণের বিশেষ চেষ্টায় মেদিনীপুর জেলার বালিঘাই নামকস্থানে অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট্ বিচার-সভার আয়োজন হয়, সেই সভায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশেষভাবে আহূত হইয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহোদয়ও সেই সভায় আমন্ত্রিত হন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তাঁহার অসুস্থতাভিনয়বশতঃ নিজে উপস্থিত হইতে না পারায় তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে সেই সভায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বর্ণন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদকে সভাপতি ও সার্ব্বভৌম পণ্ডিত মহোদয় বিশেষ-ভাবে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া সেই সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিলে প্রভুপাদ তথায় 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই ঐ প্রবন্ধটি "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত" নামক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

নবদ্বীপ সহরে বড় আখড়ায় একটি সভায়ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহু শাস্ত্র-প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীগৌরমন্ত্রের নিত্যত্ব স্থাপন করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় কাশিমবাজারে মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় একটি ধর্ম্ম-সভার আয়োজন করিয়া তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি বিষয়ে ভাষণ দিবার জন্য আহ্বান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ কয়েকজন ভক্তসহ তথায় গিয়া নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তি-কথা বলিবার যথোপযুক্ত অবকাশ না পাওয়ায় বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন। প্রভুপাদ তথায় চারিদিবসকাল উপবাসান্তে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যেখানে শুদ্ধভক্তি-কথার আদর নাই, সেখানে প্রভুপাদ একবিন্দু জল

গ্রহণও করেন না। তথাকথিত প্রচারক নাম-ধারিগণের জড়বিষয়চেষ্টা ও জনমনোরঞ্জন-স্পৃহাই প্রবলা, নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির ধান্দা ব্যতীত মহারাজের বাস্তবহিতাকাঙ্ক্ষা কাহারও নাই। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ তাদৃশ মনোবৃত্তির সহিত কোন প্রকারেই সহযোগিতা করিতে পারেন নাই।

ঐ ১৯১২ সালে ৪ঠা নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তসমভিব্যাহারে শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, ঝামটপুর, আকাইহাট, চাখন্দি, দাঁইহাট প্রভৃতি শ্রীগৌরপার্ষদগণের লীলাস্থান দর্শন ও তত্তৎস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন।

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীল প্রভুপাদ দক্ষিণ কলিকাতা কালীঘাটের ৪নং সানগর-লেনে 'ভাগবত-প্রেস' স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে নিজকৃত অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা সহ গীতা, উৎকল কবি গোবিন্দদাসের 'গৌর-কৃষ্ণোদয়' মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও হরিকথা প্রচার করেন।

১৯১৪ সালে ২৩শে জুন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব-বাসরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন।

১৯১৫ সালে জানুয়ারী মাসে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভাগবত-প্রেস্ শ্রীধাম মায়াপুর ব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতেও গ্রন্থাদি প্রচার করিতে থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯১৫ সালের ১৪ই জুন শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্বরচিত 'অনুভাষ্য'-রচনা সমাপ্ত করেন।

১৯১৫ সালের জুলাই মাসে শ্রীভাগবত প্রেস্ পুনরায় কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতে 'সজ্জনতোষণী' মাসিক পত্রিকা ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত বিবিধগ্রন্থ প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় পুনঃপ্রকাশিত হইতে থাকে।

উক্ত ১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর উত্থান-একাদশীদিবসে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত 'সংস্কার-দীপিকা'র বিধানানুসারে শ্রীগুণমঞ্জরী-স্মৃতি-মুখে কুলিয়া-নবদ্বীপ সহরের নূতন চড়ায় স্বহস্তে স্বীয় গুরুদেবের সমাধি-সেবা বিধান করেন।

পরপর দুই বৎসরে (১৯১৪ ও ১৯১৫ সালে) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল বাবাজী মহারাজ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করায় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের বিরহে বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। অহর্নিশ চোখের জলে ভাসিতে থাকেন। কেই বা তাঁহার রচিত প্রবন্ধ নিবন্ধাদি দেখিয়া শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবেন, কেই বা কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচারে তাঁহাকে উৎসাহ দিবেন—কাহার নিকটই বা আর ভজনরাজ্যের গূঢ় রহস্য শ্রবণ করিয়া প্রাণ জুড়াইবেন! দৈন্য সহকারে কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করেন; আর বলেন—"আমার ধনবল,

জনবল, বিদ্যাবুদ্ধিবল—কোন বলই নাই, আমার দ্বারা কিরূপে আর শ্রীগুরুবর্গের মনোঽভীষ্টপ্রচার সম্ভব হইবে? হায়! আমি কিছুই করিতে পারিলাম না, আমার জীবন বিফলে গেল।" শ্রীউপদেশামৃতের ১১টি শ্লোকের মধ্যে ৮টি শ্লোকের অনুবৃত্তি রচনা করিয়া রচনা-কার্য্যও বন্ধ রাখিলেন। অহর্নিশ প্রাণ কাঁদিতেছে, কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছেন না। শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তনে অবস্থান-কালে শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ দারুণ বিরহ-বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িতেছেন, এমন সময়ে একদিন স্বপ্নসমাধিযোগে দেখিলেন যে, শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের নাট্যমন্দিরের (তদানীন্তন আটচালার) পূর্ব্বদিক্ হইতে পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরহরি সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীসহ যোগ-পীঠে (গৌরাবির্ভাবস্থলীতে) আরোহণ করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে আছেন—গোস্বামী আচার্য্যবৃন্দ এবং শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভৃতি গুরুবর্গ। তাঁহারা সকলেই দিব্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত। প্রভুপাদকে প্রত্যক্ষভাবে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে বলিতেছেন—"সরস্বতি! তুমি এত চিন্তা করিতেছ কেন? তুমি অদম্য উৎসাহে শুদ্ধভক্তি প্রচার কর—সর্ব্বত্র গৌরনাম-ধাম-কাম-সেবা বিস্তার কর, আমরা সকলেই তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। তোমার পশ্চাতে অসংখ্য ধনবল, জনবল, অসামান্য পাণ্ডিত্যপ্রতিভা অপেক্ষা করিতেছে। তোমার আবশ্যকমত তাহারা তোমার ভক্তি-প্রচার কার্য্যে প্রচুর সহায়তা করিবে। তুমি পূর্ণ উদ্যমে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্ম প্রচারে অগ্রসর হও। আমরা সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে রহিয়াছি।" ষট্‌তত্ত্বাত্মক শ্রীমায়াপুর চন্দ্রের এইরূপ স্বপ্নসাক্ষাৎকার ও আশ্বাসবাণী লাভ করিয়া প্রভুপাদ পরদিন হইতে কোটিগুণ উৎসাহের সহিত প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীউপদেশামৃতের ভাষ্য সমাপ্ত করিয়া অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতাদি এবং গ্রন্থ পত্রিকাদি প্রকাশ দ্বারা প্রবল উদ্যমে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালের ন্যায় অপ্রকটকালেও তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণ দিগ্‌দিগন্ত—পৃথিবীর সর্ব্বত্র সেই প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া গিয়াছেন (১৫শ বর্ষ গৌড়ীয় দ্রষ্টব্য)—

"মার্কিণ দেশেও যাহাতে গৌড়ীয়ের বিচার বিস্তৃতি লাভ করে, তজ্জন্য শ্রীগৌর-সুন্দরের করুণাপ্রার্থী হওয়াই প্রার্থনা। তাঁহার কৃপায় ইউরোপে বিশেষতঃ লণ্ডনে গৌড়ীয়-কথা আলোচিত হইতেছে। মার্কিণ দেশ কেন বাকি থাকে?"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'পৃথিবী পর্য্যন্ত আছে যত দেশগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার কৃপা-শক্তিস্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরও ভবিষ্যদ্‌বাণী অধুনা অক্ষরে অক্ষরে সার্থকতা

মণ্ডিত হইতেছে। পাশ্চাত্ত্যদেশে নামসংকীর্ত্তন চলিতেছে, শ্রীবিগ্রহসেবাও শাস্ত্রীয় সদাচার-পালন-সহ শুদ্ধভাবে অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা চলিতেছে। তত্তদ্দেশীয় অনেক সজ্জন ও মহিলা বৈষ্ণবের তিলক-মালাদি চিহ্ন ধারণ এবং খাদ্যাদি সম্বন্ধেও সদাচার পালন করিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা জিউর সেবা অনেক স্থানে তাঁহাদের মন্দির-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। স্থানে স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাও অনুষ্ঠিত হইতেছে। পরমারাধ্য প্রভুপাদের অপ্রকটের পরেও দেখা যাইতেছে—তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রচারধারা এবং উদ্যম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া গিয়াছেন—"শত বিপদ্, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না"। তাঁহার নিজ-জনগণও তাঁহার সেই সর্ব্বশক্তি-সঞ্চারিত উপদেশ-বাণী বিশ্বের বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও পরমোৎসাহে প্রতিপালনের যত্ন করিতেছেন। ইহা একটি কম উল্লেখযোগ্য বিষয় নহে। পরমারাধ্য প্রভুপাদের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে আশা করি আমাদের উৎসাহ-উদ্যম উত্তরোত্তর ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সাক্ষাৎ জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখিতেছি —পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের পবিত্র চরিত্র। তিনি শারীরিক অসুস্থাভিনয় সত্ত্বেও এই সপ্ততিবর্ষ বয়সেও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিশুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী-আদর্শ-বৈষ্ণবোচিত আচার-পালন-সহ পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতাদি দ্বারা যেরূপ দিগ্‌দিগন্ত বিস্তার করিবার জন্য অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঞ্চারিত সাক্ষাৎ কৃপাশক্তি ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না—'কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে নাম-প্রবর্ত্তন'। অপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা-শক্তি তাঁহার। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বহু সজ্জন ও মহিলা তাঁহার শ্রীমুখের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বাণী শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। আসাম প্রদেশেও তিনি বহু লোককে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথায় আকৃষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন। বঙ্গদেশে ত' কথাই নাই, উৎকল দেশেও এবার যেরূপ প্রচার হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উৎকলের বহু প্রধান প্রধান মনীষী এবার তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। পুরী, ভুবনেশ্বর, কটক, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, (বারিপাদা ও উদালা) সহরে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-শতবার্ষিকী সভা সমূহে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন ও মহিলা তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণে পরম আনন্দিত ও চমৎকৃত হইয়াছেন। ইহাও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অফুরন্ত কৃপাশক্তিপ্রভাব। সেবোন্মুখ হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাকট্য নিত্য অনুভূত হইয়া থাকে এবং তাঁহা হইতে তিনি নিত্য নব নব প্রেরণা ও অপরিমিত সেবা-বল লাভ করিয়া থাকেন—তাঁহা কর্ত্তৃক পালিত—রক্ষিত হইয়া তিনি সর্ব্বত্র নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারেন, তাঁহার অপ্রতিহত সেবোদ্যম কেহই

রোধ করিতে পারে না, পরন্তু সমগ্র পৃথিবীই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ শ্রীগৌর-জন্মবাসরে শ্রীধাম মায়াপুরে বৈদিক বিচারানুসরণে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা প্রকাশ করেন। যাঁহার কায়মনোবাক্য স্বতঃই ভগবৎসেবায় সমর্পিত, তাঁহার ন্যায় সহজ-পরমহংসকুলচূড়ামণির পক্ষে বৈধ সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকারের কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও তিনি লোক-শিক্ষার্থই ঐরূপ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষ ধারণের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। জীব তাঁহার কায়মনোবাক্য সম্পূর্ণরূপে ভগবৎসেবায় দণ্ডিত বা নিয়মিত করিবেন, ইহাই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের প্রকৃত মর্ম্ম। ইহার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১শ স্কন্ধ ২৩শ অধ্যায়—ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতিতে) আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে সন্ন্যাসীর বেষের তাৎপর্য্য—পরাত্মনিষ্ঠা এবং সন্ন্যাসীর ব্রত হইতেছে—মুকুন্দ-সেবা। মনুসংহিতা (১২।১০), জাবালোপনিষৎ, হারীতসংহিতা, শ্রীভাগবত ১১।১৮।২৮ ও ১০।৮৬।৩ শ্লোকের শ্রীধর স্বামিকৃত ভাবার্থ দীপিকা, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, রামায়ণ, মুক্তিকোপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে ত্রিদণ্ডের কথা আছে। স্বামিপাদ 'পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডিবেষম্' এইরূপ বলিয়াছেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ একদণ্ড লইয়া 'নারায়ণ' বা ভগবান্ হইয়া যান, বৈষ্ণবসন্ন্যাসী কায়মনো-বাক্য ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত করিয়া 'গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' বিচার বরণ করেন। এই প্রাচীন বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া জীবকে ভগবৎসেবায় সমর্পিতাত্ম করিবার জন্যই "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়॥" এই বিচার-মূলে শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-গ্রহণ লীলা।

এই সন্ন্যাস-গ্রহণ-দিবসই-প্রভুপাদ শ্রীচন্দ্র-শেখর আচার্য্য-ভবনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী বিগ্রহ-স্থাপন ও শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রীচৈতন্য-মঠই শ্রীল প্রভুপাদ-প্রকাশিত চতুঃষষ্টি মঠের আকর বা মূল মঠ। শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ-সমূহের নাম হইয়াছে—শ্রীগৌড়ীয় মঠ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে শ্রীল প্রভুপাদ বিপুল উদ্যমে প্রচার করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠ-মন্দির এবং শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, শ্রীধাম পরিক্রমা পরিচালন, সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও স্বয়ং গিয়া এবং নিজশক্তি-সঞ্চারিত সেবকগণকে প্রেরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার করিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষায় ছয়খানি সাময়িক পত্র ও বহু ভক্তিগ্রন্থ ভাষ্যাদি সহ প্রচার করতঃ জগতে কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মে নানা-প্রকার গ্লানি প্রবেশ করিয়াছিল, বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম শুনিলেই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ নাসিকা কুঞ্চন করিতেন। আচার্য্যকেশরী শ্রীল প্রভুপাদেরই শুদ্ধভক্তি প্রচার ফলে আজ সমগ্র জগতের শিক্ষিত সমাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিজয় বৈজয়ন্তী আজ সমগ্র পৃথিবীতে উড্ডীন হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শততম বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব বাসরের পূজা সম্বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। ভারতের বহুস্থানে এতদুপলক্ষে সভার উদ্বোধন পূর্ব্বক তথায় শততম দীপারতি সম্পাদিত হইয়াছে। অনন্ত কল্যাণগুণবারিধি শ্রীগুরুদেবের গুণগাথা কীর্ত্তনে ভক্তগণ আত্মহারা হইয়াছেন ও হইতেছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নামভজনোপদেশ।

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সঙ্কলিত]

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শিশুকাল হইতেই নাম-ভজনে অনুরাগের আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার জীবনচরিতে আমরা দেখিতে পাই—তাঁহার অকৃত্রিম নামানুরাগ দর্শনে প্রীত হইয়া শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরামপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকাকালে পুরী হইতে তুলসীমালিকা আনাইয়া হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র প্রভুপাদকে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও ভক্তি-বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহমন্ত্ররাজ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রামবাগানে (কলিকাতা) 'ভক্তিভবন' নামক স্বগৃহের ভিত্তিখনন-কালে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে একটি কূর্ম্মমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। প্রভুপাদ তখন ৭ম বর্ষীয় বালক মাত্র। শ্রীল ঠাকুরের শ্রীমুখে কূর্ম্মদেবের অলৌকিক মাহাত্ম্যশ্রবণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকূর্ম্মমূর্ত্তির সেবায় অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীল ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীকূর্ম্মদেবের পূজার মন্ত্র ও অর্চ্চনবিধি শিখাইয়া দিলেন। বালক একমনে নাম-ভজন, শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র জপ ও কূর্ম্মদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। শিশুকাল হইতেই শ্রীনামকীর্ত্তনে ও শ্রীবিগ্রহ সেবায় শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ অত্যদ্ভুত স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগ দর্শনে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন সকলেই অতীব বিস্মিত হইতেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থও প্রভুপাদের পরম প্রিয় নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ ছিল।

১৯০৫ সাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীনামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের আনুগত্যে প্রভুপাদ প্রত্যহ ৩ লক্ষ মহামন্ত্র অপতিতভাবে কীর্ত্তন করিয়া শতকোটি মহামন্ত্র কীর্ত্তন-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। অতঃপরও তিনি প্রত্যহ অপতিতভাবে লক্ষ নাম জপ করিয়াছেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট-লীলাকালে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যগণকে যে সমস্ত পত্র লিখিতেন, তাহার অধিকাংশ পত্রেই নাম-ভজনের উপদেশ থাকিত। ঐ সকল পত্রের কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া 'শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী' নামে তিনখণ্ড মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার শ্রীহস্তলিখিত সেই সকল পত্র হইতে শ্রীনামভজন সম্বন্ধীয় কতিপয় উপদেশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। পরম দয়াল প্রভুপাদ লিখিতেছেন—'নামই আমাদের জীবাতু।' শ্রীমন্মহাপ্রভু নবধাভক্তিকে কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণদানে মহাশক্তিধর বলিয়াও নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়াছেন। কিন্তু "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন" বলিয়া দশাপরাধ শূন্য হইয়া নাম গ্রহণের কথাই বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন—তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু অমানী মানদ হইয়া নাম গ্রহণ করিতে পারিলে নামে শীঘ্র শীঘ্রই প্রেমোদয় হয়। পরম দয়াল প্রভুপাদ লিখিতেছেন—

"হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যা-ভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্য সর্ব্বদা ভগবান্‌কে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে; এমন কি হরিবিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর বিদ্রূপ করিতেও পারে না। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল

সিদ্ধিই করতলগত হয়। বিষয়ী লোকেরা কিছুই করিতে পারে না। —পত্রাবলী ১ম খণ্ড ১-২ পৃঃ

"নির্ব্বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গ্রহণে সকল মঙ্গল হয়, আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনাম গ্রহণকালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনাম গ্রহণের অবান্তর ফল স্বরূপে ক্রমশঃ ঐ প্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে? * * * কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী পরম মঙ্গলময় স্বরূপ প্রদর্শন করেন।"
—পঃ ১।৩ পৃঃ

"শ্রীনামগ্রহণে আপনার উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনি স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি হয়। যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধস্বরূপ উপস্থিত হইয়া নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃতত্ব দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান। 'নাম-সেবা' বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। কায়-মনোবাক্যে নামের সেবা আপনার হৃদয়াকাশে আপনা হইতেই উদিত হইবে। শ্রীনাম কি বস্তু, তদ্বিষয়িণী সকল আলোচনা আপনা হইতে নামোচ্চারণকারী, হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্‌বিষয়ক অনুশীলনদ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে আপনার সকল বিষয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে।" —পঃ ১।৪-৫ পৃঃ

"অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম-গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সকল সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপ প্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নামপ্রভু নামী-প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।" —পঃ ১।৬ পৃঃ

"যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।" —পঃ ১।৯ পৃঃ

"নিরপরাধে শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া আমাদের নিত্যানন্দ বর্দ্ধন করুন।" —পঃ ১।১০ পৃঃ

"কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন—তিনটি পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটিই একতাৎপর্য্যপর। নাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা হয়। তাহার প্রমাণ এই—'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতম্'। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠেও

উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটি কার্য্য হইতে থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।”
—পঃ ১।১৯ পৃঃ

“আপনি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায়-সমূহের মধ্যে নাম-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিবেন। **প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ** করিলে অপরাধিজনগণ আপনার ভজনের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। **যাহাতে প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন।”** —পঃ ১।৫৩ পৃঃ

“শ্রীভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু। যাহাদের নিজের বদ্ধবিচারে নামনামীতে ভেদবুদ্ধি আছে, তাহাদের অনর্থনিবৃত্তির জন্য ভজনকুশল জনের সেবা করা নিতান্ত আবশ্যক। * * * স্বয়ং ভজনচতুর হইয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে হয়। * * 'ভজন' বাহিরের বা লোক দেখাইবার বস্তু নহে। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবেন, তাহা হইলে আলস্যরূপ ভোগ আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না।”
—পঃ ১।৬১-৬২ পৃঃ

“সংখ্যানাম ক্রমশঃ লক্ষ সংখ্যা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবেন। লক্ষ নামের কম হইয়া গেলে তাহাকে ‘পতিত’ বলা হয়। সুতরাং অপতিত নাম করিবারই যত্ন করিবেন।”
—পঃ ১।৬৮ পৃঃ

“আপনি এইস্থানে থাকিয়া নিয়মিতভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবেন। * * শ্রীগৌর-সুন্দর দীনচিত্ত ও অসমর্থজনের প্রতি বিশেষ দয়াময়। * * * শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করি যে, দিন দিন আপনাদের হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হউক এবং আপনারা জগতে সর্ব্বজনমান্য হইয়া ও নিজেদের উৎকর্ষ বিধান করিয়া নিরন্তর হরিভজন করুন। * * শ্রীভগবৎ কৃপায় আপনি নির্ব্বিঘ্নে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেছেন জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।” —পঃ ২।১-২ পৃঃ

“শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ হরি একই বস্তু জানিবেন। শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই জানিবেন। শ্রীহরিনাম প্রভু মুক্তজীবগণের উপাস্য-বস্তু। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি সাধুগ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিবেন। * * * পূজা-ধ্যানাদি হইতে তাৎপর্য্যরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণই প্রধান ফল বলিয়া জানিবেন।”
—পঃ ২।৩ পৃঃ

“সকল সঙ্গ রহিত হইয়া সর্ব্বদা নিরপরাধে সংখ্যা পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন। সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ করিলে কোন বিষয়ীই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভগবানের নাম ভজন না করিলে জীবের অন্য কোন প্রকারে মঙ্গল হয় না। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্; কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্ত পুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন।”
—পঃ ২।৫ পৃঃ

“কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জীবের পরম মঙ্গল হয়। শ্রীনাম ভগবান্ শ্রীনামি ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। * * * ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—‘গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। অধনে যতন করি’ ধন তেয়াগিনু ॥’ —এই সকল প্রার্থনা হৃদয়ে রাখিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবেন। বৈষয়িক কোন ক্লেশ কিছুই করিতে পারিবে না।” —পঃ ২।৭ পৃঃ

“শ্রীনামে রুচি কম থাকিলে বিধিপূর্ব্বক আদরসহ নাম গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনাম ও শ্রীনামী গৌরকৃষ্ণ উভয়েই এক জানিতে পারা যায়। সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা,

পরে গৌরপূজা ও তৎপর কৃষ্ণপূজা করিতে হয়। * * সংখ্যানাম নির্ব্বন্ধ করিয়া গ্রহণ করিবেন। শ্রীগৌর-হরি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ—একই বস্তু; সুতরাং এই দুই-এর পার্থক্য নাই। যিনি গৌর, তিনিই কৃষ্ণ। ক্রমশঃ ইঁহাদের সহিত বিশেষ পরিচয় হইলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারাই কৃপা করিবেন। * * শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ার তুলনা নাই; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যের পরিসীমা নাই।" —পঃ ২।৯ পৃঃ

"ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করুন। ভগবান্‌ও নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যেরূপ সাধন, শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তদনুসারে তাঁহাকে সুফল প্রদান করেন। হরিসেবার নামই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকেই 'ভক্তি' বলিয়া জানিতে পারিবেন। * * জপের মালা মনে মনে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম স্পর্শ করাইয়া উহাতেই কৃষ্ণনাম করিবেন।"

—পঃ ২।১০ পৃঃ

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বুঝিয়া পাঠ করিবেন এবং অপরাধশূন্য হইয়া হরিনাম করিবেন।" —পঃ ২।১২ পৃঃ

"সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবেন। উপদেশামৃত, চরিতামৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিবেন। ভগবান্ পরমদয়ালু, অবশ্যই কোন-না কোনদিন তাঁহার দয়া হইবে।" —পঃ ২।১৪ পৃঃ

"আপনারা নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করুন। অপরাধশূন্য হইয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করুন। আপনাদের আদর্শ-জীবন দেখিয়া অনেকে সন্তুষ্ট হউন। * * (কোন ব্যক্তিবিশেষ) সয়তানের হাতে পড়িয়াছে বলিয়া আমরা হরিসেবা ছাড়িব না। * * আশা করি আপনি সমস্ত সয়তানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নির্ভয়ে শ্রীশ্রীহরিনাম করিতেছেন। শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত সর্ব্বদা হরিনাম করিবেন।"

—পঃ ২।১৫-১৬ পৃঃ

"শ্রীনামের নিকট প্রার্থনা করিবেন, তাহাতেই নামের দয়া হইবে।" —পঃ ২।১৭ পৃঃ

"দুঃসঙ্গ মনে মনে পরিবর্জ্জন করিয়া নিরপরাধে ভগবন্নাম গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়িবেন।" —পঃ ২।১৮ পৃঃ

"নিরপরাধে হরিনাম করিতে থাকিলে পূর্ব্বজন্মেই কর্ম্মভোগময়ী দীক্ষা প্রভৃতির কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে জানিবেন। দীক্ষাফলেই হরিনামে প্রবৃত্তি হয়। আপনি কর্ম্মফলমুক্ত হরিদাস। আবার দীক্ষা প্রভৃতি বাহ্য কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কি জন্য? আপনি কি একবারও হরিনাম করেন নাই যে, পুনরায় প্রাথমিক আরম্ভগুলি দ্বারা কর্ম্ম নিরসন করিতে গিয়া আপনার পুনরায় কর্ম্মভোগপ্রবৃত্তি? জীব মূঢ় থাকাকালেই কর্ম্মপ্রবৃত্তির উদয় বা নিজকে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বোধ এবং ধনী হইবার জন্য পুনরায় ভোগমূলা প্রবৃত্তির আবাহন করে। মুক্ত হরিদাসগণ হরিনাম করেন।"

—পঃ ২।২০-২১ পৃঃ

"বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীহরিনামের সেবা করিবেন, তাহা হইলে সকল সার্থক হইবে। আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিবেন যাহাতে আমরা নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারি।" —পঃ ২।২৪ পৃঃ

"আপনি নিরপরাধে নিঃসঙ্গে হরিনাম করিতে থাকুন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, প্রার্থনা, কল্যাণ-কল্পতরু ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পড়িতে থাকুন। ইহাতেই আপনার মঙ্গল হইবে।" —পঃ ২।২৫ পৃঃ

"কৃষ্ণনাম করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই কুজ্ঝটিকার ন্যায় দূরীভূত হইবে। উহারা (দুঃসঙ্গসমূহ—) মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যা-

ভিলাষী। দিন দিন মায়াবাদিগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল! পূর্ব্বে কতকগুলি মূর্খ ছোটলোক, দুশ্চরিত্র লোক আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিত, এক্ষণে গোটাকতক মায়াবাদী নিজেদের 'বৈষ্ণব' বলিয়া জাহির করিতেছে! শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীর আজ্ঞানুসারে ঐসকল মায়াবাদীকে তাড়াইয়া দিয়া নিঃসঙ্গে হরিনাম করিলে গৌরহরি দয়া করিবেন।" —পঃ ২।২৭ পৃঃ

"আপনারা সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করুন, তাহাতেই পরম মঙ্গল হইবে। —পঃ ২।২৮ পৃঃ

"শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গৃহস্থগণের করা কর্ত্তব্য। তবে যে সকল গৃহস্থ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করেন, তাঁহারা অর্চ্চনকারীদিগকেও আদর করেন। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অর্চ্চন করেন না, তাঁহাদের বিত্তশাঠ্য-দোষ হয়। কদর্য্যচরিত্র, বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক।" —পঃ ২।৩২ পৃঃ

"* * নামহট্টের প্রচার (নির্জ্জন ভজন নহে)-দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না।" —পঃ ২।৫১ পৃঃ

"একাকী আমার নাহি পায় বল" এই পদটি স্মরণ রাখিয়া সকলে মিলিয়া আমাদের অভীষ্ট কীর্ত্তন-যজ্ঞ সমাপন করুন। সকলের সহিত বন্ধুত্ব অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবের মন যোগাইয়া হরি সেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্ত্তন-যজ্ঞের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য্য সদ্‌গুণ।" —পঃ ২।৫৩ পৃঃ

"আমরা শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় ভাল আছি। সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইতেছি। আপনিও যতশীঘ্র পারেন, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়া সাংসারিক ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত হউন।" —পঃ ২।৬০ পৃঃ

"যে কাল পর্য্যন্ত না আপনারা চব্বিশ প্রহর লোকের কর্ণকুহরে হরিকথা প্রবেশ করাইতে পারেন, তৎকাল পর্য্যন্ত ফাজিলদলের অষ্ট প্রহর কীর্ত্তন চলিতেই থাকিবে।" —পঃ ২।৬৪ পৃঃ

"আশা করি, আপনি শ্রীনামানন্দে ভজনাদি করিতেছেন। বিধি-বিচারে মর্য্যাদা-পথের ব্যবহারিক কার্য্যে জয়োৎকর্ষ অথবা নমস্কারমুখে পত্রারম্ভ করিতে হয়। পত্রের শিরোদেশে সম্বোধনাত্মক নাম-মহামন্ত্র লিখিবার বিধি সঙ্গত নহে। ঐরূপ লিখিলে লেখকের মহামন্ত্রের উপদেষ্টার অভিমান আসিতে পারে। তবে প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে 'রাধে রাধে' শব্দদ্বারা বৈষ্ণবের আশ্রয়-জাতীয় ভগবত্তার উল্লেখ সম্মান করা হয়। ছড়াসৃষ্টিকর্ত্তাগণকেও নানাপ্রকার নবকল্পিত ছড়া লিখিতে দেখা যায়।" —পঃ ২।৭২ পৃঃ

"যেখানে হরিকথা, সেইখানেই তীর্থ। যে তীর্থে হরিনামের অভাব, সেস্থান শারীরসৌখ্য বিধান করিলেও সেবোন্মুখতার সাহায্য করে না। * * হরিকথার দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত আমরা বিষয়-সুখ-বাসনাকে পরমোপাদেয় জ্ঞান করি। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

'স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্‌ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী ॥'

আমরা বিষয়রসে আনন্দ পাই; কিন্তু সকল বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণপদনখ-শোভা, সেই সৌন্দর্য্য ভুলিয়া কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে সেব্য-বিষয় বোধ করিতেছি। এই কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহই আমাদিগের মূল ব্যাধি।

শ্রীহরিনাম-নাম, রূপ-নাম, গুণ-নাম, পরিকর-বৈশিষ্ট্য-নাম ও লীলা-নাম আমাদিগের নিকট ব্যাধি থাকাকালে তিক্ত ও অপ্রীতিকর বোধ হয়। কিন্তু উহাই আবার পিত্তরোগীর মিছরির ন্যায় ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে করিতে কৃষ্ণসেবায় অপ্রীতি-ব্যাধির হ্রাস হইবে। তখন কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্য স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা চিন্ময় বিষয়-বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবে। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,—সেদিন আমার কবে হইবে, 'বিষয় ছাড়িয়া আমি কবে যাব বৃন্দাবন ?'
আমরা কি গাহিতে পারিব ?—

"জীবন-সমাপ্ত-কালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এদেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যতশীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে যাবে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধুচরণ-সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥"

আমরা কি গাহিতে পারিব ?—

"চঞ্চল জীবন- স্রোতঃ প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥
তুমি পতিতজনের বন্ধু।
জানিহে তোমারে নাথ,
তুমি ত' করুণাজল-সিন্ধু।
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতিলেশ।
নিজগুণে নাথ, কর আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভবক্লেশ॥
সিদ্ধদেহ দিয়া, বৃন্দাবন মাঝে,
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে,
শুন নিজ গুণ-গান॥
যুগলসেবায়, শ্রীরাস মণ্ডলে,
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
বিনোদ ধরিছে পায়॥"

—পঃ ২।৮২-৮৫ পৃঃ

"আমরা * * শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদত্বসহকারে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন-প্রণালীর অনুসরণ ও সেই হরিকীর্ত্তনকারিগণের শিবদ পাদুকা শিরে বহন করিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, যোগী, নির্ভেদজ্ঞানী প্রভৃতি নানাবিধ অবিবেচক-সম্প্রদায়ের প্রতারিত-নেত্রের দর্শনসমূহের অকর্ম্মণ্যতা দূর ও অস্থায়িভাবে অসামগ্রীর সংযোগে যে বৈরস্য উৎপন্ন হইয়া জগতের জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্যই সকলের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।" —পঃ ২।৮৭-৮৮ পৃঃ

"আপনি বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট যে অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণাদির বিষয় জানিয়াছেন, উহা আদরণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ভাবে ঐসকল বিষয় অনর্থময়ী অবস্থায় ধারণা করা হয়, বিষয়টি সেরূপ নহে। শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে সে-সকল বিষয় ব্যক্তিবিশেষ জানিতে পারেন, উহাই স্বরূপের পরিচয়। অনর্থনিবৃত্তি হইলে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয়।

স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্যপ্রতীতি আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা কেহ কাহাকেও কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় না বা নির্ণয় করিয়া দেয় না। তবে নিষ্কপটচিত্তে প্রচুর হরিনাম করিতে করিতে যে উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা সাধুগুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সেই বিষয়ের ধারণা শুদ্ধ ও সমর্থন করিয়া লইতে হয়। উহাই একাদশ প্রকার স্বরূপের পরিচয়। নানাস্থানের অবিবেচক গুরুগণ যে সকল কথা অযোগ্য সাধকের উপর কৃত্রিমভাবে চাপাইয়া দেন, উহাকে সিদ্ধির পরিচয় বলা যায় না। যিনি স্বরূপসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ঐ সকল পরিচয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরিচিত হন এবং শ্রীগুরুদেব সেইসকল বিষয়ে ভজনোন্নতির সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র। * * সাধকের সিদ্ধির উন্নতিক্রমে এই সকল কথা স্বাভাবিকভাবে অকপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।" —পঃ ২।৮৯-৯০ পৃঃ

"মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবা প্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে। * * হরিকীর্ত্তন করাই অর্থদ মানবজন্মের একমাত্র প্রয়োজন। নির্জ্জন ভজনের ছলনায় সর্ব্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে। প্রচ্ছন্ন ভোগের অভিসন্ধিতে কুটীরবাস জন্মজন্মান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'-লিখিত বৈরাগ্য অন্তরে (অর্থাৎ লোক না দেখাইয়া) অবলম্বন পূর্ব্বক 'ষড়্‌রস-ভোজন দূরে পরিহরি, কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী' ইত্যাদি বাক্য মনে মনে স্বীকার করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের মহিমা প্রকাশ ও প্রচারের চেষ্টা করিলে হরিভজন ও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হইতে পারে। বাহিরে নর্থগোপালপুরমের মাদ্রাজ গৌড়ীয়-মঠের-মোটরে চড়িয়াও অকপট ভিক্ষুকের বেশ সংরক্ষিত হইতে পারে। বাহিরে কুলিয়ার * * ভেকধারী * * র অনুকরণে বিলাসিতা বা কৃত্রিমবৈরাগ্য প্রদর্শনের কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগ্য হৃদয়ের বস্তু ; যাহারা বৈরাগ্যের অপব্যবহার করে, তাহাদের বিচার-প্রণালীর সহিত জনকরাজা ও রায় রামানন্দের অনুগত সম্প্রদায়ের পার্থক্য আছে। জনকরাজা বা রায় রামানন্দের দোহাই দিয়া বা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া রাবণ হইয়া যাওয়াও আন্তরবৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য নহে। কপটতা বাহিরেই দেখান যাইতে পারে ; কিন্তু অন্তরে যদি কাপট্য প্রবেশ করে, তবে কোনদিন কেহ সুফল লাভ করিতে পারে না।" —পঃ ২।১০০-১০১ পৃঃ

"শরীর সংরক্ষণের জন্য যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াপর হয়, কিন্তু কোন এক অঙ্গ যদি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া শরীর-রক্ষণ-কার্য্যে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে শরীর বা সমাজ ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়,—ইহা জানিলে সকল মঙ্গলার্থীরই বৈষ্ণবসেবা, জীবেদয়া ও কৃষ্ণনামভজনই যুগপৎ কৃত্য হইয়া পড়ে। সুতরাং তদনুকূল ব্যাপারসমূহের গ্রহণ ও তৎপ্রতিকূল-বর্জন অপরিহার্য্য।" —পঃ ২।১১২ পৃঃ

"শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি—দুইটি বস্তু নহেন, একটি মাত্র বস্তু। যে সময়ে শ্রীনাম-শব্দটীকে ওষ্ঠ ও জিহ্বা দ্বারা উচ্চার্য্যমান-জ্ঞান ও কর্ণদ্বারা তাঁহাকে শব্দমাত্র জ্ঞানে গ্রহণ করিবার চেষ্টার উদয় হয়, সেই সময়ে শ্রীনাম পাঞ্চভৌতিক ভূমিকার অভ্যন্তরে গৃহীত হওয়ায় কর্ণমাত্রের গ্রহণীয় বিষয় হয়। চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং পূর্ব্ব অভিজ্ঞানের সঞ্চয়কারী গৃহরূপ মন কর্ণকে তাহাদের অংশীদার মাত্র জানিয়া মৎসরতা প্রকাশ করে। ইহাতেই অনর্থের উপশম হয় না। শ্রীনাম ও শ্রীনামী অভিন্ন ; এরূপ ধারণা লাভ করিতেও আমরা যোগ্য হই না। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমাদের চিৎকর্ণবেধসংস্কার সংঘটিত হয়, তৎক্ষণাৎ কর্ণ অপর চারিটি ইন্দ্রিয়ের সহিত আর মাৎসর্য্যভাব

প্রকাশ করে না ; ঐ চারিটি ইন্দ্রিয় ও কর্ণের গ্রহণীয় চিৎশব্দের সহিত মৎসরতা-মূলে আর বিবাদ করে না, তখন প্রেমের প্রস্রবণ সকল চিদিন্দ্রিয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সকল বিরোধভাব ও মৎসরতারূপ অনর্থ সরাইয়া দেয়। তখনই শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রীনামেই প্রস্ফুটিত হইয়া জীবকে বহির্জ্জগতের অনুভূতি হইতে পৃথগ্‌ভাবে স্থাপন করেন। সে-সময় জড়বদ্ধজীবের চিন্তা বা মনশ্চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না। যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিবেন। অষ্টকাললীলাস্মরণ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত অবস্থার কৃত্য নহে। কীর্ত্তন-মুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেই কালেই অষ্টকাল লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব। কৃত্রিম বিচারে অষ্টকাল স্মরণ করিতে নাই।" —পঃ২।১১৮-১১৯ পৃঃ

"বিলাতের পল্লীগ্রামে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীমহাপ্রভুর মূর্ত্তি স্থাপন করিলে ও ভারতীয় নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া সেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলে ক্রমশঃ বিলাতের লোকগণ ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ভগবৎসেবায় আনুকূল্য করিতে থাকিবেন। **সেদিন কবে হইবে, যেদিন গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদ ঐ দেশের সকলে অপ্রাকৃত চিত্তবৃত্তির সহিত সম্মান করিয়া প্রকৃত পরমার্থ বুঝিতে ও অনুশীলন করিতে পারিবেন।"**

—পঃ ২।১৪১ পৃঃ (২৭।৫।১৯৩৪)

অন্তিমকালে শ্রীহরিনাম গ্রহণের ফল এবং বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ একখানি পত্রে লিখিতেছেন—

"আপনার পিতা মহাশয় * শ্রীপুরুষোত্তমধাম লাভ করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। শ্রীহরিনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে জীব ধাম প্রাপ্ত হন। লৌকিক বিচারের অবলম্বনে যাহা কিছু করা যায়, তদ্দ্বারা সংসারে পুনর্জ্জন্ম হয়। বৈদিক ক্রিয়াগুলি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মফলপ্রাপ্তির প্রাপ্য বিষয়। তবে শ্রাদ্ধবাসরে ভগবৎপ্রসাদ পিণ্ডরূপে পরলোকগত হরিনামপরায়ণ জনগণকেও দেওয়া যায়। ভগবৎ প্রসাদ ব্যতীত অন্য পিণ্ড দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কর্ম্মপদ্ধতি ফলভোগের আবাহন করে। যাঁহারা হরিনাম করেন, তাঁহাদের কর্ম্মফলভোগের বিচার নাই। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের কৃত্য এই যে, শ্রাদ্ধবাসরে ভগবানের ভোগ দিয়া কিয়ৎ পরিমাণে প্রসাদ দ্বারা পরলোকগত আত্মার মঙ্গলবিধানের সাহায্য করা। ভগবদ্‌ভক্তগণকে প্রসাদ-দ্বারা তৃপ্তি-বিধান ও হরিনাম-যজ্ঞের আবাহন করা কর্ত্তব্য। আমাদের এই বিচার শুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত। যাঁহারা বিদ্ধা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের শাস্ত্রের ধারণা অন্যপ্রকার অধিকারগত। উহা আমরা আদর করিতে পারি না।"

—পঃ ৩।১০-১১ পৃঃ

শ্রীনামভজন ও তৎফল সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণকালে কৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং ফলভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানাদি মুক্তি-পিপাসার অনর্থ দূর হইতে থাকে ; জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের **দুর্দ্দৈবের অপনোদনের অন্য কোনও উপায় নাই—শ্রীনাম-ভজন ব্যতীত।** বহির্জ্জগতের নাম হইতে পৃথক্ বৈকুণ্ঠনাম প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া আমাদের কর্ণবেধ-সংস্কার করায়। সংস্কৃত কর্ণ কৃষ্ণনাম-শ্রবণের অধিকারী হন। বৈকুণ্ঠনাম শ্রুত হইলে বৈকুণ্ঠ-রূপের জ্ঞান, অবস্থান ও তদুত্থিত আনন্দ আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগ-চিন্তা হইতে রক্ষা করে। কৃষ্ণ-

ভোগ্য আমি, আমার নিত্যরূপে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিলে আমি তাঁহার নিত্যরূপে মুগ্ধ হই। এইপ্রকার কৃষ্ণগুণ ন্যূনাধিক উদিত হইলে আমি নাম-রূপ-সহ আমার নিত্যগুণগুলির দ্বারা অখিল চিদ্‌গুণ কৃষ্ণের গুণের পক্ষপাতী হই। তিনিও তখন আমার স্বরূপগতগুণের প্রশংসা করিতে থাকেন। উহাতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। আমার বন্ধু-বান্ধব-স্বজনগণ ভগবৎপরিকরগণ-সেবোন্মুখ থাকায় আমিও তাঁহাদের স্বরূপের সেবা করিতে পারি। তখনই কৃষ্ণক্রীড়ায় আমার লোভ উৎপত্তি করায়। তাঁহার লীলা-সেবনোপযোগী স্বরূপগত নাম, রূপ, স্বগুণ আমাকে "স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ" বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদের ২৩ সূত্র বুঝিবার অবকাশ দেয়। আমিও তখন "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" এই ভাগবত-শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝিয়া সেবামগ্ন হই।"

—পঃ ৩।১৪-১৫ পৃঃ

বিমুখের স্বভাব ও মঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য কি, তদ্‌বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছেন—"অনুকরণপন্থী অসুরগণের চিত্তদর্পণ অমার্জ্জিত হওয়ায় তাহারা নামাপরাধীকে গুরুজ্ঞান করে এবং নামকীর্ত্তনকারীর সঙ্গে তাহাদের শিশ্নোদর তপর্ণের সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহাকে যমসদৃশ মানিয়া মরণ-কামড় কামড়ায়।

"মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক' লিখিত 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্'ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।"　　—পঃ ৩।৩৬-৩৮ পৃঃ

শ্রীনামাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি শ্রাদ্ধ-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ—"যে সকল পুত্র হরিনাম করেন না ও সমাজের বাক্যবাণ সহ্য করিতে পারিবেন না, তাঁহারা স্মার্ত্তমতে পিণ্ডদান করিবেন, উহাতে * * মহাশয়ের আপত্তি থাকিবে না। শ্রীহরিনাম করিয়া পিতৃপুরুষগণকে প্রেতজ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত নহে। * * * শ্রীমান্ * * ও অন্যান্য নামাশ্রিত ভক্তগণ প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের স্মার্ত্তবিধির জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। পরলোকে গমন করিয়া বৈষ্ণব প্রেত হন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধ অনিবেদিত বস্তুতে হইবে বলিয়া যে কুমত চলিত আছে, সে সকল কথা হইতে আপনি দূরে থাকিবেন।"　　—পঃ ৩।৪১-৪২ পৃঃ

"নামভজনকারিগণেরই উৎক্রান্তদশায় পরম-চমৎকারময়ী বিচিত্রতা লভ্য হয়।　　—পঃ ৩।৮৬ পৃঃ

[আমরা মাত্র 'পত্রাবলী' ১-৩ খণ্ড হইতে 'শ্রীনাম-ভজন' সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি বর্ত্তমান প্রবন্ধে যথাশক্তি সঙ্কলন করিলাম, অতঃপর প্রবন্ধান্তরে তাঁহার রচিত প্রবন্ধ নিবন্ধ গ্রন্থ ও ভাষ্যাদি হইতে তদুক্ত শ্রীনাম-মাহাত্ম্য সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।]

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে আগামী ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ শুক্রবার হইতে ২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিরাট্ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীমঠে বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট 'কীর্ত্তন-যজ্ঞ' সম্পাদনে সকলেরই একতাৎপর্য্যপরতা বাঞ্ছনীয়া

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১১ই আষাঢ়, ১৩৩৪ ; ২৬শে জুন, ১৯২৭ তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র মাধ্যমে জানাইতেছেন—]

"* * * **সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও এক তাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন,** ইহাই আমার প্রার্থনা। 'একাকী আমার নাহি পায় বল'—এই পদটি স্মরণ রাখিয়া **সকলে মিলিয়া আমাদের অভীষ্ট কীর্ত্তন-যজ্ঞ সমাপন করুন। সকলের সহিত বন্ধুত্ব অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবের মন যোগাইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্ত্তনযজ্ঞের ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য্য সদ্‌গুণ।** আশা করি, সেই সদ্‌গুণের সহিত আপনি উৎসব-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। * * *"

[**ব্যক্তিগত জাগতিক যাবতীয় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাদি বহির্ব্বিষয় ভোগবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ**-লালসারূপ 'স্বার্থগতি' হৃদয়ে নিষ্কপটে জাগরূক হইলেই জীব একতাৎপর্য্যপর হইয়া ঐরূপ এক কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট জীবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া শ্রীগুরু-মনোঽভীষ্ট কৃষ্ণকীর্ত্তন-যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার ভাষণকালে প্রায়ই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বলেন—কেন্দ্র একটি হইলে তদবলম্বনে শত সহস্র বৃত্ত অঙ্কিত হইলেও তাহাদের মধ্যে পরস্পরে কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু কেন্দ্র পৃথক্ পৃথক্ হইলেই তদবলম্বিত বৃত্তসমূহের মধ্যে পরস্পরে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। বিভিন্ন অপস্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবায় বাহ্যাড়ম্বর অনন্তকাল ধরিয়া প্রদর্শিত হইলেও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণরূপ এক তাৎপর্য্য-পরতার অভাবে 'বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনম্' রূপ শুদ্ধ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে না। বুভুক্ষা-মুমুক্ষাদি স্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদি অনাবৃত, অনুকূলা অর্থাৎ কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণানুশীলনময়ী শুদ্ধভক্তিমান্ শুদ্ধভক্ত সঙ্গেই সংকীর্ত্তন বা সম্যক্‌কীর্ত্তন সম্ভব হইবে।

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥"

(ভাঃ ২।৩।১০)

অর্থাৎ নিজ নিজ দুঃখহানেচ্ছা ও সুখ প্রাপ্তীচ্ছাই 'কাম'। কর্ম্মাধিকারী কর্ম্মী তাৎকালিক কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখ খণ্ডন ও নশ্বর স্বর্গসুখ লাভার্থ দেবতান্তরোপাসনায় প্রবৃত্ত হন; স্বীয় সংসার দুঃখ খণ্ডনে প্রবৃত্ত জ্ঞানাধিকারিগণের ব্রহ্মসুখানুবুভুষা অধিকরূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভজনীয় পরমেশ্বর সুখার্থপ্রবৃত্ত ভক্তগণের নিষ্কামতা তাঁহাদের 'নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাঽস্তু সদা ত্বয়ি ॥' (অর্থাৎ হে নাথ, আমি সহস্র সহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিলেও তোমাতে যেন আমার ভক্তি নিত্য-কালই অচ্যুতা বা চ্যুতিরহিতা অস্খলিতা হইয়া থাকে।) —এই সকল উক্তি হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

কামরাহিত্যই হউক বা কামসাহিত্যই হউক ভক্তির ভগবদ্বিষয়ত্বই উদারবুদ্ধিত্ব বা সুবুদ্ধিত্বের চিহ্নস্বরূপ, তদভাবই অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়িণী না হইলেই তাহা মন্দবুদ্ধিত্বের পরিচায়ক। সূর্য্য কিরণ মেঘাদি অমিশ্র হইলেই যেমন তীব্র হয়, সেইরূপ জ্ঞানকর্ম্মাদি অমিশ্র তীব্র ভক্তিযোগদ্বারাই উদার-বুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তগণ পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। অনুদার সঙ্কীর্ণবুদ্ধি জনগণই নিজনিজ অপস্বার্থ বিজৃম্ভিত হইয়া ভগবৎকেন্দ্রিক হইতে পারে না, তজ্জন্য বিভিন্ন অপস্বার্থ কেন্দ্র হইতে উত্থিত বিভিন্ন বৃত্ত সংগঠিত হইয়া সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। গুরুবাক্য এক কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকে লক্ষ্য করিতেছেন। কিন্তু অনুদার সংকীর্ণচিত্ত মন্দবুদ্ধিব্যক্তিগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বক্তৃতার ফুলঝুরী ছুটাইলেও অন্তরে কপটতা থাকার জন্য অবিচারে গুরুবাক্য পালন হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। কৃষ্ণই ব্যবসায়াত্মিকা সুবুদ্ধিরূপে তাঁহাদের দেহরূপ রথে অধিষ্ঠিত হইয়া অতি চঞ্চল-স্বভাব মনকে সংযত করিলে, সংযত মন আবার অসংযত ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধিসারথীর বুদ্ধি কৌশলে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত রূপরসাদি বিষয়ে বিচরণ করিতে দিলে বিষয়ের বিষদোষ নষ্ট হওয়ায় আর বিষক্রিয়া সম্ভব হইবে না। তখন রথ ঐকতান সঙ্কীর্ত্তন শোভা-যাত্রা লইয়া ব্রজের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। একমাত্র গুরুকৃপাই অঘটন ঘটন-পটীয়সী। শ্রীগৌর-সুন্দরের দয়াকে তৎপ্রিয়-পার্ষদপ্রবর শ্রীস্বরূপ দামোদর যেমন 'অমন্দ উদয়া' বলিয়াছেন, শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীগুরুদেবের দয়াও ঐরূপ অমন্দ-উদয়া, মন্দভাগ্য কপট ব্যক্তিগণ সেই দয়ার উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না—"সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে—যদি ভজিবে গোরাচাঁদ সরল কর মন। কুটিনাটী ছাড়ি' ভজ গোরার চরণ॥" বহির্জ্জগতের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তি গুরুকৃপার পরিমাপক নহে। নিষ্কপট ভজনানুরাগবৃদ্ধিই গুরুকৃপার প্রকৃত লক্ষণজ্ঞাপক।]

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-স্তুতি

অদ্বৈত-আচার্য্য মহাবিষ্ণু-অবতার।
শরণ লইনু আমি চরণে তোমার॥
তোমার কৃপায় জীব গৌরাঙ্গ পাইল।
নাম-প্রেম দিয়া যেহোঁ জগত ভাসাল॥
গঙ্গা-জল-তুলসীদিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূজিলা।
তোমার আহ্বানে কৃষ্ণ গোরারূপে আইলা॥
সেইজন্য নাড়া নাম হইল তোমার।
আপনি আচরি ভক্তি করিলে প্রচার॥
তুমি গৌর পরীক্ষিতে শান্তিপুর গেলা।
শাসন করিয়া গৌর স্বধামে আসিলা॥
তোমাসহ কত লীলা গৌরাঙ্গ করিলা।
বৃন্দাবন-কৃষ্ণদাস বিস্তারি বর্ণিলা॥
তোমার জটিলতত্ত্ব বুঝিতে না পারি।
"যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে"—বলি নতি করি॥
তোমার কৃপায় পাই—গৌরাঙ্গ-নিতাই।
কৃপা করি দেখাও মোরে কানাই-বলাই॥
কানাই গৌরাঙ্গ হন বলাই নিতাই।
তাঁদের মহিমা আমি সদা যেন গাই॥
এই কৃপা কর মোরে অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপা বিনা মোর অন্য বল নাই॥
রাধাকৃষ্ণ সেবা দিয়া কর অনুচর।
তব স্তুতি করিতেছে যতি যাযাবর॥

শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাবৈশিষ্ট্যলেশ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ]

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীপুরুষোত্তমধামে পরমহংসকুলমুকুটমণি শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হরিসংকীর্ত্তন মুখরিত গৃহে মাতা শ্রীভগবতী দেবীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী তিনি কলিকাতা বাগবাজারস্থ **শ্রীগৌড়ীয় মঠে** নিশান্তে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরের অগণিত কৃপা-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশ্বের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার অবদান-বৈশিষ্ট্য জানিবার নিমিত্ত অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে **শ্রীচৈতন্য-বাণীর** এই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশনের স্থান ও সময়াভাববশতঃ সংক্ষেপে কয়েকটি কথা মাত্র নিবেদন করিতেছি। ভবিষ্যতে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা হইলে পুস্তকাকারে বিস্তৃতভাবে উহা প্রকাশিত হইতে পারিবে।

বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ের উপরেই তাহার প্রয়োজনা-প্রয়োজন বিচারিত হয়। মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণী-মাত্রেরই স্বরূপ চিন্ময় ত্রিগুণাতীত। সুতরাং ত্রিগুণাতীত বস্তুর গুণময়-পদার্থ স্বাভাবিকরূপেই প্রয়োজন হইতে পারে না। জীবতত্ত্ব চিৎকণ হওয়ায় বিভুচিৎএর অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা ভগবানের প্রকৃতির অংশ বলিয়াই বিবিধ শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ **শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর** বিচার গ্রহণ করতঃ জীবকে **শ্রীকৃষ্ণের** তটস্থা শক্ত্যংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবকে ভগবানের শক্ত্যংশ বলিয়াই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। জীবকে ভগবানের পরাশক্তি তথা স্বরূপ শক্তির অংশ এবং তাহার বদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির কথা বলা হইলে মুক্তাবস্থার পরেও পুনরায় বন্ধন দশা প্রাপ্তির আশঙ্কা থাকিয়া যায়। জীবকে তটস্থা-শক্ত্যংশ বলিলে দার্শনিক সমস্যার সুসমাধান হয়। তটস্থ শক্ত্যংশ জীব বদ্ধদশা প্রাপ্তির পর যদি স্বরূপ শক্তির আশ্রয়ে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে পারে তবে তাহার আর পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং শ্রীমন্মহা-প্রভুর তথা গৌড়ীয় আচার্য্যগণের এবং শ্রীল প্রভুপাদের এই শিক্ষা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বস্তু-শক্তির বস্তুর সহিতই নিত্য সম্বন্ধ। সুতরাং ভগবান্ই জীবের নিত্য-সম্বন্ধ। ভগবান্ অনন্ত শক্তিমত্তত্ত্ব। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার সহিত নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত জীবের সর্ব্বপ্রকার রসাস্বাদনের সৌভাগ্য সূচিত হয়। পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রকাশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে সর্ব্বরসাস্বাদনের সৌভাগ্যের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ আরাধ্য সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-নির্ণয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রজগোপীগণের মধুররতিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সকল জীবের চরম মৃগ্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।

পরতমতত্ত্ব অসমোর্দ্ধ বলিয়া যাহার যেই মত উহাই পরতমতত্ত্ব প্রাপ্তির কারণ ইহা অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক বলিয়া আমরা শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ হইতে বুঝিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা অথবা তৎপ্রিয়জনের কৃপাই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া শ্রীল

প্রভুপাদের শিক্ষা হইতে জানা যাইবে। ঐহিক বা আমুষ্মিক স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের ভোগোন্মুখবৃত্তির ফল-সন্ধানপর বেদবিহিত কর্ম্ম, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান এবং অষ্টাদশ যোগসিদ্ধি আদির অভিপ্রায়ে অষ্টাঙ্গ যোগাদিও জীবের নিঃশ্রেয়ঃ প্রাপ্তির অথবা ভগবৎ-প্রাপ্তির তথা কৃষ্ণপ্রেম লাভের হেতু হইতে পারে না। তটস্থ বিচারে কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষতা এবং জ্ঞানাপেক্ষা যোগের শ্রেষ্ঠতা অবশ্যই স্বীকার্য্য, কিন্তু কেবলা-ভক্তির নিকটে এই সব কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির ফল অতীব তুচ্ছ ও হেয়।

জগতে স্বরূপবিভ্রান্ত দেহাত্মবাদী জড়ধীগণ দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির সৌখ্যবিধানকারী কর্ম্মসমূহের ভূয়সী প্রশংসা এবং উহাই জগজ্জীবের প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া মনে করিলেও শ্রীল প্রভুপাদ উহা অজ্ঞতাজনিত স্ব-পর বঞ্চনা বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। ঐরূপ উপকারের দ্বারা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখের ব্যবস্থা হইলেও উহাই তাহার বন্ধন ও অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। সদ্বৈদ্য যেমন রোগী বাঞ্ছা করিলেও কুপথ্যের ব্যবস্থা দেন না, তদ্রূপ যিনি শ্রীভগবৎপ্রেমকেই নিঃশ্রেয়ঃ বলিয়া জানেন, তিনি অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে জড়-কর্ম্মের উপদেশ করেন না। তিনি প্রেম লাভের উপায়স্বরূপে শ্রীভগবানে প্রেমানুকূল সুদৃঢ় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গাদি সাধনভক্তি ও ক্রমশঃ ভাব ও প্রেমভক্তিতে উন্নীত করাইবার জন্যই সহায়তা করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। সুতরাং তদ্বিমুখতাই জীবের অজ্ঞানতা লাভের হেতু। অজ্ঞানই জীবের স্বরূপভ্রমের কারণ, স্বরূপভ্রম হইতে অসত্তৃষ্ণা ও ইতর কার্য্যাদিতে প্রবৃত্তি ও তজ্জনিত নানাবিধ ক্লেশ লাভ হয়। জীবের যাবতীয় ক্লেশের মূলীভূত কারণ শ্রীভগ-বদ্বিমুখতা। শ্রীল প্রভুপাদের বিচারে যে কোন উপায়ে হউক দেশ-জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে জীবসমূহকে সর্ব্বানন্দ-কন্দ অখণ্ড-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবদুন্মুখ করিতে পারিলে স্বাভাবিকরূপেই জীবের যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ বিদূরিত হইবে। উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণাদির বিষয়ে সাহায্য করাই জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া। তজ্জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রচারের ও অনুশীলনের বিপুল আয়োজন ও ব্যবস্থা তাঁহার প্রকটকালে করিয়াছিলেন। উক্ত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাদেশিক ও পৃথিবীর বিবিধ সমস্যার সমাধানের সৌকর্য্য হইবে। মনুষ্য যদি পূর্ণ ব্রহ্মকে নিজের প্রয়োজন বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তজ্জন্য তৎপ্রাপ্তিহেতু তাহার লোভ জাগ্রত হইবে এবং বর্ত্তমানে স্বরূপ-বিমুখতাজনিত অপ্রয়ো-জনীয় বিষয়ে অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি অনর্থেতে যে আবেশ রহিয়াছে, তাহা ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার তারতম্যানুসারে অবশ্যই বিদূরিত হইবে। সচ্চিদানন্দ শ্রীহরির প্রতি যে পরিমাণে জীবের আকর্ষণ হইবে, সেই পরিমাণে বিশ্বের অসৎ, অচিৎ ও দুঃখময় বিষয়সমূহের প্রতি রতি বা আসক্তিও অবশ্যই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। শ্রেষ্ঠ রস প্রাপ্তিতে নিকৃষ্ট রসের প্রতি লালসা কখনই থাকিতে পারে না। কিন্তু উহা না পাওয়া পর্য্যন্ত জীব জড়রসেই প্রমত্ত থাকে। যতদিন সাধকের জড়দেহ থাকিবে, ততদিন তাহার দেহ এবং দেহ-সম্বন্ধীয় ব্যক্তি ও বস্তুতে আসক্তি ও প্রয়োজনবোধ স্বাভাবিক। শ্রীভগবজ্-জ্ঞানাবির্ভাবে স্বরূপোপলব্ধির তারতম্যানুসারে সাধক কুটুম্ব এবং বিষয়াদির মধ্যে থাকিয়াও অনাসক্তভাবে ঐ সমস্ত বিষয় ও কুটুম্বাদির সহিত ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন। ক্রমশঃ জাগতিক ব্যাপারে হানি-লাভে সমবুদ্ধি হইবে। অধিকতর উন্নত হইলে ভক্ত চিদচিদ্ পার্থিব কুটুম্ব অথবা অকুটুম্ব সকলকেই ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়া সকল ব্যক্তি ও বস্তুর দ্বারাই ভগবৎ-সেবার সৌকর্য্য বিধান করেন। সেই অবস্থায় তাঁহার বিষয়

ত্যাগাদির প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না, পৃথক্‌ভাবে ইন্দ্রিয়-সংযমেরও প্রশ্ন আসে না; ভক্ত হৃষীকেশকেই ইন্দ্রিয়-সমূহের কারণ ও মালিক জানিয়া হৃষীকেশের সেবাতেই ইন্দ্রিয়সমূহের যথাযোগ্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। ভক্ত ভোগী নহেন এবং ত্যাগীও নহেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে নিজেকে ভগবৎসেবার উপকরণ জ্ঞানে শ্রীভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত থাকিতে পারিলেই কৃতার্থ বোধ করেন। সাধক ভক্ত সাধনাবস্থায় অনর্থ থাকার দরুণ সিদ্ধভক্তের অথবা ভগবৎপ্রেমিকের কিংবা শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশ ও নির্দ্দেশানুসারে নিজেকে ভক্ত ও ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত করিয়া সুখ লাভ করেন।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ভারতে, শিক্ষা-বিষয়ে পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত একটা আলোড়ন চলিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের বিচারে যে কোনও ভাষায়, যে কোনও দেশে, যে শিক্ষা যখন প্রদত্ত হইবে, তাহার চরম লক্ষ্য হইবে—পূর্ণের প্রীতি-বিধান। উক্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে শিক্ষা কখনও জীবের সুখ বিধানে সমর্থ হইবে না। তদ্দ্বারা পরস্পরের মধ্যে রাগ-দ্বেষাদিরই উদয় হইবে মাত্র। প্রশ্ন হইতে পারে, যে রাষ্ট্রে বহুবিধ ধর্ম্মের যাজনকারী রহিয়াছে, সেই রাষ্ট্রে কোন্ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদত্ত হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই হইতে পারে যে, যেখানে যে ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি অধিক থাকিবেন, সেই ধর্ম্মের মুখ্য লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আনুষঙ্গিকভাবে ধর্ম্মীয় ও নীতি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু সংখ্যাল্পগণ যদি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী থাকেন, তাঁহাদেরও ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আনুষঙ্গিক উপদেশ ও নীতি বিষয়ক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা দেশের পক্ষে হিতকর হইবে। কোন ধর্ম্মই হিংসা-নীতির প্রশ্রয় দিয়া সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বকল্যাণ সাধনে সমর্থ হন না।

জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে শাস্ত্রীয় বা শাস্ত্রহীন যুক্তিমূলে ঈশ্বর বিশ্বাস জীবমাত্রেই স্বতঃসিদ্ধ রহিয়াছে। তাহা মনুষ্যসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। সাধারণতঃ যেখানে ঈশিতা বা ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, সেখানে বিশ্বাস থাকিলেই ঈশ্বরবিশ্বাস ন্যূনাধিক স্বীকৃত হয়। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য এবং বীর্য্য-বত্তাদির স্বীকৃতি সমস্ত প্রাণিজগতেই কোনও না কোন প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বিদ্যার জন্য মনুষ্য সমাজে অধ্যাপকের নিকটে যান তাঁহার সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে, দরিদ্র ব্যক্তি ধনপ্রার্থী হইয়া ধনীর নিকটে যান। এইরূপে বিবিধ বিষয়ের শ্রেষ্ঠের মর্য্যাদা নাস্তিকগণও দিয়া থাকেন। তাঁহারাও মুখে ঈশ্বর না মানিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের ঐশ্বর্য্যের নিকটে মস্তক অবনত করেন ও তাঁহাদিগকে সম্মান করেন। সুতরাং সূক্ষ্ম বিচার করিলে দেখা যাইবে তাঁহারাও ঈশ্বরবিশ্বাসী। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশিতার বহুমাননকারী ব্যক্তিগণ যদি অপরিসীম ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আকর স্থানে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে লাভ ও মঙ্গল ব্যতীত লোকসানের কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারে না। অল্পজ্ঞ থাকিলে বহুজ্ঞ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বেশ্বরে-শ্বর শ্রীভগবান্‌কে অস্বীকার অথবা না মানার কোনও সার্থকতা ও যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে যিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও পূর্ণতম, তাঁহার অস্তিত্ববোধ চিত্তে থাকিলে মনুষ্য হিংসাদি আচরণে, পরপীড়নে সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হয়। জাগতিক গভর্ণমেণ্টকে শাসকবর্গকে কেহ কেহ তাৎকালিক ফাঁকি দিয়া আপাতদৃষ্টিতে কিছুক্ষণের জন্য রেহাই পাইলেও প্রকৃতির অধিপতি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের শাসনদণ্ড হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারে না। যে প্রাণী যে কর্ম্ম করে তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবেন না। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল সকলকেই ভোগ করিতে

হইবে। ইহা বোধের বিষয় হইলে মনুষ্য অশুভ কর্ম্ম করিতে অবশ্যই ইতস্ততঃ করিবে ও কোন কোন ক্ষেত্রে উহা হইতে নিবৃত্ত হইবে। কখনও কখনও পূর্ব্ব সংস্কারে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অবাঞ্ছিত কর্ম্ম করিতে দেখা যায়, উহা অহিতকর কর্ম্ম বুঝিতে পারিলে সে ক্রমশঃ উক্ত অসৎ কর্ম্ম হইতে অবশ্যই নিবৃত্ত হইতে পারিবে। তাহার নিজের চেষ্টা এবং ঈশ্বর ও তদ্ভক্তের কৃপাতে ও সাহায্যে অধিকতর দ্রুত বাঞ্ছিত অবস্থায় পৌছান সম্ভব হয়।

জীব জ্ঞানপরমাণু, সুতরাং ধ্বংসের অযোগ্য। সুতরাং জন্মান্তর বা দেহান্তর যুক্তিযুক্তভাবেই স্বীকার্য্য। জন্মান্তর-বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়তা লাভ করিলে বর্ত্তমান জন্মের সদসৎ কর্ম্মের ফল জীবকে পরজন্মেও ভোগ করিতে হইবে, ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। অতএব বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মসমূহ স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইবে।

আমাদের শ্রীগুরুদেব বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কিছু বিচারের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহা পরমার্থের অনুকূলে প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রযুক্তিমূলে গুণ এবং কর্ম্মই বর্ণের নিরূপক। যদিও বর্ত্তমান সমাজে কেবলমাত্র শৌক্রধারা দ্বারাই বর্ণ নিরূপিত হইয়া আসিতেছে, তথাপি শৌক্রবর্ণের মনুষ্যের মধ্যেও অন্য বর্ণোচিত লক্ষণাদি প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদ দৈববর্ণাশ্রম প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। লৌকিক শ্রেষ্ঠকুলে অবর গুণ দৃষ্ট হইলে তিনি শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা বা পূজালাভের অনধিকারী এবং অবরকুলে শ্রেষ্ঠ গুণ ও কর্ম্ম দেদীপ্যমান থাকিলে তিনি উন্নততর মর্য্যাদা লাভের অধিকারী, ইহাই যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু ইহার প্রচলন এবং সামাজিক ব্যবহারিক গুণ ও কর্ম্মানুসারে সমাজে উহার প্রবর্ত্তন, যথাযথরূপে প্রতিপালন বা রক্ষণ, জগতে বাস্তবরূপে রক্ষা করা সুকঠিন কার্য্য এবং বদ্ধ জীবের দুর্ব্বলতাজনিত প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ তথাকথিত সামাজিক বর্ণের, সামাজিক ব্যবহারের বিপর্য্যয় সাধন না করিয়া কেবলমাত্র জীবসমূহের আত্মমঙ্গল লাভের জন্য কিংবা পরমার্থ লাভের নিমিত্ত ভগবৎসেবার যোগ্যতার আনুকূল্য দেখিয়া মনুষ্যকে যে কোন বর্ণ হইতে ভগবৎসেবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সামাজিক কঠোর-নিগড়ের বন্ধনকে শিথিল করতঃ ভগবদ্ ভজনের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এই বিষয় স্কন্দপুরাণে প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। উহা শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ। যেমন গুণকর্ম্ম-বিচারে তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তির সহিত তামসিক প্রকৃতির কন্যার পাণিগ্রহণ যুক্তিযুক্ত হয়, তদ্রূপ রাজসিক ও সাত্ত্বিকাদির সহিত তৎ তৎ গুণগত কন্যার পাণিগ্রহণই সমীচীন। কেবল কামের তাড়নায় হঠাৎ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কিছুদিন পরেই প্রকৃতির পার্থক্য-হেতু অমিল হওয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা রুজু হইতে থাকে। উহা পরস্পরের কাহারও পক্ষে সুখকর হয় না। সামাজিক রীতি-নীতি অথবা গুণকর্ম্ম—উভয় বিচার পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র যুক্তির অবজ্ঞাকরতঃ যুবক-যুবতীগণ পরস্পর মিলিত হইলে ভবিষ্যতে সদ্ধর্ম্ম পালনের বা জাগতিক সুখ লাভেরও সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং পরমহংসকুলমুকুটমণি বর্ণাশ্রমাতীত মহাপুরুষ ছিলেন। তথাপি সমাজে বহু লোকের মধ্যে পারমহংস্য বেষের অপব্যবহার দেখিয়া এবং তাহারা নিজদিগকে বর্ণাশ্রমাতীত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অতীত খ্যাপনের কপট চেষ্টা করায় সমাজের ও দেশের অহিত সাধিত হইতেছে বলিয়া তিনি নিজে আশ্রম-লিঙ্গ স্বীকার পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডীর বেষ ও কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। জগৎকল্যাণ সাধনের নিমিত্ত এবং স্বীয় পরমহংস গুরুবর্গের মর্য্যাদা প্রদানের

উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে বিধির অধীন করিয়া আশ্রম-লিঙ্গ স্বীকার করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর রাজনীতিবিদ্‌গণের বিবিধ সমস্যা এবং পরস্পর রাষ্ট্রের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধের প্রস্তুতি বন্ধ করিবার জন্য আমাদের শ্রীগুরুদেবের মুখে কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম যে, পৃথিবীতে একটা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট হইলে এবং উক্ত গভর্ণমেণ্ট সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশের মনুষ্যগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ও সুশাসনের ব্যবস্থা করিলে বিভিন্ন দেশ যুদ্ধ-ভীতির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন।

জগতের মনুষ্যগণ সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়া জীবনধারণ করিতে শিখিলে, যে কোন বর্ণের, যে কোন আশ্রমের এবং যে কোন দেশেরই হউন না কেন, পরস্পরের মধ্যে ভগবদ্‌সম্বন্ধে একটা সম্বন্ধযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করিতে পারেন। বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর স্বাভাবিকরূপেই ভগবান্ কেন্দ্র। কারণ ভগবান্ হইতেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি, ভগবানের দ্বারাই স্থিতি এবং চরমে ভগবানেতেই গতি। এতদ্‌ব্যতীত কোন সমাজ, দেশ অথবা পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া চেষ্টা করিলে ঝগড়া বা যুদ্ধাদি ও অশান্তি অনিবার্য্য হইবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে ইহার কোনটাই প্রাণীর বাস্তব কারণ ও কেন্দ্র নয় কিন্তু ভগবান্ সকলের কারণ ও সকলের আশ্রয় ও সুখদাতা। আমাদের গুরুপাদপদ্ম জগতের সকলকে সর্ব্বানন্দধাম, ভগবত্তার ও আনন্দের পূর্ণতম প্রাকট্য—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া নিজ নিজ অধিকারোচিত যত্ন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান্-সম্বন্ধে সকলেই আমরা আত্মীয় বলিয়া বুঝিতে পারিলে, দেশ অথবা জাতির বিভেদ আসিয়া ভেদ সৃষ্টি করিবে না; পরস্পর সম্বন্ধ জানিয়া প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিব—একে অপরের অথবা প্রিয়জনের সুখ বিধানের জন্য যত্ন করিতে পারিব। এইভাবে প্রীতির সম্বন্ধ দর্শন ব্যতীত জবরদস্তি মুখে বলিলেই কেহ কাহাকেও প্রীতি করিতে পারে না। সম্বন্ধজ্ঞানই প্রীতির হেতু। অন্যান্য সম্বন্ধ ক্ষণিক অথবা পরিবর্তন-শীল, কিন্তু ভগবানের সহিত সম্বন্ধ অনাদি এবং নিত্য, সুতরাং অপরিবর্ত্তনীয়। উক্ত সম্বন্ধজ্ঞানে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারই আমাদের গুরুদেব উপদেশ করিয়াছেন।

প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই তারতম্য রহিয়াছে; ধর্ম্মেরও তারতম্য রহিয়াছে। কিন্তু যোগ্যতানুসারেই ধর্ম্মাদির ও মর্য্যাদার তারতম্য হইবে। বিদ্যালয়ে যেমন প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী বা কলেজের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চতম শেখর পর্য্যন্ত বিদ্যা নামেই কথিত, কিন্তু সকলই এক মূল্যের বিদ্যা নয়, উহার মধ্যে যেমন তারতম্য থাকে, উপকারিতারও তারতম্য থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মেরও তারতম্য রহিয়াছে। মুখ্যভাবে দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মের তিনটি বিভাগ দেখা যায়, তন্মধ্যে আত্মাই দেহ মনাদির কারণ ও মুখ্যবস্তু বলিয়া পণ্ডিতগণ আত্মধর্ম্মানুশীলনেরই মুখ্যরূপে পক্ষপাতী। দেহ-মনোধর্ম্ম উক্ত আত্মধর্ম্মের আনুকূল্য করিলে গ্রহণযোগ্য, নচেৎ পরিত্যাজ্য। পুনঃ আত্ম-ধর্ম্মেরও তারতম্য রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণরতির তারতম্যানুসারেই অথবা প্রেমের তারতম্যানুসারে উহার তারতম্য-বিচার হওয়া উচিত। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চবিধ রসের মধ্যে মধুর রসের সর্ব্বোৎকর্ষতা। উহা দেদীপ্যমান ব্রজের গোপীগণের জীবনে; পুনঃ গোপীগণের মধ্যেও গোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার সর্ব্বোত্তমতা রহিয়াছে। চন্দ্রাবলীর প্রেম অপেক্ষাও রাধিকার প্রেমের শ্রেষ্ঠতা 'অনয়ারাধিতো নূনং……'—শ্রীমদ্ভাগ-বতের শ্লোকে প্রমাণিত রহিয়াছে। সুতরাং শ্রীমতী রাধিকার প্রেমই প্রেমের চরম আদর্শ। উক্তজাতীয় প্রেমই জীবের সর্ব্বার্থসাধক এবং জীবনের চরম মৃগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, ইহাই আমাদের গুরুপাদপদ্মের অভিমত।

শ্রীশ্রীগুরু-ব্যাস-পূজা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামি মহারাজ]

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজার বিশেষ সংখ্যায় আমাকে প্রবন্ধ দিবার জন্য আমার সতীর্থ শ্রীপাদ ভক্তি-দয়িত মাধব মহারাজ ও আমাদের অগ্রজ সতীর্থ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ পত্রের দ্বারা আমাকে জানাইয়াছেন। আমার প্রবন্ধরচনা করার অভ্যাস নাই; তথাপি গুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞা পালনের জন্য চেষ্টা করিতেছি; সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে আমি সগোষ্ঠী গুরু-বৈষ্ণব-গৌর-গোবিন্দের শ্রীচরণে বিশেষ শরণ লইতেছি—।

প্রবন্ধারম্ভেতে করি 'মঙ্গলাচরণ'।
"গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্,—তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১।২০-২১)

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ পরমানন্দ-
মাধবম্)॥

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবো নিত্যং সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥

(চৈঃ চঃ অ ১।২)

শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা অর্থে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রমুখ গুরুবর্গের বিশেষ অর্চ্চনা বা আরাধনা। কলিযুগের যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন। যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু ইহা প্রচার করিয়াছেন। আমাদের গুরুবর্গ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দেরই প্রকাশ-বিগ্রহ।

"যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

(চৈঃ চঃ আ ১।৪৪)

আমরা তাঁহাদের বাণী কীর্ত্তনের দ্বারাই তাঁহাদের আরাধনা করিব। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

কলিযুগে সংকীর্ত্তন-প্রধানযজ্ঞে শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-গোবিন্দের আরাধনা বিষয়ে প্রমাণ এই—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩২)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন—

'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি-সংযোগেনৈব' ইত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ইতি। তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্ত-প্রশস্তম্।

আমাদের গুরুপাদপদ্ম জগদ্গুরু ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি বিষ্ণুপাদ—শ্রীশ্রীহরিকীর্ত্তনেরই মূর্ত্ত-বিগ্রহ। সরস্বতী-জলে সরস্বতী পূজার ন্যায় তাঁহার বাণী-কীর্ত্তনের দ্বারাই আমরা তাঁহার আরাধনা করিব।

আমি মঠবাসের প্রথম ভাগে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আজ্ঞায় শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অর্চ্চনায় যখন নিযুক্ত হইয়াছিলাম,

তখন শ্রীল গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম— "প্রভুপাদ! আমি কিরূপে অর্চ্চনা করিব?" উত্তরে তিনি বলিয় ছিলেন—"সেবাপরাধবর্জন করিয়া আমাদের অর্চ্চন-পদ্ধতি অনুসারে অর্চ্চনা করিবে এবং তদীয়ের আরাধনা করিবে।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

বৈষ্ণবভক্ত-সেবা না করিলে উন্নত অধিকার লাভে বিলম্ব হইয়া যাইবে।

শ্রীহরিনাম-ভজন-সম্বন্ধে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৯)

"মঠের সেবাকার্য্য করিয়া সংখ্যা নাম জপ-কীর্ত্তনের বিশেষ সময় পাওয়া যায় না—ইহাতে কি করিব?" ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই— "সময় ও শক্তি অনুসারে সংখ্যামালায় কিছু কিছু জপ-কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার সময় অসংখ্যাতঃ নাম জপ বা কীর্ত্তন করিলে প্রত্যহ লক্ষ বা ততোহধিক নাম হইতে পারে।" 'মঠের সেবায় ব্যাপৃত থাকিয়া প্রত্যহ লক্ষ নাম তো অনেকে করিতে পারিতেছেন না—দেখিতেছি' বলিলে, তিনি তখন প্রত্যুত্তর করিলেন— "তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি।"—তাঁহার এই বাক্যের অর্থ আমি তখন বুঝিতে পারি নাই; তাঁহার কৃপায় ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছি ও শাস্ত্র-প্রমাণ পাইয়াছি। শ্রীনামকীর্ত্তনের মুখ্য ফল—প্রেমভক্তি। শ্রীনাম-পরায়ণ গুরু বৈষ্ণবের সেবার ফলে ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ-ফলে তাহা সহজেই লাভ হইয়া থাকে। জগদ্গুরু শ্রীব্রহ্মার আজ্ঞা পালনরূপ সেবা দ্বারা বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ প্রেমভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত রহিয়াছে—

দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া ভার্য্যয়া সহ।
করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ॥
জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ।
ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকে যয়াঞ্জো দুর্গতিং তরেৎ॥
অস্ত্বিত্যুক্তঃ স ভগবান্ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ।
জজ্ঞে নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাভবৎ॥
(ভাঃ ১০।৮।৪৮-৫০)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত শ্রীদামাবিপ্র (সুদামাবিপ্র) প্রসঙ্গে বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।৮০।৩৩-৩৪)—

নম্বর্থকোবিদা ব্রহ্মন্! বর্ণাশ্রমবতামিহ।
যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্॥
নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥ ইত্যাদি

নির্জ্জনভজন-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে তিনি বলেন—"অনর্থ প্রবল থাকিতে নির্জ্জন ভজন করা সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীহরিকীর্ত্তন বিশেষভাবে করিলে নির্জ্জন-ভজন করা সম্ভব হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ স্বরচিত 'দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব?' এই গীতির শেষভাগে বলিয়াছেন—

"কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥"

শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় আমি শ্রীচৈতন্যমঠের পরবিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করিতে করিতে প্রচারে গিয়া সংস্কৃত-পাঠের সময় ও সুযোগ না পাইয়া বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া আসিবার জন্য যখন বাড়ী ছুটিয়াছি, তখন তিনি তাঁহার নিজজনের দ্বারা হাওড়া-ষ্টেশন হইতে উল্টাডিঙ্গিস্থিত তাঁহার প্রচার আসনে আমাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া বহু উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই—শ্রীহরিভক্তি লাভই আমাদের মুখ্য কাম্য; তাহা লাভ হইলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে; অসৎসঙ্গ পরিহার করিয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য; পড়াশুনা করিতে গিয়া অসৎসঙ্গে পড়িলে হরিভক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ',—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০, ৫৪,৮৪)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

(শ্রীশিক্ষাষ্টক ৺৪)

—ইত্যাদি শ্লোক উল্লেখপূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া শ্রীহরি-কথা কীর্ত্তন করতঃ আমার চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরিত করিয়া-ছিলেন।

তাঁহার আজ্ঞায় আমার গয়াতে মঠরক্ষক থাকাকালে আমাদের জনৈক সতীর্থের মুখে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের মতবাদের বিরুদ্ধকথা শ্রবণে জনৈক শিক্ষিতব্যক্তি তাহা বুঝিতে না পারিয়া মঠের নিন্দা প্রচার করিতে থাকেন; তাহাতে মঠের তাৎকালিক প্রচারের অসুবিধা দেখিয়া আমি শ্রীল প্রভুপাদকে যে পত্র দিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন—তাঁহার 'পত্রাবলী'-গ্রন্থে প্রকাশিত তাহার সংক্ষেপ নিম্নরূপ—

"ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ-বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের গয়ামঠ স্থাপিত হয় নাই; পরন্তু শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য ঐ মঠ স্থাপিত হইয়াছে। মঠস্থাপনরূপ হরিসেবার দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে। * * * কেবল দুই একটি টাকা দিয়া গয়ামঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, জানিবে।

কর্ম্মীর কর্ম্মকাণ্ড ও জড়াভিমানীর আভিজাত্যের মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দকমাত্র। মায়াবাদীর ডেঁপোমি ও ভোগীর ভোগাদেওয়া কথায় যে কপট সাহায্য আছে, তাহা লইবার জন্য তোমাদের আগ্রহ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে, নতুবা—

'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥'

শ্লোকের বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধায় পড়িবে, অথবা ইহজগতে ভোগী থাকিয়া পরজগতে গুণমায়ায় মিশ্রিত হইয়া যাইবে (শ্রীল প্রভুপাদের পত্রা-বলী, তৃতীয় খণ্ড, বাং ৬।৪।১৩৪২, ইং ২২।৭।১৯৩৫ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বোম্বাই হইতে লিখিত)।

শ্রীপুরুষোত্তমব্রতকালে আমাকে গয়া হইতে শ্রীপুরু-ষোত্তমে ডাকিয়া লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিলে আমি সন্ন্যাস রক্ষা করিতে পারিব কিনা চিন্তা করিয়া ভীত হই। তাহাতে তিনি বলেন—"সন্ন্যাস-গ্রহণের তাৎপর্য্য হইল একান্তভাবে শ্রীহরিভজন করা। অভয় পাদপদ্মে শরণ নিলে ভয় নাই। শ্রীহরিপাদপদ্মই অভয়; আর সব সভয়—জানিবে।

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

(ভাঃ ১১।২৩।৫৩)

প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দ সেবায় হয়—সংসার তারণ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৩।৭—৮)

—ইত্যাদি অনেক সময় অনেক উপদেশ সাক্ষাদ্ভাবে ও পত্রাদি দ্বারা দিয়াছেন। প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে তাঁহার বাণী কিঞ্চিৎ অনুকীর্ত্তন-মুখে তাঁহার সংক্ষিপ্ত অর্চ্চনা করিলাম। পূজান্তে নিবেদন এই—তিনি যে শেষ-আজ্ঞা শিষ্যগণকে দিয়া গিয়াছেন—"সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরম উৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগ-গণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলেমিশে থাক্‌বেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের সংসারে কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ করে চল্‌বেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশলোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে

নিরুৎসাহিত হবেন না। নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়্বেন না। 'তৃণাদপি সুনীচ' ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করবেন্" ইত্যাদি, সেই উপদেশ-বাক্যানুসারে যাহাতে কার্য্য করিতে পারি, সেইজন্য আমরা তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ সর্বদা প্রার্থনা করিতেছি।

"নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-হারিণে ॥
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম ॥
যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো,
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়নস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং,
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

[পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত স্নেহপাত্র ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন—শেষ সন্ন্যাসী। কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত স্নেহপাত্র 'পুত্র'-রূপে গণিত হইয়া থাকেন। এজন্য আমরা শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজকে শ্রীল প্রভুপাদের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতাম। তিনি বাল্যকালে সদ্গুরু অন্বেষণের জন্য পুরী ধামে গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অহৈতুকী কৃপায় তন্নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন। এই শান্ত শিষ্ট সরলহৃদয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণসন্তানের পূর্ব্বনাম ছিল—শ্রীসর্ব্বেশ্বর পাণ্ডা। প্রভুপাদ তাঁহার মুখে কীর্ত্তন শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে তিনি প্রথমে কিছুকাল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর অর্চনাদি সেবাকার্য্য এবং শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ ও ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিয়োগানুসারে যথাক্রমে পাটনা, প্রয়াগ, কাশী ও গয়া—এই তীর্থ-চতুষ্টয়স্থিত গৌড়ীয়মঠে দীর্ঘকাল যাবৎ মঠরক্ষক-রূপে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়াছেন। গয়া মঠের মঠরক্ষকতার গুরুভার অন্য কেহ লইতে শঙ্কিত হইলে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীগুরুকৃপা-মাত্র ভরসা করিয়া ঐ ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীগুরুকৃপাবলে বলীয়ান হইয়া গয়ামঠের সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতঃ শ্রীগুরুদেবের বিশেষ প্রীতিভাজন হন। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ এই গয়া মঠে মঠরক্ষক থাকাকালেই তাঁহাকে তথা হইতে পুরীধামে ডাকাইয়া আনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সাদরে তাঁহাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসনাম হইয়াছিল—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজ। শ্রীব্রজমণ্ডলে ঊর্জ্জব্রতপালন উপলক্ষে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের এবং শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের অষ্টকালীয়লীলার শ্লোকাষ্টকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত পদ্যানুবাদ অষ্টযামে অষ্টকালে মূলশ্লোকসহ কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তনেচ্ছায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মথুরাধামে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজকে দিয়া উহা সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তন করাইয়া শ্রবণ করেন। আমরা তাঁহার সরল ভাষায় রচিত 'শ্রীগুরুস্তুতি' শ্রীগুরুদেবের তর্পণোদ্দেশে নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে পুরুষসূক্তের ষোড়শ সূক্তের ষোলটি মন্ত্রের ন্যায় ষোলটি পয়ারে ষোড়শোপচারে শ্রীল প্রভুপাদের পূজা বা স্তুতি বিহিত হইয়াছে। —শ্রীচৈঃ বাঃ সং]

"শ্রীগুরু-স্তুতি"

গুরু বিনা গতি নাই জানিনু যখন।
সদ্গুরুর অন্বেষণে ছুটিনু তখন ॥ ১ ॥
জগন্নাথ ধামে মোর শ্রীগুরুচরণ।
তেরশ' বত্রিশ সালে পাইনু দরশন। ২ ॥

মদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ।
কৃষ্ণ গুরুরূপে ভক্তে করেন আত্মসাৎ ॥ ৩ ॥
ওঁ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বিষ্ণুপাদ।
তিনিই আমার গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ॥ ৪ ॥
শ্রীপুরুষোত্তমধাম তাঁর জন্মস্থান।
শ্রীভক্তিবিনোদ গৃহে আবির্ভূত হন ॥ ৫ ॥
মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী বারশ' আশী সাল।
শুক্রবার অপরাহ্ণ প্রকটের কাল ॥ ৬ ॥
অবিদ্যা-অজ্ঞানতমঃ করিবারে নাশ।
ভাগবত-সূর্য্যরূপে হইলা প্রকাশ ॥ ৭ ॥
যদ্যপি মোদের গুরু গৌর-কৃষ্ণ-দাস।
তথাপি জানিব মোরা তাঁ'দের প্রকাশ ॥ ৮ ॥
গুরু যাঁ'দের দিয়াছেন চরণে আশ্রয়।
তাঁ'দের নাহিক আর সংসারেতে ভয় ॥ ৯ ॥
সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলা।
গুরু মোরে গৌর-কৃষ্ণ-পদে সমর্পিলা ॥ ১০ ॥
গুরুর কৃপায় জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
সাধু-শাস্ত্র এই কথা ফুকারিয়া কয় ॥ ১১ ॥
সদ্‌গুরু সম্বন্ধ আর ভাগবত গাথা।
পুরীধামে গিয়া আমি পাইনু সর্ব্বথা ॥ ১২ ॥
জগন্নাথ দীনবন্ধু পতিতপাবন।
আমা' আকর্ষিয়া দিলা সদ্‌গুরু চরণ ॥ ১৩ ॥
গুরু-গৌর-কৃষ্ণনাম সদা যেন গাই।
শ্রীগুরুচরণে আমি এই ভিক্ষা চাই ॥ ১৪ ॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে গুরু-বৈষ্ণবগণ।
অচিরাৎ পাই যেন কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ১৫ ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদে করিয়া প্রণতি।
গুরুর মহিমা গায় যাযাবর যতি ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

আমরা শ্রৌত-পন্থী। এজন্য আমাদের নিজের কোন কথা নাই। আমরা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে যে-সব কথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছি, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা ভিক্ষা করিয়া সেইসব কথাই আলোচনা করিয়া থাকি। তাহাতে শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই মঙ্গল হয় এবং আশ্রিত-বৎসল শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গও নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে কৃপা করিয়া থাকেন।

আমি লেখক, বক্তা, পাঠক, প্রচারক বা উপদেষ্টা নহি। আমি কে? —এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি—আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযোগ্য ভৃত্য— অত্যন্ত অযোগ্য হইলেও তাঁহার নিত্য কিঙ্কর, হইাই আমার পরিচয়।

গুরুকিঙ্কর আমরা গুরুবাণী, মহাজনবাণী বা বৈকুণ্ঠ-বাণীর পিয়নমাত্র। তাই কৃষ্ণ-শক্তি শ্রীগুরুদেবের কৃপা, আশীর্ব্বাদ ও পদধূলিই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয়, সাহস, বল ও ভরসা যা' কিছু সব।

আজ মদীয় ইষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জন্ম দিন। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবের অভিন্ন-বিগ্রহ। এজন্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের জন্ম-দিনে শ্রীশ্রীগুরুপূজা বা শ্রীশ্রীব্যাসপূজা করিয়া থাকি। শ্রীগুরুদেব শ্রীব্যাসদেবের অভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়া শ্রীব্যাস-পূজাকেই গুরুপূজা বলে।

'মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ, মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ'—এ শাস্ত্র-বাক্যটি অনুভূতির বিষয় হইলেই আমাদের মঙ্গল। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সঙ্গী। যেখানে কৃষ্ণ সেই-খানেই গুরু, যেখানে গুরু সেখানেই কৃষ্ণ বিরাজিত। গুরু ও কৃষ্ণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। যেমন আলো ও সূর্য্য, তদ্রূপ গুরু ও কৃষ্ণ।

গুরু পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥

আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু, আর শ্রীগুরুদেব বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। আমরা বদ্ধ, কিন্তু গুরু নিত্যমুক্ত বা নিত্যসিদ্ধ। আমরা তটস্থশক্তি, কিন্তু গুরু কৃষ্ণশক্তি—স্বরূপশক্তি।

আমরা অণুচেতন, আর শ্রীগুরুদেব বিভু-চেতন। আমরা জীব কিন্তু গুরু জীবের আশ্রয়, প্রভু এবং ঈশ্বর। আমরা ভগবৎ-সেবক কিন্তু গুরু—সেবক-ভগবান্, আরাধক-ভগবান্, আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্ম-বস্তু। আমরা আশ্রিত কিন্তু গুরু আশ্রয়-বিগ্রহ, সেবা-বিগ্রহ ও কৃষ্ণ-বিগ্রহ। গুরু কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—ভক্তরাজ।

আমরা শাস্ত্রে পাই—

"কুতঃ পাপক্ষয়স্তেষাং কুতস্তেষাঞ্চ মঙ্গলম্।
যেষাং নৈব হৃদিস্থোঽয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ॥"

হৃদয়স্থ মঙ্গলমূর্ত্তি শ্রীশ্রীগুরু-গোবিন্দের চিন্তা যাহারা করে না, তাহাদের পাপক্ষয় হয় না, অমঙ্গল কাটে না এবং মঙ্গলও হয় না। তাহাদের অমঙ্গল, অসুবিধা ও দুঃখ পদে পদে হইয়া থাকে। তাহারা কামনা-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া অশান্ত-চিত্তে কেবল কষ্টই ভোগ করে।

শাস্ত্র বলেন—

সর্বত্র-ব্যাপক প্রভুর সদা সর্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, তার হয় নাশ॥

তাই বলি—

সর্বত্রব্যাপক প্রভুর সদা সর্বত্র বাস।
ইহাতে বিশ্বাস যার, তার দুঃখ নাশ॥

আমার নিত্য পিতা ভগবান্ শ্রীগুরুগোবিন্দ আমার হৃদয়ে, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে এবং সর্বত্র অবস্থান করিয়া সতত আমাকে রক্ষা করিতেছেন—শাস্ত্রের এই নিখুঁত সত্যবাক্যে ভাগ্যক্রমে বিশ্বাস হইলে মানুষের ভয়, চিন্তা ও দুঃখ কিছুই থাকে না ও থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভাগ্যবান্, সেই শ্রদ্ধালু সজ্জনগণই গুরুবাক্যে ও শাস্ত্র বাক্যে দৃঢ়-বিশ্বাস করতঃ শ্রীগুরু-গোবিন্দ-পাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখে পরমানন্দে শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"যে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমার হৃদয়ে থাকিয়া এবং সর্বত্র অবস্থান পূর্ব্বক আমাকে সতত রক্ষা করিতেছেন, আমি যদি প্রতি মুহূর্ত্তে সেই করুণাময় গুরুপাদপদ্মের চিন্তা না করি, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই অসুবিধায় পড়িব, তখন নানা দুর্বুদ্ধি আসিয়া আমাকে বিপন্ন করিবে, আমাকে গুরু, সেব্য ও কর্ত্তা সাজাইয়া অধঃপাতিত করিবে। আমরা যদি হৃদয়ে গুরু-পাদপদ্মকে দর্শন করিতে পারি, হৃদয়ে তাঁহার ভ্রমণ, পর্য্যটন ও নিয়ামকত্ব দেখিতে পাই, তবেই আমাদের মঙ্গল হইবে, আমরা অন্য চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব। তখন চিত্তে গুরু স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি ও ভগবৎ-চিন্তা হইতে থাকিবে। গুরুতে তন্ময়তা না হইলে, গুরু-চিন্তা প্রবল না হইলে আমাদের জীবন সুখময় হইবে না। গুরু চিন্তা না হইলে ভগবচ্চিন্তাও হইবে না। ভগব-চ্চিন্তা না হইলে অন্য চিন্তা আসিবেই।"

বিভুবস্তু কৃষ্ণসঙ্গী শ্রীগুরুদেব আমার হৃদয়ে, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে এবং সর্বত্র কৃষ্ণের ন্যায় অনুক্ষণ বিরাজিত। গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় সর্বত্র এই গুরু-দর্শন বা গুরু সম্বন্ধ দর্শন হইলে জীবের আর লঘু দর্শন থাকিবে না; তখন গুরু-স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি বা কৃষ্ণ-দর্শন সহজ-লভ্য হয়। গুরু-কৃপায় শ্রবণানুগ্রহে গুরু-দর্শন, আত্মদর্শন ও কৃষ্ণদর্শন যুগপৎ—একসঙ্গেই হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রত্যেক বর্ষপ্রারম্ভে, প্রত্যেক মাসপ্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবসপ্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি অনুক্ষণ গুরুসেবা না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পড়িব। যে মুহূর্ত্তে গুরুসেবা ভুলিব সেই মুহূর্ত্তেই নিজেকে ভুলিয়া যাইব।

দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তবমঙ্গলবিধাতা। এই মঙ্গলমূর্ত্তি আশ্রয়জাতীয় ভগবান শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহ হইতে যে মুহূর্ত্তে আমরা বঞ্চিত হইব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের চিত্তে নানা অন্যাভিলাষ আসিয়া উপস্থিত হইবে। শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন না হইলে দুর্ব্বল আমরা কোনদিনই ভজনবল লাভ করিতে পারিব না। এইজন্যই বলি—যাঁহারা ভগবান্‌কে পাইতে চান, প্রকৃত শান্তি চান এবং সংসার হইতে নিষ্কৃতি চান,

তাঁহারা গুরুসেবাকেই জীবন করুন, অনুক্ষণ গুরুসেবা করুন, গুরুর প্রসন্নতার জন্য প্রাণপণে যত্ন করুন, তাহা হইলে আর কোন অসুবিধা থাকিবে না, সমস্ত মঙ্গল করায়ত্ত হইবে এবং যাবতীয় অমঙ্গলের মুখে ছাই পড়িয়া যাইবে।

বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়জাতীয় অর্দ্ধেকটা, এতদুভয় বিলাসবৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি হ'লেন—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সমগ্র জীবন ভগবানের সেবা করিতে হইবে, ইহা নিজে আচরণ করিয়া দেখান যিনি, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেই শ্রীগুরুদেব প্রত্যেক বস্তুতেই বিরাজমান। অনুক্ষণ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত গুরুর নিত্য কিঙ্কর—গুরুর eternal slave আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ, আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ Predominating Absolute, আর গুরু Predominated Absolute. সেই করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম হরিবিমুখতা হইতে আমাদিগকে সতত রক্ষা করিতেছেন। তিনি নরোত্তমরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মনুষ্য মনে করিতে হইবে না। কারণ অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি বা মনুষ্যবুদ্ধি হইলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। নরব্রহ্ম শ্রীগুরুদেব আমার একমাত্র উপাস্য-বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবৎ-সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব। অভেদ-বিচারে তিনি উপাস্য পরাকাষ্ঠা-তনু। পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই গুরুদেবের সেবায় ব্যস্ত, কিন্তু মাদৃশ সেবাবিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত। মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে সে ভক্ত নহেন, তিনি বৈকুণ্ঠের বা দ্বারকা-মথুরার পার্ষদমাত্র নহেন, তিনি গোলোক-বৃন্দাবনের নিত্য-সিদ্ধ পরিকর, তিনি নিত্য-সিদ্ধ ব্রজবাসী, তিনি মধুর-রসাচার্য্য, তিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর নিজজন ও প্রিয়সখী— ব্রজের মঞ্জরী গোপী।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যুগপৎ গৌরজন ও রাধা-নিজজন। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ ভক্ত বা সঙ্গী এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণেরও নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্ত।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌরশক্তিস্বরূপ—শ্রীরূপানুগ-প্রবর। তিনি যুগপৎ কৃষ্ণশক্তি ও গৌরশক্তি। শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ—আমাদের ন্যায় দুর্গত পতিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য। গুরু-দেবাবতার প্রভুপাদ ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ, ভক্তিবিগ্রহ, Predominated Absolute. তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবিগ্রহ। তিনি কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তিনি কৃষ্ণের Counter Whole, Counter part নহেন। তিনি জীব নহেন, জীবের প্রভু, জীবের আশ্রয়, নিয়ামক ও চালক। তিনি কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি—স্বরূপশক্তি।

গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর অভিন্ন-মূর্ত্তি। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রেষ্ঠজন। তাঁহার ন্যায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের এত প্রিয় আর কেহ নাই। সেই শ্রীরূপ প্রভুর কৃপা ও আনুগত্য ব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্ম পাইবার আর কোন রাস্তা নাই। কারণ তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের আচার্য্য বা আশ্রয়—ভক্তিরসামৃতের মূল মহাজন। শ্রীরূপের ন্যায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের এত প্রিয় ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহই নাই। তাঁহার সেবা-সৌন্দর্য্যে ও সেবা-মাধুর্য্যে শ্রীরাধা-গোবিন্দ মুগ্ধ ও আনন্দিত। আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও সম্পূর্ণ তদভিন্ন। তাই আমার শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবা-সৌন্দর্য্যে ও স্নেহ-মাধুর্য্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীরাধা-গোবিন্দের স্নেহ-সেবায় অনুক্ষণ রত—সেবা-সৌন্দর্য্যে ভূষিত, তাই তিনি সুদর্শন ও সুন্দর। আমি শ্যামসুন্দরের সেই প্রেষ্ঠ-সেবক পরমসুন্দর নিষ্কাম মহাপুরুষ শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবক বা আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিয়া যদি সকাম, কুৎসিৎ বা স্বতন্ত্র হই, তাহা হইলে আমি কি করিয়া গুরুকে প্রসন্ন করিব? আর গুরু প্রসন্ন না হইলে আমি হরিভজনই বা কি করিয়া করিব? সুন্দরে সুন্দরেই মিল হয়—adjustment হয়। সুন্দরে অসুন্দরে কখনও মিল হয় না। সুতরাং আমাকেও যে সুন্দর হইতে হইবে,

নিষ্কাম হইতে হইবে, পূর্ণ শরণাগত হইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

জগতে যতরকম পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবান্ কৃষ্ণের পূজা সর্ব্বোত্তম; আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজা কৃষ্ণের সেবা অপেক্ষা, কৃষ্ণের সেবা যিনি করেন, সেই কৃষ্ণভক্তের সেবা আরও বড় জিনিষ। সেই ভক্তের পূজা ভগবান্ও করিয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য হইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত। সেই প্রেমিক ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ পর্যান্ত যাঁহার সেবা-পূজা করিয়া থাকেন, সেই ভক্তরাজ শ্রীগুরুদেবের পূজা নিশ্চয়ই যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা ও সেবা যে আমাদের প্রত্যেকেরই আদর ও প্রীতির সহিত সর্ব্বতোভাবে করণীয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

মদীয় ইষ্টদেব শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্গুরু, তাই তিনি আমাদের সকলেরই পূজনীয়। শ্রীল প্রভুপাদ গুরুবস্তু, ঈশ্বর বস্তু। তিনি কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু—বিভুচেতন বস্তু। শ্রীল প্রভুপাদ মর্ত্ত্যবস্তু নহেন, রক্ত-মাংসের পিণ্ড মাত্র নহেন, তিনি অমর বস্তু, নিত্যবস্তু। গুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য। আমরা সেই গুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রিত নিত্যকিঙ্কর। সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের!

আমার গুরু সমগ্র জগতের গুরু। আমার গুরু-বিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্য মাত্রের বিদ্বেষী। এই বিচারটা সুষ্ঠুভাবে না আসিলে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হইতে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না ও পারিব না,—আমার নিজের লঘুত্ব বোধও হইবে না—আমি তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও অমানী মানদ হইয়া হরিকীর্ত্তন করিতেও পারিব না।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর কিছু নাই! সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, আবার ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়—এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক গুরু-চরণাশ্রয় হয় না—আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত, তিনি আমাদের রক্ষক ও নিয়ামক, এই সুবিচার স্বাভাবিকভাবে আসে না; তখন নানা কুবিচার আসিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে। গুরুপাদ-পদ্ম ব্যতীত অন্যের সাহায্যে আমার মনোঽভীষ্ট পূরণ হইবে—আমার নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে, দুর্ব্বলতা বশতঃ যখন হৃদয়ে এরূপ বিচার আসিয়া উপস্থিত হয় তখন প্রকৃতপ্রস্তাবে আমার গুরুদর্শন হয় নাই, আমার গুরু চরণাশ্রয় সুষ্ঠু হয় নাই জানিতে হইবে। গুরুনিষ্ঠ ভক্তের সঙ্গ করিলে আমার এই দুর্ব্বলতা দূর হইবে এবং গুরুবলে বলীয়ান হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভক্তি-পথে অগ্রসর হইতে পারিব। তখন জানিতে পারিব যে, আমি যদি নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্বাদ প্রার্থী হই, তাহা হইলে করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় আমার যাবতীয় অমঙ্গল দূর করিয়া আমাকে সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করিবেনই।

আমাদিগকে পূর্ণভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া পূর্ণ শরণাগত হইতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি আমরা কপটতা করি; তাহা হইলে, আমরা ঠকিয়া যাইব। ভগবানের ন্যায় গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, প্রিয়বুদ্ধি ও অচলা ভক্তি না হইলে শিষ্যস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইতে হইবে।

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেব আমাদের অযোগ্যতা, অজ্ঞতা, অস্থিরতা প্রভৃতি সবই জানেন। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। অহঙ্কারী ব্যক্তি এরূপ সদ্গুরুর সন্ধান পায় না। দীন ব্যক্তি আর্ত্তির সহিত হৃদয়-দেবতার নিকট সদ্গুরুর জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলে কল্যাণমূর্ত্তি সদ্গুরু-পাদপদ্ম ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া সেই আর্ত্তব্যক্তির নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, তখনই আমরা সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারি। সদ্গুরুচরণাশ্রিত আমাদের সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত যে, যাঁহার কাছে গেলে আর অন্য কাহারো কথা শুন্বার আবশ্যকবোধ হয় না, তিনিই সদ্গুরুপাদপদ্ম—তিনিই ভবপারের

কর্ণধার। সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ আমার মঙ্গলের যাবতীয় ভার সেই গুরুর করেই সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়াছেন। এখন আমি যদি সেই গুরুপাদপদ্মে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করি, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করিবেনই—আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবেনই। আর যদি কপটতা করিয়া পূর্ণ শরণাগত না হই, তাহা হইলে তিনিও উদাসীন থাকিতে বাধ্য হইবেন।

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন দয়ার সাগর। তাঁহার অতুলনীয় দয়ার কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। তিনি কৃপা পূর্বক আমাদিগকে ও জগদ্বাসীকে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি সেই সব উপদেশ আলোচনা করিয়া নিজ জীবনে যথাযথ পালন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের পারমার্থিক সাফল্য নিশ্চয়ই হইবে— নিশ্চয়ই হইবে— নিশ্চয়ই হইবে। করুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় বাস্তব সত্য আমাদের করায়ত্ত হইবেই হইবে।

আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে গুরুনিষ্ঠ হইতেই হইবে। কারণ আশ্রয়বিগ্রহ-নিষ্ঠ না হইলে বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের কৃপা কোনদিনই লাভ হইবে না। ঈশা-দাস্য (গুরুদাস্য) লাভ হইলেই ঈশদাস্য (কৃষ্ণ দাস্য) লাভ ঘটে। ঈশা-দাসীরই বা গুরুদাসেরই ঈশদাস্য বা কৃষ্ণদাস্যে অধিকার। 'শ্রীরাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান। শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান॥' 'রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ববেদে বলে।'

গুরুর হইয়াই— গুরুদাস অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গুর্বানুগত্যে গুরুর কৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে। তবেই গুরুকৃপায় সেবাসিদ্ধি লাভ হইবে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সকলেই আশ্রয়-বিগ্রহের অধিক পক্ষপাতী অর্থাৎ গুরুনিষ্ঠ। তাই জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী॥
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি', শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,
কভু না হইব কামী॥
সখীগণ মম, পরম-সুহৃদ্,
যুগল-প্রেমের গুরু।
তদনুগা হ'য়ে, সেবিব রাধার
চরণ-কল্পতরু॥
রাধা-পক্ষ ছাড়ি', যে-জন সে-জন,
যে-ভাবে সে-ভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা- পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তা'কে॥

গুরুতে বা রাধাতে প্রীতি হইলে কৃষ্ণে প্রীতি আপনা হইতেই হইবে। তাই শাস্ত্র বলেন—

গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ম্।
(কল্কিপুরাণ)
বিনা রাধা-প্রসাদেন মৎপ্রসাদো ন বিদ্যতে।
(নারদং প্রতি কৃষ্ণোক্তি)

শ্রীরূপপ্রভু-বিরচিত উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে কোন নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী কোন ভক্তকে বলিতেছেন—

হে ভক্ত, আমি স্বয়ং অনুভব করিয়া তোমাকে উপদেশ দিতেছি— তুমি শ্রীরাধাকে প্রীতি কর। যদি বল— শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি না করিয়া শ্রীরাধাকে প্রীতি করার প্রয়োজন কি? হে ভক্ত, তাহার কারণ বলি—শ্রবণ কর। শ্রীরাধার প্রতি যদি তোমার প্রীতি হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণপ্রীতিরূপ সম্পদ্ স্বয়ংই উপস্থিত হইবে। অতএব শ্রীরাধাকে প্রীতি করাই তোমার কর্ত্তব্য।

গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীগৌরাঙ্গের দাস অভিমান থাকিলেও তাঁহার শ্রীস্বরূপ-রূপের দাস-অভিমানই প্রবল। আমাদের চিত্তবৃত্তিও এইরূপ হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদভক্ত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু স্বকৃত স্তবাবলী-গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥
(বিলাপকুসুমাঞ্জলি ১০২)

হে রাধে! তোমার কৃপা ও সেবা লাভের আশায় আমি কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেছি। তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ প্রাণ, ব্রজবাস, এমন কি কৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই।

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্॥

হে রাধে! আমি তোমারই, আমি তোমারই, তোমাকে ছাড়িয়া আমি ক্ষণকালও বাঁচিতে পারি না, ইহা জানিয়া আমাকে শ্রীচরণে স্থান দাও।

জগদ্গুরু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে জানাইয়াছেন—যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সমান প্রীতি করিয়াও 'আমরা রাধারই' এইরূপ অভিমান পোষণ করেন, তাঁহারাই পরমপ্রিয় ভক্ত।

শ্রীরাধার নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"বাস্তবসত্য তখনই আমাদের করায়ত্ত হয়, যখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি—গুরুর হ'য়ে কৃষ্ণসেবাকে জীবন করি।

"পরম-শ্রদ্ধা-সহকারে গুরুসেবা কর্‌লে মঙ্গল হ'বেই। গুরুকৃষ্ণ আমাদের কাছে আর কিছু চান না, কেবল Submission চান মাত্র। যে মুহূর্ত্তে আমরা গুরুরূপী কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত, সেই মুহূর্ত্তেই মঙ্গল আমাদের করায়ত্ত।

"নিষ্কপট শিষ্যমাত্রেই গুরুদেবতাত্মা। গুরু-ছাড়া এ জগতে আমার আপন বল্‌তে আর কেহ নাই, এইরূপ সুবিচার ও সুবুদ্ধি আসিলেই মঙ্গল।

"গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণ গুরুকে নিজের পরমাত্মীয়রূপে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে, প্রীত্যাস্পদরূপে, নিত্য প্রভু, নিত্য সেব্য এবং জীবন ও সর্ব্বস্ব বলিয়া জানেন।

"শিষ্য জানেন যে, শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও তাঁহার অভিন্নমূর্ত্তি বা প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণদাস্যলাভের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে গুরুর দাস্য বা সেবা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বৈষ্ণব, প্রকৃত শিষ্য বা ভক্ত, আর বাদবাকী সকলেই অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা —সোজাকথায় ভোগী হইবার বাসনাযুক্ত।

"যাঁহারা নিজ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগত হন, সেই সব নিবেদিতাত্মা ভক্তগণ একজন্মেই ভগবান্‌কে লাভ করেন।

"আমি ভগবান্‌কে চাই, ভগবানের সেবা চাই, এতদ্ব্যতীত আমি আর কিছু চাই না—এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া যাঁহারা হরি-গুরু বৈষ্ণবসেবা ও হরিকীর্ত্তন করেন, সেই সব ভক্ত যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, শ্রীগুরু-গোবিন্দের কৃপায় একজন্মেই তাঁহাদের সিদ্ধি হয়।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও শিবজীকে বলিয়াছেন—
'যে মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা।'

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিয়াছেন—
'O God, I want You and none else, I want your sublime service. If such submission is put to a real Guru, we are equally benefited in-to-to.'

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবতের 'মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা' শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—দীক্ষা-গুরুপাদপদ্মেই আত্মনিবেদন করিতে হইবে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হইয়া॥ (চৈঃ চঃ)

গুরুর স্বরূপ-সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবান্ই গুরু। জগদুদ্ধারার্থ কৃষ্ণই গুরুরূপে প্রকাশিত।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষপাতীত্ব অপেক্ষা শ্রীরাধার পক্ষপাতীত্বকেই বহুমানন করিতেন এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন। ভগবান্ অপেক্ষা ভক্তের পক্ষপাতীত্ব দেখিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অধিক আনন্দিত হন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে থাকাকালে শ্রীল প্রভুপাদ একদিন বলিয়াছিলেন—রাধার পক্ষের লোক খুব কম। সকলেই গোবর্দ্ধন-দর্শনে যাইতেছেন। এই কথা শুনিয়া কেহ বলিলেন—'রাধাকুণ্ডেও ত' অনেক লোক আসিতেছেন।' তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"যাঁরা রাধাকুণ্ডে আসেন, তাঁরাও 'কৃষ্ণের রাধা' এই বিচারেই আসিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীরূপানুগগণের বিচার স্বতন্ত্র। তাঁরা কৃষ্ণের সম্বন্ধে রাধাকে জানেন না, রাধার সম্বন্ধে কৃষ্ণকে জানেন। 'রাধার কৃষ্ণ'—ইহাই শ্রীরূপানুগগণের বিচার। যে কৃষ্ণের সহিত রাধার সম্বন্ধ নাই, সেই 'অরাধ-কৃষ্ণের' তাঁরা আরাধনা করেন না। তাঁরা রাধাসেবাহীন ব্রজবাস, এমন কি কৃষ্ণসেবাও চান না" শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে শ্রীরাধারাণীর কত প্রিয়, তাঁর এই সব উপদেশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়।

পক্ষপাতীত্বই খাঁটী আশ্রয়। আশ্রিতমাত্রেই পক্ষপাতী না হইয়া পারে না। যে যাঁহার আশ্রিত, সে তাঁহার পক্ষপাতী, ইহাই স্বাভাবিক। পক্ষপাতীত্বই নিষ্ঠা। এজন্য গুরুচরণাশ্রিত সজ্জনমাত্রেই গুরুপক্ষপাতী অর্থাৎ গুরুনিষ্ঠ। যেখানে পক্ষপাতীত্ব নাই, সেখানে আশ্রয়ও ঠিক ঠিক হয় নাই জানিতে হইবে।

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ যেমন দয়ার সাগর, তেমন ছিলেন স্নেহের মূর্ত্তি। তাঁহার অতুলনীয় দয়া ও অপরিসীম নিঃস্বার্থ স্নেহের কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। তিনি ছিলেন স্নেহময় — তাঁহার আনখকেশাগ্র ছিল স্নেহ দিয়ে তৈরী। তাঁহার প্রাণভরা স্নেহ যাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে তিনি কোনদিন তাহা ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার সেই অমল স্নেহ এজগতে কোথাও দৃষ্ট হয় না। সেই অফুরন্ত স্নেহের প্রতিদান হয় না। এই স্নেহের ঋণ কোন স্নিগ্ধ ভক্তই কোটীজন্মেও পরিশোধ করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা গুরুর নিত্যক্রীতদাস হইয়া নিজেকে গুরুর পদধূলি বলিয়াই জানেন এবং সেই গুরু-গৌরবে ভূষিত হইয়া দৈন্যমুখে সতত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে গুরুর দয়া ও স্নেহের কথা বলিবার জন্য কোটি কোটি জন্ম ও কোটি কোটি মুখ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন, গুরুর দয়া ও স্নেহের কথা—গুরুর অমূল্য উপদেশের কথা যত প্রাণ ভরিয়া কীর্ত্তন করা যাইবে শ্রীগুরুদেব ততই প্রসন্ন হইবেন। শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে হৃদয়ে প্রচুর ভজনবল এবং অসীম সাহস লাভ হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যেমন স্নেহের মূর্ত্তি, আবার সেইরূপ ছিলেন কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিগ্রহ। এরূপ অনর্গল অনবরত হরিকথা-কীর্ত্তনকারী মহাপুরুষ এজগতে আসিয়াছেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। অন্যান্য গুরুবর্গ গ্রন্থদ্বারে মহাপ্রভুর কথা ও কৃষ্ণের কথা প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ বিপুলভাবে সমগ্র বিশ্বে প্রচারমুখে হরিকথা কীর্ত্তন আর কোন মহাপুরুষ করেন নাই। তাঁহার সেই বীর্য্যবতী বাণী যাঁহারা সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন। এখনও তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশ ও জীবন্ত বাণী যে সকল সজ্জন শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারাই তচ্চরণে আকৃষ্ট হইয়া মঙ্গলের পথ—শ্রৌতপথ—মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভক্তি-পথ আশ্রয় করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছেন ও হইবেন, সন্দেহ নাই।

আমি শ্রীল প্রভুপাদের নিত্য কিঙ্কর হইলেও তাঁহার নগণ্য কিঙ্কর, অত্যন্ত অযোগ্য ভৃত্য। তাই আজ শ্রীশ্রীব্যাসপূজার দিনে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিই আমার নিত্য আকাঙ্ক্ষণীয় ও প্রার্থনীয়।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্গুরুপাদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি॥

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব বাসরে দীনের অঞ্জলি

জয়রে জয়রে জয়, গুরুদেব দয়াময়,
ভকতি সিদ্ধান্ত সরস্বতী।
তব শতবর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথি,
ভক্তি ভরে বন্দি করি নতি॥ ১॥

এসেছিলে এই ভবে, প্রদানিতে জগজীবে,
ভক্তি, সেবা, ভজনের সার।
কর্ম্ম, জ্ঞান, কিছু নয়, যোগাদি যতেক হয়,
সকলের ভক্তি কাছে হার॥ ২॥

শক্তি আর শক্তিমান্, দেবতা ও ভগবান্,
দুই কভু এক নাহি হয়।
শক্তিমান্ হতে শক্তি, জীবের মায়াতে গতি,
জীব দেখে সব মায়াময়॥ ৩॥

অবতার ঈশ্বর অংশ, তাই তারে কহে স্বাংশ,
জীব কভু ঈশ্বরাংশ নয়।
জীব বিভিন্নাংশতত্ত্ব, তটস্থ হইতে জাত,
শক্তি বলি গীতা শাস্ত্রে কয়॥ ৪॥

অবতারী ভগবান্, অংশী বলি ব্যাখ্যা তান,
পূর্ণতত্ত্ব কৃষ্ণচন্দ্র হন।
পূর্ণ হইতে অংশ আসে, (তবু) পূর্ণ থাকে অবশেষে,
ক্ষয় নাহি হয় ভগবান্॥ ৫॥

জীবকে ঈশ্বর জানা, ঈশ্বরকে জীব মানা,
দুই জ্ঞান অতিশয় ভ্রান্ত।
ঈশবিমুখিনী মায়া, হয়ত ঈশ্বর ছায়া,
শক্তি তার হয় যে অনন্ত॥ ৬॥

দয়া, সেবা এক নয়, একার্থ বঞ্চনাময়,
সেবা হয় উত্তমের প্রতি।
দয়া কনিষ্ঠেতে হয়, জ্যেষ্ঠ প্রতি কভু নয়,
সর্বকাল আছে এই রীতি॥ ৭॥

বদ্ধজীব, বদ্ধে দয়া, করে খাদ্য বস্ত্র দিয়া,
সেই দয়া সাময়িক দয়া।
তাহা হ'তে ভোগ মিলে, পরাশান্তি কোনকালে,
নাহি মিলে কৃষ্ণে বাদ দিয়া॥ ৮॥

কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে, গৌর এল নদীয়াতে,
গৌর কৃষ্ণ একতনু হয়।
ভক্ত ভাব অঙ্গীকরি, রাধা ভাব কান্তি ধরি,
সবাকারে কৃষ্ণ কথা কয়॥ ৯॥

সেই গৌর-কৃপাশক্তি, সাক্ষাৎ ধরিয়া মূর্ত্তি,
অবতীর্ণ হই' পুরীধামে।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, সকল শ্রেয়ের খনি,
প্রচারিলা জীবহিত কামে॥ ১০॥

দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম, স্থাপিয়া তাহার মর্ম,
গুণ-কর্ম্মে জানালে সবারে।
পঞ্চরাত্র ভাগবত, এই দুই শাস্ত্র মত,
বিধি, রাগ বুঝালে বিচারে॥ ১১॥

অধিকার নাহি যার, পঞ্চরাত্র দীক্ষা তার,
হয় ভাবি অধিকার তরে।
বৈদিকী, জন্মানুসারে, পৌরাণিক যোগ্য বিচারে,
হয় যেন শাস্ত্র অনুসারে॥ ১২॥

ভাগবত, রাগের মত, স্বাভাবিক রুচিমত,
আত্মা হ'তে হয় সাধকের।
রাধাকৃষ্ণের ভজন, হয় তার অনুক্ষণ,
লভি কৃপা শ্রীরাধাকৃষ্ণের॥ ১৩॥

বৈধী সে সাধনভক্তি, অজাত রুচির প্রতি,
জাতরুচি প্রতি রাগভক্তি।
সেই ভক্তি ভাব প্রেম, দেয় তো চরম ক্ষেম,
শুদ্ধ জীব লভে পরাগতি ॥ ১৪ ॥

বৈষ্ণব ধর্মের সার, তৃণ হ'তে নীচু ভাব,
তরু হ'তে সহিষ্ণু হইবে।
অন্যে মান সদা দিবে, নিজে মান না চাহিবে,
নিরন্তর কৃষ্ণনাম লবে ॥ ১৫ ॥

নাম নামী এক হয়, ভেদ কভু নাহি তায়,
নামে নামী শ্রীকৃষ্ণ যে মিলে।
শব্দ ব্রহ্ম 'শব্দ' নয়, শব্দব্রহ্ম 'কৃষ্ণ' হয়,
এ সাধন জীবেরে শিখালে ॥ ১৬ ॥

বিগ্রহ 'প্রতিমা' নয়, সাক্ষাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ' হয়,
গুরুদেব মর্ত্ত্য নাহি হন।
বৈষ্ণবেতে জাতি-বুদ্ধি, গঙ্গাজলে 'জল' বুদ্ধি,
যার হয় সেই মূঢ়জন ॥ ১৭ ॥

মায়াবাদী একদণ্ডী সন্ন্যাসী, আর ত্রিদণ্ডী,
দু'য়ে ভেদ জান নিরন্তর।
একদণ্ডী সোহহং বলে, ত্রিদণ্ডী তা' নাহি বলে,
সেব্যে সেবে হয়ে তৎপর ॥ ১৮ ॥

কায়-মনো-বাক্য দিয়া, ত্রিদণ্ডী ত সেবে গিয়া,
শ্রীহরির চরণ কমল।
সোহহংবাদী ব্রহ্ম হ'য়ে, যায় তাহে মিশাইয়ে,
নির্বিশেষ-গতি শেষ ফল ॥ ১৯ ॥
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী, দয়া করি জীবপ্রতি,
তত্ত্বজ্ঞান করিয়া প্রদান।
জীবেরে উদ্ধার কৈল, ভক্তিধন প্রদানিল,
গুরুদেব করুণানিদান ॥ ২০ ॥

আজি শতবর্ষ-পূর্তি, তব আবির্ভাব-তিথি,
বাণী-পুষ্প দিয়া শ্রীচরণে।
পূজে এই অভাজন, তব দাস 'সন্ত' জন,
পদে স্থান মাগে দীন জনে ॥ ২১ ॥

সেবকাধম—**শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত**

শ্রীশ্রীপরমগুর্বষ্টকম্

[অধ্যাপক শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পাণ্ডা বিদ্যালঙ্কার কাব্য-তর্ক-তর্ক ভক্তি-বেদান্ততীর্থ, তর্কবাগীশ]

আবির্ভুবন্নুৎকলতীর্থরাজে
যো ভক্তিসিদ্ধান্তমথাখ্যদুর্ব্যাম্।
শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীং তং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ১ ॥

প্রত্যক্ষপারোক্ষ্যমথাপরোক্ষং
চাধোক্ষজাপ্রাকৃতকঞ্চ বেদম্।
তত্রোত্তরং নূত্নমমামনন্তং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরনাম্নঃ প্রবলপ্রচারৈঃ
শ্রীগৌরধাম্নো মহিমপ্রসারৈঃ।
শ্রীগৌরকামং পরিপূরয়ন্তং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীগৌরসংকীর্ত্তনমূর্ত্তিমন্তং
বৈরাগ্য-বিদ্যা-বিনয়াবতারম্।
শ্রীগৌরকান্তিং নয়নাভিরামং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম্নঃ শতকোটিজাপৈ-
রাচর্য্য যজ্ঞং বিহিত প্রচারম্।
আচার্য্যলীলং হরিদাসরূপং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৫ ॥

ভক্তেঃ প্রতীপান্ চিতিকর্ম্মযোগান্
উদ্দামতামিস্রমথাক্ষিপন্তম্।
গুণৈর্বিহীনেম্বপি সানুকম্পং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৬ ॥

আচারপূতৈঃ স্ববিনেয়সঙ্ঘৈঃ
সৎপত্রসচ্ছাস্ত্র-মঠ-প্রকাশৈঃ ।
রাপ্লাবিতং কৃষ্ণকথাব্ধিপূরৈ-
র্বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীরাধিকাকুণ্ড-তটান্তকুঞ্জে
যূনোর্বাশ্লেষবিধানদাক্ষ্যাৎ ।
বাল্লভ্যমাপ্তং ব্রজবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান

[শতবার্ষিকীর শুভারম্ভ ও তৎপরবর্ত্তী অনুষ্ঠান ৫১ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য]

কটক (উড়িষ্যা)ঃ—স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ নারীসঙ্ঘসদন-হলে ১৬ নভেম্বর (১৯৭৩) হইতে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত দিবসত্রয়-ব্যাপী ধর্ম্ম-সভার সান্ধ্য অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে কটক হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীকুঞ্জ-বিহারী পাণ্ডা, উড়িষ্যার পূর্ব্বতন মন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ মহা-পাত্র, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ শ্রীসদাশিব মিশ্র। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীপ্রাণনাথ মহান্তি, আই-এ-এস্ (অবসরপ্রাপ্ত), খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীরণজিৎ মহান্তি, প্রাক্তন এম্-এল-এ পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র। সভায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরমার্থী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযতিশেখর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্-সি বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী। এতদ্ব্যতীত শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিবিধ সেবার আনুকূল্যের জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সমভিব্যাহারে আসেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্ম-চারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গ মোহন দাস, শ্রীভাগবত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅজিতকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। নদীর তটবর্ত্তী গণেশ ঘাটস্থ শ্রীনরসিংহ পুরিয়া ধর্ম্মশালায় মুক্ত বায়ু ও আলো পরিষে-বিত পরিবেশে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বাসস্থানের সুব্যবস্থা হয়।

কটকে শতবার্ষিকী সভার দ্বিতীয় অধিবেশন
বাম হইতে শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তি দয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র, ব্যারিষ্টার শ্রীরণজিৎ মহান্তি ও শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ।

ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর, উদালা ও, বারিপদায় ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণসহ কটকের অধিবেশনান্তে ভুবনেশ্বর শ্রীগুরু সঙ্ঘ আশ্রমের সুবৃহৎ হলে ২০ হইতে ২২ নভেম্বর পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান সমাপন পূর্ব্বক ২৩ শে নভেম্বর বালেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। ২৪ শে নভেম্বর বালেশ্বর টাউন হলে বালেশ্বর জেলাধীশ শ্রী এস্ সাহু, আই-এ-এস্ এবং ২৫ শে নভেম্বর মাড়োয়ারী মন্দিরে জেলা ও সেসন্ জজ্ শ্রীএস্. এন্ মিশ্র, বি এল্ মহোদদ্বয়য়ের সভাপতিত্বে; ২৬ শে ও ২৭ শে নভেম্বর উদালা সহরে; ২৮শে ও ২৯ শে নভেম্বর বারিপদায় সেবা-সঙ্ঘ হলে যথাক্রমে অবসরপ্রাপ্ত ডি-পি-আই শ্রীজি, সি, সৎপতি ও পণ্ডিত শ্রীনবকিশোর শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে শতবার্ষিকী সভার অধিবেশন হয়। বারিপদায় মহারাজ পূর্ণ চন্দ্র কলেজের উৎকল ভাষার অধ্যাপক ডক্টর কে, সি বেহেরা ও উক্ত কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীএস্ কে গুপ্ত সান্ধ্য অধিবেশনদ্বয়ে যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থানে স্থানীয় শিক্ষিত নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রত্যহ সান্ধ্য অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত উদালা শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, কাঁথি শ্রীভাগবত-মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, এবং মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনামোদের মূল গায়কত্বে প্রত্যহ সভার আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়।

উদালা গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-সুন্দর সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী সাধুগণের বাসস্থান, আহার ও সভার সুব্যবস্থার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন। বালেশ্বরে কবিরাজ শ্রীমিহির চন্দ্র পাণিগ্রাহী এবং বারিপদার শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ত্রিপাঠী ও শ্রীশচীন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের বৈষ্ণব-সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

মেদিনীপুর সহরে ঃ— স্থানীয় সুরম্য বিদ্যা-সাগরহলে ৫ পৌষ, ২১ ডিসেম্বর শুক্রবার হইতে ৭ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত এবং শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর সোমবার শতবার্ষিকী সভার অধিবেশন হয়। মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা ও সেসন্ জজ শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীপঞ্চানন মাইতি এবং মেদিনী-পুরের উপশাসক, উপসমাহর্ত্তা ও বিশেষ ভূমি-গ্রহণ-আধিকারিক শ্রীঅজিত কুমার সেন এম্-এ, ষট্‌তীর্থ মহোদয় যথাক্রমে দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ সভার প্রাক্ ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে কএকদিন পূর্ব্বে তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীপুরুষোত্তম গোয়েল মহাশয়ের সৌজন্যে তাঁহার মোটরকারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সদলবলে মেদিনীপুরের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ২১শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে তথায় পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্তৃক বিপুল জয়ধ্বনির সহিত সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের প্রাত্যহিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া সভায় যোগদানকারী বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত নরনারী বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, অধ্যাপক শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা পঞ্চতীর্থ এবং অধ্যাপক শ্রীবিভু-পদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য ব্যাকরণ-পুরাণ তীর্থ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। ২২ ডিসেম্বর শনিবার প্রাতে

শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের অনুগমনে ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-সহযোগে নগর পরিভ্রমণ করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা শতবার্ষিকী উৎসবটীকে সাফল্য মণ্ডিত করেন।

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঃ—স্থানীয় টাউন হলে ১৩ পৌষ, ২৯ ডিসেম্বর শনিবার হইতে ১৫পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত যথাক্রমে নদীয়া জেলার এস্, পি শ্রীরাজেন্দ্র কুমার নিগম্ আই-পি-এস, জেলাধীশ শ্রীমিহির কুমার মৈত্র ও জেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ সিংহ-রায়ের সভাপতিত্বে শতবার্ষিকী সভার অধিবেশন হয়। পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

এস্, পি শ্রীনিগম বলেন, আজকের যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষকে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করা একটা বিরাট্ সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ আজকের মানুষ কোন জিনিষ চোখ বুঁজে মেনে নিতে চায় না। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ন্যায় শক্তিশালী মহাপুরুষের দ্বারাই এই কার্য্য সম্ভব হ'তে পারে।

জেলাধীশ শ্রীমৈত্র ও শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ সিংহ রায় মনুষ্য-সমাজের আধ্যাত্মিক সমুন্নতির জন্য শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অবদান-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতঃ তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী অধিবেশনে তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইয়া বলেন, 'মনুষ্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত মূল জিনিষ হচ্ছে ধর্ম্ম বিশ্বাস বা ঈশ্বরবিশ্বাস। উহা হারিয়ে আমরা আজ দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছেছি।' কৃষ্ণনগরস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজের মুখ্য প্রযত্নে এবং তত্রস্থ অন্যান্য মঠসেবক ও স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবা-প্রচেষ্টায় শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কৃষ্ণনগর টাউন হলে সভার দ্বিতীয় অধিবেশন
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ অভিভাষণ প্রদান করিতেছেন, তাঁহার বাম পার্শ্বে সভাপতি জেলাধীশ শ্রীমৈত্র ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

প্রত্যহ সভায় বিপুল জনসমাবেশে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ মহারাজের প্রাঞ্জল ভাষায় সুযুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া সভাপতি ও উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ

বোলপুর (বীরভূম) :— বোলপুরবাসী সজ্জনগণের চেষ্টায় শ্রীল প্রভুপাদের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় রেল-ময়দানে জানুয়ারী ৯, ১০, ১১ তারিখে তিনটী বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী, বোলপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী ও ডাঃ চপল কুমার চ্যাটার্জ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ, প্রফেসার শ্রীসুধীরকৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের মহিমাশংসনমুখে সভায় ভাষণ প্রদান করেন। সভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে (১) বিশ্ব সমস্যা সমাধানে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, (২) জীবের দুঃখ মোচনে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (৩) বিশ্বে ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর। আচার্য্যপাদগণ সকলেই নাস্তিক্যভাবকেই বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার মূলীভূত কারণ এবং আস্তিক্যভাবের বিস্তারকেই সমুদয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবকল্যাণকর আচরণ ও উপদেশাবলী অবলম্বনে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিশাস্ত্রপ্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, নামপ্রেম-প্রচারোদ্দেশে বহু মঠ মন্দির স্থাপন করতঃ সমগ্র বিশ্বে বিবিধ প্রকারে যে কৃষ্ণভক্তির কথা প্রচার ও প্রসার করিয়া গিয়াছেন তাহা জীবদুঃখ মোচনে তাঁহার অসমোর্দ্ধ দান বলিয়া বক্তৃমহোদয়গণ শাস্ত্রযুক্তিমূলে সুন্দররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ১২ই জানুয়ারী মধ্যাহ্নে স্থানীয় উদ্যোক্তাগণের সেবাচেষ্টায় প্রায় দশ সহস্র নরনারী বিচিত্র প্রসাদ সেবা করেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এরূপ বিরাট মহোৎসব ও ধর্ম্মসম্মেলন পূর্ব্বে কখনও তাঁহারা দেখেন নাই।

কুচবিহার সহর :— স্থানীয় সুমর্য্যাদাসম্পন্ন ল্যান্স-ডাউন হলে ১ মাঘ, ১৫ জানুয়ারী ও ২ মাঘ, ১৬ জানুয়ারী শ্রীল প্রভুপাদের জন্ম-শতবার্ষিকী সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল কলেজের (কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের) অধ্যক্ষ শ্রীনির্ম্মলেন্দু দাশগুপ্ত এবং কুচবিহার মিউনিসি-পালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীসুনিল কর, এম্-এল্-এ। প্রত্যহ অধিবেশনে মুখ্যভাবে অভিভাষণ প্রদান করেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ। এতদ্ব্যতীত দিনহাটা শ্রীগৌরগোবিন্দ মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীও বক্তৃতা করেন।

দিনহাটা (কুচবিহার) :— স্থানীয় নবনির্ম্মিত সুবিশাল মহেশ্বরী ভবনের হলে ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী শতবার্ষিকী সভার অধিবেশনে সভাপতি হন দিনহাটা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রধানঅতিথি পদে বৃত হন শোনিদেবী জৈন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরঞ্জিৎ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-টি। এতদ্ব্যতীত পরদিবস অপরাহ্নে মহেশ্বরী ভবনে এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরগোবিন্দ মঠেও দুইটী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ-পাদের শুভাগমনে এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথামৃত শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়া স্থানীয় নরনারীগণ নিজদিগকে পরম ধন্য মনে করেন। প্রত্যহ সভায় বিপুল জন-সমাবেশ হয়। শ্রীগৌর-গোবিন্দ মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ ও শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ সাধু মহারাজের তত্ত্বাবধানে ও শ্রীগৌরগোবিন্দ মঠের সেবকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের কৃপাপ্রাপ্ত স্থানীয়

কৃষিবিভাগের সুপারভাইজার শ্রীরাধাচরণ দাসাধিকারীর (শ্রীরামকরণ গোপ) সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবানুষ্ঠান সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়। উভয়স্থানে প্রচারসেবায় মুখ্যভাবে যত্ন করেন শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, সংকীর্ত্তনে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, অন্যান্য সেবায় শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী সহায়তা করেন। উত্তর বঙ্গে প্রচাররত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ পার্টি সহ অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন।

আসামে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান :— আসাম প্রদেশে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের চারিটী প্রচারকেন্দ্রে (সরভোগ, তেজপুর, গোয়ালপাড়া ও গোহাটী) শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ মহারাজ সদলবলে কুচবিহার হইতে রওনা হইয়া ১৯ জানুয়ারী শনিবার সরভোগ মঠে পৌঁছিয়াছেন। আসাম প্রদেশের উক্ত মঠ সমূহে বিভিন্ন তারিখে শতবার্ষিকী উৎসব সমাপনপূর্ব্বক তিনি ৭ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা মঠে শুভবিজয় করিবেন।

কলিকাতায় শততমবর্ষপূর্ত্তি অনুষ্ঠান :— কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জন্মশততমবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে শ্রীব্যাস পূজা, ধর্ম্মসম্মেলন ও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার বিরাট্ আয়োজন হইয়াছে। ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ২-৩০ মিঃ শ্রীমঠ হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, ২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী শ্রীব্যাস পূজা, কলিকাতা মঠের সংকীর্ত্তন ভবনে ৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ১১ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ও ১৫, হাজরা রোডস্থ মহারাষ্ট্র নিবাস হলে ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসম্মেলন হইবে। কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিবেন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ, গৌড়ীয় মঠসমূহের বিশিষ্ট আচার্য্যগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভাষণ প্রদান করিবেন।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শিবির

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের শিবির স্থাপিত হইয়াছে। এইবার ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ২২ এপ্রিল পর্য্যন্ত কুম্ভের যোগ থাকিবে, তন্মধ্যে মুখ্যস্নান ২০ ফেব্রুয়ারী বুধবার, ২৪ মার্চ রবিবার ও ১৪ এপ্রিল রবিবার। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীমঠ শিবিরে স্বামীজিগণ গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন ও শাস্ত্রালোচনা করিবেন।

সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, মঠরক্ষক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ বৃন্দাবন, জেঃ মথুরা (উত্তরপ্রদেশ); ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর ২০ বি, চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) এই ঠিকানায় কুম্ভের বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

নিজ নিজ ব্যয়ে যাতায়াত ও নিজ ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতঃ মঠের ক্যাম্পে বাসেচ্ছু, ব্যক্তিগণ (স্ত্রী পুরুষ) পূর্ব্বে সংবাদ দিলে মঠ হইতে বাস স্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা হইতে পারিবে। খরচাদির বিস্তৃত বিবরণ পত্র দ্বারা, টেলিফোনে অথবা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য। দৈব-দুর্ঘটনার জন্য মঠ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না। দৈবানুরোধে প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তনযোগ্য।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের

আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা মঠে শুভারম্ভ এবং

ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান

সমগ্র বিশ্বে **শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের** মূল-পুরুষ ও বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব শতবার্ষিকী** ভারতের বিভিন্নস্থানে সুসম্পন্ন করিবার জন্য কলিকাতাস্থ ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোডের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ৭ মাঘ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, ২১ জানুয়ারী ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ রবিবার কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসবকালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অধস্তন ত্রিদণ্ডিযতিপার্ষদবৃন্দের এক সম্মেলনে **'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতি'** [**B.S.S. Centenary Committee**] নামে একটী সমিতি গঠনের প্রস্তাবনা হয়।

উক্ত শুভ প্রস্তাবনা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে নিম্নলিখিত শ্রীল প্রভুপাদ-অধস্তন বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দকে লইয়া একটী সমিতি গঠিত হয়।

(১) নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ

(২) কাঁথি ও কাশী শ্রীভাগবত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ
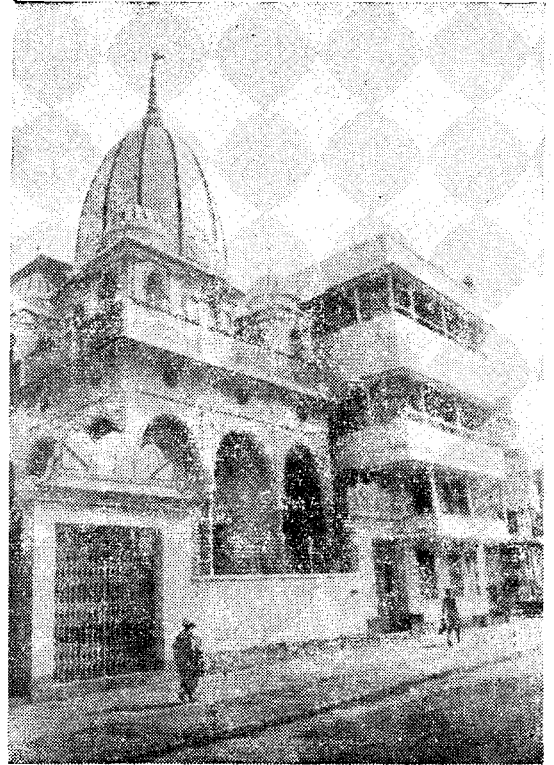
কলিকাতাস্থ ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোডে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির এবং তৎপার্শ্বস্থ শ্রীমঠের সুরম্য ভবন।

(৩) উদালা (উড়িষ্যা) শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ

(৪) কাল্না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

(৫) নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব মহারাজ

(৮) রিষ্ড়া (হুগলী) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ

(৯) দমদমস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ

(১০) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ

(১১) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ
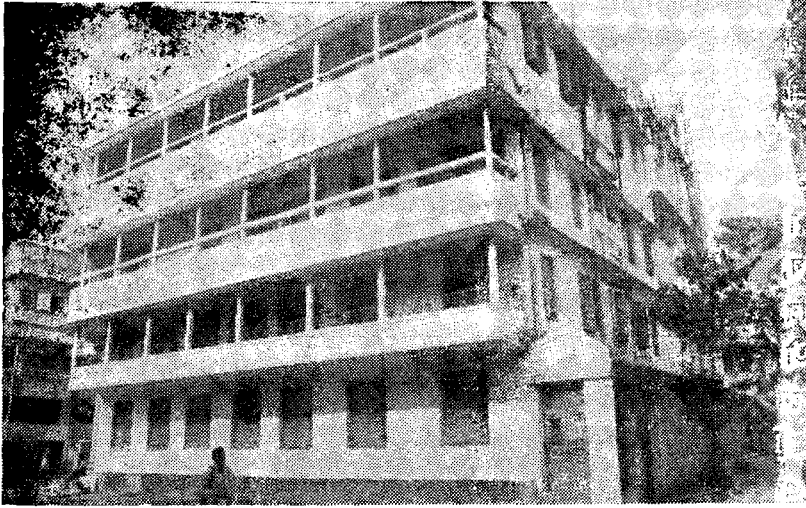
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সুবিশাল ভবনের ত্রিতলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্মেলনে শতবার্ষিকী সমিতি গঠিত এবং নিম্নে সংকীর্ত্তন-ভবনে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকীর শুভারম্ভানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

(১২) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রাপণ দামোদর মহারাজ

(১৩) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

(১৪) শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ

(৬) খড়গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

(৭) বর্দ্ধমানস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ

সমিতির উপস্থিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ উক্ত সমিতির সভাপতি ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ সম্পাদকরূপে নির্ব্বাচিত হন।

কলিকাতা (প্রথম অধিবেশন)—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব শতবার্ষিকীর প্রথম শুভারম্ভানুষ্ঠান গত ১০ ফাল্গুন, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ বৃহস্পতিবার কলিকাতাস্থ ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোডের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস সান্ধ্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ সুশোভিত রমনীয় সিংহাসনে সমাসীন **শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার শতদীপ আরতি দ্বারা শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন।**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার শতদীপ আরতি দ্বারা শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করিতেছেন।

এতদুপলক্ষে মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅনিলকুমার সিংহ ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা মহোদয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রদ্যোতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলেজ স্কোয়ারস্থ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী চারিটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়।

শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় য়্যাড্‌ভোকেট ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদার প্রথম ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন,—"আজ আমাদের গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসবের শুভারম্ভ। তাঁহার আশ্রিত আচার্য্যগণ মিলিত হ'য়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বর্ষব্যাপী শ্রীল প্রভুপাদের অবদান ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার বিপুল আয়োজন করেছেন। উক্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতিও গঠিত হয়েছে। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাশক্তিবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ** শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র স্বয়ং আচরণমুখে প্রচার ক'রে গেছেন। তাঁর অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে ও বীর্য্যবতী বাণীতে আকৃষ্ট হ'য়ে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হ'য়েছেন। আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে

প্রচারিত হচ্ছে এবং পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ যে বিপুল সংখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হচ্ছেন, তার মূলে রয়েছেন আমাদের গুরুদেব। **সুতরাং ইনি কেবল আমাদের গুরু নহেন, ইনি জগদ্‌গুরু।”**

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে শতবার্ষিকী সভার অধিবেশনে বাম দিক হইতে (সম্মুখে): শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ (ভাষণরত)।

নবদ্বীপ:—

উদালা শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ বুধবার এবং পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য শ্রীজিতেন্দ্র নাথ গোস্বামীর পৌরোহিত্যে স্থানীয় প্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরে ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দুইটী বিশেষ সভার অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট আচার্য্যগণ এবং পণ্ডিত শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাভারতকোবিদ, পণ্ডিত শ্রীগোরাচাঁদ ভট্টাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীগোরাচাঁদ ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের আবেগময়ী হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণে বলেন, “শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাবের পর ভারত এবং ভারতের বাহিরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারিত হচ্ছে। যখন দেখি ও শুনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণের প্রচার ফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌড়ীয়-পতাকা উড্ডীন হচ্ছে তখন গৌরবে আমাদের বক্ষ স্ফীত হয় এবং আনন্দে আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল হয়। যুগপুরুষ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান শুভবাসরে আমরা কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করছি।”

আনন্দপুর (মেদিনীপুর):—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ শনিবার হইতে ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্ম সভার এবং শ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শনীর বিরাট্ আয়োজন হয়। রামগড়ের রাজা মহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীরণজিৎ কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, সাবরেজিষ্টার শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ,

শ্রীবিজয়কান্ত বাগ প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রধান অতিথি ও সভাপতিরূপে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু, তৎপার্ষদবৃন্দ, ষড়্গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ আদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের তিরোধানের পর বহু অপসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবহেতু যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্ম হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে লোক বিপথগামী হচ্ছিল এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়্‌ছিলেন, সে সময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর করুণাশক্তিবিগ্রহ অস্মদীয় গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁর অভূতপূর্ব্ব ঐশ্বরিক শক্তি প্রকাশের দ্বারা শুদ্ধভক্তি বিরুদ্ধ সমস্ত অপসিদ্ধান্তের নিরসন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের মহিমা জগতে পুনঃ সংস্থাপন এবং তাঁর যোগ্য শিষ্যবৃন্দকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ ক'রে—'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করেন। সম্বন্ধ—অভিধেয়—প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা ও বিচার-বৈশিষ্ট্য কি, তা শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্লেষণ ক'রে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির সহিত এত সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন যে, অধুনা পৃথিবীর বহু শিক্ষিত, গুণী ও মানী ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে উক্ত মহদাদর্শে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। জগদ্বাসীর বাস্তব কল্যাণ ও পরমপুরুষার্থ লাভে শ্রীল প্রভুপাদের যে বিরাট্ অবদান, তার কোনও তুলনা নাই।"

চণ্ডীগড় [পাঞ্জাব]ঃ—

পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সুবিশাল সভাকক্ষে গত ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল মঙ্গলবার এক বিশেষ সান্ধ্য অধিবেশনে পাঞ্জাবে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পাঞ্জাবের মহামান্য গবর্ণর ডক্টর ডি, সি, পাবাটে। ডক্টর পাবাটে তাঁহার উদ্বোধন ভাষণে বলেন,—"আমি দাক্ষিণাত্যের পাণ্ঢারপুর অধিবাসী। ভক্তির অনুশীলন ও বিস্তারের ক্ষেত্ররূপে পাণ্ঢারপুরের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

চণ্ডীগড় মঠের সভাভবনে শতবার্ষিকী সভায় যোগদানের জন্য পাঞ্জাবের গভর্ণর স্বামীজীগণের সঙ্গে অগ্রসর হইতেছেন। বাম হইতে—শ্রীমৎ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের পার্শ্বে গভর্ণর ডক্টর ডি, সি, পাবাটে

শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ভক্তিধর্ম্ম জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র প্রচার করেছিলেন এবং বর্ত্তমানে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান হ'তেও বিপুলভাবে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারিত হ'চ্ছে জেনে খুবই উল্লসিত হয়েছি। ভগবদ্ভক্তি আমাদিগকে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ দিতে পারে।" উক্ত মহৎ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন হরিয়ানা রাজ্য সরকারের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীচিরঞ্জিলালজী, প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার মুখ্য সচিব শ্রীএন্, এন্, কাশ্যপ আই-সি-এস্। 'বিশ্ব সমস্যা সমাধানে শ্রীল প্রভুপাদ' বক্তব্য বিষয়ের উপর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ ভাষণ প্রদান করেন।

দেরাদুন [উত্তর প্রদেশ] ঃ—

১৬ শ্রাবণ, ১লা আগষ্ট বুধবার ও ১৭ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় গীতাভবনে দুইটী বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে দেরাদুনের সেসন্ জজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত গর্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ স্বামী এম্-এল্-এ। সভার প্রধান অতিথি হন স্থানীয় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীজি, এল্, সিংহ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাংস্কৃতিক সমিতির (Tagore Cultural Society-র) সভাপতি ডক্টর শ্রীবলবীর সিং। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অবদান ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত শ্রীগয়াপ্রসাদ শুক্লা মহোদয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়গ্রাহী হয়। দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্নে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উপলক্ষে গীতাভবনে বিরাট্ মহোৎসবের আয়োজন করেন।

জগদ্ধ্রী [হরিয়ানা] ঃ—

শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় মাড়োয়ারী অতিথিভবনে ৩ আগষ্ট হইতে ৬ আগষ্ট পর্য্যন্ত চারিটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রত্যহ সভায় শ্রোতৃবৃন্দের বিপুল সমাবেশ হয়।

বৃন্দাবন [মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)] ঃ—

আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী ও মথুরার অতিরিক্ত সেসন্ জজ্ শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসাদ মাথুরের সভাপতিত্বে ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বুধবার ও ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবার্ষিকীর অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনদ্বয়ে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রাচ্য দর্শন সংস্থার (I.O.P.-র) সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীগৌরকৃষ্ণ গোস্বামী শাস্ত্রী কাব্য-পুরাণতীর্থ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ও শ্রীবনমালী দাস শাস্ত্রী শ্রীল প্রভুপাদের অবদান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ১৫ আগষ্ট মধ্যাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী মহোৎসবের আনুকূল্য করেন লুধিয়ানানিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর ভক্তিবিলাস মহোদয়। স্থানীয় বিভিন্ন মঠের বৈষ্ণবগণ ব্রজবাসিগণ, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিগণ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মহোৎসবে যোগ দেন ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতুষ্ট হন।

পুরী [উড়িষ্যা] ঃ—

শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবভূমি শ্রীপুরুষোত্তমধামে (পুরীতে) শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মুখ্য

প্রবেশদ্বারের পার্শ্ববর্ত্তী প্রাঙ্গণস্থ সভামণ্ডপে গত ১০ কার্ত্তিক, ২৭ অক্টোবর শনিবার হইতে ১২ কার্ত্তিক ২৯ অক্টোবর সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শতবার্ষিকী সভার দিবসত্রয়ব্যাপী মহাধিবেশন সম্পন্ন হয়। পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র, কটক হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীবালকৃষ্ণ পাত্র, পুরী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র যথাক্রমে সান্ধ্য অধিবেশনের সভাপতিপদে বৃত হন এবং কটকের প্রাক্তন এম্, এল্, এ পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, বাঁকী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীরাজেশ্বর রায় ও পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথ মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ অধিবেশনের প্রারম্ভে সুভূষিত উচ্চাসনে সংস্থাপিত শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার পূজা ও শতদীপ আরতির দ্বারা দিবসত্রয়ব্যাপী মহদনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অধিবেশনের সভাপতি ও প্রধান অতিথি বৃত হওয়ার পর উড়িষ্যার মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী বি, ডি, জাট্টির শুভেচ্ছা বার্ত্তা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শতবার্ষিকী সমিতির সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

পুরীতে শতবার্ষিকীর অধিবেশন

মঞ্চে বাম হইতে—শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, বিচারপতি শ্রীহরিহর মহামাত্র ও শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ।

MESSAGE

I am happy to know that the Centenary of Prabhupad Sreela Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur of Sree Chaitanya Math and Sree Gaudiya Math is being celebrated at Puri from October 27 to October 29, 1973.

Goswami Thakur was the great religious preacher and his relentless efforts found fruition in setting up of Sree Gaudiya Math and net-work of Gaudiya Mission Organisations throughout the country. He was

instrumental in spreading the message of love which Sree Chaitanya Mahaprabhu preached long years ago.

I pay my respectful homage to this great soul on the occasion of the centenary celebrations at Puri and wish the function all success.

Sd. B. D. Jatti
(Governor of Orissa)
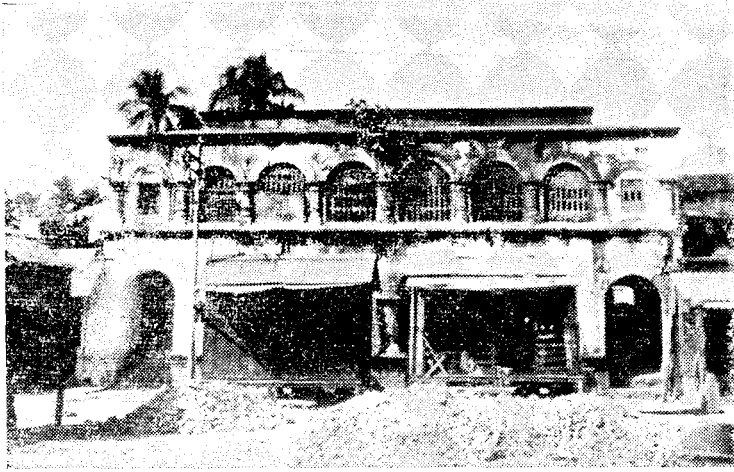
পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর এই ভবনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

[পাকা গৃহাদিসহ এই স্থানটী গত ২৮শে আষাঢ়, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, (ইং ১৩ই জুলাই, ১৯৭৩) শুক্রবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নামে দলিলাদি রেজিষ্ট্রী হইয়া সংগৃহীত হইয়াছে।]

উড়িষ্যার জনপ্রিয় দৈনিক 'সমাজ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধানাথ রথ মহোদয় অসুস্থতা নিবন্ধন মহদনুষ্ঠানে যোগ দিতে না পারায় এক তারবার্ত্তা প্রেরণ করেন। উক্ত তারবার্ত্তা সভায় পঠিত হয়।

তারবার্ত্তা :—Bhakti Ballabh Tirtha C/o Bagaria Dharamsala, Puri. Extremely sorry owing heavy bleeding and consequence

extreme weakness could not proceed on medical advice kindly excuse short notice my regards to Sri Sri Saraswati Thakur and President Acharyya.

Radhanath Rath

'পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদ', 'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীল প্রভুপাদ', 'শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অবদান বৈশিষ্ট্য,' অধিবেশনত্রয়ে যথাক্রমে নির্দ্ধারিত আলোচ্য বিষয়সমূহের উপর সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাদের অভিভাষণে প্রচুর আলোক সম্পাত করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং পরমার্থী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপাদ যতিশেখর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"বহু সুকৃতিফলে পুরুষোত্তম ধামে অবস্থানের সৌভাগ্য হয়। 'পুরুষোত্তমধাম' নাম কেন

হলো? "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষর পুরুষের নাম—ভগবান্। তিনি ক্ষর পুরুষ জীব এবং অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হ'তেও শ্রেষ্ঠ। এজন্য তাঁহাকে লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলা হয়। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এখানে জগন্নাথরূপে প্রকাশিত। অণুত্ব (পরমাত্মত্ব), বিভুত্ব (ব্রহ্মত্ব)-কে ক্রোড়ীভূত ক'রে ভগবৎস্বরূপ। অণুত্ব, বিভুত্ব, মধ্যমত্ব, সর্ব্বত্ব যে তত্ত্বে নিহিত রয়েছে—তিনি ভগবান্। ব্রহ্ম ভগবানের অসম্যক্ প্রতীতি এবং পরমাত্মা আংশিক প্রতীতি। ভগবান্ জগন্নাথরূপে শ্রীপুরুষোত্তমধামে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ব্যক্ত করেছেন। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ রাধিকার ভাব ও কান্তি নিয়ে গৌরাঙ্গ রূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হ'য়ে জগন্নাথের প্রকৃত-স্বরূপ জগদ্বাসীকে জানিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথকে দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণস্বরূপে দর্শন করেছেন। শ্রীপুরুষোত্তমধামের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এখানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভাবের গূঢ়তম প্রেমের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। আমাদের গুরুদেব এই পুরুষোত্তমধামে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৩শে মাঘ শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে বড়দাণ্ডস্থিত পুলীশ থানার পার্শ্বে 'নারায়ণ ছাতা'র সংলগ্ন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরি-কীর্ত্তন মুখরিত বাসভবনে শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'—কলিযুগে পুরুষোত্তমধাম হ'তে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হ'বে পদ্মপুরাণের এই ব্যাসবাণীর সার্থকতা আমাদের গুরুদেবের আবির্ভাবের পরেই আমরা দেখ্‌তে পাই।

তিনি তাঁর প্রকটকালে ভারতে এবং ভারতের বাইরে ৬৪টী প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে-ছিলেন। আজ তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণের প্রচারফলে নিউ ইয়র্ক, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, লণ্ডন প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হচ্ছে, হাজার হাজার নরনারী রথযাত্রা উৎসবে যোগ দিচ্ছেন, বহু পাশ্চাত্ত্য দেশীয় নরনারী বৈষ্ণব সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হচ্ছেন, রাস্তায় রাস্তায় মৃদঙ্গ করতালসহ সংকীর্ত্তন হচ্ছে। 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য আজ সত্যে পরিণত হ'তে চল্‌ছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমরা সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুমহান্ আদর্শের উত্তরাধিকারী হ'য়েও বিপথগামী হ'য়ে পড়্‌ছি এবং হিংসা, মাৎসর্য্যকে বহুমানন কর্‌ছি। আমাদের মহান্ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পাশ্চাত্ত্যদেশবাসিগণ এ দেশে আস্‌ছেন, আমরা যেন সেটা ভেবেও আমাদের মহান্ আদর্শকে সংরক্ষণের যত্ন করি, সংযত জীবন যাপন করি।"

প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"আজ অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ ক'রে আমি উপকৃত হয়েছি, আপনারাও উপকৃত হয়েছেন। আমেরিকার কোনও পুস্তকে পৃথিবীর আটটী মুখ্য তীর্থস্থানের মধ্যে 'পুরী'কে অন্যতমরূপে নির্দ্দেশ করেছেন। সুতরাং পুরীর মহিমা বহু পূর্ব্ব হ'তেই প্রচারিত আছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য্য, প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হ'য়ে পুরীর মহিমা, শ্রীজগন্নাথের মহিমা আরও বিপুলভাবে প্রচার কর্‌লেন। অধুনা তাঁহারই ধারায় শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ও তাঁর অধস্তনগণের দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষ্ণভক্তির কথা, শ্রীজগন্নাথের মহিমা প্রচারিত হচ্ছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিয়ে যে হরিনামসংকীর্ত্তন ক'রে গেছিলেন, সেই হরিনাম কীর্ত্তন প্রচারের দ্বারাই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর

প্রচার হবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ২৪ বৎসরকাল পুরীতে অবস্থান ক'রে উৎকলে সামাজিক বিপ্লব এনেছিলেন এবং বঙ্গবাসী ও উৎকলবাসীর মধ্যে মিলনের ভিত্তি সংস্থাপন ক'রে গেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সাধনপদ্ধতি প্রচার ক'রে গেছেন তা' এত সহজসাধ্য যে, যে-কোন ব্যক্তি পালন কর'তে পারেন। তাঁর শিক্ষা অনুসরণ কর্‌তে পার্‌লে এদেশবাসী কেন, সকল দেশবাসীই ধন্য হবেন।"

প্রধান অতিথি পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীজগন্নাথ একই তত্ত্ব। কলিযুগে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন ক'রবেন তা' আমরা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র হ'তে জান্‌তে পারি। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"—ভাগবত। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে এবং শ্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে জগজ্জীবের উদ্ধার সাধন করেছিলেন। যে প্রেম কখনও কোনও যুগে দেন নাই সেই উন্নত-উজ্জ্বল-রস স্বভক্তিসম্পদ্ কলিযুগের জীবকে দিতে এসেছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ, সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"—বিদগ্ধমাধব। শ্রীমন্মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর জগতে প্রকট ছিলেন, তন্মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণের পর শেষ ২৪ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর পুরী হ'তে গমনাগমন প্রচারলীলা, ১৮ বৎসর একাদিক্রমে পুরীতেই ছিলেন। রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরাদি অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের সহিত কেবলমাত্র গূঢ় প্রেমরস আস্বাদনেই শেষ ১২ বৎসর অতিবাহিত করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে কি ভাবে দর্শন ক'রতেন তা' তাঁর রচিত শ্রীজগন্নাথাষ্টক হ'তেই আমরা জান্‌তে পারি—

"ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি-লীলা পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥"
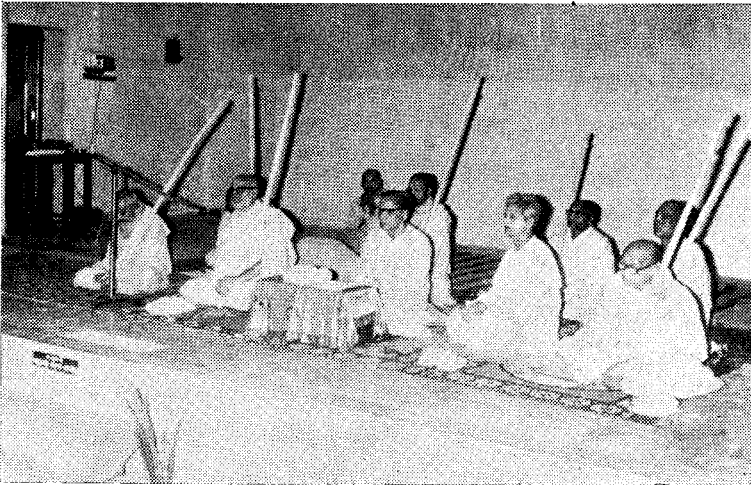
কটকে শতবার্ষিকী সভার তৃতীয় অধিবেশন।

[বিবরণ ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।